বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

GIFT

ড. এম. নজরুল ইসলাম
প্রফেসর রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

খালেদা নাসরীন
বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস,
এম.ফিল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং- ৩২
শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

402493

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভ-দাখিল করা হলো

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৫

পিএইচ.ডি থিসিস

Dhaka University Library
402493

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে পরিচালিত আমার নিরলস বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ এবং এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি।

তারিখ

খালেদা নাসরীন

(খালেদা নাসরীন)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং-৩২
শিক্ষাবর্ষ-২০০৩-০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

402493

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক খালেদা নাসরীন কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এই অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল।

আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

তারিখ

402493

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ড. এম. নজরুল ইসলাম
প্রফেসর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার মা রওশন আখতার–এর স্মৃতির
উদ্দেশ্যে যার শিক্ষা, আদর্শ এবং
অনুপ্রেরণা আমার পাথেয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

আমার এই পিএইচ.ডি. থিসিসের ব্যাপারে যাদের আন্তরিক অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা আমাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে উৎসাহ জুগিয়েছে তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাঁর আশীর্বাদ উপদেশ ও সহযোগিতা আমার থিসিস লেখার কাজে প্রতিনিয়তই আমাকে সাহায্য করেছে তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম। তাঁর সাহায্য, সহযোগিতার কথা যতবারই মনে হয় ততবারই সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কারণ তিনিই (সৃষ্টিকর্তা) আমাকে এমন একজন অভিজ্ঞ উদার বড় মাপের (সার্বিক অর্থে) মানুষের অধীনে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। স্যারকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও সালাম জানাই।

থিসিসের ডাটা, শব্দ নির্বাচন, ইংরেজী শব্দের বদলা প্রতিশব্দ নির্বাচন, পুরো থিসিসের প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে যাঁর কাছ থেকে সব সময় সাহায্য পেয়েছি তিনি হলেন আমার স্বামী বনি আমিন। ওর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

আমার বাবা যিনি প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতেন দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। মেয়ের সাফল্য দেখার জন্য যে বাবা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, যাঁর দোয়ায় আমি এতদূর আসতে পেরেছি তাঁর প্রতি রইল আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম।

পিএইচ.ডি'র জন্য যিনি আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি হলেন আমার বড় ভাই ডাঃ আতিকুল ইসলাম। সুদূর সুইডেন থেকে তিনি প্রতিনিয়ত ফোনে আমার কাজের অগ্রগতি জানতে চাইতেন। তাঁর শাসন, ভালবাসা, উপদেশ সর্বোপরি আশীর্বাদ আমার লেখার কাজে প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

নারায়নগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের আমার সহকর্মীবৃন্দ, বাংলা বিভাগের সন্তোষ কুমার ঢালী, অর্থনীতির ওয়াহিদা রহমান, উদ্ভিদবিদ্যার এ, কে, এম, কামরুল হক-এদের সকলের কাছে আমি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছি।

প্রতিনিয়ত আমার গবেষণার কাজে উৎসাহ দিয়ে গেছেন আমার শ্রদ্ধেয় মেঝো ভাই কামরুল ইসলাম, ছোট ভাই সাইফুল ইসলাম, লায়লা ভাবী এদের সকলের প্রতিই আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার একমাত্র সন্তান পৃথুর প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণার কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে পৃথু বঞ্চিত হয়েছে তার প্রাপ্য আদর, ভালবাসা থেকে। তার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা আমাকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

সংসদীয় গণতন্ত্রে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। কিন্তু এখনও এদেশের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। আলোচ্য গবেষণার জন্য গবেষণা সমস্যা হিসেবে **'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা'** কে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারায়, এ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত বর্তমান সংসদ পর্যন্ত সময়কালে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের সমস্যার অনুসন্ধান ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের প্রয়াসে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের বিকাশের ধারা সনাক্তকরণ পূর্বক জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে নারীর সঠিক অগ্রগতি, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ, সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের ধারা, পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সাংসদের অংশগ্রহণের মাত্রা, সামাজিক রাজনৈতিক পারিবারিক আঙ্গিক বিশ্লেষণ, সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর সংসদে সীমিত অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান, যথাযথ ভূমিকা পালনে অন্তরায়সমূহ ইত্যাদি সুগভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ দেশে সরকার প্রধান মহিলা হলেও জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। এ বিষয়ে নারী সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্য দিয়ে। বর্তমান জাতীয় সংসদে মাত্র ছয়টি আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যা সমগ্র সংসদের মাত্র ২%। অথচ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার ১৫.৪%।

আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটি সর্বমোট ১০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে রচনা করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার সমস্যার বিবরণ, যৌক্তিকতা, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার ঐতিহাসিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার সাহিত্যের নান্দনিকতার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৩য় অধ্যায়ে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্বাচন, গণতন্ত্র ও গবেষণার মূল শিরোনাম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা এ বিষয়ের উপর তত্ত্বগত ও কার্যকর উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়ে গণপরিষদ ও সংবিধান প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে ৫ম অধ্যায়ের শিরোণাম হচ্ছে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ, এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সাবেক বা বর্তমান নারী সংসদ সদস্য এবং প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়ন কর্মী/রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

৬ষ্ট অধ্যায়ে 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব' শিরোণামে জাতীয় সংসদে নারী ঃ ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে জয়লাভকারী ও প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের (সাংসদের জন্ম তারিখ সীমা,সাংসদের নির্বাচনকালীন বয়স, রাজনীতিতে যোগদান, রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স, রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা, নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান, সাংসদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংসদের শিক্ষাগত সমাপ্তির সাল, সাংসদের সামাজিক পরিচিতি) সাথে পুরুষ সাংসদদের তুলনামূলক আলোচনার সাথে সাথে সংসদের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এছাড়া ৭ম অধ্যায়ে জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচন, সংসদে অংশগ্রহণ ইত্যাদি দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৮ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মহিলা নেতৃত্ব কতটুকু কার্যকর ও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৯ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার, সংসদীয় কমিটিতে মহিলা, সংসদ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি মন্ত্রীসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা এবং সর্বশেষে তথ্য চূড়ান্ত উপসংহার ও সুপারিশমালা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনের শেষ দিকে পরিশিষ্ট (Appendix) এবং গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography) সন্নিবেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা
	গবেষকের কথা..	i
	গবেষণার সারাংশ..	ii-iii
	টেবিল তালিকা..	ix-xvi
	রেখচিত্র তালিকা..	xvi-xix
	প্রথম অধ্যায়..	১-৪১
১.১	ভূমিকা..	১-৪
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা..	৪-৬
১.৩	গবেষণার সমস্যার বিবরণ..	৬-১০
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য..	১০-১১
১.৫	গবেষণার ভিত্তি..	১১-১২
১.৬	গবেষণার তাৎপর্য..	১২-১৮
১.৭	গবেষণার অনুসৃত ধাপসমূহ..	১৯
১.৮	গবেষণার পরিধি..	২০
১.৯	গবেষণার উপযোগীতা..	২০-২২
১.১০	গবেষণা নকশা..	২২-২৬
১.১১	গবেষণা উপকরণ তৈরী..	২৬-২৯
১.১২	গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত..	২৯
১.১৩	গবেষণা উপকরণ এর পূর্ব পরীক্ষণ ও চূড়ান্তকরণ..	২৯-৩০
১.১৪	উপকরণ সমূহের প্রয়োগ..	৩০
১.১৫	অংশগ্রহণকারীদের উৎস ও বাছাইয়ের মানদন্ড..	৩০-৩১
১.১৬	নমুনা উত্তর দাতাদের আকার..	৩১-৩২
১.১৭	গবেষণার তথ্য সমন্বিতকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি..	৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১.১৮	তথ্যের ত্রিভূজায়ন	৩৩
১.১৯	গবেষণার সীমাবদ্ধতা..	৩৪-৩৭
১.২০	গবেষণার অধ্যায় বিন্যাস..	৩৭-৩৮
	পাদটীকা..	৩৯-৪১
	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ..................	**৪২-১১৫**
২.১	সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা...	৪২-৫৮
২.২	বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের অবস্থান...	৫৮-৫৯
২.৩	বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী	৫৯-৬১
২.৪	নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন..	৬২
২.৫	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য...	৬২-৬৬
২.৬	নারী উন্নয়ন নীতিমালা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত..	৬৬-৬৯
২.৭	নারী উন্নয়নে জাতিসংঘ ভূমিকা কালপঞ্জি...	৬৯-৭১
২.৮	জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার..	৭১-৭২
২.৯	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ...	৭৩
২.১০	বাংলাদেশ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে..	৭৩-৭৪
২.১১	রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণে নারীর ক্ষমতায়ন ঃ বৈশ্বিক চিত্র..........................	৭৪-৭৮
২.১২	রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের নিম্নহার ঃ বিশ্বব্যাপী প্রবণতা.........................	৭৮-৭৯
২.১৩	জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন..	৭৯-৮০
২.১৪	গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন..	৮১-৮৫
২.১৫	বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগ সমূহ...	৮৫-৮৮
২.১৬	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের প্রভাব...........................	৮৮-৯১
২.১৭	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন স্তরে আসন সংরক্ষণ ও বাস্তবতা..............	৯১-৯৮
২.১৮	বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে মহিলাদের অগ্রগতির কয়েকটি কেস স্টাডি..............	৯৮-১০৮
	পাদটীকা..	১০৯-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

	তৃতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	১১৬-১৪৩
৩.১	নির্বাচন গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার আন্দোলন	১১৬-১২১
৩.২	নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা ও প্রভাব	১২১-১২৬
৩.৩	নারীবাদ	১২৬-১৩১
৩.৪	নারীর ক্ষমতায়নে নারী জাগরণ	১৩১-১৩৪
৩.৫	নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	১৩৪-১৩৬
৩.৬	নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা	১৩৬-১৪০
	পাদটিকা	১৪১-১৪৩
	চতুর্থ অধ্যায় ঃ গণপরিষদ ও বাংলাদেশের সংবিধান বিবর্তন	১৪৪-১৬০
৪.১	প্রাক-সংবিধান পর্ব	১৪৪-১৪৮
৪.২	বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী সমূহ	১৪৮-১৫৮
	পাদটিকা	১৫৯-১৬০
	অধ্যায় পঞ্চম ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ	১৬১-১৯৯
৫.১	জনসাধারণের মতামত জরিপ	১৬১-১৭৫
৫.২	জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনকারী বর্তমান ও সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ	১৭৫-১৮৩
৫.৩	সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন	১৮৪-১৮৮
৫.৪	সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বপালন সম্পর্কে মনোভাব মানক	১৮৮-১৯১
৫.৫	প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়ন কর্মী/রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী	১৯১-১৯৮
	পাদটীকা	১৯৯
	ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব	২০০-২৭৭
৬.১	জাতীয় সংসদে নারী ঃ ১৯৭০ এর নির্বাচন	২০০-২০২
৬.২	প্রথম জাতীয় সংসদ ঃ ১৯৭৩	২০২-২১০
৬.৩	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার	২১১-২২০

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪	তৃতীয় জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার......................	২২০-২৩০
৬.৫	চতুর্থ জাতীয় সংসদ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার..........................	২৩০-২৩৮
৬.৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার......................	২৩৯-২৪৮
৬.৭	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার.........................	২৪৮-২৫৭
৬.৮	সপ্তম জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার.......................	২৫৭-২৬৭
৬.৯	অষ্টম জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার.......................	২৬৭-২৭৬
	পাদটীকা...	২৭৭
	সপ্তম অধ্যায় ঃ জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব...............................	২৭৮-৩১৯
৭.১	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব..	২৭৮-২৭৯
৭.২	সংসদে নারীর হতাশাজনক প্রতিনিধিত্ব...	২৭৯-২৮০
৭.৩	সাধারণ আসনে নারী মনোনয়ন...	২৮১-২৮৩
৭.৪	নারী ও সাধারণ নির্বাচন..	২৮৩-২৮৫
৭.৫	সাধারণ আসনে এ পর্যন্ত নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের দলীয় পরিচিতি.................	২৮৫-২৮৭
৭.৬	আসনওয়ারী সাধারণ আসনে মহিলা সাংসদদের বিভাজন..............................	২৮৭-২৯০
৭.৭	জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সংসদ	২৯০-২৯১
৭.৮	রাজনৈতিক দলে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দানের অবস্থা..................................	২৯১-২৯৪
৭.৯	৮ম জাতীয় সংসদ সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থী চূড়ান্ত মনোনয়ন....................	২৯৪-২৯৭
৭.১০	সংসদে অভিজ্ঞ নারী সংসদদের উপস্থিতি...	২৯৭-২৯৯
৭.১১	সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিনিধিত্ব	২৯৯-৩০৭
৭.১২	জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে বিভিন্ন নারী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি........	৩০৭-৩১১
৭.১৩	বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্টে নারী..	৩১১-৩১২
৭.১৪	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনীতি ও সংসদে নারী..	৩১২-৩১৫
৭.১৫	বিশ্বের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ও বাংলাদেশের সাথে তুলনা	৩১৫-৩১৬
৭.১৬	বিভিন্ন দেশের সংবিধানে নারী প্রতিনিধিত্ব...	৩১৬-৩১৮
	পাদটীকা...	৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৫	মানকের ভিত্তিতে উক্তিগুলো যাচাই..	১৮৯
৫.১৬	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি	১৯৬
৫.১৭	সংসদে নারী সদস্য বাড়ানোর উপায়..	১৯৬
৫.১৮	নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধাসমূহ...	১৯৭
৬.১	এক নজরে সংসদীয় নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১).......................................	২০১
৬.২	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩...	২০২
৬.৩	প্রথম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য...	২০২
৬.৪	সংসদ কার্যক্রম ও উপস্থিতি..	২০৩-২০৪
৬.৫	প্রথম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব (নারী ও পুরুষ)...................................	২০৪
৬.৬	প্রথম জাতীয় সংসদ ঃ পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্মতারিখ সীমা...............	২০৫
৬.৭	প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স.........	২০৫
৬.৮	প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান........	২০৬
৬.৯	প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স..	২০৭
৬.১০	প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা..	২০৭-২০৮
৬.১১	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে পুরুষ ও মহিলা সাংসদরা রাজনীতিতে যোগদান করেছে...	২০৮
৬.১২	প্রথম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা............	২০৯
৬.১৩	প্রথম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি...........	২১০
৬.১৪	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৯..	২১১
৬.১৫	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য...	২১১
৬.১৬	সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন..	২১২
৬.১৭	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২১৩
৬.১৮	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা......................	২১৪
৬.১৯	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স.........	২১৪

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মহিলা নেতৃত্ব.................... ৩২০-৩৪৮

৮.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি.................... ৩২০-৩২৪

৮.২ নেতৃত্ব.................... ৩২৪-৩৩২

৮.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধারা.................... ৩৩৩-৩৩৫

৮.৪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব.................... ৩৩৫-৩৩৮

৮.৫ মহিলা ভোটার ও ভোট প্রদান ঃ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি.................... ৩৩৯

৮.৬ রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত মহিলাদের কথা ঃ কয়েকটি উদাহরণ.................... ৩৪০-৩৪২

৮.৭ জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব প্রদানকারী মহিলাদের বৈশিষ্ট্য.................... ৩৪২-৩৪৬

পাদটীকা.................... ৩৪৭-৩৪৮

নবম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ.................... ৩৪৯-৪০৩

৯.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব..... ৩৪৯-৩৫২

৯.২ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দল সমূহে নারী নেতৃত্ব.................... ৩৫২-৩৬১

৯.৩ নির্বাচনী ইশতেহার ও নারী.................... ৩৬১-৩৬৬

৯.৪ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ.................... ৩৬৬-৩৮৪

৯.৫ জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালীতে নারীর অংশগ্রহণ.................... ৩৮৪-৩৯০

৯.৬ সংসদ আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ.................... ৩৯০-৪০০

পাদটীকা.................... ৪০১-৪০৩

দশম অধ্যায় ঃ ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ মালা.................... ৪০৪-৪৫৩

ফলাফল.................... ৪০৪-৪১১

অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষণ.................... ৪১১-৪১২

উপসংহার.................... ৪১৩-৪১৫

সুপারিশসমূহ.................... ৪১৬-৪২০

Bibliography.................... ৪২১-৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১ জনসাধারণের মতামত জরীপের প্রশ্নমালা.................................... ৪৩৭-৪৪১

পরিশিষ্ট - ২ জাতীয় সংসদের বর্তমান ও সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা.. ৪৪২-৪৪৯

পরিশিষ্ট - ৩ প্রতিষ্ঠিত নারী/ নারী উন্নয়ন কর্মী/ রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা.. ৪৫০-৪৫৩

টেবিল তালিকা

১.১	এক নজরে গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ...	২৬-২৭
১.২	গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত..	২৯
৩.১	একনজরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ...	১১৮
৩.২	নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো...	১২৬
৪.১	সংবিধানের ১১ টি ভাগ..	১৪৭
৪.২	এক নজরে সংবিধানের ১৩ টি সংশোধনী...	১৪৮
৫.১	মতামত দানকারীদের বয়সসীমা...	১৬২
৫.২	মতামত দানকারীদের শিক্ষা শ্রেণী...	১৬৩
৫.৩	মতামত দানকারীদের পেশা...	১৬৩-১৬৪
৫.৪	উত্তর দাতাদের বৈবাহিক অবস্থা..	১৬৫
৫.৫	মতামত প্রদানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা.......................................	১৬৬
৫.৬	তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি...	১৭১
৫.৭	জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রসার	১৭২
৫.৮	জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তার র‍্যাংকিং...................	১৭৩
৫.৯	সাক্ষাৎকারদানকারীদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর....................	১৭৮
৫.১০	জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়................	১৮০
৫.১১	জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা..................................	১৮১
৫.১২	সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস কিরূপ হওয়া উচিত বিষয়ক মতামত..........	১৮২
৫.১৩	সংসদের সুবিধা সমূহের র‍্যাংকিং...	১৮৪
৫.১৪	নির্বাচনী ব্যায়ের উৎস...	১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৬.২০	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান......	২১৫
৬.২১	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স..	২১৬
৬.২২	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন...	২১৬-২১৭
৬.২৩	দ্বিতীয় জাতীয় সাংসদের পুরুষ সাংসদরা নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে...	২১৭
৬.২৪	নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (মহিলা)..................	২১৮
৬.২৫	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা...........	২১৮
৬.২৬	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন...........	২১৯
৬.২৭	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি..........	২২০
৬.২৮	তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৬..	২২১
৬.২৯	ভোট বিষয়ক তথ্য...	২২১
৬.৩০	তৃতীয় জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন...	২২২
৬.৩১	তৃতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২২৩
৬.৩২	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়সসীমা....	২২৪
৬.৩৩	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা.....................	২২৪
৬.৩৪	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা....	২২৫
৬.৩৫	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স..	২২৫-২২৬
৬.৩৬	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন...	২২৬
৬.৩৭	নির্বাচনের কতদিনপূর্বে পুরুষ ও মহিলা সাংসদরা রাজনীতিতে যোগদান করেছে	২২৭
৬.৩৮	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা...........	২২৭-২২৮
৬.৩৯	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন...........	২২৮
৬.৪০	তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি..........	২২৯
৬.৪১	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৮..	২৩০
৬.৪২	চতুর্থ জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য..	২৩০
৬.৪৩	চতুর্থ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন..	২৩১

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪৪	চতুর্থ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২৩২
৬.৪৫	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের বয়সসীমা (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)..........	২৩২
৬.৪৬	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)...	২৩৩
৬.৪৭	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)...	২৩৪
৬.৪৮	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)..	২৩৪
৬.৪৯	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন (পুরুষ ও মহিলা)..	২৩৫
৬.৫০	নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)...	২৩৬
৬.৫১	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)	২৩৬-২৩৭
৬.৫২	চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)	২৩৭
৬.৫৩	চতুর্থ জাতীয় সংসদে পুরুষ সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)...	২৩৮
৬.৫৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৯১...	২৩৯
৬.৫৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য...	২৩৯
৬.৫৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন..	২৪০-২৪১
৬.৫৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২৪১
৬.৫৮	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও নারী সাংসদদের বয়সসীমা........................	২৪২
৬.৫৯	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স..........	২৪৩
৬.৬০	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা.....	২৪৪
৬.৬১	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স...	২৪৪
৬.৬২	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন...	২৪৫
৬.৬৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে..	২৪৬
৬.৬৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা............	২৪৬-২৪৭
৬.৬৫	পঞ্চম জাতীয়সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি............	২৪৭-২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬৬	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৯৬..	২৪৮
৬.৬৭	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য..	২৪৯
৬.৬৮	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন..	২৪৯
৬.৬৯	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২৫০
৬.৭০	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা........................	২৫১
৬.৭১	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স............	২৫১
৬.৭২	ষষ্ঠজাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা........	২৫২
৬.৭৩	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স..	২৫২-২৫৩
৬.৭৪	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন......	২৫৩
৬.৭৫	নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান (পুরুষ ও মহিলা)...............	২৫৪
৬.৭৬	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা...............	২৫৫
৬.৭৭	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন............	২৫৫-২৫৬
৬.৭৮	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি.............	২৫৬-২৫৭
৬.৭৯	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৯৬ (জুন)..	২৫৭
৬.৮০	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোট বিষয়ক তথ্য..................................	২৫৮
৬.৮১	সপ্তম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন...	২৫৯-২৬০
৬.৮২	সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব...	২৬০
৬.৮৩	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা......................	২৬১
৬.৮৪	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স..........	২৬১
৬.৮৫	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা.....	২৬২
৬.৮৬	সপ্তম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স..	২৬৩
৬.৮৭	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন.....	২৬৩
৬.৮৮	সপ্তম জাতীয় সংসদে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (পুরুষ ও মহিলা)..........	২৬৪
৬.৮৯	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা............	২৬৫
৬.৯০	সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন............	২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬.৯১	সপ্তম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি..........	২৬৬-২৬৭
৬.৯২	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ২০০১...	২৬৮
৬.৯৩	অষ্টম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য...	২৬৮
৬.৯৪	অষ্টম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন..	২৬৯
৬.৯৫	অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব..	২৬৯
৬.৯৬	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা.......................	২৭০
৬.৯৭	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন সন...........	২৭১
৬.৯৮	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা....	২৭১
৬.৯৯	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স	২৭২
৬.১০০	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন....	২৭৩
৬.১০১	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কত দিন পরে যোগদান করেছে (পুরুষ ও মহিলা)...	২৭৩-২৭৪
৬.১০২	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা............	২৭৪
৬.১০৩	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন............	২৭৫
৬.১০৪	অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি..........	২৭৫-২৭৬

৭.১	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব.......................................	২৭৮
৭.২	১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার..	২৮০
৭.৩	১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের হার...............	২৮৩
৭.৪	সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার..........................	২৮৩
৭.৫	১৯৯৬'র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিবরণ..........	২৮৪-২৮৫
৭.৬	সরাসরি আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপি দলীয় পরিচিতি [১ম -৮ম সাংসদ]......	২৮৫
৭.৭	একনজরে এ পর্যন্ত সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা সংসদ [১ম -৮ম সংসদ]...	২৮৬
৭.৮	আসনওয়ারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপিদের নামের তালিকা.......	২৮৭-২৮৮
৭.৯	সংসদে নারী ঃ সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সাংসদ [১-৮ সংসদ].....................	২৮৮-২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৭.১০	জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সাংসদ নির্বাচন..............................	২৯০
৭.১১	উপনির্বাচনে জয়ী নারী সাংসদদের তালিকা..	২৯১
৭.১২	৭ম সংসদে ১৯৯৬ নির্বাচনে মহিলা মনোনয়ন..	২৯২
৭.১৩	৮ম সংসদ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলা মনোনয়ন................................	২৯৫
৭.১৪	৭ম সংসদ নির্বাচনে জামানত রক্ষা প্রাপ্ত ১৮ নারীর ভোটের শতকরা হিসাব......	২৯৬
৭.১৫	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার [১৯৭৩-২০০১]..	২৯৭
৭.১৬	সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি	২৯৮
৭.১৭	বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী সাংসদ [১৯৭৩-২০০১]............	৩০০-৩০১
৭.১৮	অন্য জেলা থেকে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ	৩০১
৭.১৯	বিভিন্ন জেলা থেকে সংরক্ষিত সাংসদ নির্বাচনের হার..............................	৩০২
৭.২০	সংরক্ষিত আসনে রাজনৈতিক দলে সাংসদদের সংখ্যা..............................	৩০৬
৭.২১	সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাবনা......................	৩১০
৭.২২	মহিলা সাংসদদের [সংরক্ষিত আসন -১৯৭৩-৯১] শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ.	৩১১
৭.২৩	দেশে দেশে নারী সদস্যদের শতকরা হার	৩১৩
৭.২৪	মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে নারী..	৩১৩
৭.২৫	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে পার্লামেন্টে নারী [১৯৯৬]........................	৩১৪
৭.২৬	বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্য...	৩১৭
৮.১	ডাকসুতে নারী নেতৃত্ব..	৩৩৩
৮.২	প্রশাসনিক নেতা...	৩৩৫
৮.৩	অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ................	৩৩৭
৮.৪	ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ.............	৩৩৭
৮.৫	মহিলা ভোটার..	৩৩৯
৮.৬	মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১ম থেকে ৮ম সংসদ.......................	৩৪৩
৮.৭	মহিলা সাংসদের সামাজিক অবস্থান ও পেশাগত পরিচিতি [১ম থেকে ৮ম সংসদ]...	৩৪৫
৯.১	দলীয় কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব ২০০৪...	৩৫০-৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

৯.২	রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্বের পর্যায় ১৯৯৭......................................	৩৫৩
৯.৩	রাজনৈতিতে নারী দলীয় নেতৃত্ব পর্যায় ১৯৮১......................................	৩৫৩
৯.৪	রাজনৈতিক দল সমূহে নারী ১৯৮৫..	৩৫৩
৯.৫	রাজনীতিতে নারী দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় ১৯৮৭....................................	৩৫৪
৯.৬	ইশতেহার ১৯৯৬ নির্বাচন..	৩৬৩-৩৬৪
৯.৭	নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১..	৩৬৫
৯.৮	জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব..............................	৩৬৮-৩৬৯
৯.৯	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রূপে নারী..	৩৬৯
৯.১০	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নারী সভাপতিদের নামের তালিকা.........................	৩৭০
৯.১১	১ম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি..	৩৭১
৯.১২	২য় জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি..	৩৭২-৩৭৩
৯.১৩	৩য় জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা..	৩৭৪
৯.১৪	৪র্থ সংসদের স্থায়ী কমিটি	৩৭৫-৩৭৬
৯.১৫	৫ম জাতীয় সংসদ সংসদীয় কমিটি..	৩৭৭-৩৭৯
৯.১৬	৭ম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি ও নারী	৩৮১-৩৮৩
৯.১৭	৮ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব.........................	৩৮৪-৩৮৬
৯.১৮	মহিলা সাংসদদের তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উথাপন......................................	৩৯৬
৯.১৯	একনজরে জাতীয় সংসদ (১৯৭৩ - ২০০১) পর্যন্ত গঠিত সভাপতি মন্ডলীতে নারী অবস্থান..	৩৯৭
৯.২০	৮ম জাতীয় সংসদে সভাপতি মন্ডলীতে মহিলা সদস্য সংখ্যা........................	৩৯৭-৩৯৮
৯.২১	১৯৭২- ২০০১ সালের মন্ত্রীসভায় নারীর উপস্থিতি..................................	৩৯৯

রেখচিত্র তালিকা...

১.১	সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বস্তুনাত্রিক রূপ..	১২
১.২	জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহণ পদ্ধতি..	১৩
১.৩	গবেষণার অনুসৃত ধাপসমূহ..	১৯
১.৪	গবেষণার ফলাফলে উপযোগিতার ক্ষেত্র..	২১

Dhaka University Institutional Repository

৩.১	রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ..	১৩৭
৫.১	মতামতদানকারীদের হার..	১৬১
৫.২	মতামতদানকারীদের শিক্ষা শ্রেণী..	১৬৩
৫.৩	মতামতদানকারীদের পেশা..	১৬৪
৫.৪	উত্তর দাতাদের আবাসস্থল..	১৬৫
৫.৫	উত্তর দাতাদের বৈবাহিক অবস্থা..	১৬৫
৫.৬	ক. মতামতদানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা..................................	১৬৬
	খ. মতামতদানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা..................................	১৬৬
৫.৭	নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা..................................	১৬৭
৫.৮	বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের আপেক্ষিক অন্তরায় সমূহের ভেন ডায়াগ্রাম..	১৬৮
৫.৯	মতামতপ্রদানকারীদের হার..	১৭২
৫.১০	সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তা..................................	১৭৩
৫.১১	পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি..................................	১৭৫
৫.১২	রাজনীতিতে পরিবারের সহযোগিতার চিত্র..................................	১৭৬
৫.১৩	রাজনীতিতে আগমনে উৎসাহ প্রদানকারী..................................	১৭৭
৫.১৪	ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা..................................	১৭৭
৫.১৫	সাক্ষাৎকারদানকারীদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর..................	১৭৮
৫.১৬	জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়...............	১৮০
৫.১৭	জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা	১৮২
৫.১৮	সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস কিরূপ হওয়া উচিত বিষয়ক মতামত.........	১৮৩
৫.১৯	নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস..	১৮৮
৫.২০	সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা	১৯৫
৫.২১	ভোটদানের সময় লক্ষণীয় বিষয়..	১৯৭
৫.২২	নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাঁধা সমূহ..................................	১৯৮
৬.১	প্রথম সংসদে ভোটার বিভাজন..	২০৩
৬.২	দ্বিতীয় সংসদে ভোটার বিভাজন..	২১২

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩	সংসদে ভোটার বিভাজন..	২২২
৬.৪	মহিলা ভোটার ও পুরুষ ভোটার..	২৩১
৬.৫	মহিলা ও পুরুষ ভোটার..	২৪০
৬.৬	মহিলা ও পুরুষ ভোটার..	২৪৯
৬.৭	মহিলা ও পুরুষ ভোটার..	২৫৮
৬.৮	মহিলা ও পুরুষ ভোটার..	২৬৮
৭.১	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব.....................................	২৭৯
৭.২	সাধারণ আসনে মহিলা সাংসদ	২৮৮
৭.৩	সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের সাথে পরিচিতি..	৩০৩
৮.১	নেতৃত্বের উপাদান..	৩২৪
৮.২	বিভিন্ন প্রকার নেতৃত্ব...	৩২৫
৮.৩	নারী নেতৃত্বের কার্যধারা..	৩৩০
৮.৪	নারী নেতার কার্যাবলীর শ্রেণী বিন্যাস..	৩৩১
৮.৫	বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব...	৩৩১
৮.৬	নারী নেতৃত্ব ও রাজনীতি..	৩৩২
৮.৭	মহিলা ও পুরুষ সাংসদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র [১ম থেকে ৮ম সংসদ]..	৩৪৪
৮.৮	মহিলা ও পুরুষ সাংসদদের সামাজিক পরিচিতির তুলনা [১ম থেকে ৮ম সংসদ]..	৩৪৬
৯.১	দলীয় সর্বোচ্চ ফোরামে নারী...	৩৫২
৯.২	১ম জাতীয় সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব........................	৩৭০
৯.৩	২য় জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটিতে নারী ও পুরুষ সদস্য...........................	৩৭৩
৯.৪	৩য় সংসদে মহিলা ও পুরুষ সাংসদ	৩৭৪
৯.৫	৪র্থ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি মহিলা ও পুরুষ সাংসদ........................	৩৭৬
৯.৬	৫ম সংসদে সংসদীয় কমিটিতে নারী..	৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৯.৭ ৬ষ্ঠ সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা.. ৩৮০

৯.৮ মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিত্ব (সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৭ম সংসদ)................... ৩৮০

৯.৯ ৮ম সংসদে পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব... ৩৮৩

৯.১০ ১ম থেকে ৮ম সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের তুলনা........... ৩৮৭

৯.১১ জাতীয় সংসদে সভাপতি মণ্ডলীতে নারী.. ৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা (Introduction)

১.১. ভূমিকা ঃ

বর্তমান বিশ্বের প্রধান ইস্যু হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। আর সমাজে গণতন্ত্রায়ন, সরকারের জবাবদিহিতা, শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি হল এই টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি। এর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন হবার পর এদেশে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষায় নারীর জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

যেমন-চাকুরী ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা (Quota) সংরক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিয়োগে ৬০ ভাগ মহিলা নিয়োগ, গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ, ইত্যাদি। তথাপি নারী উন্নয়ন তথা নারীর সম-অধিকার অর্জন এবং তার আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে কার্যকর নীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার তা এদেশে মারাত্মকভাবে অনুপস্থিত বলে অনেকেই মনে করেন।[১]

গড় আয়, মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণ, উচ্চ শিশু মৃত্যুহার এবং নিম্ন সাক্ষরতা হারের বিবেচনায় (বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত।[২] আর জনসংখ্যার যে কোন দিকের (শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনীতি ইত্যাদি) বিরাজমান স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বাংলাদেশের নারী সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। জাতীয় সংসদসহ রাজনীতির সকল স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সমাজের অন্য যে কোন জনগোষ্ঠী থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সকল পর্যায়ে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা তার সাক্ষ্য বহন করে। বাস্তবিক অর্থে নারীরা পিছিয়ে আছে বলেই তাদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান এখনো ইতিবাচক নয়।[৩]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কিন্তু এখনও এদেশের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এ যাবতকাল শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যা নারী উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ দেশে সরকার প্রধান মহিলা হলেও জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। এ বিষয়ে নারী সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের

Dhaka University Institutional Repository

ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্য দিয়ে। বর্তমান জাতীয় সংসদে মাত্র ছয়টি আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যা সমগ্র সংসদের মাত্র ২%। অথচ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার ১৫.৪%।[৪]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নেতৃত্ব দিচেছন দুজন মহিলা। কিন্তু এ দুজন নারীর প্রকাশ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় জাতীয়/স্থানীয় সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী শূন্যতা। শুধু তাই নয়, রাজনীতির বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থানটিও সুদৃঢ় বা সংহত নয়।[৫]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯ (১), ২৯(২), এবং ৬৫ (৩) নং অনুচ্ছেদে[৬] নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য রাখা না হলেও রাজনীতিতে নারীরা পুরুষদের সম-পর্যায়ে নেই, নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ চিত্র শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেরই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য সকল পর্যায়েই নারীর অবস্থান এরূপ। রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরো প্রকট।[৭] তাই জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধিকরণ পূর্বক ফলপ্রসূকরণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক এখন সময়ের দাবী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের একটি ইন্ডিপেনডেন্ট থিম ট্যাংক 'ডিমস' এক জরিপ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিল যে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ। লন্ডন সানডে টাইমস-এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। বছর কয়েক পরে সুপার মডেল ক্লডিয়া শিফার বাংলাদেশ সফর করতে এসে বলেন, এ বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের বস্তির মানুষের মুখে যে সুখের আভা দেখা যায়, অনেক শত কোটিপতির চেহারায়ও তা থাকে না। তাই বাস্তবিক অর্থে দূর্যোগ কাটিয়ে দারিদ্র্য ও দূরাবস্থাকে সহনীয় করার একটি প্রযুক্তি আমরা যে অর্জন করেছি তা বলতেই হবে।[৮] আর এদেশের সুখী বাস্তবতার পিছনে নারী সমাজের অবদান সবচেয়ে বেশী। একজন নারী সংসারে মা গৃহকর্ত্রী হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সকলের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। কিন্তু আমরা নারীর এই পরিশ্রমকে মূল্যায়ন না করে অবমূল্যায়ন করছি। জাতীয় পর্যায়ে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে তাদের বিষয়াবলী সমূহকে সঠিকভাবে সংসদে তুলে ধরা হচেছ না, জাতীয় নীতি নির্ধারণে তারা সব সময় আড়ালেই থেকে যাচেছ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে রাজনীতি তথা জাতীয় সংসদে মহিলাদের যথার্থ ও কার্যকর অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরী। এ্যারিষ্টটল রাজনীতিকে সকল বিজ্ঞানের উপর মানবীয় কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।[৯] তাই নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও তাদের মানবীয় কর্মকান্ডের মধ্যে পড়ে। এই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চূড়ান্ত সার্থকতা প্রকাশ পায় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত। এগুলো গণতান্ত্রিক শাসনের মানকে সমুজ্জ্বল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।[১০] তাই বর্তমানে এ স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে, যাতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতির সর্বোচ্চ ক্ষেত্র জাতীয় সংসদে এ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থানীয় সরকারের সাফল্য অনুসরণ করে জাতীয় সংসদেও এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে জাতীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্থ হবে, সাথে সাথে দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকাও আরো সংহত হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Nelson এর মতে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ব্যক্তির জন্যই রাজনীতি করা স্বীকৃত।[১১] নারীর জন্যেও তাই রাজনীতি করা স্বীকৃত। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তাদের বিরাজমান বাধা সমূহ দূরীকরণ পূর্বক জাতীয় সংসদে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে এদেশে নারী সমাজ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সর্বাগ্রে তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রসরমান করতে হবে। বেঞ্জামিন বেকারের মতে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের উদাসীনতা দূর হয়[১২] এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরী। এতে এদেশের নারী সমাজের মাঝে বিরাজমান হীনমন্যতা, উদাসীনতা দূর হবে এবং তারা স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগের প্রয়োজন। প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই রাজনীতিতে জড়িত হয়। প্রকৃত রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পেতে হলে এর ভিত্তি নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে হবে।[১৩] প্রকৃতপক্ষে নারীর রাজনীতির ভিত্তি তৃণমূল পর্যায় থেকে

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত থাকতে হবে, তাহলেই নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হবে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপারটা অনেকটাই অস্পষ্ট। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও নারীর প্রতিনিধিত্ব যৌক্তিকভাবে নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। সর্বোপরি জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় সংসদেও নারী প্রতিনিধিত্ব যৌক্তিক ও যথার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদ (বর্তমান সহ) নির্বাচন হয়েছে এবং তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। প্রতিটি সংসদেই ছিল নারী প্রতিনিধিত্ব যা আনুপাতিক হারে অত্যন্ত নগণ্য। নারী সমাজ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, জাতীয় সংসদে নারীর দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন বৈষম্য রয়েছে, যা সার্বিকভাবে নারী রাজনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই সময়ের প্রয়োজনে, জাতীয় সংসদে নারীর ভূমিকা পালনের বিভিন্ন দিকসমূহ পর্যালোচনার দাবী রাখে, জাতীয় সংসদে নারীরা দায়িত্ব পালনে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা দূরীভূতকরণে প্রয়োজন একটি নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যার মাধ্যমে সংসদে নারীর অংশগ্রহণকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

রবার্ট ডাল তার বিখ্যাত 'হু গভার্নস (Who Governs) গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। প্রশ্নটি হলো- একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেখানে প্রায় সব প্রাপ্ত বয়স্কই ভোট দিতে পারে, অথচ এই সমাজের জ্ঞান, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান, ইত্যাদি সবকিছুই অসমভাবে বর্ণিত, সেই সমাজটি প্রকৃত পক্ষে শাসন করে কে ? যে সব দেশ তাদের জনগণের মধ্যে নানাক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের মুখেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নবলব্ধ গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ, তৃতীয় বিশ্বের সে সব দেশের জন্য এ প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[১৪]

বাংলাদেশের অর্ধেক ভোটার মহিলা, যারা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের (নারীদের) নিজস্ব প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হারে খুবই কম। সংসদে নারীরা হচেছ সংখ্যালঘু, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তাদের মোকাবেলা করতে হবে। তাই সংসদে তাদের প্রকৃত ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় নারী নির্যাতনের বয়স সভ্যতার সমান[১৫], পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা নানা ভাবে নির্যাতিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বহুমাত্রিক নারী নির্যাতনের হার বেড়েই চলেছে। বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে

Dhaka University Institutional Repository

নারীদেরকে। এ দেশের নারী সমাজ অজ্ঞতা, অসচেতনতা সহ সর্ব বিষয়ে পিছিয়ে থাকা এর অন্যতম কারণ। আর এ পিছিয়ে পড়া নারীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে প্রদীপের আলোতে নিয়ে আসতে প্রয়োজন নারী নেতৃত্বের বিকাশ। স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ নারীর অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু অধিকার এমন একটি বিষয় যা কেউ কাউকে দেয় না, অর্জন করে নিতে হয়। আর নারীর অধিকার অর্জনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। আর এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদ তথা দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। তাই জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, একই সাথে জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণকে শক্তিশালীকরণে প্রয়োজন নানাবিধ পদক্ষেপ।

নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য শুধু বাংলাদেশ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের দেশেই বিদ্যমান তাই নয়, এ সমস্যা উন্নত তথা পশ্চিমা বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালমার্ট এর ঘটনা।[১৬] যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ৮০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করে সবচেয়ে বড় সিভিল রাইটস মামলা করেছেন এক অধস্তন মহিলা কর্মচারী বেটি ডিউক[১৭] মামলার বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে ১৫ লাখ মহিলা শ্রমিকের ঘামে ভেজা এই কোম্পানির ভিতরে চলছে বৈষম্য। একই মর্যাদার চাকরিতে মহিলা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলছে চরম বৈষম্য আর একই পদ্ধতিতে নিয়োগ পেয়ে তাদের পুরুষ সহকর্মীরা হুড়হুড় করে পদোন্নতি পেয়ে বড় চেয়ারে আছে, পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় বেশী আন্তরিক দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও নারীদের মূল্যায়ন করা হয় না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতির বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু সে দেশেই কর্মক্ষেত্রে নারীপুরুষ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, ওয়ালমার্টের ঘটনা তদন্তে দেখা গেছে প্রতিটি নারী শ্রমিক গড়ে মাসে ১৪০০ ডলার, নারী ষ্টোর ম্যানাজার ৮৯ হাজার ডলার, যা পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় ১৬০০০ ডলার কম, অর্থাৎ নারীর প্রতি বৈষম্য সারা বিশ্বব্যাপীই বিদ্যমান, নারীর প্রতি এই বৈষম্য নিরসন হবে তখনই যখন জাতীয় সংসদ সহ সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা যায়।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার দাবি রাখে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারকে জনগণের সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৮] আর বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার তার কর্মকান্ডের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। আর সংসদে আসার জন্য সাংসদদের ম্যান্ডেট দেয় জনগণ। সার্বিকভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভার কার্যক্রমের আওতায় সরকার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। সরকারি নীতি, সিদ্ধান্তকে জনগণের আশা আকাঙ্খার

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূলে পরিচালিত করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দুর্নীতি ও অকল্যাণকর কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিগণ আইন সভায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ পান। আলোচ্য গবেষণায় লক্ষণীয় বিষয় হচেছ, জনপ্রতিনিধি হিসেবে মহিলারা আইনসভায় এ সুযোগ কতটুকু লাভ করেন সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ।

'গণতান্ত্রিক অধিকারের বিবেচনায়' সরকারের ওপর জনগণের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং জনগণকে আস্থায় রাখার দলীয় সরকারের আগ্রহ। এ উভয় প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক আইন সভায় প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন ধরনের নোটিশ প্রদান, মূলতবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব ও কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচছতা নিশ্চিত হয়। আর সাংসদ হিসেবে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচছতা নিশ্চিতকরণে উপরোক্ত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সাংসদের মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে মহিলা হিসেবে নারী সদস্যরা কিছু সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন হন, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভীতকে নড়বড়ে করে তোলে। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভীতকে মজবুতকরণে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণকে ফলপ্রসূ করা প্রয়োজন।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংসদ ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে এদেশে অনেক গবেষণা সম্পাদিত হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক কোন সমন্বিত (Integrated Comprehensive) গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। তাই এ গবেষণাটি জ্ঞানের একটি নতুন পরিপূর্ণ ক্ষেত্র উন্মোচন করবে, সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ পূর্বক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিভিন্ন অজানা বিষয়কে ফুটিয়ে তোলবে। তাই আলোচ্য গবেষণাটির একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য রয়েছে।

১.৩ গবেষণা সমস্যার বিবরণ

বাংলাদেশের মানুষ নতুনকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে থাকে। সে নতুন বীজ, সেচ বা ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিই হোক বা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণই হোক। বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিকের যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অধিকতর সম্পৃক্ততা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।[১১] যেহেতু দেশের বর্তমান দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে নারী সমাজের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য হিসেবে প্রতীয়মান

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সে কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শুধু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলেই হবে না, সাথে সাথে প্রয়োজন কার্যকরী ভূমিকা পালন। দেশের নীতি নির্ধারণে সর্বোচ্চ ফোরাম জাতীয় সংসদে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যেহেতু চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৫টি নারী আসন সংরক্ষিত রাখা হলেও এখনো কার্যকরী হয়নি। তাই দেশের নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর জোরালো অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু নারীর এই জোরালো অংশগ্রহণ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় বা এ জোরালো অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তার সম্ভাব্য সমাধান কি হতে পারে এ নিয়ে বিস্তারিত গভীর (Indepth) অনুসন্ধানমূলক কোন গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। তাই আলোচ্য গবেষণাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা যা নারীর সংসদে জোরালো অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করবে।

তাই আলোচ্য গবেষণার জন্য গবেষণা সমস্যা হিসেবে **'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা'** কে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারায়, এ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত বর্তমান সংসদ পর্যন্ত সময়কালে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের সমস্যার অনুসন্ধান ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের প্রয়াসে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি, প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের বিকাশের ধারা সনাক্তকরণ পূর্বক জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে নারীর সঠিক অগ্রগতি, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ, সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের ধারা, পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সাংসদদের অংশগ্রহণের মাত্রা, সামাজিক রাজনৈতিক পারিবারিক আঙ্গিক বিশ্লেষণ, সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর সংসদে সীমিত অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান, যথাযথ ভূমিকা পালনে অন্ত-রায়সমূহ ইত্যাদি সুগভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বলা হয়ে থাকে যে, সম্পূর্ণ অজানাকে নয়, বরঞ্চ যা সম্পর্কে অল্প বা অস্পষ্ট ধারণা আছে, প্রয়োজনের খাতিরে তাকে গভীরভাবে জানা ও স্পষ্টতর করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করাই হচ্ছে গবেষণা।[২০] ১৯৭৩ - ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের দিক সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা এবং প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ক গবেষণা সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গবেষণাটিতে সংসদে নারীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনার সকল দিকগুলি খতিয়ে দেখার একটি আন্তরিক চেষ্টা চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Marry E. Mac Donald বলেছেন, Research may be defined as systematic investigation intendend to add of available knowledge in a form that is communicable and varifiable"[২১]

অপরদিকে, Encyclopedia of Social Science (1930, p-330) -এ D. Slesinger and Stephenson উল্লেখ করেছেন, গবেষণা হলো-

The manipulation of things, concept or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or varify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in practice of an art.[22]

গবেষণার উপরোক্ত ধারণানুযায়ী আলোচ্য গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের আলোকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের অবস্থা, অংশগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সুযোগ, পরিসর, বাধা ও সম্ভাবনা, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধানে পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে Marry E. Mac Donald এর ধারণানুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খলভাবে প্রথম সংসদ থেকে শুরু করে বর্তমান ৮ম সংসদের বিভিন্ন দিক, নারীদের রাজনীতি থেকে শুরু করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সংসদের কার্যক্রম ও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সাংসদ হিসেবে সংসদীয় এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, সরকারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সংসদ ও নারী নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক, অবস্থা, বিকাশের ধারা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে নারী সাহিত্য (Under literature) তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চিত্র চিত্রিতকরণের মাধ্যমে, এবং এ বিষয়ে নবতর জ্ঞানের সংযোজন ঘটানো ছাড়াও সংসদীয় ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণার ফলাফল বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

বাস্তবিক অর্থে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নেতৃত্বের আদর্শ মানদন্ডের সাথে তুলনা করে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তথা সামগ্রিক রাজনীতিতে নারীদের অবদান, অগ্রগতি, নেতৃত্বের বিকাশ ও অন্তরায়সমূহ, সফল নারী নেতৃত্বের জীবন বৃত্তান্ত, পুরুষ সাংসদদের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা, ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বাস্তব চিত্র উদঘাটনের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এই গবেষণায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারায় জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ সার্বিকভাবে এ দেশের নারীদের ক্ষমতায়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কিনা, সংরক্ষিত আসনের মনোনীত মহিলা সাংসদরা সংসদের কর্মকান্ডে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছেন, সার্বিকভাবে সংসদে তাদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের উপর কোন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে কিনা, কিংবা নারীর রাজনৈতিক অবস্থানের গুণগত কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছে কিনা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণাটিতে ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ও সংসদ কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে পৃথিবী। সমস্ত বিশ্বে এ শতাব্দীর প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য (ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ) দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সার্বিক বৈশ্বিক উন্নয়ন ঘটানো। কিন্তু উন্নয়ন সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বে এখনো লিঙ্গ বৈষম্য তীব্র আকারে বিদ্যমান। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের জেন্ডার বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সীমিত অংশগ্রহণ। এমনকি পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে তথা ঘরে ও বাইরে নারীদের কোন সিদ্ধান্তই বিবেচিত হয় না। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনো গ্রাম-গঞ্জে, নারীরা অবহেলার শিকার, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায় আইনসভা থেকে শুরু করে সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রাচীন মৌলিক একক পারিবারিক পর্যায়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর মতামতকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কেননা এক্ষেত্রে মনে করা হয় নারীরা মায়ের জাত, সন্তান উৎপাদন, লালনপালন ও গৃহস্থালীর কাজকর্মই তাদের প্রধান কাজ। এই মানসিকতার জন্যেই এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে না। তাই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৃনমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন আবশ্যক। যদিও বাংলাদেশে প্রায় সকল আইনসভাতেই (৪র্থ ও ৮ম সংসদ ব্যতীত) নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল। আইন সভায় নারীর এই প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিয়ে হয়েছে অসংখ্য আলোচনা ও সমালোচনা। নারীকে মোকাবেলা করতে হয়েছে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির। তাই সময়ের প্রয়োজন এর জন্য দরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সত্য উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যেই আলোচ্য গবেষণাটি অগ্রসর হয়েছে।

২০০৩ সালে কোন এক সম্মেলনে হাত উঁচিয়ে সজোরে 'আমান্থা' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন উইনি ম্যান্ডেলা। দক্ষিণ আফ্রিকার ভাষায় শব্দটির অর্থ হচ্ছে "নারীর জয় হবেই"[২৩] বাস্তবিক অর্থেই তিনি মনে করেন যুগে যুগে নারীর ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে লড়াই

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে নারী সমাজকেই। আর এ জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সঠিক প্রজ্ঞাবান নারীর নেতৃত্বকে উৎসাহিত করে নারী নেতৃত্বের বিকাশ সাধন। আর দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এর বিকাশে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে জাতীয় সংসদ। আর তাই জাতীয় সংসদেও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

পরিশেষে বলা যায়, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যেখানে নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি জাতীয় ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষিত ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতিতে (Power Politics) নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ কেবল মাত্র নারীর পক্ষেই নারীর ও নারী সমাজের বঞ্চনা এবং চাহিদা অনুধাবন করা সম্ভব। আর এ জন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব তথা নেতৃত্ব।

তাই আলোচ্য গবেষণা সমস্যাটি একটি সমসাময়িক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য

গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো "বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বের বিকাশের ধারায় বিরাজমান নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বাস্তব পরিস্থিতি উন্মোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বহুমুখী সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন প্রকৃতি গভীরভাবে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এমন কিছু তথ্য সম্বন্ধে ফলাফল প্রাপ্তি, যার দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ব্যক্তি, সরকার বা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ করার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তথা সার্বিক উন্নয়নে বাস্তব সম্মত, কার্যকরী চাহিদা ভিত্তিক ও সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

খ. বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণাটিতে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে আইন সভায় প্রভাব নিরূপণ।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারায় নারীদের অবস্থান, ক্রমবিকাশ এবং জাতীয় সংসদসহ রাজনীতির সকল স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

৩. জাতীয় সংসদে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান।

৪. নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে সংসদে নারীর বিরাজমান প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, যেমন - সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর, ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর নারীর অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সংসদীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিল বা প্রস্তাব উত্থাপন, বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন, স্বীয় নির্বাচনী এলাকার সমস্যা উত্থাপন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ, সাংসদ হিসেবে মর্যাদা ইত্যাদি।

৫. বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্বের বিকাশে জাতীয় সংসদের প্রভাব নিরূপণ।

৬. সংসদ কার্যক্রমসহ রাজনৈতিক বিষয়াবলী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকারের পরিস্থিতি ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ।

৭. উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উপায় ও সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্র ও সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৮. রাজনীতি বিশেষত জাতীয় রাজনীতির সকলক্ষেত্রে (অংশগ্রহণ, নির্বাচন, প্রচারণা থেকে দায়িত্বপালন, সিদ্ধান্তগ্রহণ, নেতৃত্বদান ইত্যাদি) নারীর সম অধিকারের পরিস্থিতি উন্মোচন।

৯. জাতীয় সংসদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পুরুষ সাংসদ, স্পীকার, সরকার ও বিরোধী দলীয় সাংসদ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল, সাধারণ জনগণ, পরিবার ও সমাজের মনোভাব নির্ণয়।

১.৫ গবেষণার ভিত্তি

আলোচ্য গবেষণা জাতীয় সংসদে নারীর বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সমূহের উপর ভিত্তি করে সম্পাদন করা হয়েছে এবং গবেষণাটি জাতীয় সংসদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সুযোগ, পরিসর, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে পুরুষ সাংসদদের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে। রেখচিত্র অনুসারে সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বহুমাত্রিক রূপের উপর ভিত্তি করে গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার সমস্যার বিবরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অংশগ্রহণ বা Participation অর্থাৎ জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করেই গবেষণা কর্মটি আবর্তিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাজনীতির চরিত্রই বহুমুখী, সেহেতু রাজনৈতিক উন্নয়নও কেবলমাত্র একটি সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় সংসদের প্রভাব নিরূপণে রাজনৈতিক উন্নয়নের বহুমাত্রিক চরিত্র বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নারীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক জাতীয় সংসদে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। আর নারীর এই অবস্থানসমূহ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

রেখ চিত্র-১.১ ঃ সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বহুমাত্রিক রূপ

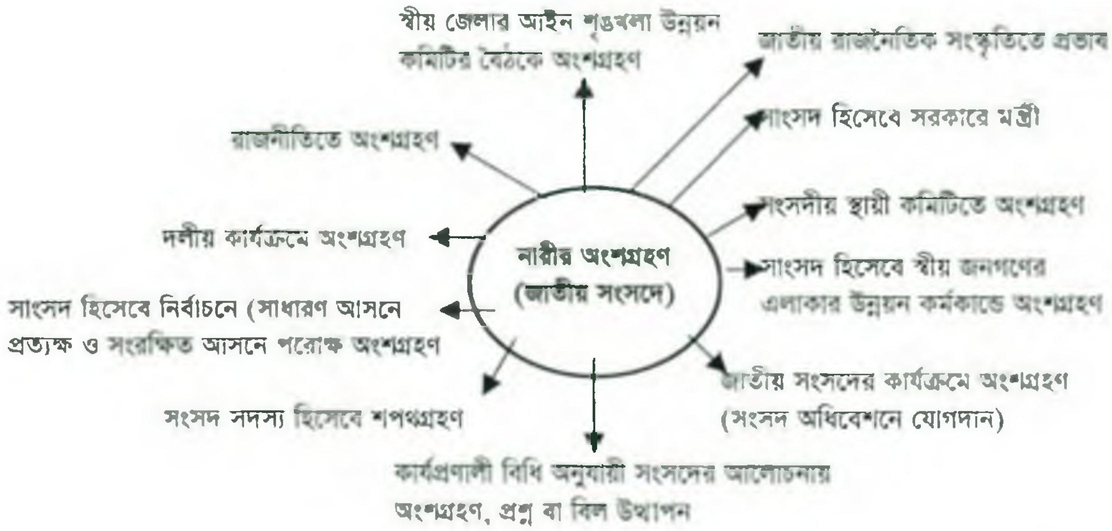

গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে উপরোক্ত বহুমাত্রিক দিকের আলোকে সংসদে নারীর ভূমিকা পর্যালোচনা, যার দ্বারা নারী তার ভূমিকাকে আরো ফলপ্রসূ করতে পারবে। উপরোক্ত বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীর যোগসূত্রকে আলোচ্য গবেষণার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়েছে এবং অন্যান্য উপকরণ সমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার তাৎপর্য

প্রস্তাবিত গবেষণাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যার সূচনাতেই বলা যেতে পারে যে, এই গবেষণামূলক কার্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী নেতৃত্বের অবস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যাবে। বাংলাদেশের আইন সভার প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের ভূমিকা তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণতঃ দুইভাবে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে (ব্যতিক্রম ৪র্থ ও ৮ম সংসদ)। প্রথমতঃ সরাসরি সাধারণ আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের ভিত্তিতে। এই ধারা দুটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারা। এছাড়াও আরেকভাবে নারীরা সংসদে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যদি কোন নারী সাংসদ নন, কিন্তু টেকনোক্রেট হিসেবে মন্ত্রী সভায় স্থান পান তাহলে তিনি (তার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত) সংসদের আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ভোটাধিকার থাকবে না।

রেখচিত্র-১.২ ঃ জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহণ পদ্ধতি

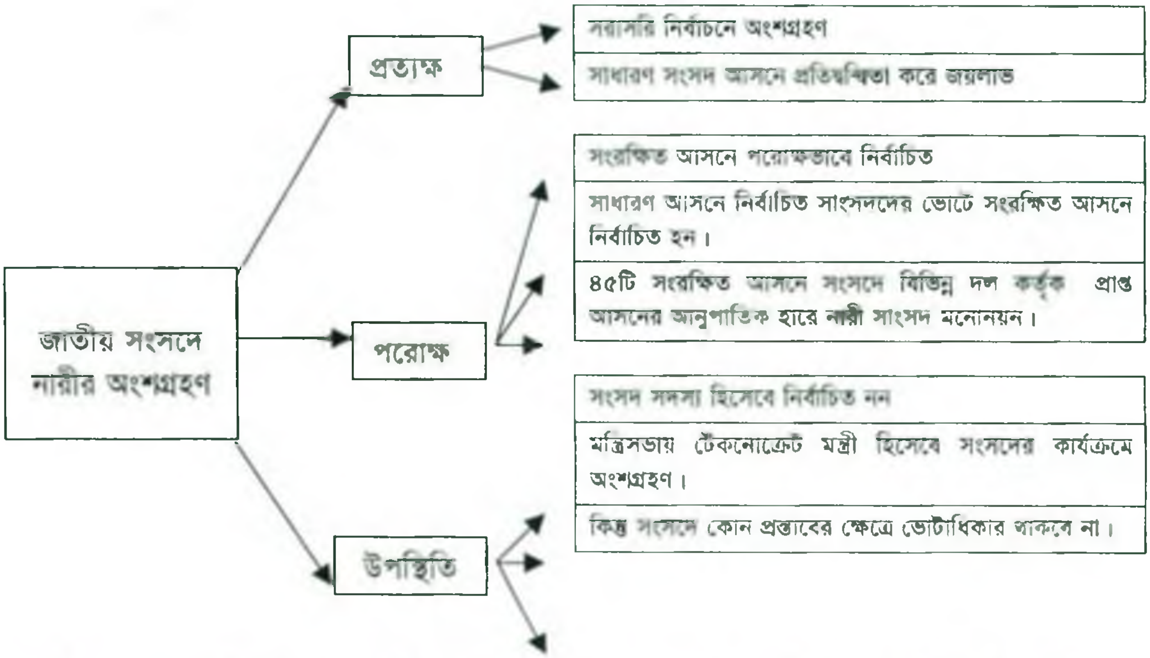

জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত এবং জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল নির্মাণে সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারী। কেননা জাতির সঠিক উন্নয়নে যদি প্রতিটি নাগরিক অর্থাৎ প্রতিটি নারী-পুরুষ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তবেই মানুষে মানুষে বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসমতা ইত্যাদি দূর করা সম্ভব হবে এবং তখনই সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব হবে। আর তাই গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, স্থায়ী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমতা, উন্নয়নের উদাত্ত আহ্বানকে বিশ্বজুড়ে যুগের চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নারী-পুরুষের সমভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। সারা বিশ্বজুড়ে তাই আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে আরো জোরদার করার জন্য জেন্ডার বিষয়ক অসংখ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে সামান্য কিছু গবেষণা হলেও অপর্যাপ্ত। আর তাই জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের উপর গবেষণাটি একটি বিশেষ গুরুত্ববহন করে। যদিও নির্বাচন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে এদেশে অল্প কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

অপরদিকে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের উপর বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ রচিত হলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সবকটি জাতীয় সংসদকে বিবেচনা করে এ বিষয়ে সমন্বিত কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই আলোচ্য গবেষণাটি হবে বাংলাদেশে জেন্ডার ইস্যুর উপর একটি একক গবেষণা। যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ প্রতিনিধিত্ব শুধু কাগজে কলমে হলেই হবে না, হতে হবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব। আর এ প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী, মোট শ্রমশক্তির ৪৮% নারী এবং জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে নারীর অবদান ৩০%। নারী পৃথিবীর মোট কাজের দুই তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৫ (পনের) গুণ বেশী সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পদের একশ ভাগের মাত্র এক ভাগের মালিক হলো নারী। যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় না তাই প্রতিবছর বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীর এই অদৃশ্য অবদান স্বরূপ ১১ (এগার) বিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় অর্থাৎ তা পরিমাপ করা হয় না।[২৪]

অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পৃথিবীর ১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন) কোটি চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭০ ভাগ এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী। স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে ৮ (আট) কোটি হচ্ছে মেয়ে। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের মতে প্রতি বছর জেন্ডার বৈষম্যের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭৪ (চুয়াত্তর) মিলিয়ন নারী বঞ্চিত হয় যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবহেলায় দূভার্গ্যজনক শিকার এবং যারা আজও বেঁচে থাকতে পারতো।[২৫] আর এই অফুরন্ত সম্ভাবনাময় নারীদের হারিয়ে যাওয়া রোধকল্পে নারী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকেই সোচ্চার হতে হবে। আর তাই প্রয়োজন নারী নেতৃত্বের বিকাশ আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাতীয় সংসদ। আর এই সংসদে নারীর অবস্থান নিরূপণে আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদিত।

সমগ্র পৃথিবীর মোট ভোটারের অর্ধেক হচ্ছে নারী অথচ সারা দুনিয়ার মাত্র ১০% নারী জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে, ৬% নারী মন্ত্রী পর্যায়ে রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৬২ (বাষট্টি) টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী নেই। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ যাবৎকাল মাত্র ২৪ (চব্বিশ) জন নারী রাষ্ট্রপ্রধান হতে পেরেছেন এবং গোটা বিশ্বের প্রশাসনিক পর্যায়ে নারী মাত্র ৫%। এমনকি জাতিসংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ১৮৫ (একশত পঁচাশি) জন কূটনীতিকের মধ্যে মাত্র ৭ (সাত) জন হচ্ছে নারী।[২৬]

বিশ্বজুড়ে নারীর অধঃস্থনতা ও বৈষম্যের এই চিত্রের ফলে নারীর সামগ্রিক পশ্চাদপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াসে শুরু হয় নারী আন্দোলন। তারই ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকে শুরু হয় উন্নয়নে নারী নীতি।[২৭] যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সাম্য বজায় থাকেনি এবং নারীরা রয়ে গেছে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ তাই সাম্য প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি হতে থাকে। শুরু হয় নারীর এই পিছিয়ে থাকা ও পশ্চাদপদতার কারণ নির্ণয়ে গবেষণা। একই সাথে এর সমাধান ও খোঁজা হয়। সমাধান হিসাবে সর্বস্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরে তথা সার্বভৌম জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাটি একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নারীর উন্নয়নে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। তাই বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারীদেশ হিসাবে সিডোও (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ) কিংবা বেইজিং এ চতুর্থ নারী বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাপত্র PFA (Platform for Action)[২৮] এর অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। তাছাড়া জেন্ডার উন্নয়ন এদেশের সার্বিক উন্নয়নেরও পূর্বশর্ত। মূলতঃ প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের মূল দলিল যা বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে PFA এর ১৩ নং অনুচ্ছেদ, যাতে বলা হয়েছে, "নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ সহকারে কার্যকর, দক্ষ এবং পারস্পরিক শক্তি বৃদ্ধিমূলক জেন্ডার সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য।"

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচেছ রাজনৈতিক কর্তৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনীতি হচেছ নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রস্থল। আর জাতীয় সংসদ হচ্ছে সর্বোচ্চ মাধ্যম। তাই জাতীয় সংসদ রাজনীতি তথা নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দু বিধায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জাতীয় বিষয়াবলীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজনীতির মধ্যে জাতীয় সংসদের গুরুত্বকে প্রসারিত করেছে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই রাজনীতির পরিমন্ডলে জাতীয় সংসদে সকল জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা আবশ্যক। জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন রূপ নিয়ে গভীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়োজনে গবেষণাটি সম্পাদিত।

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্প কয়েকটি নারী নেতৃত্বের দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে পরপর তিনবার নারী সরকার প্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতির কেন্দ্রে আসার সুযোগপ্রাপ্ত এই দু'জন নারীর নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনির্নিধত্বের সঠিক চিত্র প্রকাশ পায় না। নারীর প্রতি বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ এখনও নারীদের রাজনীতিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে। ব্যতিক্রম যে কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে জড়িত রয়েছেন তাদেরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। যদিও সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীদের সীমিত হারে অংশগ্রহণের ধারার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৭ সালে প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য নির্বাচনের বিষয়টিকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের এক যুগান্তকারী পরিক্রমা বলা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে একদিকে স্থানীয় সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হচেছ, অপরদিকে ৮ম সংসদ চলছে সংরক্ষিত নারী সাংসদ বিহীন।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচেছ জাতীয় সংসদ। জনগণের চাহিদা পূরণে নারী প্রতিনিধিত্ববিহীন হলেও এ সংসদে পাশ হয়েছে চতুর্দশ সংশোধনী, যাতে নারীর জন্য ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য একটি ইতিবাচক ঘটনা হলেও নারী সমাজের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। নারী সমাজের সংরক্ষিত আসনে স্থানীয় পর্যায়ের ন্যায় সরাসরি নির্বাচনের স্বপ্নই থেকে গেল, কিন্তু তারপরও এদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে ১ম থেকে ৮ম পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবহেলিত নারী সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক ঘটনা। কিন্তু নারী সমাজের এই উত্তরণ লগ্নে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে নির্বাচিত ও মনোনীত নারী প্রতিনিধিগণ সত্যিকার অর্থে কতটুকু তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিল এ প্রশ্নটি প্রথমেই সামনে এসে দাঁড়ায়। পুরুষ আধিপত্য মূলক সমাজ তথা সংসদ ব্যবস্থাপনায় (যদিও প্রধানমন্ত্রী নারী) নির্বাচিত ও মনোনীত নারীদের অবস্থান কতটুকু অর্থবহ ও সুদৃঢ় ছিল তাও সচেতন মহলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরা সংসদের শোভাবর্ধন করেছেন, কিন্তু দৃশ্যতঃ তারা এমপি হলেও কার্যক্ষেত্রে তারা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কেননা অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছিল সরাসরি নির্বাচনের। আর আলোচ্য গবেষণাটি পুরুষ সাংসদের সাথে তুলনায় নারী সদস্যদের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিভিন্ন বাধা সমূহ, তৎসময়ে বিরাজমান পরিস্থিতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছে।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই গৌণ এবং প্রারম্ভিক। কারণ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় তা শুরুতেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তদুপরি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, জাতীয় পরিষদে পুরুষ সদস্যদের সংখ্যাধিক্য মহিলা সদস্যদের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা চিহ্নিত না হওয়া, নারী সদস্যদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ, ইত্যাদি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৭০ এর জাতীয় পরিষদ, নির্বাচনের পর আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ এর নির্বাচনে ১ম ১০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। ঐ সংসদ কার্যকালে দেখা যায় ৭০ এর জাতীয় পরিষদে মহিলাদের সম্পর্কিত পূর্ববাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। যা বিগত ৭ম সংসদ পর্যন্ত একইরূপে চলে এসেছিলো। মূলতঃ জাতীয় সংসদে মনোনীত নারী সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ তারা কাজ করতে গিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাঠামোগত ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিংবা পুরুষ এমপি জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার কাজ করেছে। যেহেতু নারী-পুরুষ ক্ষমতার ভিত্তিতেই একটি উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্ত করার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন। আর তাই সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে নির্বাচিত নারী সদস্যদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেননা তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব। আর এর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে জাতীয় সংসদ থেকে। তাই জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ অর্থবহ করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন এক নতুন পৃথিবীর সূচনা করবে যেখানে সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। শোষণ, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সৃষ্টি হবে

Dhaka University Institutional Repository

একটি উন্নত ও সুষম সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সময়ের দাবীতে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে এই বিষয়টি একটি উৎকৃষ্ট গবেষণার দাবী রাখে।

আলোচ্য গবেষণার মূল শিরোনাম জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের যথাযথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের নারীর রাজনৈতিক অবস্থানের সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৭ গবেষণার অনুসৃত ধাপসমূহ

আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নের বৈজ্ঞানিক নিয়মসিদ্ধ পদ্ধতির ধারাবাহিক সূত্রগুলি নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে।

ক. গবেষণার অনুসৃত ধাপসমূহ

রেখচিত্র-১.৩ ঃ গবেষণার অনুসৃত ধাপসমূহ

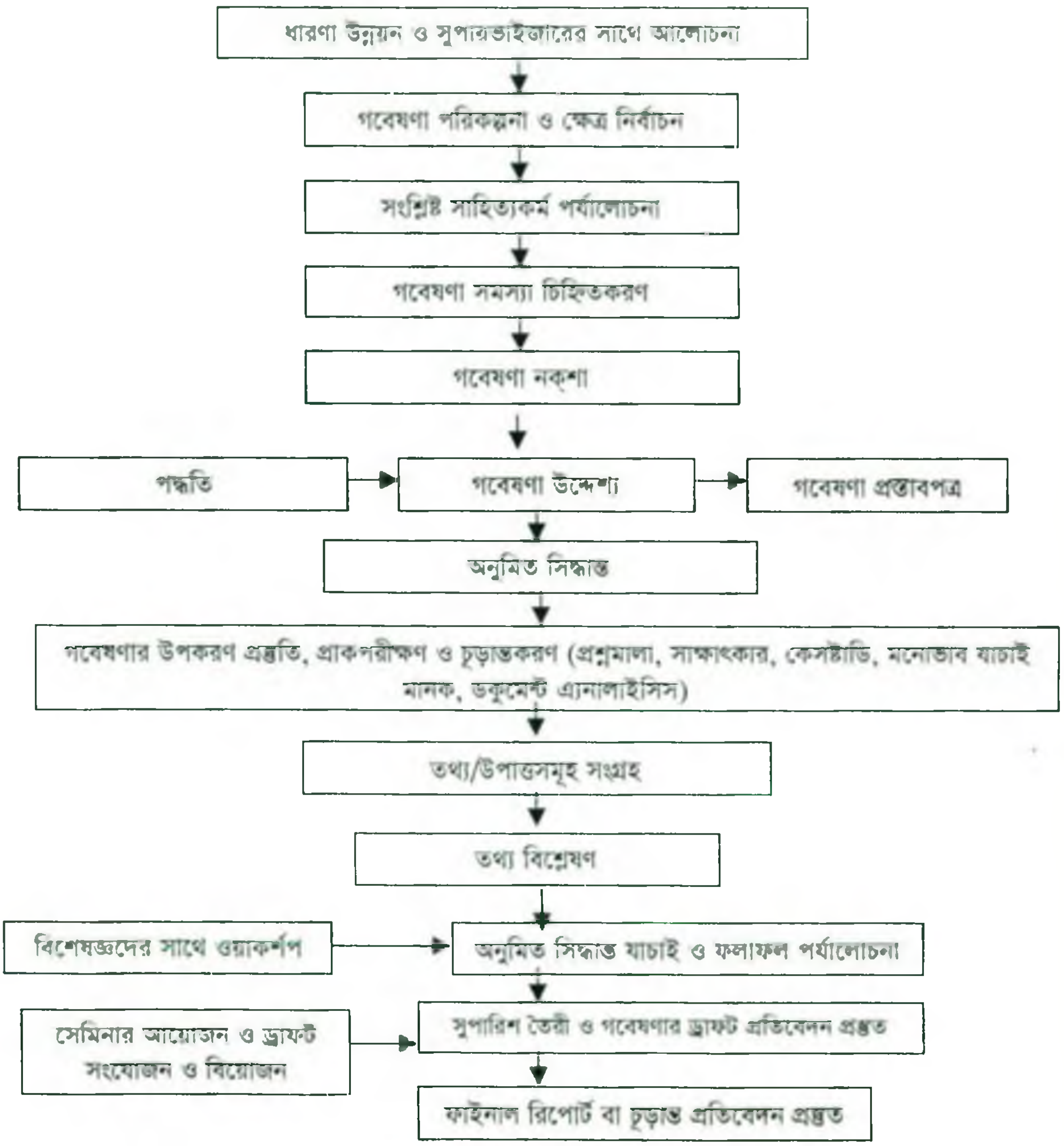

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণার পরিধি (Scope of the study)

আলোচ্য গবেষণার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, নারী সাংসদদের কার্যক্রম আলোকপাত করা হলেও গবেষণাটিতে আরো প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় আলোচনার দাবী রাখে। একইসাথে পুরুষ সদস্যদের সাথে তাদের কার্যক্রম, অংশগ্রহণের তুলনাও দাবী রাখে, আলোচ্য গবেষণার মুখ্য সময়কাল ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ থেকে বর্তমান অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০৪ পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদের আগষ্ট ২০০৪ এর সময়কাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতার কারণে ১৯৭৩ এর পূর্বের বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনসভার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে মুখ্য সময়কালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর পর্যালোচনাই হচেছ গবেষণাটির মুখ্য বিষয়বস্তু।

১.৯ গবেষণার উপযোগিতা (Significance of the sutdy)

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচ্য গবেষণা সমস্যা নির্ধারণের পূর্বে এর উপযোগিতা বিচার করে গবেষণা সম্পাদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ধারা সম্পর্কে বোধগম্যতা সৃষ্টি, এ গবেষণাটি আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে ধারণা লাভে সহায়তা করবে।

আলোচ্য গবেষণাটি নারী সাংসদদের সংসদে অংশগ্রহণে একটি দিক নির্দেশনা (Guidelines) হিসেবে সাহায্য করবে।

এছাড়াও আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশের নারী নেত্রীবৃন্দকে রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি পরিষ্কার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

বর্তমান গবেষণার আরেকটি প্রধান Purpose হচেছ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে অনুমিত সিদ্ধান্তের যাচাইকরণ।

বর্তমান গবেষণাটিতে যথোপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহী গবেষক বৃন্দকে আলোচ্য গবেষণাটি সঠিক গবেষণা পদ্ধতি বাছাইয়ে সাহায্য করবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দোর গোড়ায় এখন একবিংশ শতাব্দী, কিন্তু গত আড়াই দশকের যে অস্থিরতা কেন্দ্রিক রাজনীতি, তা থেকে উত্তরণের কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না, রাজনৈতিক দলগুলো রুলস অব গেম (Rules of Game) মেনে চলছে না।[২৯] আর রাজনৈতিক দলগুলোর রুলস অব গেমস এ নারীর অবস্থান পর্যালোচনার জন্য আলোচ্য গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচ্য গবেষণার প্রায়োগিক দিকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচেছ, দেশের নীতি নির্ধারকদের জন্য দিকনির্দেশনা তৈরী। নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে আলোচ্য গবেষণাটি বিশেষ করে গবেষণার সুপারিশমালা বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে তারা জাতীয় সংসদে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারবেন।

এছাড়া, গবেষণাটি দেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান এবং জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা কালীন সময়ের প্রতিবন্ধকতা সমূহ অনুধাবনে সহায়তা করবে। যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পার্লামেন্টারী বোর্ডে নারীর অংশগ্রহণ কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথাযথ বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

রেখচিত্র-১.৪ ঃ গবেষণার ফলাফলে উপযোগিতার ক্ষেত্র

রেখচিত্র-১.৪ এই আলোচ্য গবেষণার উপকারী দিকসমূহ চিহ্নিত করেছে। আলোচ্য গবেষণার ফলাফল সমূহের বহুমুখী উপযোগিতা রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের জন্য দিক নির্দেশনা, গবেষণাটির ফলাফল সমূহ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীলকরণে সহায়তা করবে। কেননা এতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করেছে, গবেষণাটি সংসদে নারী বিষয়ক আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে রাজনীতির রুলস অব গেম উন্নতকরণে সহায়তা করবে। গবেষণাটি বিভিন্ন লক্ষ্যদলকে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন প্রণেতা, নীতি নির্ধারক, নারী সাংসদ, নতুন গবেষক, সরকারী আমলা, পুরুষ সাংসদ। তাই বলা যায় উপযোগিতার বিবেচনায় এই গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

১.১০ গবেষণা নকশা (Research Design)

Research is a systematic method of studying, analysis and conceptualising of a fact. (Dockrell and hamilton, 1980), সামাজিক বিজ্ঞানের নানাবিধ বিস্তৃত Spectrum ব্যবহৃত হয় যথা ethnographic study, ঘটনা বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি।[৩০]

বাস্তবিক অর্থে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বজন স্বীকৃত একক বা প্রাধান্য বিস্তারকারী গবেষণা Paradigm নেই।[৩১] এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি গবেষণার ethnograpnic Paradigm কেই বেছে নিয়েছে। গবেষণাটি একটি ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক গবেষণা ধরনের মিশ্রণে একটি গভীর সামাজিক অনুসন্ধান মূলক গবেষণা, প্রকৃতিগতভাবে গবেষণাটি বিশ্লেষণ ধর্মী গবেষণা। কেননা এতে বিভিন্ন দলিলাদি বিশ্লেষণের সাথে সাথে বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত ও বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তথ্যের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিবেচিত হয়েছে। অতএব গবেষণাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণাক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। গবেষণা সমস্যার আলোকে উদ্দেশ্যাবলী গঠিত হয়েছে যার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে সমস্ত গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে গবেষণা উদ্দেশ্যাবলী গঠিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরপর গবেষণা উপকরণ সমূহ তৈরী করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার ফলাফল নিয়ে মত বিনিময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে ২টি ওয়াকর্শপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিলো, যা গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ক. অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) গঠন ঃ

অনুমিত সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। একে অনুসন্ধান কাজের দিক নির্দেশক বলা হয়ে থাকে। অনুসন্ধান কাজে তথা গবেষণার গবেষককে কি দেখতে হবে তা অনুকল্প বা হাইপোথিসিস বলে দেয়।[৩০] সহজ কথায়, A hypothesis is a proposition that is stated in between from and predicts a particular relationship between variable[31] .

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে J.S Mill যথার্থই বলেছেন, হাইপোথিসিস হলো এমন এক অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা যে, অনুকল্পটি থেকে অনুমিত সিদ্ধান্তগুলির সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য ধরা পড়লে অনুকল্প তথা হাইপোথিসিসটি সত্য অথবা সম্ভবত সত্য হবে। ৩২ সবগুলো হাইপোথিসিসকে প্রমাণ করার সুবিধার জন্যে না বোধক (Null Hypothesis) অনুমিত সিদ্ধান্তে রূপান্তিত করা হয়েছে।

অনুমিত সিদ্ধান্তের উপরোক্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী হতে নিম্নোক্ত অনুমিত সিদ্ধান্ত সমূহ গঠন করা হয়েছে।

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই।
২। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশে জাতীয় সংসদের কোন প্রভাব নেই।
৩। যোগ্যতার দিক থেকে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই।
৪। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংসদের সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পার্থক্য নেই।
৫। সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংসদে অংশগ্রহণে কোন পার্থক্য নেই।

গবেষণার প্রকৃতি ঃ গবেষণাটির প্রকৃতি মূলত বর্ণনামূলক সামাজিক অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণা।

খ. গবেষণার কৌশল ঃ

আলোচ্য গবেষণাটি বর্ণনামূলক গবেষণা ধারায় বিশ্লেষণধর্মী প্রকৃতিগতভাবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও অংশগ্রহণমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কৌশল হিসেবে চাহিদা নিরূপণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Needs Assessment and Situation Analysis) এর মাধ্যমে বর্ণনামূলক মূল্যায়ন (Descriptive Evaluation Technique) কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে।

নারীর রাজনীতি তথা জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ কেন্দ্রিক হলেও প্রকৃতপক্ষে গবেষণাটিতে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা বলতে ইয়াং (১৯৮৪) বলেন,[৩৩] Social Research may be defind as a scientifie undertaking which by means of logical and systematalised techniques, aim to –

1. Discover new facts or varify and old facts

Dhaka University Institutional Repository

2. Analysis their sequence, inter-relationships and caused explanations which were derived within an appropraite theoritical frame of reference; and
3. develop new scientific tools, concepts, and theories which would failiate reliable and valid study of human behaviour.

আলোচ্য গবেষণার কৌশল এমনভাবে নির্ধারিত হয়েছে যার দ্বারা জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের নবতর দিকসমূহ উন্মোচন, পূর্বতন অংশগ্রহণের ধারাসমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই করণের মাধ্যমে সংসদে নারীর কার্যকারিতা, পুরুষদের সাথে তুলনা এবং একটি সংসদে অংশগ্রহণের সাথে আরেকটিতে অংশগ্রহণের পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক ইত্যাদি দেখার জন্য বিজ্ঞান সম্মত নবতর কৌশল ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে যাতে যথার্থ উপাত্ত রয়েছে।

কোন সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ ও চিন্তা ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। তাই এই গবেষণার কৌশল খুব সুক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করতে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, জেন্ডার ইস্যুটি যেহেতু একটি সামাজিক ইস্যু হিসেবে স্বীকৃত, তাই আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন সমস্যা, তার কারণ সমূহ এবং প্রতিকারের সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা বের করার জন্যে কৌশল নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার কৌশলের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের কৌশল, গবেষণা সম্পাদনের কৌশল, ইত্যাদির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গ. গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

আলোচ্য গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমেই তথ্য উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে, এরপর উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতা বাছাইকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ এবং নমুনায়ন কৌশল গঠন করা হয়েছে। কোন্ কোন ভৌগোলিক এলাকা থেকে তথ্য সংগৃহীত হবে তাও পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে তথ্য সংগ্রহের কৌশলের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. তথ্য উৎস

গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।[৩৪] কারণ এই উপাদানের উপর ভিত্তি করেই গবেষক গবেষণা সমস্যা বিচার করেন। তাই বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার জন্য দুই ধরনের তথ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন - (ক) মুখ্য বা প্রাথমিক উৎস

(খ) গৌণ উৎস

প্রাথমিক উৎস ঃ নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্যই প্রাথমিক উৎসরূপে বিবেচিত। আলোচ্য গবেষণায় তিন প্রকার প্রশ্নমালার মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য, মহিলা সাংসদদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়নকর্মী/রাজনৈতিক নেত্রীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যই তথ্যের মূল প্রাথমিক উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সরকারি দফতরের অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পার্লামেন্টের অধিবেশনের কার্যবিবরণী, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন নির্বাচনের গেজেট ফলাফল, নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদিও প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গৌণ উৎস ঃ গৌণ উৎস হিসেবে দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং গবেষণাটি মুখ্য ও গৌণ উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

ঙ. সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মুখ্য ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্লেষিত তথ্য সংশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে।
অর্থাৎ গবেষক প্রথমে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুপুঙ্খভাবে ভেঙ্গে ভাগ তথা বিশ্লেষণ করে বিচার করেছেন এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য তথ্যের ত্রিভুজায়নের Cross check করে Validity & Reliability সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তথ্য গ্রহণ করেছেন। এরপর তথ্যের যাচাই বাছাই এবং এর যুক্তিযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথক পৃথক তথ্য উপাদানকে সমন্বিত যুক্তিসিদ্ধ ভাবে একত্রীকরণের মাধ্যমে সংশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা তথ্য সংগ্রহ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথাযথ সন্নিবেশ ছাড়া গবেষণা সার্থক হয় না। তাই একদিকে যেমন সঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয় অপরদিকে তার উপযুক্ত সংশ্লেষণ অর্থাৎ তথ্যের পৃথক উপাদানগুলিকে যুক্তিসিদ্ধভাবে সমন্বিত করারও প্রয়োজন আছে।[৩৭]

১.১১. গবেষণা উপকরণ (Research Tools) তৈরী

গবেষণা উপকরণ সমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রণীত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় সর্বমোট ছয় প্রকার উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। উপকরণ তৈরীতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা গবেষণার তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌলিক গবেষণার উপকরণ তৈরী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক গবেষণা উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা উপকরণ সমূহ হচেছঃ

ক। দলিলাদি বিশ্লেষণ (Document Analysis);

খ। প্রশ্নমালা (Questionnaire);

গ। সাক্ষাৎকার (Interview);

ঘ। মতামত জরীপ (Opinion Survey);

ঙ। দলগত আলোচনা (Pocus Group discussion);

চ। একক আলোচনা।

নিম্নের টেবিলে গবেষণা উপকরণ সমূহের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হলো ঃ

টেবিল ১.১. একনজরে গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ

ক্রমিক নং	উপকরণ	লক্ষ্য দল/উদ্দেশ্য	প্রয়োগ পদ্ধতি/মন্তব্য
১.	প্রশ্নমালা	সাধারণ জনগণ	সাধারণ জনগণ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১ সেট প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।
২.	মতামত জরীপ	সাধারণ জনগণ	সাধারণ জনগণের জন্য প্রণীত উপরোক্ত প্রশ্নমালায় কয়েকটি অংশে মতামত জরীপের জন্য বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।
৩.	সাক্ষাৎকার গ্রহণ	জাতীয় সংসদের সাবেক বা বর্তমান নারী সংসদ সদস্য এবং প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়ন কর্মী/রাজনৈতিক নেত্রী	পূর্ব নির্ধারিত ২ সেট প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর অর্ধ কাঠামো গত (Semi-Strucettural) পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.	দলিলাদি বিশ্লেষণ	সংবিধান, জার্নাল ইত্যাদি, আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কিত যে কোন দলিল, প্রবন্ধ, বই, জার্নাল গবেষণা	বিভিন্ন দলিল সংগৃহীত এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষিত হয়েছে।
৫.	জীবন বৃত্তান্ত	প্রতিষ্ঠিত নারী, নারী সাংসদ বা সরকার সদস্য	নারীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য জীবন-বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছে।
৬.	একক ও দলীয় আলোচনা	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ (পুরুষ বা মহিলা)	সামগ্রিকভাবে তথ্যের যথার্থতা যাচাই এবং দলীয় দৃষ্টি ভঙ্গি নির্ণয়।
৭.	সেমিনার	বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ	গবেষণার প্রাথমিক প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরে তাদের সাথে মতবিনিময় এবং ফলাফল চূড়ান্তকরণ।

নিম্নে গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ আলোচিত হলোঃ

ক. গবেষণা প্রশ্নমালা উন্নয়ন - এবং মতামত জরীপ

সাধারণ জনগণ থেকে তথ্য সংগ্রহণের জন্য একসেট উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। কেননা, মাঠ জরীপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে প্রশ্নমালা ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। বিশেষত প্রাথমিক তথ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ অথবা পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন অত্যাবশক।[৩৫] তাই আলোচ্য গবেষণায় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় এবং মতামত যাচাইয়ে একসেট প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণার জটিলতা কমানোর জন্যে একসেট প্রশ্নমালার মধ্যেই মতামত জরীপের জন্য মতামত জরীপ স্কেল অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রশ্নমালাটিতে সর্বমোট তিনটি সেকশন এবং ৩৫টি প্রশ্ন সন্নিবেশিত ছিল। এর মধ্যে ৩৫ নং প্রশ্নটিতে মতামত জরীপের জন্য ১২টি উক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং জনগণ যে উক্তির সাথে একমত পোষণ করেন তাতে টিক দিতে বলা হয়েছে। প্রশ্নমালাটির প্রথমেই রয়েছে উত্তরদাতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্যাবলী, এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে রাজনীতি এবং জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন। উত্তরদাতা যাতে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রদান করতে পারেন সে জন্য অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল উন্মুক্ত (Open ended) প্রকৃতির।

খ. দলিলাদি বিশ্লেষণ

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যা সম্পর্কিত দলিলাদি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচ্য গবেষণায় উদ্দেশ্যাবলী পূরণে গবেষণার বিভিন্ন বিষয়কে আরো যৌক্তিক ও গ্রহণীয় করার জন্য দলিলাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দলিলাদির মধ্যে ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদের কার্য-বিবরণী, সংসদ ও নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন পরিসংখ্যান, সরকারী আইন, বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, বই, পত্র-পত্রিকা বা জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রাপ্ত তথ্যের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, যা দূর করার জন্য দলিলাদি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ[৩৬].

তাই বর্তমান গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্নমালায় প্রাপ্ত তথ্যের সাথে দলিলাদি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গ. সাক্ষাৎকার গ্রহণ

গবেষণার জন্য দুই পৃথক শ্রেণীর মহিলাদের কাছ থেকে মতামত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে দুইসেট সাক্ষাৎকার গাইডলাইন যা সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা প্রণীত হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব, জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা, সুযোগ ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নমালা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দুই শ্রেণীর মহিলাদের থেকে তথ্য সংগ্রহার্থে সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

ঘ. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি)

গবেষক আলোচ্য গবেষণা বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে যাচাই করার জন্য কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। গবেষণাটিতে মোট ৫টি দলীয় আলোচনা সম্পাদন করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ৬০ জন বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে গবেষক দৈবচয়িত ভাবে কয়েকটি স্থানে আকস্মিক ভাবে পরিদর্শনে যান এবং যেখানে কমপক্ষে ১০-১৫ জনের একটি দল দেখেছেন, সেখানেই তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। তবে আলোচনার পূর্বে ঐ নির্দিষ্ট দল থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছেন। দলীয় আলোচনার মধ্যে ২টি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে এদের কাছ থেকে জেন্ডার ইস্যু এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সংসদে নারীর ভূমিকা বিষয়ক কিছু স্পর্শকতার বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

ঙ. একক আলোচনা (Individual Discussion)

প্রশ্নপত্র নির্ভর সাক্ষাৎকার গ্রহণের বাইরেও গবেষক আরো ১২ জন উত্তরদাতার সাথে পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গভীরতম পর্যায়ে পৌছতে চেষ্টা করেছেন। এই একক আলোচনাগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন লিখিত প্রশ্নমালা ছিল না। কিন্তু গবেষক সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারে প্রাপ্ত তথ্যের আরো ফলপ্রসূ ব্যাখ্যা এবং গভীর বিশ্লেষণ করার জন্য এ আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। আলোচনাকারীর সুবিধামত সময়ে গবেষক এ আলোচনার আয়োজন করেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা (Validity & Reliability) যাচাই করাই ছিল আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। গবেষক সমাজে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নারী বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত নেত্রী প্রভৃতিদের সাথে এ আলোচনা সম্পন্ন করেন।

চ. সেমিনার আয়োজন

গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় আলোচনার জন্য দুইটি সেমিনার আয়োজন করেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, শিক্ষক, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত নারী, নারী উন্নয়ন কর্মী ও গবেষক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

১.১২ গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত

পরোক্ষভাবে সমস্ত বাংলাদেশই এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত কেননা, অনেক সাবেক মহিলা সাংসদদের বাড়ী ঢাকার বাইরে এবং তারা বর্তমানে সেখানে অবস্থান করছেন। তাই গবেষক সাবেক সাংসদ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেছেন।

অপরদিকে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা ও চট্রগ্রাম) এর ৩০টি থানা সহ সর্বমোট ৮ বিভাগের ১২টি জেলাশহর থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাধারণ জনসাধারণ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষক আলোচ্য গবেষণাটিতে প্রাথমিক তথ্য লাভের জন্য প্রশ্নমালার প্রয়োগে জনসাধারণের মতামত জরীপ এবং বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা (Reliability & Validity) নিশ্চিতকরণের জন্য যথাসম্ভব বৃহৎ পরিসরে সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জেলা সমূহ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

টেবিল ১.২. গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত

বিভাগ	জেলা
ঢাকা	ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কুমিল্লা
রাজশাহী	রাজশাহী, বগুড়া
বরিশাল	বরিশাল
সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ
খুলনা	খুলনা, যশোর

১.১৩ গবেষণা উপকরণ এর পূর্ব পরীক্ষণ ও চূড়ান্তকরণ (Pretest & Finalisation)

প্রস্তুতকৃত উপকরণসমূহ প্রথমে ড্রাফট হিসাবে তৈরী করা হয় এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা করা হয়। এরপর উপকরণ সমূহ ঢাকা শহরে সীমিত আকারে লক্ষ্যদলের উপর প্রয়োগ করা হয় বা Pilot

Dhaka University Institutional Repository

Study এর মাধ্যমে পূর্ব পরীক্ষণ করা হয়। এরপর পূর্ব পরীক্ষণে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণের দ্বারা উপকরণ সমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

১.১৪ উপকরণ সমূহের প্রয়োগ

নমুনায়ন কৌশল

১. প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্তরীভূত দৈবচয়িত পদ্ধতি অবলম্বনে গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত নির্ধারণ করে দৈবচায়িতভাবে নমুনায়ন করা হয়েছে। তবে নমুনায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে সমাজের সকল স্তরের পেশার জনগণের তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে শহর-গ্রাম এবং নারী-পুরুষ সমতা থাকে।

২. সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ক্ষেত্রে দৈবচায়িত পদ্ধতি এবং বর্তমান বা সাবেক নারী সাংসদদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) নমুনায়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

১.১৫ অংশগ্রহণকারীদের উৎস ও বাছাইয়ের মানদণ্ড

আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিন শ্রেণীর জনগণ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যথাঃ

১. সাধারণ জনগণ (সমাজের সকল পেশার জনগণ);
২. জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বর্তমান বা সাবেক মহিলা সংসদ সদস্য; এবং
৩. প্রতিষ্ঠিত নারী।

সাধারণ জনগণ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মতামত প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ভ্রান্তি (Error) দূর করার জন্য কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. সাধারণ জনগণের বয়স হবে কমপক্ষে ১৫ বছর।
২. সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে ৮ম শ্রেণী।

এর ফলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য পূরণকারী সাধারণ জনগণ কর্তৃক প্রশ্নমালার প্রশ্ন অনুধাবন সহজতর হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর মতামত গৃহীত হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারী হিসেবে নিম্নোক্ত শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। যথা ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত নারী (আইন, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)।

২. নারী উন্নয়ন কর্মী (বিভিন্ন এনজিও বা উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণী তথা উচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত নারী)।

৩. নারী রাজনৈতিক নেত্রী (বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি জড়িত এবং যে কোন পর্যায়ের কমিটির সদস্য, অথবা কোন রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদে বা সমর্থনে স্থানীয় পর্যায়ের কোন নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য, কমিশনার বা চেয়ারম্যান)।

এছাড়া জাতীয় সংসদে বর্তমান বা সাবেক নারী সাংসদদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত এবং সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সদস্যদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের ১২টি জেলা, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশনকে মুখ্য উৎস হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে।

একক ও দলীয় আলোচনার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জাতীয় রাজনীতি, সংসদ এবং নারী বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাদের সাথে গবেষণায় প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাদি আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তারা তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন, যা গবেষণাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

১.১৬ নমুনার (উত্তরদাতাদের) আকার (Participants Size)

নমুনায়ন কৌশল অনুসরণ করে এবং গবেষণার ব্যাপ্তি সময়সীমা ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তথা নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

১২টি জেলা হতে সর্বমোট ৩০০ জনসাধারণ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

জাতীয় সংসদের বর্তমান ও সাবেক মহিলা সাংসদদের মধ্য থেকে সর্বমোট ৩০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২ জন বর্তমান সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে সর্বমোট ৭০ জন প্রতিষ্ঠিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ডাক্তার, উন্নয়নকর্মী, সফল ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেত্রী, সরকারি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা অন্ত র্ভুক্ত ছিলেন।

আলোচ্য গবেষণার বিভিন্ন দিক ও প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য সর্বমোট ২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে সর্বমোট ১৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য গবেষক সর্বমোট ৫টি অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনা বা এফজিডি এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে ৩টি একক আলোচনা আয়োজন করেন। অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনায় সর্বমোট ৬০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেয়, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

১.১৭ গবেষণার তথ্য সমন্বিতকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

যে কোন গবেষণা ক্ষেত্রেই তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। তার পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের সমন্বিতকরণ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, রবার্ট রস যথার্থই বলেছেন,

Concepts of analysis and synthesis are opposites but both are essential to the writing a research paper. Analysis (from Greek word meaning ‘break up’) describes the taking part of the ideas and evidence and looking at all sides of them. On the other hand synthesis (from Greek word, meaning to put together) denotes the combining of all the elements[৩৭].

অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ অর্থাৎ অনুপুঙ্খভাবে ভেঙ্গে ভাগ করে বিচার করা এবং এই পৃথক পৃথক উপাদানের সমন্বিত যুক্তিসিদ্ধ একত্রীকরণ হলো সংশ্লেষণ।[৩৮]

তাই বর্তমান গবেষণা কর্মটিতে অনুষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ে যথাযথভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য উৎস অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয় কৌশলই ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যের প্রকৃতি, সমস্যার ধরন অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফলকে একত্রিত করে উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সমন্বিত করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একইসাথে তথ্য বিশ্লেষণের গুণগত (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) মডেল বা পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের ধারায় বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি (যেমন কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency, শতকরা হার (Percentage), সহ সম্পর্ক (Correlation), ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়েছে এবং উপাত্তসমূহকে টেবিল ও গ্রাফের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি উপাত্ত সংগ্রহের পর তা নির্দিষ্ট কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা এন্টি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অপরদিকে গুণগত বিশ্লেষণের মধ্যে প্রতিফলণমূলক প্রশ্ন (Reflective answer), জীবন-বৃত্তান্ত, গভীর পর্যালোচনা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া সংগৃহীত সকল দলিলাদি বা ডকুমেন্টসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা পূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১৮ তথ্যের ত্রিভুজায়ন (Triangulation)

সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন গবেষণায় ত্রিভুজায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা,

Triangulation may be defined as the use of two or more methods of data collection in the study of some aspects of human behaviour[৩৯].

সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন গবেষণায় অর্থাৎ যে গবেষণা মানুষ নিয়ে করা হয়, সেখানে বিজ্ঞানের গবেষণার মত বস্তুনিষ্ট পরীক্ষণমূলক তথ্য পাওয়া যায় না, এক্ষেত্রে বেশীর ভাগ তথ্যই হচেছ ব্যক্তিনির্ভর বা Subjective। তাই, শুধুমাত্র একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ কারণে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যের ত্রিভুজায়নের মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হয়। আলোচ্য গবেষণায় গুণগত ও ক্ষেত্র বিশেষে পরিমাণগত তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য ত্রিভুজায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণাটিতে প্রকৃত সত্য পরিস্থিতি উদঘাটিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পক্ষপাতদুষ্ট উপাত্ত সমূহ বাদ দিয়ে পক্ষপাতহীন, যথার্থ উপাত্ত সমূহকে গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে। যদিও গবেষকের কাছে সর্বদাই এ সকল সীমাবদ্ধতা পরিদৃষ্ট হয়েছে। যথা ঃ

১. সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা।

২. প্রতিষ্ঠিত নারী/ নারী উন্নয়নকর্মী/নারী রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা।

৩. জাতীয় সংসদের বর্তমান বা সাবেক মহিলা সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা।

৪. গবেষণার পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা

৫. অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সমূহের ধরন, প্রকৃতি, প্রভাব, সমাধান ইত্যাদি আলোচিত হলো।

ক. সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম যে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব মূলক তথ্য বিশ্ব থেকে নমুনা বাছাইকরণের ক্ষেত্রে। কেননা জনসাধারণের মতামত জরীপের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিরপেক্ষ মতামত সংগ্রহ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে যদিও দৈবচায়িতভাবে উত্তরদাতা বাছাই করা হয়, তথাপি অনেকক্ষেত্রেই উত্তরদাতা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর না দিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছেন। আরেকটি সমস্যা হলো সীমিত নমুনার আকার। যদি আরো অধিক সংখ্যক জনমতামত সংগ্রহ সম্ভব হতো অর্থাৎ যদি বিশাল আকারের জনগোষ্ঠী থেকে মতামত সংগ্রহ হতো তবে গবেষণায় প্রাপ্ত জনমতামত আরো বেশী নির্ভরযোগ্য (Reliable) হতো। অপরদিকে সাধারণ জনগণের মতামত সংগ্রহে স্তরীভূত নমুনায়ন (Stratified) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যাতে সমাজের সর্বস্তরের লোকজনের মতামত এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজের সকল পেশা শ্রেণীর লোকজন থেকে মতামত সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজের অগণিত (আনুমানিক ৫-১০ হাজার) পেশা শ্রেণী রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল পেশা শ্রেণীর সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি। (যেমন-মেথর, ঋষি, ধাঙ্গর, মুচি, কুমার ইত্যাদি)। এ সীমাবদ্ধতার আরেকটি কারণ হচ্ছে নিচুস্তরের পেশার সিংহ ভাগ লোকজনই নিরক্ষর এবং রাজনীতি বিশেষত মহিলা রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অজ্ঞ। এ কারণে দৈবচায়িতভাবে সকল পেশাজীবী থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে বাছাইকৃত ৩০টি পেশার (দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, শিক্ষিত কৃষক, নাপিত, গৃহিনী,

Dhaka University Institutional Repository

কম্পিউটার অপারেটর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হোটেল মালিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাংকার, আইনজীবী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, নার্স, ইত্যাদি) জনসাধারণ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

খ. প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়নকর্মী/রাজনৈতিক নেত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধতা

সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারী উন্নয়নকর্মী এবং নারী রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে একটি মাত্র একক (Unique) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, সাক্ষাৎকার গ্রহণার্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারী নির্বাচনে গবেষককে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। সমাজে এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠিত নারী রয়েছেন, যারা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পাননি, স্বামী কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের বদলৌতে প্রতিষ্ঠিত নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত নারীদের অনেকেরই রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তবে গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নারীদের বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি শ্রেণীকরণ টেবিল তৈরী করেছেন। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নারী বলতে কাদেরকে বুঝাবে সে সীমাবদ্ধতা কিছুটা দূর করা সম্ভব হয়েছে। গবেষকের ইচ্ছা ছিল সকল শ্রেণীর/পেশার প্রতিষ্ঠিত নারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার কিন্তু এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হচেছ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, কেননা যথাযথভাবে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণে অনেক (কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ঘন্টা) সময়ের প্রয়োজন। তাই সময়ের কথা বিবেচনা করে গবেষক দৈবচায়িতভাবে বাছাই করে ১০ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

নারী উন্নয়ন কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে গবেষককে কিছু সীমাবদ্ধতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। নারী উন্নয়নকর্মীদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাজন রয়েছে। উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টরে (পরিবেশ, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি) নারীরা সম্পৃক্ত রয়েছে। গবেষকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের প্রতিটি সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়নকর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি। অপরদিকে নারী উন্নয়ন কর্মীরা সাক্ষাৎকার প্রদানের ক্ষেত্রে স্বীয় কর্মক্ষেত্র/সেক্টরের আলোকে উত্তর প্রদান করেছেন।

নারী রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে গবেষককে বিশেষ সীমাবদ্ধতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রায় ২০০ এর ন্যায় রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দলেই নারী রাজনৈতিক নেত্রী রয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ সক্রিয় (Active) রাজনৈতিক দলেরই অঙ্গ সংগঠন হিসেবে মহিলা ফোরাম বা দল রয়েছে। আবার রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন গুলোতেও ছাত্রী নেত্রী রয়েছে। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষক মহিলা নেত্রী বাছাইয়ে সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে একটি মানদন্ড তৈরী করেছেন এবং এরপর এই মানদন্ডানুযায়ী দৈবচায়িতভাবে বিভিন্ন স্তরের নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তবে নারী

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকারে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট মতামত প্রদান বা উত্তর দানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ. জাতীয় সংসদের বর্তমান বা সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

জাতীয় সংসদের বর্তমান ও সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এ পর্যন্ত ১ম জাতীয় সংসদ থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত ১৬৫ জন সংরক্ষিত আসনে এবং ৫৫ জন সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদ সদস্যপদ লাভ করেছেন। এ বৃহৎসংখ্যক উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল। তাই গবেষক তিনটি মানদন্ডের ভিত্তিতে উত্তর দাতা নির্বাচন করেছে। যথা (১) সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সাবেক সাংসদ; (২) সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদ (সাবেক); এবং (৩) বর্তমান সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদ। গবেষককে সবচেয়ে বেশী সীমাবদ্ধতার মোকাবেলা করতে হয়েছে বর্তমান সময়ের নির্বাচিত নারী এমপিদের ক্ষেত্রে। তাদের প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় রক্ষা করতে পারেনি। এক্ষেত্রে গবেষককে অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। অনেক বর্তমান বা সাবেক সাংসদ গবেষণাকালীন (তথ্য সংগ্রহের সময়কালে) দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে তাদের থেকে উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ সাক্ষাৎদাতা সাংসদ তার প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে স্বীয় দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাই গবেষককে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ তথ্য বের করে আনার চেষ্টা করতে হয়েছে।

ঘ. গবেষণার পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা

বিভিন্ন প্রকার সমস্যা পরিহার এবং সময় বাঁচানোর জন্য গবেষক অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত সংখ্যক তথ্য পাওয়া যায়নি, বিশেষ করে কিছু কিছু তথ্য উৎস (যেমন সংসদ, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বা উপাত্ত লাভে গবেষককে জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়েছে। যার দরুন সময় অপচয় হয়েছে বিস্তর।

গবেষণার সীমিত ভৌগোলিক প্রেক্ষিত আরেকটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণাটি সম্পাদনে গবেষক অল্প কয়েকটি জেলার উত্তরদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে, যা আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণ করলেও আরো অধিক সংখ্যক এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। কমপক্ষে বাংলাদেশের দুই

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়াংশ জেলার উত্তরদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে গবেষণাটি একটি মহামূল্যবান দলিল হিসেবে পরিগণিত হতো।

ঙ. অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

রাজনীতির প্রতি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনোভাব, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে,ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনোভাব, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গির পুরুষ-মহিলা সমরূপতা অন্বেষণ করে বর্তমান গবেষণা কর্মটি রচিত হয়েছে। আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণা কর্মে কিছু সীমাবদ্ধতা অতিক্রম সম্ভব হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে মহিলা রাজনৈতিক নেত্রী বা সাংসদদের কাছ থেকে নির্মোহ তথ্য পাওয়া ছিল কষ্টকর।

আবার প্রশ্নমালা পূরণ ও সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে– বহু উত্তরদাতা একই ধরনের উত্তর দিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে দেখা গেছে উত্তরদাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি তার উত্তরকে প্রভাবিত করেছে।

লক্ষ্য দল আলোচনা বা দলীয় আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় অংশগ্রহণকারীরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনায় বেশী সময় নষ্ট করেছেন। তবে গবেষক যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন তাদেরকে আলোচ্যসূচিতে সীমাবদ্ধ রাখতে। পরিশেষে বলা যায় আলোচ্য গবেষণায় উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ থাকা সত্ত্বেও গবেষক তার পর্যবেক্ষণকৃত জ্ঞানের সাথে প্রদত্ত উত্তরের বা সাক্ষাৎকারের তথ্য সমন্বিত করেছেন। এছাড়া যেহেতু একাধিক গবেষণা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাই সীমাবদ্ধতা সমূহকে এড়ানোর জন্য তথ্যের ত্রিভুজানায়ন (Traingulation) করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যথাসম্ভব যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সমন্বিত করা হয়েছে।

১.২০ গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যাস (Thesis Structure: Different Chapters)

আলোচ্য গবেষণাটির প্রতিবেদনটি সর্বমোট ১০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে রচনা করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এতে গবেষণার ভূমিকা, সমস্যার বিবরণ, যৌক্তিকতা, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ, ৩য় অধ্যায়ে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট , ৪র্থ অধ্যায়ে গণপরিষদ ও সংবিধান প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে ৫ম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে তথ্য

বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ, এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এর মতামত জরীপ, পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সাবেক বা বর্তমান নারী সংসদ সদস্য এবং প্রতিষ্ঠিত নারী/নারী উন্নয়ন কর্মী/রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে **'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব'** শিরোণামে **জাতীয় সংসদে নারী ঃ ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে** ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে **অনুষ্ঠিত** ৮টি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে জয়লাভকারী ও প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের (সাংসদদের জন্ম তারিখ সীমা,সাংসদের নির্বাচনকালীন বয়স, রাজনীতিতে যোগদান, রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স, রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা, নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান, সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংসদদের শিক্ষাগত সমাপ্তির সাল, সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি) সাথে পুরুষ সাংসদদের তুলনামূলক আলোচনার সাথে সাথে সংসদের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ৭ম অধ্যায়ে জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন, ৮ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মহিলা নেতৃত্ব, ৯ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা আলোচিত হয়েছে। ৯ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার, সংসদীয় কমিটিতে মহিলা, সংসদ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি মন্ত্রীসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১০ম অধ্যায়ে গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা এবং সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত ১১তম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশমালা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনের শেষ দিকে পরিশিষ্ট (Appendix) এবং গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography) সন্নিবেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটিকা

---

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, রিপোর্ট ২০০৪, শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২. Anam Nirafat & et al., Feminine Dimension of Disability, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনুদিত, *প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো*, ঢাকা; সিএসআইডি, ২০০২, পৃ-৪

৩. মোঃ মামুনুর রশীদ, *জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারী ঃ বাস্তবতা ও করণীয়;* ঢাকা ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, একত্রিশতম সংখ্যা, পৃ-২০

৪. ব্রিটিশ কাউন্সিল, "*Political Empowerment of Women: Present Perspective and Ways of Forward* " শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন; ঢাকা ঃ ব্রিটিশ কাউন্সিল, ২০-২১ জুলাই,২০০৩

৫. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫, পৃ-১২৮

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, সংবিধান, ঢাকা ঃ আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫, পৃ-১২৮

৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান," *পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ, দুখী বাংলাদেশ*" ; ঢাকা ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-১৭

৯. Wilsman H. Victor, Politics: *The Master Science;* London: Routledge and Kegan Paul, 1996, p-3.

১০. মোঃ মাকসুদুর রহমান, " *বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা*" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, পৃ-১৫৭

১১. Guild Nelson P., *Introduction of Politics;* Newyork: Jhon wills and Inc., 1968, p-1

১২. Baker Banjamin, *Urban Government;* Newyork: D. van Nostrand Co. Inc., 1975, p-67.

১৩. Maddick Henry and Ray Panchayati, *A Study of Rural Local Government in India;* London: Longmas, 1970, p-210.

১৪. আতাউর রহমান, "*বাংলাদেশ এখন এসে দাঁড়িয়েছে একটি পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে*" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, পৃ-৫৪

১৫. নীলা ইয়াসমীন, 'চলার পথে হয়রানি'; ঢাকা ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুলাই ২০০৪, পৃ-১০.

১৬. ওয়ালমার্ট হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুপার মার্কেট কোম্পানি যা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

১৭. ওয়াল-মার্টে বঞ্চনা, ঢাকা ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০০৪, পৃ-১০.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. রাকিবা ইয়াসমিন, *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬) ঃ পর্যালোচনা*, একটি অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, কুষ্টিয়া ঃ রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২.পৃ-১

১৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত,পৃ-১৭

২০. এ.এস. এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২, পৃ-৯

২১. Polansky Norman A. (ed.), *Social Work Research;* Illinois: The University of Chicago Press, 1960, p-24.

২২. Slesiger D. and Stephenson, *The Encyclopedia of Social Science;* 1930, p-330.

২৩. ২০০৩ সালের ১১-১৩ আগষ্ট এশিয়ান উইমেন্স হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, ইউএনডিপি ও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত 'নারী ও শিশু পাচার এবং এইচআইভি/ এইডস' বিষয়ক প্রতীকি আদালতে উইনি ম্যান্ডেলা।

২৪. UNDP, UN Human Development Report (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন); 1995-1996

২৫. অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি; কলকাতা ঃ আনন্দ প্রকাশনা

২৬. UNDP, ibid, 1995-96 & 97.

২৭. আবেদা সুলতানা, *"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ"*; ক্ষমতায়ন, সংখ্যা- দুই, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮

২৮. জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী বিষয়ক সম্মেলন (বেইজিং সম্মেলন), ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, ঢাকাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৯. তালুকদার মনিরুজ্জামান,"বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি ঃ একটি বিশ্লেষণ" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, পৃ-২৩

৩০. এ.এস. এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২, পৃ-২৬

৩১. Bailey Kenneth D., *Methods of Social Research;* Newyork: The Free press, 1982, p-1982

৩২. এ.এস. এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ-২৭

৩৩. Young Pauline V., *Scientific Social Surveys and Research;* New Delhi: Prentice hall of India, 1984, P-30

৩৪. সুরভি বন্দোপাধ্যায়, গবেষণা ঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলিকাতাঃ দেশ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ-৩৪

৩৫. Ross Robert, *Research: Introduction, Barriers and Nobles;* New York 1974, Chapter 6, p-104.

৩৮. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, *"জরীপ গবেষণা পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা প্রণয়নের গুরুত্ব এবং পদ্ধতিগত আলোচনা ও বিশ্লেষণ"* (আবুল কালাম সম্পাদিত, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া); ঢাকা:ইউপিএল, ১৯৯২, পৃ-৫০

৩৯. Rahman, Muhammed Mahbubur, Ibid, p-41

৪০. Ross Robert, ibid, p-104

৪১. সুরভি বন্দেপাধ্যায়, পূবোকাত, পৃ-৩৮

৪২. Cohen Louis & Manian Lawrence, *Research Methods in Education;* London: Countryside Commision, 1995,p 233.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ
(Review of Related literature & Document Analysis)

২.১. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

ভূমিকা

আধুনিক কালে বিভিন্ন গবেষণা সম্পাদনে বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি রোধ সম্ভব হয়, তেমনি গবেষক স্বীয় গবেষণা সমস্যা নির্ধারণে এবং এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভে সক্ষম হন। সত্যিকার অর্থে সাহিত্যের আহবান কেবল নান্দনিক উৎসবেই নয়, সাহিত্য নানাবিধ জিজ্ঞাসায় আমাদের মনকেও উদ্দীপ্ত করে। যেখানে সাহিত্যই থাকে গবেষকের অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কেন্দ্রভূমিতে, তাকে বলে সাহিত্য গবেষণা। সাহিত্যিক গবেষণা যে একান্তভাবে জ্ঞানমার্গেরই বিষয় বা কোন নান্দনিক সৃষ্টি নয়, একথা বলা বাহুল্য। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয় বিচিত্র ও বহুমুখী। এর ক্ষেত্রও বিস্তৃত। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয়, ক্ষেত্র এবং পরিধির নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এক বা একাধিক সাহিত্যিকের কোন বিশেষ সৃষ্টিধারা বা রচনাশৈলী বা সামগ্রিক সাহিত্য চেতনার বিচার, সমকাল বা ভিন্নকালের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই হলো সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনার মূল ক্ষেত্র। তাই আলোচ্য গবেষণার মূল সমস্যা সমাধানের তাগিদে সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণা সমস্যার অতীত ও তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করতে গবেষককে সহায়তা করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের নারীসাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গবেষণা সম্পাদিত হলেও নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় ও সমস্যাসমূহ সমাধানে আরো গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্থানীয় সরকারসহ বাংলাদেশের সরকার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে বেশ গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে গুটিকয়েক গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হলেও তা থেকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম এখানো সম্পদিত হয় নি। নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদে নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এই

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ, সুগভীর ও সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজন অনুভব থেকেই আলোচ্য গবেষণার সূত্রপাত।

তাই বলা চলে আলোচ্য বিষয়ে এ পর্যন্ত স্বীকৃত খুব বেশি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি, তাই এ ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আলোচ্য গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত গবেষণাকর্ম পরিচালনায় গবেষকদের সহায়তা করবে। তবে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসু তথা পর্যালোচনামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ পর্যালোচনার মাধ্যমে আলোচ্য অধ্যায়টি সম্পাদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি নারী নেতৃত্ব ও ক্রমবিকাশ এবং বাধাসমূহ, অর্থাৎ আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই গবেষণায় যে সব উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ধারা ও রাজনৈতিক দল, নারীর রাজনীতি, ক্ষমতায়ন, সরকার ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সংসদ কার্যক্রম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল, সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষেই এ সাহিত্য পর্যালোচনার সাধারণ লক্ষ্য ছিল পূর্বের প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান কর্ম এবং বর্তমানে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের মাধ্যমে গবেষণার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করা। তাছাড়া এ অধ্যায়ে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো -

গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Islam M. Nazrul তার Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment[১] শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের শেখ হাসিনা সরকার পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর সংসদীয় গণতন্ত্র উত্তরণে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক গতি প্রকৃতি এবং সমকালীন যুগের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের উপর আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশ সংসদীয় ব্যবস্থাকে পরিহার করে প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অশনি সংকেত হিসেবে গবেষক চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর সুদীর্ঘ সময় সামরিক শাসনের পর ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে। গবেষক সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন,

"One notable feature of the parliamentary democracy was the formation of various parliamentary committees and sub- committees which were overseeing the activities of various ministries" (P.61)

প্রকৃতপক্ষে এ গবেষণায় যদিও নারী বিষয় স্থান লাভ করে নি তথাপি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভে গবেষককে সহায়তা করেছে।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক Islam M. Nazrul "Consolidating ASIAN Democracy"[২] শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষত; মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আলোকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা, ও চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। গবেষক বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র ও এর বিভিন্ন দিক, সংসদীয় কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দেশে কমিটি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ তুলে ধরেছেন। গবেষকের মতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে,

" Democracy" has by far been the most tested political system. But its journey from ancient times to the present has never been smooth. At times its operation has to encounter traumatic experiences and after it met a tragic end, mostly at the hands of elected "brute" majority. There were occasions as well when minority opinions on national issues, important or trivial, were not taken into consideration by the majority in power. And one finds it most often than not that the application of rules in conformity with the norms of democracy has no or little relevance to the majority governance of the third world countries including Bangladesh (Islam 2003 P 219).

সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকরীকরণ প্রসঙ্গে গবেষকের ভাষ্য হচ্ছে -

... the ruling as well as opposition parities should; get themselves involved in a dialogue and debate both inside and outside of the parliament, and they should try to find out mutually agreeable solutions on issues of national importance. If the contending parties fail now to address the national issues in a spirit of collaboration, mutual respect, and trust in conformity with the; democratic norms, then extra constitutional measures seems inevitable a measure which will not only undo the opportunity of establishing parliamentary democracy, but will eventually destroy the whole fabric of the country's body politic (ibid, p 219-220).

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নির্বাচন রাজনৈতিক দল এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশের সাথে জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের দায়িত্ব পালন ও নির্বাচন ওতোপ্রতভাবে সম্পর্কিত, সেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা সাহিত্যও পর্যালোচনায় স্থান পেয়েছে।

শামসুল ইসলাম খান, সরদার আমিনুল ইসলাম ও এম, ইমদাদুল হক তাঁদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ "Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh" - এ বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে ব্যক্তিক কারিশমার দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রাথমিকভাবে তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত । ১. আত্ম-সর্বস্বতা, ২. পোষ্য-সম্পর্কে এবং ৩. দল বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তির বিধিনিষ্ঠ স্বেচ্ছাচারী শাসন (Khan, Islam and haque, 1996 :80)[৩]। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান এখানে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয় নি।

এন,এইচ, এম আবু বকর, "বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের গতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, এর অব্যাহত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং গণচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের উপস্থিতি থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বিগত তিন দশকের অধিক সময়ের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের আলোকে বলেন, বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক বিধি ও কার্য ব্যবস্থা উপহার পেয়েছে তার মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসবে অভিহিত করা যায় না। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের সংকীর্ণ চিন্তা, নীচ-স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, দলাদলি, দলবদল, উপদলীয় ষড়যন্ত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষকে হত্যা, ক্ষমতার জন্য নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন এই সংস্কৃতির অনুষঙ্গ বলে লেখক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন (বকর, ২০০২ ঃ ৩)[৪]।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে নারী নেতৃত্বের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোরি জে.এ (Corry J.A) এবং হডগেটস জে.ই. (Hodgetts J.E) Democratic Gorvernment and Politics- গ্রন্থে বলেন, রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে। একই সাথে তারা এ অভিমতও দেন যে, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের অন্য কোন শান্তিপূর্ণ বিকল্প নেই (Corry & Hodgetts, 1968 : 231)[৫] ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন ও নির্বাচনী সংস্কৃতির উপর যে সব গবেষণা কর্ম রয়েছে, সেসব গবেষণা কর্মের মূল বক্তব্য হচ্ছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ভোটারদের মধ্যে উন্নতমানের সংস্কৃতি নেই । এমনকি পঞ্চাশ দশকের পর থেকে পাশ্চাত্য দেশেও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর যে সব Empirical Study হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, উন্নত দেশেও অধিকাংশ ভোটারদের মধ্যে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি তেমন নেই। আমেরিকান ভোটার (American Voter) গ্রন্থের লেখকগণ তাঁদের বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন,

> Most voter seems to operate at a low level of ideological sophistication, even among intelligent (though not necessarily highly educated) citizens, conceptions of politics are after of a simplicity that the political philosopher might find it hard to comprehend. In addition most citizens operate with a very small fund of political information often they lack the elementary information required even be aware of inconsistencies between their views and what actually is happening in the political system, particularly if the subject is (as most questions of rights and procedures are) arcance and complex (Comphel, 1960 : 127)[৬].

Lipset S.M., Political Man গ্রন্থে লিখেছেন, " The evidence seems to indicate that understanding of the adherence to these (Democratic norms) are highest among leaders and lowest among followers." (Lipset, 1963 : 131)[৭] .

অনুরূপভাবে Almond এবং Verba পাঁচটি দেশের (বৃটেন, জার্মানি, ইতালি, মেক্সিকো ও আমেরিকা) উপর তুলনামূলক - Civic Culture-এ দেখিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহে গণতন্ত্রের সফলতার প্রধান উপাদান ছিল সে সব দেশের Political Class - এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর গভীর Commitment (Almond & Verba, : 1963 : 363)[৮]। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের গণতন্ত্র সফলতার অন্তরায় হিসেবে উল্লিখিত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, আমাদের দেশের গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান অন্তরায় এদেশের অশিক্ষিত জনগণ নয়। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার প্রধান অন্তরায় হলো এদেশের Political Class এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আত্মস্থীকরণ (Internalization) ও কার্যকরণের ব্যর্থতা (Maniruzzaman, 1980 : 65)[৯]।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি" শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে দলীয় রাজনীতির সূচনাকাল থেকে আজকের বাংলাদেশ অঙ্গনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশকে কতগুলো কাল পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ ক. জাতীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চেতনার উষাকাল (১৯০৬-১৯৪৭); খ. জাতীয়তাবাদী বিকাশের সক্রিয় পর্যায়ে (১৯৪৭-১৯৬৬); গ. আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ও জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭১) এবং ঘ. রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য দলীয় সংগ্রামের কাল (১৯৭১........)। হাসানুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান দিক হিসেবে অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

দলের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করেন যা মূলতঃ স্বাধীনতা উত্তর কালের ঘটনা বলে অভিহিত করেন। তাঁর উপস্থাপিত তথ্য মতে, ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ১২টি । স্বাধীনতা উত্তর কালে ধর্মভিত্তিক দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টিতে, সাম্যবাদী/সমাজতন্ত্রকামী দলের সংখ্যা দাঁড়ায় অন্যূন ৩৫ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রকামী দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টিতে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলের এই বিপুল বিস্তৃতিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধির সূচক মনে করার কোন অবকাশ নেই (চৌধুরী, ২০০০ : ৮০)[১০]।

গোলাম হোসেন " বাংলাদেশে বিকাশমান গণতন্ত্র ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ" - শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের জন্ম ও বিকাশ সাম্প্রতিক ঘটনা। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে শতাধিক দল। এদের অধিকাংশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তদুপরি দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা না হওয়া, পেশী শক্তির প্রভাব এবং সন্ত্রাসীদের দৌরাত্মে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশে বিরাট বাধা হয়ে রয়েছে। যা নারী নেতৃত্বের বিকাশে অন্তরায় রূপে কাজ করে। দলীয় ব্যবস্থা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি। ছোট দলগুলোর অধিকাংশের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই। তবে তিনি বলেন, এদেশে সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচিভিত্তিক শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সুসংহত দলের সংখ্যা চারের বেশি নয় (B.N.P Al. JAMAT, J.P)। তাছাড়া গোলাম হোসেনের বিশ্লেষণে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে গণতান্ত্রিক নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর। সংস্কৃতি বলতে তিনি নিজেদের পরিচালনার জন্য নাগরিকগণের আচরণ, অভ্যাস ও নিয়মকে বুঝিয়েছেন। (হোসেন, ১৯৯৩ ঃ ৭২)[১১] ।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর " রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি" শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা বলেন। এক, রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়া এবং দুই, ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে সামরিক বাহিনীর অবস্থান। এ দু'য়ের সম্মিলিত ফল হচ্ছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক পতনশীলতার সহঅবস্থান। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করেছেন এভাবে, বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশে একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা তৈরি করা হচ্ছে। এ নির্ভরশীলতা তৈরির মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াশীলতা নিষ্ক্রিয় কিংবা নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে (জাহাঙ্গীর ১৯৯০ ঃ ৫)[১২] ।

এমাজ উদ্দিন আহমেদ তাঁর গ্রন্থে[১৩] গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্রের যাত্রা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, গবেষকের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গণতন্ত্রের উত্তরণ, গণতন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষাকবচ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইত্যাদি শিরোনামে গণতন্ত্রের ওপর তার বক্তব্য উপস্থাপন করলেও সংসদে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের ওপর যে গণতন্ত্রের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে সে বিষয়ে সুচিন্তিত কোন বক্তব্য স্থান লাভ করে নি।

Maniruzzaman Talukder তাঁর গ্রন্থে[১৪] পাকিস্তানের এলিট শ্রেণী, আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য দাবি, ছয় দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লব, ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, জিয়াউর রহমানের উত্থান, জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

Jahan Rounaq তাঁর গ্রন্থে[১৫] আইয়ুব শাসনামলের (১৯৫৮-৬৮) পর্যালোচনা, মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২ সালের সংবিধান, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পাকিস্তানের খন্ডীকরণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

Jahan Rounaq তাঁর গ্রন্থে[১৬] স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবিধানিক উন্নয়ন, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন, জিয়াউর, রহমানের বেসামরিকীকরণ ও রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

Choudhury Dilara তাঁর গ্রন্থে [১৭] স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবিধানিক উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক এম নজরুল ইসলাম LSSP[১৮] ও MSS[১৯] কর্তৃক আয়োজিত 'Challenges of Democracy and working of the parliamentary system in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে[২০] উপস্থাপিত Keynote paper এ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল থেকে ৭ম সংসদের শেখ হাসিনা সরকার পর্যন্ত বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং একই সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং কার্যকরী করণে নির্বাচনের ভূমিকা তুলে ধরেছেন; গবেষক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটির গুরুত্ব তুলে ধরে ৫ম ও ৭ম সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটি সমূহের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সংসদীয় কমিটি ও তার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। Keynote paper এ বর্তমান গবেষণার জন্য বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা ও সমস্যা এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুধাবনে সাহায্য করলেও লিঙ্গভিত্তিক কোন আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শাহীন রহমান 'ইউপি নির্বাচন ও নারীর ক্ষমতায়ন সংকট' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে প্রাচীন ইউনিট ইউনিয়ন নির্বাচনকে তুলে ধরেছেন। গবেষক তুলে ধরেছেন, সিদ্ধান্তগ্রহণ সহ সকল স্তরে নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা বাধাবিঘ্ন নারীদেরকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে উন্নয়ন হয়ে পড়েছে একপেশে খণ্ডিত ও বিকৃত।' (শাহীন রহমান ২০০৩ পৃষ্ঠা-১৩)[২১]। অর্থাৎ গবেষক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সকল স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরলেও জাতীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা উপর্যুক্ত নিবন্ধে করা হয় নি।

সীমা দাস তাঁর "পি এফএ -এর আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন" শীর্ষক পর্যালোচনামূলক নিবন্ধে[২২] বাংলাদেশে বর্তমান নারীদের অবস্থান, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনে প্রণীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন শীর্ষক নারী উন্নয়নে গাইড লাইন এবং স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এ পিএফএ বাস্তবায়নে সরকার ও এনজিওসমূহের কর্তব্য ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। নিবন্ধে নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধ্যায়ে গবেষক একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। ইউএনডিপির হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের ৮৮ কোটি ৫ লক্ষ নিরক্ষর নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হল বাংলাদেশে (জনকণ্ঠ, ৩০ আগষ্ট, ২০০২)[২৩] , এর কারণ হিসেবে প্রবন্ধকার বলেছেন, " নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যই এদেশের নারী নিরক্ষতার প্রধান কারণ। কেননা এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মেয়েরাই গ্রামে পুরুষশাসিত পরিবেশে নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। (স্বাক্ষরতা বুলেটিন; নভেম্বর ২০০২)।" নারী ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন যে, 'ইউনিসেফ তথ্যানুযারী বিশ্বের বিপুল সংখ্যক প্রসূতি মৃত্যুর অধিকাংশই ঘটে বাংলাদেশে[২৪]........ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ১৯৭৫ সালের তুলনায় ৭.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫৩.৪ শতাংশ উন্নীত হলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অনিশ্চিত (জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও পপুলেশন কাউন্সিল)[২৫]। তাহলে দেখা যায় পরিবারে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেয়া হয় না। যেখানে জাতীয় পর্যায়ে অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। নারী নির্যাতনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক রিপোর্ট তুলে ধরেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী 'অনেক দেশে এখনো ৬৯ শতাংশের বেশি নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন এবং ৪৭ শতাংশের বেশি নারী জোরপূর্বক তাদের প্রথম যৌন সম্পর্কে বাধ্য হন। আর এর হার বাংলাদেশে অত্যন্ত বেশি।[২৬] দেশের অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার। তারা তাদের অবদানের কোন স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হন বলে প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধকার তুলে ধরেছেন ' একজন গ্রামীণ নারী দিনে ১৫/১৬ ঘন্টা শ্রম দিয়েও তার শ্রমের কোন স্বীকৃতি পায় না, তাই এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয় ১৫ অক্টোবর[২৭]। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির সর্বশেষ জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তি ৫.১১ কোটির মধ্যে ৩.১ কোটি পুরুষ এবং ২ কোটিই নারী। অথচ এ সমাজে নারীর শ্রম এখনও গৌণ, এখনো এদেশে ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নারীর কাজ পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন অর্থাৎ কম বেতনে অধিক শ্রম দিয়েও নারীর কাজের স্বীকৃতি নেই।[২৮] (হেনা দাস, ২০০৩, পৃ-৩৮) অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার বঞ্চনারোধে প্রয়োজন জাতীয় সংসদে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও জোরালো ভূমিকা পালন। গবেষক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী শীর্ষক অংশ তুলে ধরেছেন, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণে তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি বরং দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও ৫জন উচ্চ পদস্থ মহিলা কর্মকর্তার নিয়োগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি কোটায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ৫জন মহিলা যুগ্ম সচিবের নিয়োগ বাতিল করার মাধ্যমে দেশের নারীসমাজের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগই বাতিল করে দেয়া হলো[২৯]....... সংসদে নারী আসন বৃদ্ধিসহ ৬৪টিতে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও নির্বাচিত হবার পর এ শর্ত পূরণ করা হয় নি। সংসদে নারীর এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কোনো বিল পাশ করা হয় নি।"

অর্থাৎ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এদেশে নারী সমাজের হতাশাজনক অবস্থা স্পষ্টতই বোঝা যায়, তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে নারী সমাজের যথাযথ অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই এ যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন বাংলাদেশের ৮টি সংসদে নারীর অংশগ্রহণের উপর একটি সুগভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণা।

শওকত আরা হোসেন তাঁর নারী ঃ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন' শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে[৩০] রাজনীতিতে মহিলাদের সম্পৃক্ত না হবার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশেষ কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, 'রাজনৈতিক দলগুলো মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহ উদ্দীপনা কেন দিচ্ছে না, জাতীয় নির্বাচনগুলোতে সাধারণ আসনে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপস্থিতি নগণ্য, মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কী ধরনের হওয়া উচিত- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান। গবেষক জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার কারণ হিসেবে বলেছেন ' প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী-পুরুষ সমতা/ সমানাধিকার অর্জনের জন্য কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি (শওকত আরা, ১৯৯৮ পৃ-৩) তবু বলা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার, রাজনৈতিক দল এবং সমাজ থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে অনেক নারীই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চাইবেন, তবে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে (পৃ-৪)।"

সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদদের দায়িত্ব পালনে বাধা সম্পর্কে বলেছেন, নির্বাচন পদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে এ আসনে (সংরক্ষিত মহিলা আসনের) মনোনীত মহিলাদের তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না বললেই চলে, মনোনীত মহিলারা তাদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কে খুব একটা দৃষ্টিপাত করেন না। মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকা, সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১০গুণ বড়। কাজেই এলাকার সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যথাযথ ভূমিকা মহিলা সাংসদরা পালন করতে অপারগ (পৃ-৫)"। মহিলাদের অবস্থা উন্নয়নে প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হয়েও নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু বাহ্য কারণ-বশতঃ অবহেলিত। এই অবস্থার উন্নতির জন্য মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয়কেই করে দিতে হবে অথবা উদ্যোগ নিতে হবে ।প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সাংসদ নির্বাচনী প্রচারণার জন্য এলাকায় বেশি পরিচিত হন। নির্বাচনের পূর্বে এলাকার উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অনেক কাজ করতে হয়, যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় এবং পরিশেষে ভবিষ্যতের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, কাজেই এলাকাবাসীও নিজেদের উন্নতির জন্য যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিতদের ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো প্রযোজ্য নয়। কাজেই দেশের সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোট হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। (পৃ - ৬)"

নারী ও সাধারণ নির্বাচন শীর্ষক আলোচনায় প্রবন্ধকার বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছা করলে রাজনীতি এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহিলার হার বাড়াতে পারে, যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে শর্ত বা চুক্তি করে যে, শতকরা ১০ বা ১৫ জন মহিলা দল থেকে নির্বাচন করার জন্য মনোনীত হবেন তবে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। .... প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের যথাযথ উন্নতির জন্য নারীকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারী বিহীন রাজনীতি কোন রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলময় নয়। উপর্যুক্ত প্রবন্ধে লেখক জাতীয় সংসদে, নারীর নির্বাচন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সবগুলো জাতীয় সংসদের আলোকে নারীর সংসদে অংশগ্রহণ শীর্ষক আলোচনা করা হয় নি।

খাদিজা খাতুন তাঁর 'শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নিবন্ধে[১১] নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেছেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে বলে আলোচ্য প্রবন্ধটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতো তাহলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে সংকুচিত ও নিষ্ফল জীবনধারার মধ্যে না ঠেলে দিয়ে বরং নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশসাধন করার দিকে মনোযোগ দেয়া হত।[৩২] এটা অত্যন্ত জরুরি বিশেষ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য। তাই মাও -সে-তুং এর ভাষায় বলতে হয়, "No true revolution is possible without women's liberation." যার অর্থ করলে দাঁড়ায়, নারীমুক্তি ব্যতীত কোন প্রকৃত মুক্তিই সম্ভব নয়।[৩৩] বাস্তবিকই আমাদের দেশে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য দেশের পুরুষদেরসহ সকল জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন, এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতে সংস্কার সাধন আবশ্যক।

নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম ও নাজমুন্নেছা মাহতাব সম্পাদিত 'নারী ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে[৩৪] বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণের সমস্যা সমূহ, গণতন্ত্র, নারী আন্দোলন, রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ সমূহে কয়েকটি অংশে জাতীয় নারীর ভূমিকার উপর খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যালোচনা করা হলেও সেখান থেকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে না।

নাজমা চৌধুরী, তাঁর "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে[৩৫] বাংলাদেশের রাজনীতির পুরুষকেন্দ্রিকতা রাজনীতিতে নারীর অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রবণতা তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে রাজনীতিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে সংরক্ষিত পরিসরে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবগুলো জাতীয় সংসদের আলোকে আলোচনা করেননি, গবেষকের মতে, 'অধিক হারে নারী যখন রাজনীতির অঙ্গনে অংশগ্রহণ করেন, তখন প্রক্রিয়াগতভাবেই তাঁরা নারীর সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, যদি তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে তৃণমূলের সম্পৃক্ততা থাকে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে, নারীর সমস্যাকে প্রান্তিক ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে কেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা ধারণ করেন রাজনৈতিক দল ও নারী সংগঠনে, (পৃ- ২৯)" ।

মেঘনা গুহঠাকুরতা তাঁর "নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে[৩৬] বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় নারী এজেন্ডা কীভাবে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা আলোচনা করেছেন, লেখক প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন, "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বিশ্বে আজো এক অনন্য স্থানের অধিকারী। এটিই একমাত্র সংসদ যেখানে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

নেতা উভয় পদই নারীর দখলে' কিন্তু প্রবন্ধটিতে জাতীয় সংসদের নারীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে লিঙ্গীয় সমস্যা এবং লিঙ্গীয় শোষণের বিষয়টি মূলধারার রাজনীতি থেকে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করে এবং এর মধ্যেই অধিকতর আলোচিত হয়। তাই নারী উন্নয়নে তথা জাতীয় সংসদে কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য সমাজের জনগণসহ সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং এনজিও সমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত " সুসংহত গণতন্ত্রের পথে ঃ ২০০১ সালের নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম" শীর্ষক প্রতিবেদনে[৩৭] ২০০১ সালে নির্বাচনের কয়েকটি দিকও দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সমন্বিত নির্বাচন কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

একদিকে ভোটারদের অসচেতনতা অন্যদিকে সহিংসতা ও জনগণের আস্থাহীনতা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য দুর্বল দিক। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন না থাকায় ২০০১ সালের নির্বাচনটি ছিল নারীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই নির্বাচনের পূর্বে সাধারণ আসনের নারী প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে দেখা গেছে এতে নারী প্রার্থীরা আস্থার সঙ্গে নির্বাচন প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা কার্যকরভাবে অর্জন করতে পারেন, প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী প্রার্থীদের কতিপয় দুর্বল দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং নির্বাচনী চ্যালেঞ্জের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জাতীয় সংসদে দায়িত্বপালন সম্পর্কিত কোন আলোচনা করা হয়নি।

Ziring Lawrence তাঁর গ্রন্থে[৩৮] আওয়ামী লীগ সরকারের উত্থান-পতন, প্রথম সামরিক আদেশ, দ্বিতীয় সামরিক আদেশ, জিয়াউর রহমানের প্রশাসন, এরশাদ শাসনামলের চিত্র, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করলেও সংসদীয় কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ ভূমিকা ও কার্যকারিতার ওপর কোন আলোচনা করেন নি।

আবুল ফজল হক তাঁর রচিত গ্রন্থে[৩৯] বাংলাদেশের রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি, সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন : বৈধকরণ প্রক্রিয়া, সংসদীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক পরিবর্তন (১৯৭৩-'৭৫), একদলীয় ব্যবস্থা ও সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন বৈধকরণ প্রক্রিয়া, জিয়াউর রহমানের ভারসাম্যের রাজনীতি, জিয়া হত্যা ও এরশাদের অভ্যুত্থান, ক্ষমতাকে

Dhaka University Institutional Repository

সুসংহত করার লক্ষ্যে এরশাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংসদ বহির্ভূত রাজনীতি, সংসদীয় রাজনীতি, তিনি জোটের যৌথ রূপরেখার আলোকে এরশাদ সরকারের পতন, নির্বাচন, একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের কার্যকারিতার কিছু কিছু দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলেও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা গুরুত্বের সাথে স্থান পায়নি।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর গ্রন্থে[৪০] প্রেসিডেন্টসিয়াল গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র ও জনগণের গণতন্ত্র, সংবিধান সংশোধন ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, সংসদীয় পোশাকে সজ্জিত সামরিক সরকার, বিএনপি'র সঙ্কট, শাসক শ্রেণীর সঙ্কট, সরকার বা জাতীয় সংসদ কোনটিই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না - ইত্যাদি কতগুলো শিরোনামে তিনি তাঁর যুক্তি নির্ভর বক্তব্য উপস্থাপন করলেও গ্রন্থটিতে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

আবুল ফজল হক তাঁর রচিত গ্রন্থে[৪১] বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন, পাকিস্তানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও এর বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সাংবিধানিক পরিবর্তন, বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা যৌথ দায়িত্ব, মন্ত্রীসভার জবাবদিহিতা কার্যকর করার পদ্ধতি, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, বাজেট পাসের পদ্ধতি, হিসেবের ওপর ভোট, সম্পর্ক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী, রাজস্ব আইন, সংসদের অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা পর্যালোচনা, কমিটি ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করলেও সংসদীয় কমিটির সাংবিধানিক ভিত্তি কমিটির সভাপতির ক্ষমতা, কমিটির প্রতিবেদন, কমিটিতে ঐক্যমত্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। এছাড়া জাতীয় সংসদে এসব ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা আলোচিত হলেও সামগ্রিকভাবে স্থান লাভ করেনি।

A. Hakim Muhammad তাঁর গ্রন্থে[৪২] এরশাদ সরকারের উত্থান-পতন, পঞ্চম পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং পুনরায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার সব ঘটনার বিবরণ দিলেও পার্লামেন্টে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ও কমিটি ব্যবস্থার যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং কার্যাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেননি।

মোঃ আব্দুল হালিম তাঁর গ্রন্থে[৪৩] বাংলাদেশের সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ, দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা, আইন পরিষদ, আইন প্রণয়ন, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, মহিলা-সদস্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দরভাবে প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাগুলো উপস্থাপন করলেও উক্ত গ্রন্থে দায়িত্বশীল সরকারে নারীর প্রতি দায়িত্ব বা সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক কোন বক্তব্য বা মন্তব্য উপস্থাপিত হয়নি।

খন্দকার মনজুর-এ-মাওলা সম্পাদিত গ্রন্থে[৪৪] পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত প্রদত্ত হলেও উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক লেখা স্থান পায়নি।

আহমেদ উল্লাহ-এর রচিত গ্রন্থে[৪৫] পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত হলেও উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক লেখা স্থান পায়নি।

আহমেদ উল্লাহ-এর রচিত গ্রন্থে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু শেষ, মোট দিন-মোট কার্যদিবস, স্পিকার, সংসদ নেতা, ডেপুটি স্পিকারের নাম উল্লেখসহ পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হলেও মহিলাদের সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করে নি।

Abdul Haque Khondokar তাঁর প্রবন্ধে[৪৬] বাংলাদেশের পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার ওপর সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু নারীর এ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি।

Hasanuzzaman Al Masud তাঁর প্রবন্ধে[৪৭] বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সংসদীয় কমিটিগুলো গণতন্ত্রায়ণে কীরূপ ভূমিকা পালন করেছে তা বিশ্লেষণ করলেও এতে নারীর সদস্যদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি বা ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা গুরুত্বের সহিত স্থান পায়নি।

সৈয়দ আলী কবীর তাঁর "সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে' শীর্ষক গ্রন্থে[৪৮] অত্যন্ত সীমিত আকারে মাত্র একটি অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে অবিভক্ত বাংলার সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করলেও মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচনায় আসেনি।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত 'নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি' বিষয়ক গ্রন্থে[৪৯] বাংলাদেশে নারীর অবস্থা সমকালীন রাজনীতি এবং নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহে এদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে জাতীয় রাজনীতি তথা জাতীয় সংসদে নারীর অংশ গ্রহণ বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয় নি। গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে এর সারমর্ম "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া। যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ) জনগণের প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়। প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি এখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, জাতীয় সংসদ কিংবা স্থানীয় সরকারের স্তর বিন্যাসে, অপরদিকে ব্যাপক অর্থে প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেটা আনুষ্ঠানিক রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যবহৃত হয় সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, সমাজবিজ্ঞানে ইত্যাদি। এখানে রাজনীতির ক্ষেত্রটি সর্বব্যাপৃত কেননা রাজনীতি বলতে সমাজের সেই সকল প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছে যার মূলে জড়িত রয়েছে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, উৎপাদন ও বণ্টন, গোটা সমাজের উৎপাদন ও পুন উৎপাদনের লক্ষ্যে। এই অর্থে প্রতিনিধিত্ব শব্দটি ও ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই ক্ষমতা কাঠামো ব্যাপৃত রয়েছে মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন স্তরে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাসে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভিন্নভাবে নির্মিত। এই সামাজিক নির্মাণ নারী পুরুষের ক্ষমতাভিত্তিতে ব্যবধান সৃষ্টি করে। পুরুষ সেখানে ক্ষমতাবান, নারী অধস্তন, তবে এই নির্মাণ পরিবর্তনশীল, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান প্রান্তিক, তাই তার প্রতিনিধিত্বও হয় গৌণ কিংবা অদৃশ্য। এই প্রান্তিকতাই নারীদের জন্য সৃষ্টি করে রাজনৈতিক এজেন্ডা, তাই এই প্রান্তিক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় সংসদে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

সুরাইয়া বেগম, তাঁর 'রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট ঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে[৫০] বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের আলোকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের সংকটের ওপর আলোকপাত করা হয় নি।

গবেষক সত্যজিত দত্ত তার "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২" শীর্ষক গবেষণা[৫১] কর্মে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতয়নের ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে । ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ ২০০২ সালের নির্বাচনের আলোকে গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার পদে সরাসরি নির্বাচন নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে নব

Dhaka University Institutional Repository

দিগন্তের উন্মোচন করেছে । এতে নারীদের মধ্যেও রাজনীতি ও নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। গবেষণাটির ফলাফল জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন নারীদের রাজনীতির প্রতি প্রকৃত পক্ষেই উৎসাহী করে তুলবে।

আল মাসুদ, হাসানুজ্জামান ও নাসিম আখতার হোসাইন রচিত ' আইন সভায় নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে[৫২] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করেছেন, লেখক এই প্রবন্ধে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ তুলে ধরলেও সার্বিকভাবে নারীদের অংশগ্রহণের বাঁধা সমস্যার অনেকগুলো দিক ফুটে ওঠে নি। এমনকি জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি। প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে গৃহকোণ থেকে সংসদে নারীদের যাত্রাকে প্রারম্ভিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, এ পদক্ষেপ নিজেই লক্ষ্য না হয়ে বরং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে হতে পারে। নারী প্রতিনিধিগণের সজাগ হতে হবে যে, সামনের পথ পরিক্রমায় এবং নিজস্ব বিকল্প মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে তারা পুরুষ নির্ধারিত পথ পরিবর্তন করতে পারেন। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা যেখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য সেখানে এ চ্যালেঞ্জ, অবশ্যম্ভাবী।"

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী কর্তৃক রচিত 'গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল" শীর্ষক প্রবন্ধে[৫৩] অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমাদের গণতান্ত্রিক ধারায় সংসদকে কার্যকরী করণে সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সংসদকে কার্যকর করণে নারী সাংসদদের অংশগ্রহণের বিষয়টি স্থান লাভ করে নি।

তালুকদার মনিরুজ্জামান তার 'বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি : একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে[৫৪] স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার উপর আলোকপাত করলেও এই গতি প্রকৃতির মধ্যে সংসদে নারীদের অবস্থানের উপর কোন পর্যালোচনা করেন নি।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র : মুজিব থেকে হাসিনা' শীর্ষক প্রবন্ধে[৫৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা, সংবিধান উন্নয়ন, সংসদীয় গণতন্ত্রে চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সংসদীয় গণতন্ত্রে নারীদের অবস্থার উপর কোন বিশ্লেষণ তিনি করেননি। তারেক শামসুর রেহমান ও মিজানুর রহমান খান কর্তৃক রচিত 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩ - ১৯৯৬' শীর্ষক আর্টিকেলে[৫৬] ১ম থেকে ৭ম সংসদ নির্বাচন এবং ফলাফলের পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ও ভোট সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু নারীদের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা হয় নি।

২.২ বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।" এই মূলনীতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে ঃ[৫৭]

সংবিধানের ৭নং ধারায় স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ১০,১৯,২৭,২৮ বং ২৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখপূর্বক নারী-পুরুষে কোন বৈষম্য করা হয়নি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারাগুলোর মূলবক্তব্য লিঙ্গ বৈষম্য হীন ও সার্বিক অর্থে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রের কথাই তুলে ধরে।

৭নং ধারাঃ

৭/ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অনন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

১০নং ধারা ঃ জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯নং ধারা ঃ সুযোগ সমতা

সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

২৭নং ধারা ঃ আইনের দৃষ্টিতে সমতা

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. ১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯. ১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে ইহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেন না।

২.৩ বাংলাদেশের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীকে একটি বিশেষ টার্গেট গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যই ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৬) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে বহুমুখী প্রয়াসসহ একটি সামষ্টিক কাঠামোয় নারীর স্থান দেয়া এবং দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের উন্নয়নের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া। বর্তমানে চলমান পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সময়কালে নারী উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ[৫৮]

ক) সবক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে সমতা স্থাপন;

খ) পরিবার সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রসহ সমাজে মানুষের মর্যাদা ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, কাঠামো, নীতিমালা, আইন-কানুন ও প্রথার পরিবর্তন সাধন;

গ) দক্ষতা, সম্পদ ও সুযোগ এবং তথ্যের জগতে প্রবেশ সহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা;

ঘ) রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

ঙ) নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং এমন ধরনের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা যা নারীর কর্মসংস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় সেক্টরে নারী শ্রমিকের আয়-উপার্জনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে;

চ) জেন্ডার সমতা ত্বরান্বিত এবং নারীর মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা ও রূপান্তর সাধন;

ছ) উন্নয়নের সকল প্রেক্ষাপটে নারীর বিষয় সমূহকে মূলধারায় পরিণত করতে সকল স্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ, মানব সম্পদ ও ক্ষমতা সহ কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা;

জ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা লাভের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপের সদস্য, বিশেষ করে নারী সদস্যরা যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঝ) দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার সমূহের সাহায্যার্থে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি বিষয়ক এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঞ) বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন-কানুন সমূহের পর্যালোচনা করা এবং এসব আইন বাতিলের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা;

ট) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও ও বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং সরকারের উন্নয়নে নারী ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

(WID Capability) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঠ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, মৌলিক পরিষেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর বিষয়সমূহকে মূলধারায় পরিণত করা;

ড) নারীর শ্রম এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের দৃশ্যমানতা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা;

ঢ) শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের হারের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করা;

ণ) কর্মজীবী নারীদের জন্য সহায়ক পরিষেবা (Support Service) যেমন- শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র ও পরিবহন সুবিধাদি, বিনোদন প্রভৃতির সুযোগ বৃদ্ধি করা;

ত) স্থানীয় সরকারের সকল স্তরসহ সরকার ও প্রশাসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা;

থ) সাক্ষরতার হার এবং উন্নয়ন দক্ষতা ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা;

দ) 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'- এই লক্ষ্যের অধীনে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবায় সমগ্র জীবনব্যাপী নারীর পরিপূর্ণ সুযোগ বৃদ্ধি করা;

ধ) নারী ও বালিকারা যেসব নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সেগুলো দূর করা, সব ধরনের নারী নির্যাতন দূর করা এবং নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ন) নারী ও কন্যা শিশু পাচার রোধ করা;

প) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

ফ) পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও বিষয় সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা;

ব) গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক চিত্র বর্ধিত মাত্রায় তুলে ধরা।

ভ) উন্নয়নে নারী নীতিমালার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি জাতীয় পরিসংখ্যান মেকানিজমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

১৯৯৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদের গঠন অনুমোদন করে। এতে ১৪ (চৌদ্দ) জন মন্ত্রী, ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পরিকল্পনা কমিশনের ১ (এক) জন সদস্য, ৫জন সংসদ সদস্য এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) জন বিশিষ্ট মহিলা রয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সরকার ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং পরবর্তীতে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের বাস্তবায়নে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Action) ঘোষণা করেছে। এ পরিকল্পনায় মহিলাদের আইনগত অধিকারসহ মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণীত হয়। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ যুগোপযোগী।[৬০]

২.৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১৯৯৬ সালে প্রথম বারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয় যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।[৬১]

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর বৈষম্য দূর করা;

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবরিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা;
- ❖ নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
- ❖ নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ❖ নারীর উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ণ ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- ❖ বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- ❖ গণ মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- ❖ মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া;
- ❖ নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

২.৫.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন

- ❖ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সম-অধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা;
- ❖ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ❖ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা;
- ❖ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ❖ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ নেয়া যাবে না;

Dhaka University Institutional Repository

- বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া;

- গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সম পারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায়, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;

- মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

- পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরির আবেদন পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা;

২.৫.২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ

- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা;

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা;

- নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেয়া;

- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা;

- নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

- বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা;

- নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

২.৫.৩ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;

Dhaka University Institutional Repository

- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া;
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদ, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা;

২.৫.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং সরাসরি প্রবেশের (লেটারেল এনট্রি) ব্যবস্থা করা;
- বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি বিভাগের উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা;
- সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা;
- কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।[৬২]

২.৬ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত[৬৩]

৬০-এর দশকে জাতিসংঘ প্রথম তার অতীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও পুনরূপায়ণ শুরু করে দশকওয়ারিভাবে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দশক ঘোষণা করা হয়। যদিও জাতিসংঘের প্রথম দশকের (১৯৬০-৭০) উন্নয়ন ও তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল দৃষ্টিকটূভাবে অনুপস্থিত। নারীদের মূলত দেখা হতো মা ও গৃহবধূরূপে, পারিবারিক কল্যাণের প্রেক্ষাপট থেকে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীরা ছিল আসলে অদৃশ্য। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ (IWY) এবং ১৯৭৬-৮৫ আলোকে আন্তর্জাতিক নারী দশক (Un International Women Decade) রূপে ঘোষণা করে দেখায় যে, নারীরা উন্নয়নের চালিকা শক্তি ও উপকারভোগী উভয়ই। এই সময়েই নারী ইস্যুটি মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে বিবেচিত হয় এবং তা সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। ৮০র দশকের শেষে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন দাতা সংস্থায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নের নারী বিভাগ (WID Unit) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ আয়োজিত ১ম বিশ্বনারী সম্মিলন (১৯৭৫) ও আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের প্রভাবে এ সময়ে সারা দুনিয়া জুড়ে অসংখ্য নারী সংগঠনের জন্ম হয়। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে সমতা উন্নয়ন ও শান্তি-- এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। ১৩৩টি দেশের ১২০০ প্রতিনিধি এতে যোগ দেয় যার ৭৩ শতাংশই ছিল নারী। ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকেই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই সম্মিলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা (WPA) গৃহীত হয়। যদিও এই বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথাযথ কর্মকৌশল ও প্রয়োজনীয় সময় সীমার ঘাটতি ছিল। এমনকি সম্পদ বরাদ্দেরও কোনো অঙ্গীকার ঘোষিত হয় নি। তবুও এই পরিকল্পনার আওতায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কতগুলো ন্যূনতম উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। এগুলো হলো ঃ নারীর শিক্ষার সুযোগের উন্নয়ন, আরো ভালো কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমতাধর্মী এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা বৃদ্ধি করা। এই সম্মিলনেই সাহসের সঙ্গে নারীর মজুরিবিহীন শ্রমের স্বীকৃতি এবং তাদের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়নের দাবি উত্থাপিত হয়। তবে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রতিটি দেশে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে জাতীয় মেসিনারি (National mechinery) প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সংস্থায় নারী ইউনিট (Women's Unit) গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের জোর সুপারিশ। নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য জাতীয় মেসিনারি প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারি নীতিমালায় নারীদের আরো জায়গা করে দেয়ার জন্য জাতিসংঘের এই

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনকে সারা বিশ্ব স্বাগত জানায়। এর ফলে দেখা যায় যে, প্রথম নারী দশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষে ক্রমবর্ধমান হারে বিভিন্ন দেশের সরকার নারী ব্যুরো বা নারী মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সিডও সনদ (CEDAW) অনুমোদন এবং প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনের বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় তা দেশে দেশে গড়ে ওঠা নারী সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মকাণ্ড ও দাবি-দাওয়ার স্বপক্ষে একটি সাধারণ রূপরেখা এবং ন্যায্যতা প্রদান করে। উন্নয়নশীল বিশ্বে আধুনিকায়ন তত্ত্বসহ বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ২য় দশক (নারী উন্নয়ন দশক) উপলব্ধি করে যে প্রবৃদ্ধি যদি অসাম্য, বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্বের জন্ম দেয় তবে উন্নয়নের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের পুনর্বণ্টন, বিশ্ব দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করা, আইএলও-এর কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা পূরণ এসব নতুন ধারণা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায়। উন্নয়ন তত্ত্বের এই নয়া মাত্রা নারীর প্রতিও দৃষ্টি দেয়। তাই দেখা যায় জাতিসংঘ স্থাপিত হয়। উন্নয়নের নারী (WID) আন্দোলন দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করে, যদিও নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যমূলক সম্পর্কটি কেবল নয় নারীর প্রতিই মূল দৃষ্টিপাত করা হয়। ৩য় বিশ্বের দেশে দেশে উন্নয়নের পরিমণ্ডলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নারীরা এ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি এবং অবহেলিত উপকারভোগী-- এই উভয় সত্যটি সামনে উঠে আসে। নারীর অর্থনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি বিশেষত সমাজের সবচাইতে গরিব অংশের মধ্যে এবং অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। মূলত উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদদের কাছে কেবল মা ও গৃহবধূ হয়ে থাকার দশা থেকে নারীরা উন্নীত হয় উৎপাদক এবং পরিষেবা প্রদানকারীর অবস্থানে।

১৯৮০ সালে নারী প্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (INSTRAW) জাতিসংঘ কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থারূপে চালু হয়। জাতিসংঘ তৃতীয় উন্নয়ন দশকের (১৯৮০-৮৯) শুরুতে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলন। ১৪৫টি দেশের প্রায় ১৫০০ সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধি এতে যোগ দেয়। এই সম্মিলনে প্রথাগতভাবে কতগুলো বিষয় উত্থাপিত হয় যেমন কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি এবং ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনায় জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা করা হয়। যদিও এই পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে কোনো উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র ফুটে ওঠে নি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে নারীর অবস্থার আরো অবনতি ঘটার দরুন উদ্বেগ প্রকাশ পায়। অবশ্য এই সম্মিলনের শেষে ৭০টি দেশ সিডও সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করার দরুন এই সনদ (৩০টি ধারা) কার্যকারিতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলন ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (NFLS) গৃহীত হয়। নারী পুরুষের সমতা, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা, নারীর মজুরিবিহীন কাজের স্বীকৃতি, নারীর কর্মসংস্থানের উৎকর্ষ সাধন, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার-পরিকল্পনা, অধিকতর উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ ইত্যাদি বিষয় সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জাতিসংঘ তৃতীয় উন্নয়ন দশক (১৯৮০-৮৯) নারীর উপর মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একদিকে বিশ্ব জুড়ে মন্দা, ঋণ সমস্যা, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় স্বরূপ কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নীতিমালা দেশে দেশে অধিকাংশ নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে। অন্যদিকে এই দশক আবার বিশ্বজুড়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা নিজের হাতে সমাধানের জন্য নারীর ইচ্ছা সক্ষমতার সুউচ্চ প্রকাশের সাক্ষী। ঐ বছরই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNICEM) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP) সংশ্লিষ্ট একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মিলন (UNCED) পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা বিশ্ব মানবাধিকার সম্মিলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার রূপে ঘোষণা করা এবং নারীর মানবাধিকার জনিত সমস্যাকে জাতিসংঘের সার্বিক মানবাধিকার কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়। কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্মিলনে (১৯৯৪) প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নে অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে চিহ্নিত হয় এবং সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মিলন (১৯৯৫) নারীদের সমস্যার পুরো বিষয়টি উত্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়।এছাড়াও বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী নারী আন্দোলন ও নারী উন্নয়নে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সামনে নিয়ে আসে।

১৯৯৫ সালে জাতিংঘের এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ সম্মিলন চতুর্থ বিশ্ব নারী (বেইজিং) সম্মিলন বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা স্বরূপ প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিশ্বের ১৮৯টি দেশ নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক রূপরেখা হিসেবে এই প্ল্যাটফরম অ্যাকশন অনুমোদন করে এর আলোকে নিজ নিজ দেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এর মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ ও সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল পরিমণ্ডলে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে সকল বাধা দূর করা। সেই সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

গৃহ, কর্মক্ষেত্র ও জাতীক-আন্তর্জাতিক সকল পরিসরে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা এবং দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগির নীতি প্রতিষ্ঠা করা। বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA)-এ নারী সমজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ ১২টি বিবেচ্য বিষয় (12 critical areas of concern) চিহ্নিত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বেসরকারি সংস্থা সমূহের কী করণীয় তা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলোঃ- ১. নারী ও দারিদ্র্য; ২. নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; ৩. নারী ও অর্থনীতি; ৪. নারী নির্যাতন; ৫. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত; ৬. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী; ৭. নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি; ৮. নারীর মানবাধিকার; ৯. নারী ও গণমাধ্যম; ১০. নারী ও পরিবেশ ও ১১. কন্যা শিশু।

২.৭ নারী উন্নয়নে জাতিসংঘ ভূমিকা কালপঞ্জিঃ[৬৪]

- ১৯৪৫- নারী পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ সনদ গৃহীত।
- ১৯৪৬- নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন (CSW) গঠিত।
- ১৯৪৯- মানুষ পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ অবসানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কতৃক সনদ অনুমোদন।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা(ILO) কর্তৃক একই গুরুত্বের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন দান সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন।
- ১৯৫২- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ অনুমেদান। এই সনদে প্রথমবারেব মতো নারীর ভোটাধিকারসহ আইনের অধীনে সমান রাজনৈতিক অধিকার আন্ত র্জাতিকভাবে অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৫৭- স্বামীর কার্যক্রম নির্বিশেষে নারীর জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করার অধিকার দিয়ে বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সম্পর্কিত সনদ গৃহীত।
- ১৯৬০- কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত আইএলও সনদ গৃহীত।
- ১৯৬২- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবাহ ক্ষেত্রে সম্মতি, বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও বিয়ে রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৬৭- নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা অনুমোদন।
- ১৯৭২-নারীদের সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা।
- ১৯৭৪- জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে বিশ্ব নারী সম্মিলন আহ্বান।
- ১৯৭৫-জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালন। মেক্সিকো সিটিতে ১ম বিশ্ব নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ইয়ার ট্রিবিউন (IWYT) প্রথম নারী দশক ঘোষণা করে।
- ১৯৭৬-সাধারণ পরিষদ কর্তৃক জাতিসংঘ নারী দশকের জন্য স্বেচ্ছাসেবামূলক তহবিল এবং নারী প্রগতির জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ইনস্টিটিউট ইনস্ট্র (INSTRAW) প্রতিষ্ঠা।
- ১৯৭৯-সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও (CEDAW) অনুমোদন।
- ১৯৮০-নারী প্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (INSTRAW) জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে চালু। জাতিসংঘ নারী দশকের মাঝামাঝি ডেনমার্কের কোপেনহেগেন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নারী সম্মিলনে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।
- ১৯৮১-সিডও (CEDAW)-এর কার্যক্রম চালু।
- ১৯৮৫-জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে সম্প্রসারিত জাতিসংঘ নারী দশক সম্পর্কিত স্বেচ্ছামূলক তহবিল জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) নামে জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ। নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (NFLS) গৃহীত।
- ১৯৮৮-উন্নয়নে নারী ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বিশ্ব জরিপ অনুষ্ঠিত।
- ১৯৯০-নারী মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন (CSW) কর্তৃক নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল (NFLS) বাস্ত বায়ন পর্যালোচনা। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলন আহ্বানের সুপারিশ।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৯১-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে উপাত্ত বা ডাটার (Data) একটি সঙ্কলন বিশ্বের নারীঃ প্রবণতা ও পরিসংখ্যান প্রকাশ।

- ১৯৯২- জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মিলন (UNCED) পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি।

- ১৯৯৩- ভিয়েনা বিশ্ব মানবাধিকার সম্মিলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং নারীর অন্যান্য মানবাধিকারজনিত সমস্যাকে জাতিসংঘের সার্বিক মানবাধিকার কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একীভূতকরণ। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একজন বিশেষ যোগাযোগা রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা অনুমোদন।

- ১৯৯৪- কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মিলনে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রথমবারের মতো উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া স্বরূপ ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকা, জর্ডান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠক সম্পন্ন।

- ১৯৯৫- সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মিলনের (World Social Summit) কর্মসূচিতে নারীদের সমস্যার পুরো বিষয় প্রতিফলিত। খসড়া ঘোষণার পূর্ণ সমতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতির অন্ত র্ভুক্তি।

- বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত এবং বৈশ্বিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের একটি বিশ্ব রূপরেখা স্বরূপ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) গৃহীত।

২.৮ জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার

১) **প্রস্তাবনা ঃ** জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা লিখেছিলেন ফিল্ড মার্শাল Smuts। এতে বলা হয়, আমরা সম্মিলিত জাতিসংঘের জনগণ মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি (Human person) মর্যাদা ও

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং ছোট বা বড় সব জাতির প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে পুনর্নিশ্চিত করছি।

২) **অনুচ্ছেদ ১(৩)ঃ** জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে এই অনুচ্ছেদে। বলা হয়েছে- জাতি, নারী-পুরুষ বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা হবে জাতিসংঘের (অন্যতম) উদ্দেশ্য।

৩) **অনুচ্ছেদ ৮ ঃ** এতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের কোন প্রধান বা শাখা সংগঠনে যোগ্যতা বা শর্তের মাধ্যমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের অংশগ্রহণে জাতিসংঘ কোন বাধা আরোপ করবে না। অর্থ্যাৎ নারী পুরুষ উভয়েই ঐ সংগঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে- যোগ্যতা থাকলেই হলো। এখানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আইনের দৃষ্টিতে সমতা পাবার তথা সুযোগের সমতা পাবার অধিকারটি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[৬৮]

৪) **অনুচ্ছেদ ১৩(১)(খ) ঃ** এতে সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কর্তব্য পালন করবে সে বিষয়ে দিক নির্দশনা রয়েছে। বলা হয়েছে, সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদ পাঠক্রম ও সুপারিশ পদ্ধতি চালু করবে।

৫) **অনুচ্ছেদ ৫৫(গ) এবং ৫৬ ঃ** অন্যাদিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ এই দুটি। অনুচ্ছেদ ৫৫ বলছে, জনগোষ্ঠীগুলোর সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুসুলভ সম্বন্ধ থাকা দরকার তার জন্য স্থিতিশীলতা ও শুভ অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সকল মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও তার কার্যকারিতার ব্যবস্থা করবে।৫৬ অনুচ্ছেদ সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা জাতিসংঘের সহায়তায় একক বা যৌথভাবে অনুচ্ছেদ ৫৫কে বাস্তবায়ন করবে।

৬) **অনুচ্ছেদ ৬২(২) ঃ** ECOSOC বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সুপারিশ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৭) **অনুচ্ছেদ ৬৮ ঃ** ECOSOC মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করতে পারবে।

৮) **অনুচ্ছেদ ৭৬ (গ) ঃ** জাতিসংঘের অছি পদ্ধতির একটি মূল উদ্দেশ্য হবে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ[৩১]

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও)। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয় কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠক্রম অনুসরণে সমান সুযোগ, নিয়োগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডও-এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক, এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডও-এর প্রশাসন সংক্রান্ত সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,

"নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধি বিকাশ ব্যাহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"

এ সনদের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীভূত হবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নব ধাপের সূচনা হয় বলে এ সনদকে অবিহিত করা যায়।

২.১০ বাংলাদেশ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কমিশনারদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের সমান হবে বলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন, নারী-পুরুষ সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তা এক ঐতিহাসিক রায় হিসেবে বিবেচিত হবে। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ রায়কে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলেও আশা করা যায়। হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।

২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনা সিটি করপোরেশনের সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জারি করা একটি পরিপত্রের বৈষম্যমূলক অংশকে চ্যালেঞ্জ করে ১০ নারী কমিশনারদের এক রিট করপোরেশনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, উত্তরাধিকার, জাতীয়তা, চারিত্রিক সনদ প্রদানের ক্ষমতা কেবল সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের দেওয়া হয়। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কমিশনারদের প্রতি এটা নিঃসন্দেহে একটি বৈষম্যমূলক আচরণ। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারীরা সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন।

নারীরা কেবল নারীদের সমস্যা নিয়েই কাজ করবেন- সমাজে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি শিকড় গেড়ে বসে আছে। ফলে নারীরা যত বড় পদেই সমাসীন হোন না কেন, তাদের প্রতি এক ধরনের উপেক্ষা-অবহেলার মনোভাব কাজ করে। নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের প্রতি সমান অধিকাররে বিষয়টি স্বীকৃত। সংরক্ষিত আসন হলেও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমেই নারীরা কমিশনার হয়েছেন। তবে যে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীরা নির্বাচিত হোন না কেন, তাদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আশা করব, হাইকোর্টের এ রায়ের ফলে সংরক্ষিত আসনকে হেয় চোখে দেখার প্রবণতা বন্ধ হবে।

জাতীয় পর্যায়ের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে এমন একট রায়ের প্রয়োজন ছিল- সংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত নারী আসনে। নির্বাচিতদের ক্ষমতা নির্ধারণে এ রায় একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। আমরা অবিলম্বে এ রায়ের বাস্তবায়ন দেখতে চাই।[৬৭]

২.১১ রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণে নারীর ক্ষমতায়ন ঃ বৈশ্বিক চিত্র

বিশ শতকের নারী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রের বা সরকারের শীর্ষ পদে নারী নেতৃত্ব বিশ শতকের আগে যে দুর্লভ ছিল তা নয়। প্রাচীন আমলে মিশরে নারী ক্লিওপেট্রা, মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রথম এলিজাবেথের নাম আমরা সকলেই জানি। তবে উপমহাদেশের শাসনকর্তা হিসেবে কোনও নারীকে না পেলেও মধ্যযুগে ফরাসি জোয়ান অব আর্কের মতো আমাদের গীতিকা পালায় মর্জিনা নামে এক মহিলা সেনাপতি সেজে বীরের মতো যুদ্ধ করার

কাহিনী জানা গেছে। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের কখনোই ধারাবাহিকতা ছিল না। নারীরা ছিল অন্তঃ পুরে অসূর্যম্পর্শ্য হয়েই, বড় জোর রানী সেজে রাজার মন্ত্রণাদাতা হতে পারাটাই ছিল তাদের চরম যোগ্যতা অথবা তাদের আরেক পরিচয় হত কুমন্ত্রক ঘসেটি বেগম। কিন্তু বিশ শতকের নারীরা প্রকৃতই বিপ্লবী। আমাদের উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার সুযোগ থাকলেও সারা বিশ্বে তারা এসেছেন মাঠের রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করেই।

বিশ শতকের নারী প্রেসিডেন্ট গণ

নাম	দেশ	শাসনামল
শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে	শ্রীলংকা	১৯৬০-৬৫, ১৯৭০-৭৭
ইসাবেলা পেরন	আর্জেন্টিনা	১৯৭৪-৭৬
ভিগদিস ফেনবোগাদোত্তির	আইসল্যান্ড	১৯৮০-৯৬
সুং চিং লিং	গণচীন	১৯১ (সাম্মানিক পদ)
আগাথা বারবারা	মাল্টা	১৯৮২-৮৭
কোরাজন একুইনো	ফিলিপাইন	১৯৮৬-৯২
ম্যারি রবিনসন	আয়ারল্যান্ড	১৯৯০-৯৭
আর্থা প্যাসক্যাল ট্রাওলিয়ট	হাইতি	১৯৯০-৯১ (অন্তর্বর্তীকালীন)
স্যাবিনে বার্গম্যান পোহল	জার্মান প্রজাতন্ত্র	১৯৯০
চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা	শ্রীলংকা	১৯৯৪ বর্তমান পর্যন্ত
মার্ত ম্যাকএলিসি	আয়ারল্যান্ড	১৯৯৭
জেনেথ জগন	গায়ানা	১৯৯৭-৯৯
রুথ ড্রিইফাস	সুইজারল্যান্ড	১৯৯৯-2000
মারিয়া এলিসা মস্কোসো ডি	পানামা	
ভায়পারা ভিকি ফ্রেইবারজা	লাটভিয়া	১৯৯৯ বর্তমান পর্যন্ত
তারাজা কারিনা হ্যালোনেন	ফিনল্যান্ড	১৯৯৯ বর্তমান পর্যন্ত

তবে বিশ শতকে শাসন ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে নারীকে দেখার জন্য পৃথিবীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। বিশ শতক বলেই শুধু নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন সে বছর শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তিন মেয়াদে। তবে নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য সবচেয় বেশি আলোচিত নাম ইন্দিরা গান্ধীর। বহু জনগোষ্ঠী, ভাষা, মত ও পথের দেশ ভারত। সেখানে জওহর লাল নেহরুর কন্যা হিসেবেই কেবল নয়, রীতিমত রাজনীতির তালিম নিয়েই কংগ্রেসের মতো ঐতিহ্যবাহী দলে নিজের আসন পাকা করতে হয়েছিল ইন্দিরাকে। উপমহাদেশের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এরপরেই আলোচিত নাম পাকিস্তানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা বেনজীর ভুট্টোর। বিভিন্ন কারণে বিতর্কিত হয়ে অপসারিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার দল পিপিপি'র হয়ে তিনি ১৯৮৮ থেকে ৯০ এবং পরবর্তীতে ১৯৯৩-৯৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসন করেন। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে জেঃ এরশাদের সামরিক স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে পরবর্তী বছরে শুরুতেই সাধারণ মানুষের রায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র নেত্রী বেগম খালেদাজিয়া। সাদা চোখে তাকে দু'বারের প্রধানমন্ত্রী মনে হলেও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় বর্তমান মেয়াদসহ তিনি তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এরপর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি মধ্য ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীলংকায় শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে ১৯৯৪ সালে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা। তিনি বর্তমানেও ক্ষমতাসীন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারী নেত্রী হিসেবে বহুল আলোচিত নাম- অং সান সুচি। মায়ানমারের এই নেত্রীর রাজনৈতিক দলটি ১৯৯০ সালে ৮০ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেও সে দেশের সামরিক জান্তারা তাকে বছরের পর বছর কারাগারে আটকে রেখে দেশ পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সুচি বর্তমানেও কারান্তরীণ। এছাড়াও ইউরোপে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে' আলোচিত নাম গ্রেট ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার। তিনি লৌহ মানবী নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৭৯ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর যুক্তরাজ্য শাসন করেন।

বিশ শতকের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৩৩ (তেত্রিশ) জন সে হিসেবে নারী প্রেসিডেন্টের সংখ্যা মাত্র ১৫ (পনের) জন। এর মধ্যে গেল শতকে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরন। পেরনের মৃত্যুতে আর্জেন্টিনায় যে শোকাবহ পরিবেশ হয়েছিল তার তুলনা মেলা কঠিন। এছাড়া নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়েছেন ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো এবং শ্রীলংকার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা এবং গায়নার জেনেথ। জনগণের আরেকটি বিশিষ্টতা হচ্ছে তারা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। এছাড়াও শ্রীলংকার বন্দরনায়েকে ও চন্দ্রিকাকে আরও একটি কারণে স্মরণে রাখবে বিশ শতক। মা দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন মেয়ে চন্দ্রিকা। তিনি এখনও ক্ষমতাসীন।

বিশ শতকের নারী প্রধানমন্ত্রী গণ

মহিলা প্রধানমন্ত্রী গণ	দেশ	শাসনামল
শ্রীমাভো বন্দর নায়েক	শ্রীলংকা	১৯৯৪-২০০০
ইন্দিরা গান্ধী	ভারত	১৯৬৬-৭৭, ১৯৮০-৮৪
গোল্ডা মায়ার	ইসরাইল	১৯৬৯-৭৪
এলিজাবেথ ডমিটিয়েন	মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	১৯৭৫-৭৬
মার্গারেট থ্যাচার	গ্রেট ব্রিটেন	
মারিয়া ডা লুরডেসে পিনটাসিলগো	পর্তুগাল	১৯৭৯-৯০

লিডিয়া গ্যাইলার তেজাদা	বলিভিয়া	১৯৭৯-৮০
ডেম ইউজেনিয়া চার্লস	ডমিনিকা	১৯৮০-৮৫
গ্রো হার্লেম ব্রুন্ডটল্যান্ড	নরওয়ে	১৯৮১, ১৯৮৬-৮৯, ১৯৯০-৯৬
মিলকিয়া প্লানিনক	যুগোশ্লাভিয়া	১৯৮২-৮৬
মারিয়া লিবরিয়া পিটার্স	নেদারল্যান্ড	১৯৮৪-৮৬, ১৯৮৮-৯৩
বেনজির ভুট্টো	পাকিস্তান	১৯৮৮-৯০, ১৯৯৩-৯৬
কাজিমিয়েরা দানুতা প্রুসকিনা	লিথুয়ানিয়া	১৯৯০-৯১
ভায়োলেটা ব্রারিওস ডি চামেরো	নিকারাগুয়া	১৯৯০-৯৬
আং সান সুচি	মায়ানমার	১৯৯০ সালে ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেও ক্ষমতা পাননি।
বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ	১৯৯১-৯৬, ১৯৯৬, ২০০১ (বর্তমান পর্যন্ত)
এডিথ ক্রেসন	ফ্রান্স	১৯৯১-৯২
হান্না সুচোকা	পোলান্ড	১৯৯২-৯৩
কি ক্যাম্পেবেল	কানাডা	১৯৯৩
সিলভি কিনিগি	বুরুন্ডি	১৯৯৩-৯৪
আগাথি উইলিংগিয়িমান	রুয়ান্ডা	১৯৯৩-৯৪
সুসান ক্যামেলিয়া রোমার	নেদারল্যান্ডস এন্টিলিস	১৯৯৩, ১৯৯৮ (বর্তমান পর্যন্ত)
তানসু সিলার	তুরস্ক	১৯৯৩-৯৫
চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা	শ্রীলংকা	১৯৯৪
রেনেটা ইন্দজোভা	বুলগেরিয়া	১৯৯৪-৯৫
ক্লাউদেত্তে ওয়েরলেইহ	হাইতি	১৯৯৫-৯৬
শেখ হাসিনা	বাংলাদেশ	১৯৯৬-২০০১
পামেলা গর্ডন	বারমুডা	১৯৯৭-৯৮
জেনেথ জগন	গায়ানা	১৯৯৭
জেনি শিপলে	নিউজিল্যান্ড	১৯৭৭-১৯৯৯
জেনিফার স্মিথ	বারমুডা	১৯৯৮ (বর্তমান পর্যন্ত)

নায়াম্মা ওসোরিন টুয়া	মঙ্গোলিয়া	জুলাই ১৯৯৯ (অন্তর্বর্তীকালীন)
হেলেন ক্লার্ক	নিউজিল্যান্ড	১৯৯৯ শতক শেষ পর্যন্ত[৬৮]

সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক চিত্র তৃনমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

২.১২ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের নিম্নহার ঃ বিশ্বব্যাপী প্রবণতা

বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন ঘোষণা পত্র থাকা সত্ত্বেও গত বছরে বিশ্বব্যাপী উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক পদে নারীদের উত্তরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও এখনো আদর্শ সীমার অনেক নীচে অবস্থান করছে।[৬৯] ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম সম্মিলনে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আটটি লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। একটি প্রতিবেদনে উত্তর ইউরোপের সাতটি দেশ লিঙ্গ সমতার দেশ বলে বিবেচিত হয়েছে। এগুলো হলো-সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ডে, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং জার্মানি। এরা ছেলে মেয়েদের সমহারে বিদ্যালয়ে পাঠাতে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের শ্রমের জন্য সম মজুরি নিশ্চিত করতে পেরেছে। এসব দেশের পার্লামেন্ট শতকরা ৩০ ভাগ আসন নারীদের দখলে, যাকে এলসন একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্জন বলে মনে করেন।

তার মতে, নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করতে কোন দেশের রাজনৈতিক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। যা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'টিপিক্যাল পয়েন্ট' বা প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা বলা যায়। এই 'টিপিক্যাল' পয়েন্ট তত্ত্বই ইউরোপীয় এই সাতটি দেশের বাকি বিশ্বের পার্থক্য অনুধাবনে সাহায্য করে। বিশ্বের তিনটি সর্বাধিক ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ১২ শতাংশের নিচে। অথচ বিশ্বের সর্বাধিক দরিদ্র অঞ্চল সাব সাহারান আফ্রিকার ১৩টি দেশ এবং এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার ৩৮টি দেশে নারীর অংশগ্রহণ এর চেয়ে বেশি।

নারীদের উন্নয়নে গত দু'বছর আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অর্জন উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায়, নারী উন্নয়নের প্রকৃত কারণ নিহিত আছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর; জাতীয় সম্পদের ওপর নয়।

অনেক উন্নয়নশীল দেশেই নারীরা সংসারের প্রধান। আবার অনেক সমাজেই যেখানে নারীরা প্রধান কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে সেখানে তারাই অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। কিন্তু তারা সব সময়ই

অবহেলিত। অবশ্য এখন রাষ্ট্রের নেতারা একটা বিষয় অনুধাবন করতে শুরু করেছে,তাহলো যা নারীর জন্য শুভ কল্যাণকর। তাই তারা এখন রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হচ্ছে।

ইউনিফেম-এর নির্বাহী পরিচালক নইলিন হেইজার 'প্রগ্রেস ২০০২' এর প্রতিবেদনে লিখেছেন, প্রতিদিন এক ডলারের কম ব্যয়ে জীবন ধারণ করে বিশ্বের এমন লোকজনকে দু ভাগে বিভক্ত করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বায়নের এই যুগেও দারিদ্র্যের নারীকরণ হয়েছে ব্যাপক হারে। তবে ইদানিং টনক নড়তে শুরু করেছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের। অনেক সংগঠনও এ লক্ষ্যে কাজ করছে। ১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মিলন, ১৯৯৫ সালে চতুর্থ নারীর সম্মিলন এবং একই বছরে সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মিলন ইত্যাদির মাধ্যমে ন্যূনতম হলেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

নারী গবেষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক ক্যারেন গ্রোন নারী অধিকার সুনিশ্চিত করতে কিছু নতুন পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথমতঃ কন্যাশিশুদের শিক্ষার পথ সুগম করতে শিক্ষার বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ পীড়িত এলাকার মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ নারীদের উপর সকল প্রকার সহিংসতা রোধ করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন তার জীবদ্দশায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গ্রোন ও তার সংগঠন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের মধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধের প্রচারণার জন্য লবিং করেছেন।

ইউনিফেম সরাসরি নারীর জীবন মান উন্নয়নের উপায় নিয়ে কাজ করে। সম্পদশালী দাতাদের লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রদত্ত তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে প্রগ্রেস ২০০২ প্রতিবেদন ব্যবহার করা হবে। এলসনের মতে, এ ব্যাপারে গলাবাজির আর কোন সুযোগ নেই। কারণ, আমাদের হাতে সঠিক উপাত্ত আছে তাই মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নীতি পরিবর্তনের এখনই প্রকৃষ্ট সময়।[৭০]

২.১৩ জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মিলন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি, অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন হয়েছে, যার ফলে নারীরা জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছেন।[৭১] ১৯৪৫ সালে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়।[৭২] ১৯৫২ সালে

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।[৭৩] ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।[৭৪]

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহা অপরাধ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫তম অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনে গৃহীত দলিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরি, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরির তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে, জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফললাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ।[৭৫]

২.১৪ গুরুত্বপূর্ণ আর্ন্তজাতিক সম্মিলন

এছাড়াও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মিলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

২.১৪.১ মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)[৭৬]

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'- এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মিলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

মেক্সিকো সম্মিলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলোঃ

ক. আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (World Plan of Action) অনুমোদন করা।

খ. ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।

গ. নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা ।

ঘ. নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা-যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement Women (INSTRAW).

– মেক্সিকো সম্মিলনটি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সার্বিক ক্ষমতায়নের উপর সারা বিশ্বে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

২.১৪.২ কোপেনহেগেন সম্মিলন (১৯৮০)[৭৭]

এই সম্মিলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মিলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মিলনের উপ-বিষয় (Sub-theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান।

কোপেনহেগেন সম্মিলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ।

১) জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সর্তক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।

৬) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।

৭) নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪.৩ নাইরোবি সম্মিলন (১৯৮৫)[৭৮]

জাতিসংঘ নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবিতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সম্মিলন ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ হিসেবে রয়েছে, যেমনঃ নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমির সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা । বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, (১) খরায় আক্রান্ত নারী, (২) শহরের দরিদ্র নারী, (৩) বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত (Abused) নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী, (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী, (১৪) সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

২.১৪.৪ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মিলন ঃ রিওডিজেনেরো (১৯৯২)[৭৯]

এ সম্মিলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানি, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোন বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি

পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মিলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

২.১৪.৫ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা[৮০]

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মিলন । এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মিলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মিলনে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন: নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সুযোগ এবং অংশগ্রহণে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

২.১৪.৬ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মিলন (ICPD) ১৯৯৪[৮১]

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মিলন। কায়রো সম্মিলনের উদ্দেশ্যে ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা । কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মিলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবসময় কমসংখ্যক শিশু চায়, কারণ তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মিলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে দায়িত্বশীল যৌন আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কম বয়সীদের রক্ষা করা।

তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত সম্মিলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ও ক্যাথলিক পন্থীগণ সম্মিলনের খসড়া কর্ম-পরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘ এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা

দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনায় নারীদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।

২.১৪.৭ সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মিলন (১৯৯৫)[৮২]

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মিলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যথার্থ সমাজ নির্মাণ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মিলনেও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

২.১৪.৮ বেইজিং সম্মিলন (১৯৯৫)[৮৩]

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মিলন হচ্ছে বেইজিং সম্মিলন ।
১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে একটি কর্ম-পরিকল্পনা (Platform for action) গৃহীত হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবি কর্ম-কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু, পরিবেশ, মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মিলন এবং অন্যান্য আন্তজাতিক সম্মিলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জন্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীণ নারীর জন্য জেনেভা ঘোষণা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি। বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবি অগ্রমুখী কর্ম-কৌশলের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবি অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের । ৩৬২ প্যারাগ্রাফ সমৃদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা বা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারি-বেসরকারি স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: (১) নারী ও দারিদ্র্য, (২) নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী ও স্বাস্থ্য, (৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, (৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, (৬) নারী ও অর্থনীতি, (৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, (৮)

Dhaka University Institutional Repository

নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (৯) নারীর মানবাধিকার, (১০) নারী ও তথ্যমাধ্যম, (১১) নারী ও পরিবেশ, এবং (১২) মেয়ে শিশু।

২.১৫ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ

নিম্নে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

বিশ্বজুড়ে নারী উন্নয়নের ধারণাটির উপলব্ধি, তাৎপর্য এবং বিস্তৃতি একদিনের কোন একটি ঘটনা নয়। বরং বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মিলিত উপলব্ধির মাধ্যমে এই দেশকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বধারার নিরিখে নারী অধস্তনতার সার্বিক কারণগুলো একাধিক ঘটনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নানা ধরনের নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীর সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াস তাই শুরু হয়।[৮৪] এরই ধারাবাহিকতায় '৯০-এর দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে অতীতে নারী উন্নয়নের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নয়া নারী উন্নয়নের পথ উন্মোচনের সন্ধান দেয়। যার অন্যতম লক্ষ্য নিছক নারী উন্নয়ন নয়, নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে আর সমস্যা হিসেবে নয় বরং সমস্যা সমাধানের কারক রূপে চিহ্নিত করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম অংশগ্রহণ সর্বোপরি বৈষম্যমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামকসমূহ দূরীকরণপূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজে উভয়ই সমভাবে অধিষ্ঠিত হবে এমন একটি অবস্থান্তর।[৮৫]

নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পিছনে যে সব ঘটনাবলি সহায়তা করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ১৮৪৮ সালের ১৯শে জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস ও বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মিলন।[৮৬]
- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি সূচ কারখানায় মহিলা শ্রমিকগণ মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরি, কর্ম-ঘন্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের উপর পুলিশী নির্যাতন।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ পুলিশী নির্যাতনকে স্মরণ রেখে মহিলারা একত্রিত হয়ে মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে।
- ১৯০৫-১৯০৭ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকগণ রাশিয়ার জার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।
- ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ পোষাক ও বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকগণ পরিবেশ উন্নতকরণ শিশুশ্রম বন্ধ, কাজের সময় হ্রাস, ভোট প্রদানের অধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করে।
- ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মিলনে জার্মানীর মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। বস্তুতঃ দেখা যায় যে বিশ্বজুড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন ও শ্রমজীবী নারী আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে।
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে Commission of the status of women (C.S.W) প্রতিষ্ঠিত হয়। যা নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার বলে ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় বলা হয়েছে সকল মানুষ সমভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উল্লেখিত অধিকারসমূহ ভোগ করার অধিকার আছে।
- ১৯৫২ সালে সি.এস.ডব্লিউ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার, দাপ্তরিক কাজ করার অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে।
- ১৯৫৭-১৯৬২ সালের কনভেনশনে নারীর বিয়ে ও বিয়ে বাতিলের ব্যাপারে সমান অধিকার।
- ১৯৭২ সালে সাধারণ পরিষদে ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব নারী বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল নারী পুরুষের সমতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান বৃদ্ধি করা।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুন হতে ২রা জুলাই মেক্সিকো শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা উন্নয়ন ও শান্তি।
- ১৯৮০ সালের ২৪-২৯ জুলাই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে নারী দশকের ৫ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রধান লক্ষ্যের সাথে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮৫ সালের ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম নারী দশকে অর্জিত লক্ষ্য মূল্যায়ন করে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলনে নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্রাটেজিস ফর এডভ্যান্সমেন্ট অফ ওম্যান গৃহীত হয়।
- ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানকল্পে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে Convention of the Elimination all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মিলনে নারী ও মেয়েদের অধিকারকে মানবাধিকারের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় জার্কাতা ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনকে সামনে রেখে ক্ষমতাবণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী অসমতা দূরীকরণের ব্যবস্থাকরণ।
- ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।
- ১৯৯৫ সালে ৪-১৯ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মিলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনা (Beijing Platform for Action or PFA) গৃহীত হয়। মোট ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারি ও বেসরকারি স্তরের সকলের করণীয় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়।
- ২০০০ সালের ৫ জুনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৩তম সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বেইজিং মাত্র কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে। নারী ২০০০ বা বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরে নারীর সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সর্বসম্মত কর্ম-পরিকল্পনা কতটুকু বিভিন্ন দেশে প্রতিপালিত হলো-তার পর্যালোচনাসহ ভবিষ্যতের কর্মসূচি বিষয়ে গ্লোবাল রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।[৮৭]

উপর্যুক্ত বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের ক্রম বিকাশের উদ্যোগ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা যুগে যুগে উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অংশীদারিত্ব । ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর গঠিত CSW নারীর রাজনৈতিক সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ৪৮ সালে নারীর অধিকার মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয় ৫২ সালে CSW মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার। ভোট প্রদানের অধিকার ও দাপ্তরিক কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে, যাতে সকলেই একমত হন যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.১৬ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের প্রভাব

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ঘোষণাপত্রে অনেকাংশই বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছে এদেশের নারী উন্নয়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১) পূর্বের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে নারী আন্দোলন বর্তমানে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে এবং সংহত রূপ লাভ করছে।

২) নারী আন্দোলনে জেন্ডার ইস্যুকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ না রেখে একটি সার্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের দাবি এখন নারী আন্দোলনের মূল দাবিতে পরিণত হয়েছে।

৩) বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ এবং কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমমনা সংগঠনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে কার্যকরী সম্পর্ক।

৪) নারী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের (সংগঠক, গবেষক, মাঠকর্মী) চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, নানাদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৫) প্রশাসনে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। একবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে প্রথম একজন মহিলা বিচারক পদে নিয়োগ পেলেন।

৬) নারী ও পুরুষের সামাজিক অসম অসহায় ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭) বিগত দশকে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, দেহব্যবসা ইত্যাদি প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে।

৮) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৬.১ বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি

নারীর অগ্রগতি এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা মূলত কয়েকটি কারণে অনস্বীকার্য।[৮৮]

ক. সরকার হচ্ছে দেশের মূল পরিকল্পনাকারী ও সম্পদ বণ্টনকারী।

খ. বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যাতে নারী উন্নয়নে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের অনুকূল পরিবেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

গ. নারী উন্নয়নের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ পালনে সরকার দায়বদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

ঘ. নারীর মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারি ভূমিকাই মুখ্য।

২.১৬.২. এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

১৯২৯ : বাংলায় নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

১৯২৯ : সারদা অ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর ও মেয়েদের ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৩৫ : ভারতবর্ষে নারী সমাজের ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

১৯৩৯ : মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়।

১৯৪৪: Immoral Trafic Bill সংশোধিত হয়।

১৯৫৬: হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।

১৯৬১: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

১৯৭২: বাংলদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।

১৯৭২: বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন।

১৯৭৩: জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯৭৪: বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তর।

১৯৭৪: মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়।

১৯৭৫: প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং বর্ষ ধারার পক্ষে ভোট দান।

১৯৭৬: পুলিশ ও অনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৭৬: ক. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন, খ. মহিলা সেল গঠন, গ. মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন ঘ. সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি।

১৯৭৮: মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয়।

১৯৭৮: মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।

১৯৮০: দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মিলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সম্মিলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষর।

: যৌতুক নিরোধ আইন পাস।

১৯৮৩ ও ১৯৯৫: নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয়।

১৯৮৪: মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন।

১৯৮৪: আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতিদান।

১৯৮৫ : পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৮৫: দশক সমাপনী সম্মিলনে অংশগ্রহণ এবং সম্মিলনে Nairobi Forward Locking Strategy অবদান।

১৯৮৫-৯০: নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।

১৯৮৯: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা মন্ত্রণালয় পৃথক।

১৯৯০: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।

১৯৯১: জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

১৯৯১: WID Focal Point তৈরি ।

১৯৯৪: শিশু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৯৫: ক. NCWD {National Council For Womens Developmen}

খ. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মিলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সুপারিশ।

১৯৯৬: নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়। নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট

Dhaka University Institutional Repository

'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে। শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দেয়। নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে রোকেয়া পদক দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬: ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

খ. PFA বাস্তবায়নে Core Group গঠন।

১৯৯৭: মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়।

১৯৯৭: সিডও সনদের ১৩(এ) এবং ১৬.১ (এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৯৭: ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

খ. স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ।

১৯৯৯: পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ।

২০০১: ক. ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজ উন্নয়নে কমিটির সভাপতি মহিলা সদস্য থেকে নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খ. সরকারি চাকুরিজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন (মাতৃকালীন) ছুটির মেয়াদ তিনমাসের স্থলে চারমাস নির্ধারণ।

২০০2: সিটি কর্পোরেশন সমূহের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং এক-তৃতীয়াংশ কমিশনার আসন নারীদের জন্যে সংরক্ষণ।

২.১৭ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন স্তরে আসন সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন ঃ

২.১৭.১ নারীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতিতে নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সরকারি আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং আইন স্থানীয় শাসন নীতি ও সংস্থা সমূহে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।[৮৯] এমনকি রাজনীতি তথা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণ তথা সংসদেও কোটা রাখা হয়। কোটা পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে কোন ক্ষেত্রে কিছু পদ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ রাখা। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী সদস্যদের জন্য সরকারি চাকুরীতে শতকরা ১০ভাগ পদ কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশে নারীদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

কোটা পদ্ধতির প্রচলন হয়।[৭০] এরপর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশ বলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে নারীদের জন্য মোট পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম বারের মতো গেজেটেড ও ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মোট গেজেটেড পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে এই হার মোট পদের শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৮৫ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক অফিস আদেশ বলে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০ ভাগ কোটা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে সংবিধানের ১৮(৪) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নারীদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ করা হয়।

২.১৭.২ কোটা ব্যবস্থা প্রচলনের যৌক্তিকতা

- সরকারি চাকুরি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত বলে চাকুরি বা নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোটার মাধ্যমে নারীকে উৎসাহিত করা হয় যাতে করে নারী পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়।

- রাজনীতি সহ চাকুরি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বজায় রাখা প্রয়োজন।

- নির্বাচনে পুরুষের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও নারী প্রার্থীরা কোটা পদ্ধতির কারণে নির্বাচিত পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায় এবং নিজেদের অধিকার তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

- নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণের বিষয়ে নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের কর্মী ও রাজনৈতিক দলের বক্তব্য নীতি নির্ধারকদের নিকটে তুলে ধরার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং রাজনীতিতে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা অধিকহারে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয় এবং নির্বাচনে দাঁড়াতে উৎসাহ পায়।

- নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বরাদ্দ থাকার কারণে নারীদের পক্ষে রাজনীতি ও চাকুরিতে আসা সহজ হচ্ছে।

- শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে কোটা পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

- অসম সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সমতা প্রতিষ্ঠাসহ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.১৭.৩ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ যেমন ভারত শ্রীলংকা নেপাল ও পাকিস্তানে নারীদের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা নারী সমাজের ক্ষমতায়ন তথা, রাজনৈতিক জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নারীর জন্য নির্বাচনে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয়। এই আইন সংরক্ষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, উন্নত পশ্চিমা বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে রাজনীতিতে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধান ও রাষ্ট্রীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরার জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেশের নারী আসন সংরক্ষণের উদাহরণ তুলে ধরা হলো ঃ

নরওয়ের লেবার পার্টি

নরওয়েতে নারীরা ১৯০৭ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ১৯৩৫ সালে ভোটের অধিকার লাভ করেছে। ১৯৮১ সাল থেকে লেবার পার্টির অভ্যন্তরে সব কমিটিতে নারী কোটা প্রবর্তিত হয়। ফলে ১৯৮৫ সালে নির্বাচিত সাংসদদের ৪২% নারী ছিল। বর্তমানে নরওয়ের লেবার পার্টিতে সমসংখ্যক নারী-পুরুষ সদস্য রয়েছেন।

402493

আইসল্যান্ড অ্যালায়েন্স পার্টি ঃ

কোয়ালিশন গঠনের মাধ্যমেই দল কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫০% নারী সদস্য নির্বাচিত করতে পেরেছে।

ভারতের কংগ্রেস দল ঃ

ভারতীয় নারীরা সীমিতভাবে ১৯২৯ সালে ভোটাধিকার লাভের পর সর্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে ১৯৫০ সালে । ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দল ঘোষণা করে নির্বাচনে ১৫% আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হবে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অতিসম্প্রতি সব রাজনৈতিক দল ৩৩% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাবে সমর্থন জোগালেও তা ফলপ্রসূ হয় নি।

ফ্রান্স ঃ

১৯৭৯ সালে ফ্রান্স সরকার আইনত ঘোষণা দিয়েছে যে, কোনভাবে ৮৫%-এর বেশি প্রার্থী একক ভাবে পুরুষ বা নারী হতে পারবে না।

নেদারল্যান্ড ঃ

ডাচ লেবার পার্টি ১৯৮৭ সালে ঘোষণা দিয়েছে যে, দলের অভ্যন্তরীণ সব কমিটিতে ও সংসদীয় দলে ২৫% নারী কোটা থাকবে। ড্যানিশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাতীয় ও স্থানীয় পৌর নির্বাচনী ব্যবস্থায় ৪০% নারী কোটা নির্ধারণ করেছে।

নেপাল ঃ

সংসদের বিধানে ৫% নারী পার্টি কোটা সব দলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

আর্জেন্টিনা ঃ

১৯৯১ সালে আর্জেন্টিনায় সব রকম নির্বাচনী পদে মহিলাদের জন্য ৩০% কোটা নির্ধারিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ ও বিশ্লেষণঃ

সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান রয়েছে তাঞ্জানিয়ায় (জাতীয় সংসদের ২৪৪ আসনের ১৫টি), পাকিস্তানে (২৩৫ আসনের ২০টি), মিসরের পার্লামেন্টে (৩৬০টি আসনে ৩১টি)।

বিশ্বের ৬টি দেশের সংসদ নারী বর্জিত: যথা- আরব, কমোরস, জিবুতি, কিরিবাতি কুয়েত ও সলোমান দ্বীপপুঞ্জ। ৩৪টি দেশের ৫৬টি রাজনৈতিক দলের কোন না কোন ধরনের সংরক্ষণ বিধান রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ শুধু আমাদের দেশেই নয় পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহেও স্বীকৃত।

২.১৭.৪ ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণ

বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে ১৯৪৭ সাল থেকে সদস্য মনোনীত করা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন সময়ে এই মহিলা প্রথমত, পাকিস্তান আমলে ১ থেকে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সময়ে সময়ে কেন এটি ১ থেকে ৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায় নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় এ সংখ্যা শুরুতে ১ থেকে ৫-এ উন্নীত হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি ও মনোনয়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যাগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়কালে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য যা ১৯৭৩ সালে ৩ জন, ১৯৭৯ সালে ১৭ জন, ১৯৮৬ সালে ২০, ১৯৮৮ সালে ৭ জন, ১৯৯১ সালে ৪৭ জন, ১৯৯৬ সালে ৪৮জন। এর বিপরীতে ১৯৭৯ সালে ২জন, ৮৬ সালে ৩জন, ৮৮ সালে ৪জন, ৯১ সালে ৮ জন এবং ৯৬ সালে ১১জন মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন।[৯১] সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য মনোনায়ন দেয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত রয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের দলের। এ পদ্ধতি ১৯৭২ সাল থেকে চালু রয়েছে। ১৯৬৪ সালের পদ্ধতি আর কখনই চালু হয়নি। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও ৭ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ এবং ৩০ হয়েছে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনসভা ও সংসদ বিষয়ক পরিচ্ছেদের ৫৬ ধারায় ৩০০ ও ৩০টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী অধিকার বিষয়ে আইন বা নীতি রয়েছে। সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের প্রতি দুর্বল থাকেন এবং তাদের ইচ্ছার ওপরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সংরক্ষিত এ মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকাও অনেক বড় আর নির্বাচন প্রক্রিয়া যেহেতু শুধু মনোনায়ন, তাই নির্বাচনী এলাকার জনগণের সঙ্গে এ ধরনের সাংসদদের নির্বাচিত হওয়ার আগে কোন ধরনের জনসংযোগ থাকে না এবং এ বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের পরেও বহাল থাকে। ফলে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বা জনসাধারণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা । এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা সাংসদরা নির্বাচিত হন না বালে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে সার্ভিস প্রদানেও বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম পান। মূলত উপরি কাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদের অবস্থান দুর্বল করেছে।

অতএব আসন সংরক্ষণের বাস্তবতায় উপসংহারে বলা যায়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরো শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে এক তৃতীয়াংশ কমিশনার পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং এ আসন সমূহে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয়। যার ফলে ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ৯০ টি ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রতি তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে একটি করে মোট ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড করা হয়। এবং এই ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।(পরিশিষ্ট-৫ ও ৬)

Dhaka University Institutional Repository

২.১৭.৫ বাংলাদেশে নারীর জন্যে আসন সংরক্ষণ ঃ সংবিধানের আলোকে বাস্তবতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ২৮ নং ধারার ২ ও ৪ উপধারা এবং ২৯ ধারার অধীনস্থ উপধারা সমূহে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২.১৭.৬ বাংলাদেশে নারীর জন্যে আসন সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (সিডোও) বিবেচনা[৯২]

সিডোও ধারা-৪ঃ নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা।

"নারী পুরুষে সমান মর্যাদা ও সমতা প্রতিষ্ঠা তরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্র এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নিলে তা বৈষম্য বলে বিবেচিত হইবে না।"

২.১৭.৭ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোটা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য[৯৩] **ঃ-**

(১) জাতীয় সংসদ,

(২) আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন,

(৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন,

(৪) সিটি কর্পোরেশন,

(৫) পৌরসভা,

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ইউনিয়ন,

(৭) গ্রাম সরকার,

(৮) সরকারি চাকুরি,

২.১৭.৮ নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বর্তমান কোটা অবস্থা ঃ

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালে। সরকারি চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দু'জন নারীকে প্রথম বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দু'জনই নারী। গত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

* ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা সহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে।

* ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পৌরসভা নির্বাচনেও মহিলারা এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসন লাভ করে। গ্রাম পরিষদেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষণ হয়েছে।

* বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপ-সচিবগণ নীতিনির্ধারণে ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি এবং এর মধ্যে মাত্র একজন নারী রয়েছেন। অতিরিক্ত সচিবদের মধ্যে তিনজন, যুগ্ম সচিবদের মধ্যে আটজন এবং উপসচিবদের মধ্যে পনের জন নারী রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি এবং কাস্টমস কমিশনার পদে মাত্র একজন করে নারী রয়েছেন। পুলিশ বিভাগে পুলিশ সুপারসহ কয়েকজন নারী রয়েছেন। সম্প্রতি ডিসি পর্যায়ে চার জন মহিলা নিয়োগ লাভ করেছেন।

* সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট করেছে।

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। সম্প্রতি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাস জন্ম দিয়েছে নতুন অধ্যায়ের।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৭.৯ কোটা ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগত মানের ক্ষেত্রে অন্তরায়

অবশ্যই নয়। কেননা শুধু রাজনীতি নয়; কর্মক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল। এক গবেষণায় দেখা যায়, কোটা ব্যবস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের তুলনায় শতকরা ৯ ভাগ কম। যা অত্যন্ত নগণ্য। কাজেই কোটা ব্যবস্থা সরকারি চাকুরি তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগতমান কমিয়ে ফেলেছে এ ধরনের ধারণা গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।নিয়মানুবর্তিতা, বিচক্ষণতার সাথে কোন কিছু বিবেচনা করার দক্ষতা, সমন্বয় করার ক্ষমতা, পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা, সাহায্যের মনোভাব দায়িত্ব পালনের দক্ষতা, সততা, সংবেদনশীল আচরণ ও নির্ভরতা ইত্যাদি মৌলিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়েছে। এই হিসাবে-নিকেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতার একটি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। কর্মদক্ষতা নিরূপণের এই হিসেবের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দক্ষতা আইটেম, ব্যক্তিগত আচরণ সূচক (Individual Item Skill Skill-ID) (Personal Trait Index-PTI) কর্ম সম্পাদনের সূচক (Task Accomplishment Index -TAI) এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে দক্ষতার সূচক (Managerial Capacity Index-MCI) এর আওতায় উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১৮. বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অগ্রগতি ঃ কয়েকটি কেস ষ্টাডি

বিবিসি'র জরিপ ঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি[৯৩]

ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) এর বাংলা বিভাগ গত ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বাঙালিদের জনমত জরিপের প্রেক্ষিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকা প্রকাশ করে, তালিকায় ১ জন মাত্র মহিলা স্থান পান।

বেগম রোকেয়া (ষষ্ঠ)

বিবিসির বাংলা সার্ভিসের শ্রোতাদের বিবেচনায় সেরা ২০ বাঙালির তালিকায় ষষ্ঠ স্থানটি লাভ করেছেন মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে যে নারীর নাম আজও সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, সে নাম বেগম রোকেয়ার। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত তখনই তিনি মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে। সেই সময় তাদের পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবাই হতো না। তাই প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে তিনি দাদার কাছে এক-আধটু বাংলা এবং উর্দু শিখলেও তার আসল লেখাপড়া শুরু হয় বিয়ের পর স্বামীর সাহচর্যে। ১৮৯৬ সালে সৈয়দ সাখওয়াত হোসেনের সঙ্গে তার সেই বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বেগম রোকেয়া ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর ভাগলপুরে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল করেন। তারপর কলকতার ওয়ালীউল্লাহ লেনে ৯৩ বছর আগে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ আটজন ছাত্রী নিয়ে গড়ে তুলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তাই তাকে বলা হয় নারী শিক্ষার অগ্রদূত। বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের যুগে তিনি বাংলার নারী জাগরণের দিশারী হিসেবে জ্ঞানের মশাল হাতে এগিয়ে আসেন। নারী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক। তিনি সারা জীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তিনি ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার বিখ্যাত রচনাগুলো হচ্ছে মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশে বৈমানিক হিসেবে নারী

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পাইলট

সৈয়দা কানিজ ফাতেমা রোকসানা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বৈমানিক (পাইলট)। ১৯৫৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে Office Administration and Communication for Lady Execute কোর্স সমাপ্ত করেন। বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবে প্রশিক্ষণার্থী বৈমানিক হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাংলাদেশ বিমানে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালের ২ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমানে পাইলট হিসেবে যোগ দেন। ভারতের এয়ারভাইস মার্শাল আইবি চ্যাবরা কর্তৃক ১৯৮০ সালে 'সর্বোত্তম' খেতাবে ভূষিত হন। এর আগে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাব কর্তৃক সম্মানসূচক 'সহ-ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৮৩ সালের ৫ আগস্ট তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বীকৃতি লাভকারী নারী ঃ

মহিলা বীর প্রতীক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদানের জন্য দু'জন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক খেতাব লাভ করেন। তারা হচ্ছেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম এবং গণবাহিনীর মোসাম্মৎ তারামন বিবি। ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগমকে প্রথমেই বীর প্রতীক পদক প্রদান করা হলেও তারামন বিবিকে ২৪ বছর

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়ার কারণে পদক দেয়া সম্ভব হয় নি। কারণ তারামন বিবি জানতেন না দু'জন নারী বীর প্রতীকের মধ্যে তিনি একজন। অবশেষে তার সন্ধান পান ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যাপক বিমল কান্দি দে। সন্ধান লাভের পর ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বীরপ্রতীক পদক প্রদান করা হয়।

ডাক্তার পেশা গ্রহণ করলো নারী ঃ

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী দেশের প্রথম মুসলিম নারী চিকিৎসক । তিনি ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারতের লেডি হার্ডিং মেডিকেল ফর উইম্যান' থেকে এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সম্মানজনক পদক 'ভাইস রয়াস' লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।

কূটনৈতিক পেশায় নারীর প্রবেশ ঃ

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত মাহমুদা হক চৌধুরী। তিনি ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ভুটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তিনি ফরেন সার্ভিস থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত। মাহমুদা হক ১৯৭২ সালে প্রথম মহিলা কর্মকর্তা হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন।

বিচার কার্যে নারীর অংশগ্রহণ ঃ

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিচারপতি

বেগম নাজমুন আরা সুলতানা। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র নারী, যিনি হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে নাজমুন আরার জন্ম। তিনি ছিলেন মৌলভীবাজারের বাসিন্দা। বাবা মরহুম আবুল কাশেম মইনুদ্দিন পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। মা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষিকা। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেই ১৯৭৫ সালে প্রথম বিচার বিভাগে চাকরি পান। ১৯৮২ সালে সাব-জজ হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৮৭ সালে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। কাজে সফলতা এবং দক্ষতা প্রমাণ করেই পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর এবং কুমিল্লায় দায়িত্ব পালন করেন। জেলা জজ থাকা

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাতেই তিনি পিভিপ্রিউভিতে এক বছর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০০ সালের ২৮ মে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। দু'বছর পর স্থায়ী হন।

পিএসসির চেয়ারম্যান পদলাভ ঃ

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রোভিসি ও পিএসসি চেয়ারম্যান

অধ্যাপক ড. জিনাতুন নেসা তাহমিদা বেগম এক দিকে দেশের প্রথম নারী প্রোভিসি, অন্যদিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) প্রথম চেয়ারম্যান। তিনি ২০০১ সালের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ২০০২ সালের ৬ মে তিনি সাংবিধানিক সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

২.১৮.১ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকারের সূচনা ঃ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ঃ

নারীবাদী আন্দোলন

নারীবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয় ইউরোপ ও আমেরিকায়। 'নারীবাদ' যাকে ইংরেজিতে বলে Feminism (ফেমিনিজম) নারীবাদ ধারণার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ। বর্তমানে বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের ধারা চলছে। তার পথিকৃৎ হলেন ইংরেজ লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্রাফট। তিনি লেখনীর মাধ্যমে নারী অধিকারের পক্ষে তার যুক্তি তুলে ধরেন। ১৭৮৭ সালে তার রচনা 'কন্যাদের শিক্ষাদান বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা' (Thoughts on the Education of Daughters) বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত হয়, ১৯৯২ সালে মেরি নারী অধিকারের পক্ষে লিখেন (A Vindication of the Rights of Women) (নারী অধিকারের যথার্থ)। এর প্রায় ১০০ বছর পর ১৮৯০ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে নারীবাদী আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে নারীর সমানাধিকারের দাবি আর থেমে থাকেনি। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে এ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঃ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯৫৭ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে উন্নততর পরিবেশ ও বেতন-ভাতা আদায়ের দাবিতে নারীরা আন্দোলন করে। এ আন্দোলন দমাতে পুলিশ গুলী ছুঁড়লে আন্দোলনকারী বহু নারী নিহত হয়। পুলিশের গুলীতে অসংখ্য নারীর আত্মাহুতির স্মরণে ১৯৫৮ সাল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। পরে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ১৯৫৭ সালের ৮ মার্চের নারী আন্দোলনের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

বিশ্বে প্রথম নারীর ভোটাধিকার লাভ

বিশ্বে প্রথম নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নিউজিল্যান্ডে ১৮৯৩ সালে। সে দেশে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।

বাংলাদেশী প্রেক্ষাপট ঃ

জাতীয় মহিলা সংস্থা

বাংলাদেশের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে ঢাকায় 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এটা মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় এবং দেশের সবকয়টি জেলায় এর শাখা অফিস রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা, মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের আত্মকর্মসংস্থান, নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত সহায়তা দান এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী বিশ্ব

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম দিকনির্দেশনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আল-কুরআনে। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম নারী জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে ইসলামের সোনালি যুগেও নারী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর খ্রিষ্টীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নারী অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। ক্রমে নারীর প্রতি শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন বাড়তে থাকে। নারীর প্রতি এ ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বে প্রথম নারী আন্দোলনের সূচনা হয় সতেরো শতকে। ১৬৬২ সালে মার্গারেট লুকাস নামের ওলন্দাজ মহিলার 'ফিমেল ওরেশনস' শিরোনামের লেখাটি নারী জাগরণের ইতিহাসে নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়ে প্রথম লিখিত তথ্য হিসেবে বিবেচ্য। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে নারী ও শিশুর অংশগ্রহণ বাস্তবেই এক নতুন যুগের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। একই সালে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। কিন্তু ১৭৯৩ সালের কনভেনশনে পুরুষের অধিকার ঘোষিত হলেও নারীর অধিকার স্বীকৃত হয় নি। ফলে ফরাসি নারী সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। অবশেষে কনভেনশনের ১৭ নম্বর ধারায় নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার সংযোজিত হয় ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত জনস স্টুয়ার্ট মিলের নারী অবদমন সম্পর্কে লেখা বইটিকে ধরে নেয়া হয় নারী অধিকার বা নারীমুক্তি প্রসঙ্গে উষাকালীন বাণী। তার স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলার মিল লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ (On the enfranchisement of women) মেয়েদের ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম সোপান। ১৮৯৩ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি হয়। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার শিকাগোতে শ্রমজীবী নারীরা আন্দোলনে নামে। ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম ব্রিটেনে আইন পাশ করে বিবাহিত নারী, সম্পত্তিবান ও স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৩০ বছর ও তার বেশি বয়সের নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। বিশ্বে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী সংস্থাগুলো হলো ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ১৮৮৮), ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক উইমেন (১৯০১), ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ইউমেন (১৯০৪), ইন্টান্যাশনাল লীগ ফর পিস অ্যান্ড ফ্রিডম (১৯১৫), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল ইউমেন (১৯১৯), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন (১৯৩০) এবং উইমেন ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন (১৯৪৫)।

১৯৭৫ সারে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলন। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' ঘোষণা করে। প্রথম বিশ্ব নারী সম্মিলনে ১৯৭৬-১৯৮৬-কে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। এই দশকেই ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, যা নারীর আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস হিসেবে অভিহিত।

শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ঃ

বিশ্বের সংগ্রামী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নাম শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, যিনি তিন মেয়াদে ১৮ বছর শ্রীলংকাকে পরিচালনা করেন। বিশ্বে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকার শ্রীমভো বন্দরনায়েকে। তিনি ১৯৬০ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রথম মেয়াদে (১৯৬০-৬৫) পাঁচ বছর, দ্বিতীয় মেয়াদে (১৯৭০-৭৭) সাত বছর এবং তৃতীয় মেয়াদে (১৯৯৪-২০০০) ছয় বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে সাফল্যের সাথে বামপন্থী বিদ্রোহীদের দমন করেন। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে তার দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৮০ সালে ক্ষমতাসীন সরকার তার নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি সরকার পুনরায় তার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে। ১৯৯৪ সালে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ২০০০ সালে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে মৃত্যুবরণ করেন।

ইংল্যান্ডের দীর্ঘ স্থায়ী একচ্ছত্র অধিপতি ও শাসক ঃ

মহারানী ভিক্টোরিয়া

মহারানীভিক্টোরিয়া গ্রেট ব্রিটেনের রানী ছিলেন। তার জন্ম ১৮১৯ সালে। পিতার নাম এডওয়ার্ড ও মায়ের নাম লুইসা। তিনি ১৮৩৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভিক্টোরিয়া দেশ শাসনে দক্ষতার পরিচয় দেন। তার আমলে শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় ঐ সময় 'ভিক্টোরীয় যুগ' নামে খ্যাত। ভিক্টোরিয়া ১৮৬৭ সালে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি লাভ করেন। তিনি আমৃত্যু দীর্ঘ ৬৮ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসক। ১৯০১ সালে তার মৃত্যু হয়।

ভারতে প্রভাবশালী সরকার প্রধান ঃ

ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। গভীর প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ রমণী পণ্ডিত জওহরলাল ও কমলা নেহেরুর একমাত্র কন্যা। পিতার কাছেই তিনি রাজনৈতিক দীক্ষা লাভ করেন এবং যোগ্যতার বলে অল্প বয়সেই ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৬৬-৭৭ এবং ১৯৮০-৮৪ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দুজন শিখ দেহরক্ষীর গুলীতে নিহত হন। তার জন্ম ১৯১৭ সালে।

সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত ঃ

রানী ক্লিওপেট্রা

ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের রানী। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সে সময়ে। প্রথমে তিনি রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ও পরে মার্ক অ্যান্টনিকে বিয়ে করেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬৯-৩০ পর্যন্ত রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, সাপের ছোবল গ্রহণ করে তিনি জীবন ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতি সৃষ্টির আদিমাতা

প্রথম মানবী হাওয়া (আ)

বিশ্বের প্রথম এবং আদি মানব আদম (আ) এর স্ত্রী হলেন হাওয়া (আ)। হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, হযরত আদম (আ) এর ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাম পাঁজর থেকে হাওয়া (আ) কে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয় যে, হযরত আদম (আ) এর কোন কষ্টই অনুভূত হয় নি। ঘুম থেকে জেগে হাওয়া (আ) কে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? প্রত্যুত্তরে হাওয়া (আ) বললেন, "আমি একজন নারী।" ফিরিশতাগণ আদম (আ) কে জিজ্ঞস করলেন, "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন, বলুনতো এর নাম কি? তিনি উত্তরে বললেন তার নাম হাওয়া যেহেতু জীবন্ত ব্যক্তি থেকে তার সৃষ্টি, সেহেতু নাম হয়েছে হাওয়া।

মহাদেবী দুর্গা ঃ

হিন্দু ধর্মমতে ঈশ্বরের অবতার মহাদেবী দুর্গা যিনি অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

সমাজ সেবা ও বিজ্ঞানে নারী :

নারীরা শুধু দেশ শাসন নয় সমাজসেবা ও বিজ্ঞানেও তারা পিছিয়ে নেই। নিম্নের উদাহরণ তা প্রমাণ করে।

লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন বিখ্যাত সেবাব্রতী ও জনদরদি এক মহিলা। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে তার জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারে। ১৮৫৩ সালে তিনি লন্ডনের মহিলা হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন।ইংরেজ নার্স হিসেবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তার সেবা মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮৫৪ সালে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় ৩৮ জন সেবিকা নিয়ে ক্রিমিয়ায় যান। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল রাশিয়া এবং অপরদিকে তুরস্কের সমর্থনে ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। তিন বছর স্থায়ী (১৮৫৪-৫৬) এ ভয়াবহ যুদ্ধে আহতদের সেবা করে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি আলো হাতে নিয়ে সারা রাত রোগীদের দেখাশুনা করতেন-এ জন্য তাকে বলা হয় "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প।" ১৯০৭ সালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেলকে প্রথম মহিলা হিসেবে ব্রিটিশ অর্ডার মেরিট পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট ৯০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হেলেন কেলার ঃ

জ্ঞানপিপাসু এক মানবতাবাদী নারী

হেলেন কেলার হলেন দৈহিক পঙ্গুত্বের বাধা জয় করে আপন লক্ষ্যপানে একাগ্র, অদম্য জ্ঞানপিপাসু এবং মানবতাবাদী এক নারী। জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামায়। হেলেনের বয়স যখন ১৯ মাস, তখন তিনি আক্রান্ত হন গুরুতর মস্তিষ্ক জ্বরে। ফলে তাকে হারাতে হয় দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি। কিছুকালের মধ্যে তিনি বাকশক্তি ও হারিয়ে ফেলেন। এরপর ভর্তি হন মূক-বধির স্কুলে এবং ১৮৯০ সালে ২৬ মার্চ কারো সাহায্য ছাড়াই হেলেন প্রথম কথা বলেন। চার শব্দের সেই বাক্যটি ছিল ইট ইজ ভেরি হট। পরে তিনি বাকশক্তি ফিরে পান। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে তিনি ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, জার্মান ও গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৯০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তখন থেকে হেলেন মূক-বধির-অন্ধ ও দৈহিকভাবে পঙ্গু শিশু ও আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হেলে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬৮ সালের ১ জুন।

মাদাম মেরি কুরি ঃ

পোল্যান্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন মাদাম কুরি। পদার্থ ও রসায়নে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মাদাম কুরি ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে রেডিয়াম আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন। তিনি ১৯০৩ সালে তার স্বামী পিয়েরে কুরির সাথে যৌথভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। পরে ১৯১১ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পান।

প্রথম মানব ক্লোনকারী নারী ঃ

ক্লোন মানব শিশুর জন্ম বিশ্ব ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। ২০০২ সালের ২৭ ডিসেম্বর বেলিয়ান নামক একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ড. ব্রিজিত বোইসেলিয়ান পৃথিবীর প্রথম ক্লোন মানব শিশু জন্মের ঘোষণা দেন। ব্রিজিত বোইসেলিয়ান হলেন ফরাসি বংশোদ্ভূত নারী, যিনি মানব ক্লোনিংয়ে সফল হন। প্রথিবীর প্রথম ক্লোন মানবকন্যার নাম রাখা হয়েছে ইভ। ৭ পাউন্ড ওজনের এই কন্যা শিশুটি ২০০২ সালে ২৬ ডিসেম্বর সিজারিয়ান সেকশন অপারেশনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুটির মা একজন আমেরিকান, বয়স ৩১।

মহাকাশে নারী ঃ

বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে নাই। মহিলাদের বিচরণ পৃথিবী ছাড়িয়ে দূর মহাকাশেও বিস্তৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ঃ

বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্টিনা ভ্যাডিনিরোভনা তেরেস্কোভা। ভ্যালেন্টিনা রাশিয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৬৩ সালের ১৬ জুন রাশিয়া থেকে মহাশূন্যে প্রেরিত হন। তিনি ৭০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট মহশূন্যে অবস্থান শেষে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

সাহিত্যেও মহিলারা পিছিয়ে নেই

সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী মহিলা হলেন সেলমা লাগেরলফ। সুইডেনের অধিবাসী সেলমা লাগেরলফ ১৯০৯ সালে শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে সর্বপ্রথম নোবেল পুরষ্কার লাভ করে এক বিরল সম্মানে ভূষিত হন। সেলমা লাগেরলফ ১৮৫৮ সালে সুইডেনের ভার্মল্যান্ড অঞ্চলের মারবাক নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ১৮৯৭ সালে সিসিলি দ্বীপকে কেন্দ্র করে এন্টি ক্রিস্টাল মিকরাকুলার নামে একটি সামাজিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেন। তার লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে দি ওয়ান্ডারফুল এডভেঞ্চার অব নীলস, জেরুজালেম গোসথা বলিংস সাগা ইনভিবিল লিংস লাইফ ক্রোমাস হোম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মহিলা জাতিসংঘে ১ম ন্যায়পাল নিয়োগ দিয়েছে

জাতিসংঘের প্রথম ন্যায়পাল নারী ঃ

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল জ্যামাইকার রাষ্ট্রদূত প্যাচিসিয়া ডুরাইক সংস্থাটির প্রথম ন্যায়পাল নিয়োগ করেন। ন্যায়পালের পদমর্যদা সহকারী মহাসচিবের সমান। এই মহিলা কূটনীতিক, ইতিপূর্বে জাতিসংঘে জ্যামাইকার স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সাল থেকে কূটনীতিক হিসেবে কাজ করছেন। মিসেস ডুরাই ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত জ্যামাইকার পররাষ্ট্র ও দৈশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনিই হলেন অধ্যাবধি জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রথম নারী।[৯৫]

উপসংহার ঃ

উপর্যুক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র, নারী রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদিত হলেও বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নারী সাংসদদের নির্বাচন ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন সামিষ্টিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ গবেষক মনে করেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র এবং গুণগত মান নিম্নমুখী। এজন্য তাঁরা রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব, দলের অভ্যান্তরে গণতন্ত্র চর্চা না হওয়া এবং আদর্শ ভিত্তিক কর্মসূচির অভাবকে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তার উপর রয়েছে প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রাধান্য, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আদর্শ ও গণতন্ত্র চর্চায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের অবমূল্যায়ন, ছাত্র সংগঠনসমূহের প্রতি রাজনৈতিক দলসমূহের অতি নির্ভরশীলতা, অকার্যকর সংসদ এবং রাজনৈতিক সহিংসতা। প্রত্যেক গবেষক বাংলাদেশে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সংকট থেকে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন। আর এই বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিই নেতৃত্বের বিকাশে বাধা হিসেবে কাজ করে, তাই নারী নেতৃত্বের বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রয়োজন এবং নারীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে ।

সত্যিকার অর্থে উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দু'একটিতে কয়েকটি সংসদের নারীদের দায়িত্ব পালন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কয়েকটিতে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা, রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি, সংসদীয় কার্যক্রম, স্থানীয় সরকারে নারী নেতৃত্বের অংশগ্রহণ, সর্বস্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তবে বেশিরভাগ গবেষণা সাহিত্য ১৯৯৬ সালের ৭ম সংসদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু ৭ম সংসদের পরবর্তী বর্তমান পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয় নি। বাস্তবিক অর্থে ১ম থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নারী সাংসদদের নির্বাচন, দায়িত্বপালন, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সামিষ্টিক কোন গবেষণা হয়নি।

এই গবেষণা শূন্যতা উপলব্ধি করেই পিএইচডি ডিগ্রির গবেষণা বিষয় হিসেবে **'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা'** শিরোনামে বিষয়টিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. Islam, M. Nazrul. "Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment." Syed Giasuddin Ahmed (ed). *Perspective in social science,* Vol 5. Dhaka : University, Centre for Advanced Research in Social Science, October 1998, P (51-75).

২. Islam, M. Nazrul, *Consolidating Asian Democracy,* Dhaka, Nipon Enterprise 2003, PP 240.

৩. S.I Khan, Aminul Islam & M. Imdadul Haque, *Political culture, political parties and the democratic Transition in Bangladesh;* Dhaka : Academic publishes, 1996

৪. এন এইচ আবু বকর, "বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি", ৩১ আগস্ট ২০০২, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পঠিত Keynote paper.

৫. J.A carry & J.E Hodgetts, *Democratic Government and politics,* Third edition, Tornto; University of toronto press, 1968.

৬. Angus Comphel, Philip converse, warron miller and Donald stocks; *The American voter,* New York; John woley, 1960, P. 127

৭. Lipset S.M., *Political Man: The Social Bases of Politics,* New York: Anclor Books, 1963

৮. Almond G.A. and Verba Sidney; *The Civic Culture,* Princeton: University Press, 1963.

৯. Maniruzzaman Talukder, *The Bangladesh revolution and its after Math,* Dhaka: Bangladesh Books International, 1980, P. 65.

১০. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, ঢাকা। বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ - ৮০ ।

১১. গোলাম হোসেন, বাংলাদেশে বিকাশমান গণতন্ত্র: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চট্টগ্রাম ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি, ১৯৯৩

১২. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি", ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৩৮, নভেম্বর ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এমাজউদ্দিন আহমদ, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

১৪. Maniruzzaman Talukder, *Ibid.*

১৫. Jahan, Rounaq, *Pakistan Failure in National Integration*, Dhaka: UPL, 1994

১৬. Jahan, Rounaq, *Bangladesh Politics : Problem and Issues*, Dhaka : UPL, 1980

১৭. Choudhury Dilara, *The Constitutional Development in Bangladesh*, Dhaka : UPL, 1994.

১৮. LSSP - legislative support service project

১৯. Mss - Manabik Shahajja Sangstha

২০. LSSP ও MSS কর্তৃক আয়োজিত Challenges of Democracy & working of the parliamentary system in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

২১. শাহীন রহমান, " ইউপি নির্বাচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংকট " রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত উন্নয়ন পদক্ষেপ, আটবিংশ সংখ্যা, ঢাকা ঃ স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারী - মার্চ, ২০০৩, পৃ - ৭-১৯।

২২. সীমা দাস, " পিএফএ - এর আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন" রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত উন্নয়ন পদক্ষেপ, আটবিংশ সংখ্যা, ঢাকা ঃ ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারি - মার্চ, ২০০৩, পৃ - ২৭ - ৫০ ।

২৩. জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত ইউএনডিপির রিপোর্ট ২০০২

২৪. রিপোর্ট, সেমিনার পেপার, ২০০২, ইউনিসেফ,

২৫. রিপোর্ট, সেমিনার পেপার, ২০০২, ঢাকা; জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও পপুলেশন কাউন্সিল।

২৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ২০০২ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক রিপোর্ট ।

২৭. ১৫ অক্টোবর, ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ।

২৮. হেনাদাস, পূর্বোক্ত, পৃ - ৩৮

২৯. ৫ জানুয়ারি, ২০০২, দৈনিক প্রথম আলো

Dhaka University Institutional Repository

৩০. শওকত আরা হোসেন, ৫ নারী ঃ রাজনৈতিক ও নির্বাচন" হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত ক্ষমতায়ন (সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৯৮), ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮, ০২-১-১২।

৩১. খাদিজা খাতুন, " শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন" হামিদা আখতার সম্পাদিত "ক্ষমতায়ন" (সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৯৮), ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮, পৃ - ১৩-২৬,

৩২. মালেকা বেগম "নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ সংকলন - এ, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০

৩৩. চৌধুরী, রফিকুন হুদা আহমেদ, নিলুফার রায়হান, ফিমেল ষ্টেটাস ইন বাংলাদেশ ঢাকা ঃ দি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৮০ ।

৩৪. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ - ১-২৩ ।

৩৫. নাজমা চৌধুরী, " রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতাও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি শীর্ষক গ্রন্থ, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ -১৭-৩৬,

৩৬. মেঘনা গুহঠাকুরতা, " নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা", চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'নারী ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থ, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ - ১৭-৩৬।

৩৭. দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, সুসংহত গণতন্ত্রের পথে ঃ ২০০১ নির্বাচনের সমম্বিত কার্যক্রম, ঢাকা, জুলাই ২০০২

৩৮. Ziring Lawrence, *Bangladesh - from Mujib to Ersad : An Interpretive Study,* Dhaka - UPL, 1994

৩৯. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন, রাজশাহী ঃ রাজশাহী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪

৪০. বদরুদ্দীন ওমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, ঢাকা ঃ সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৯৪

৪১. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর ঃ টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮

৪২. Hakim Muhammad A., *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum,* Dhaka : UPL, 1993

৪৩. মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. খন্দকার মনজুর -এ মাওলা, বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ '৯১ এলবাম, ঢাকা ঃ তথ্যসেবা, ১৯৯১

৪৫. আহমেদ উল্লাহ (সম্পাদিত), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ, ঢাকা ঃ সুচরণ প্রকাশনী, ১৯৯২

৪৬. Haque Khandoker Abdul, "Parliamentary committee system in Bangladesh", *Regional Studies,* Vol - XIII, No. 1, Islamabad, winter, 1994-95

৪৭. Hasanuzzaman Al Masud, "Bangladesh : An Overview", Asian Studies, *The Journal of the Department of Government and politics,* J.U. No. 18, June 1999

৪৮. সৈয়দ আলী কবীর, সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ সুস্মিতা সুলতানা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫

৪৯. ঠাকুরতা, বেগম ও আহমেদ সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজনিরীক্ষণ সংকলন - দুই, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ ।

৫০. সুরাইয়া বেগম, " রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট ঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী", সমাজ নিরীক্ষণ, সংকলন - দুই, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭

৫১. সত্যজিত দত্ত, " নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন - ২০০২" অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, ২০০৩.

৫২. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান ও নাসিম আখতার হোসাইন, " আইন সভায় নারী", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ - ১০৩, ১১৮

৫৩. হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, " গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত ও " বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, ০২-১৭-২০

৫৪. তালুদার মনিরুজ্জামান, "বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি ঃ একটি বিশ্লেষণ" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত ') ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, পৃ - ৩৯-৪৩

৫৫. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, " বাংলাদেশে গণতন্ত্র ঃ মুজিব থেকে হাসিনা" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, ' বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০২, পৃ - ৮০-৯৩

৫৬. তারেক শামসুর রেহমান ও মিজানুর রহমান খান, " জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩-১৯৯৬" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, " বাংলাদেশ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, পৃ - ২১৫-২২৭ ।

৫৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের এ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫৮. জাতীয় উন্নয়ন পদক্ষেপঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী, ঢাকা- ২০০০, পৃ- ৯

৫৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ।

৬০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬১. প্রাগুক্ত, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা

৬২. প্রাগুক্ত, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা

৬৩. Gender Planning and Development Theory, *Practice and Training*-caroline O.N. Moser Routledge London, 1994

৬৪. *The Journal of Developnent Areas,* 1990, Oxford/ Focus of Women, UN Department of public information.

৬৫. Lautrpacht, Human Rights and the Charter of the united Nations Report, Human Rights Committee, Brussel's Corference, International Law Association, 1948, pass in.

৬৬. জাতিসংঘঃ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ, ১৯৭৯

৬৭. দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদকীয়, ১৮ই আগস্ট ২০০৪, ঢাকা।

৬৮. বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোকে সংকলিত।

৬৯. নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ-২২

৭০. নারীদিগন্ত, নারীদের উত্তরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কুলসুম আক্তার, দৈনিক আজকের কাগজ, ১৬ই জুলাই ২০০৩.

৭১. ফারহাদীবা চৌধুরী, বিশ্ব নারী সম্মিলন ও বাংলাদেশের নারী, আলমাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাঃ বাংলাদেশে নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ২০০২ম ইউপিএল পৃঃ ২৬১-২৬২।

৭২. শাহিন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস, টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮, পৃ-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. মালেকা বেগম, নারীর সম-অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯০, পৃ-১০০।

৭৪. শাহিন রহমান, প্রাগুক্ত।

৭৫. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১০১-১০২।

৭৬. Huq Jahanara et.al, *Beijing process and follow up. Bangladesh perspective,* Women for women,1997,p-14-16

৭৭. Huqe Jahanara et.al, *Ibid.*

৭৮. The Nairobi Forward looking strategeis for the Advancement of Women, UN-1985

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮-৪০

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

৮৩. জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মিলন, ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৮৪. তাহমিনা আক্তার, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ২৯-৩০

৮৫. নাজমা চৌধুরী,"*রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা,উইমেন ফর উইমেন,১৯৯৪ পৃ২২

৮৬. প্রাগুক্ত পৃ২২

৮৭. প্রাগুক্ত পৃ২৩

৮৮. ফারজানা নাঈন, জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সরকারের ভূমিকা জেন্ডার এবং উন্নয়ন ঃ নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, ১৯৯৮, পৃ-৩২

৮৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *নারী উন্নয়ন বার্তা,* আগস্ট ২০০১, পৃ-১

Dhaka University Institutional Repository

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ-১

৯১. আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, ক্ষমতায়ন *সংখ্যা*-২,১৯৯৮, পৃ-৫৬

৯২. নারী উন্নয়ন বার্তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আগস্ট-২০০১, পৃ২

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৪

৯৪. BBC World Service-21 March-2004

৯৫. বিভিন্ন পত্রিকার আলোকে সংকলিত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

আলোচ্য অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ সমস্যা ও সম্ভাবনা অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক দিক সমূহ আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ধারণা ও প্রপঞ্চের কার্যকরী ও তাত্ত্বিক তথা ধারণাগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমেই রয়েছে নির্বাচন-এর ধারণাগত ব্যাখ্যা, এরপর যথাক্রমে গণতন্ত্র বিকাশে নির্বাচনের ভূমিকা এবং বাংলাদেশে নারীর নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর পর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের ধারণাগত ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন ধারা এমনকি নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব কল্যাণমুখী পদ্ধতি ও আন্দোলন একবিংশ শতাব্দীতে নারীর অংশগ্রহণকে সভ্যতার মহান সৃষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কেন গণ্য করা হবে না তার উপর ভিত্তি করে আলোচ্য অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় নারীর ক্ষমতায়নের সার্বিক গুণগত ও পরিমাণগত ধারণার ও বিশদ আলোচনার মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নিম্নে অধ্যায়টির বিভিন্ন বিষয় সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

৩.১ নির্বাচন, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার আন্দোলন

৩.১.১ নির্বাচন

বাংলাদেশের বিগত ত্রিশ বছরের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা অন্তত একটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছেন যে, '... প্রকৃত জবাবদিহিমূলক সরকার ছাড়া (এ দেশে) দারিদ্র্য-বিমোচন সম্ভব নয়।'[১] আর শক্তিশালী গণতন্ত্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত জবাবদিহিমূলক সরকারের আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ব্যবস্থার মূল নিয়ামক হলো নির্বাচন।

কোন প্রতিষ্ঠানাদির কোন পদের জন্য একাধিক ব্যক্তির মধ্য থেকে এক বা ততোধিক নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে বাছাই করে নেয়ার পদ্ধতিকে নির্বাচন বলে। বর্তমানকালে নির্বাচনের জন্য যে মতামত গ্রহণ করা হয়, তাকে রায় দেয়া বা ভোট দেয়া (Vote) বলে। অপরদিকে Encyclopaedia of social science-এ নির্বাচনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

"Election might be defined as a form of procedure, recognized by the rules of an organization, whereby all or some of the members of the organization choose a smaller number of persons or one person to hold office of authority in the organization[2].

ইংরেজিতে প্রতিটি শব্দেরই একাধিক অর্থ রয়েছে। "Election" (provided it is "free") would be deemed democratic and therefore good, but for certain positions only.[3]

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, খুব সম্ভবত নির্বাচনের ধারণার উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে। এই গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত হতেন। বর্তমানকালে বিশ্বের সর্বত্র নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত যে আইনসভা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তার সৃষ্টি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে। আর ভারত উপমহাদেশে নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হয় ইংরেজ শাসনামলেই। আধুনিক গণতন্ত্রের সাধারণনীতি 'এক ব্যক্তি ঃ একভোট'। যাতে প্রত্যেকের ভোট বা মতামতের মূল্য মোটামুটিভাবে সমান থাকে, তার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে প্রতিটি নির্বাচকমন্ডলীর জনসংখ্যার মধ্যে সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী R.C. Agarwal এর মতে,

"Direct Election means election of the representatives by the voters themselves. Each voter goes to the polling station and casts his/her vote in favour of the candidate of his choice for this purpose he is given a Ballot paper and he puts it in the ballot box after marking his/her choice on it. The candidate securing maximum number of votes is declared elected."[4]

৩.১.২ বাংলাদেশে নির্বাচন

বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থানুযায়ী সরকার গঠিত হয়। শুধু কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে নয় স্থানীয় সরকার কাঠামোতেও নির্বাচন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ পর্যন্ত এ দেশে স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ধারা প্রদর্শিত হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে একনজরে সম্পন্ন হওয়া নির্বাচন

বাংলাদেশে ইতোপূর্বে যে সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ধারা নিম্নরূপ-

টেবিল ৩.১ : এক নজরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ[৫]

পর্যায়	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হবার সাল	মন্তব্য
জাতীয় পর্যায়	১. সংসদ নির্বাচন	৮টি	১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, ১২ জুন ১৯৯৬, ২০০১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট
	২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (রাষ্ট্রপতি শাসনামলে)	৩টি	১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৬	ঐ
	৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (সংসদীয় পদ্ধতিতে)	৪টি	১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০২, ২০০২	পরোক্ষ (সংসদ সদস্যদের) ভোটে
স্থানীয় সংস্থা / পরিষদ সমূহে নির্বাচন	গণভোট (Referendums)	৩টি	১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৯১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
	ইউনিয়ন পরিষদ	৭টি	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ এবং ২০০২-০৩	ঐ
	সিটি কর্পোরেশন	৩টি	১৯৮৮, ১৯৯৪, ২০০২-০৩	ঐ
	পৌরসভা	৬টি	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৩, ২০০১-০২	ঐ
	পার্বত্য জেলা পরিষদ	১টি	১৯৮৯	ঐ
	উপজেলা পরিষদ	২টি	১৯৮৫, ১৯৯০	ঐ

৩.১.৩ নির্বাচনের গুরুত্ব ও গণতন্ত্র

নির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রথমেই গণতন্ত্র প্রত্যয়টির যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সাধারণ ভাবে জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, 'গণতন্ত্র হল জনগণ দ্বারা গঠিত, জনগণের জন্য নির্বাচিত, জনগণের সরকার'। সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এটা হল গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

...

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। অধ্যাপক সিলির মতে,"Democracy is a government in which everyone has a share."[7] অপরদিকে বলা যায়, সাধারণ অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে গণমানুষের ক্ষমতা বা জনসাধারণের শাসন। আভিধানিকভাবে বিশ্লেষণ করলে গণতন্ত্রের বিবিধ অর্থ হতে পারে যেমন-

ক. দেশের জনসাধারণ দ্বারা বিশেষ করে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সরকার ব্যবস্থাই গণতন্ত্র। (Democracy is a system of government by all the people of a country usually thought of allowing freedom of speech, religion and political opinion)

খ. গণতন্ত্র হচ্ছে একটা মতবাদ যা বক্তব্য, ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। (Democracy is a thought of allowing freedom of speech, religion and political opinion)

গ. কোন প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র, সদস্যরাই যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। (Control of an organisation by it's Members, who take part in the decision making)

ঘ. জনসাধারণের একে অপরের প্রতি কোন প্রকার শ্রেণী বিভেদ না করে ন্যায্য ও সমান ব্যবহারই হচ্ছে গণতন্ত্র। (Democracy is the fair and equal treatment of each other by citizens, without social class division)

অর্থাৎ গণতন্ত্র বলতে সেই সরকার ব্যবস্থাকেই বুঝায় যেখানে জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং যেখানে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক শাসন কার্য পরিচালিত হয়। তাহলেই কেবল নির্বাচনের গুরুত্ব ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই জনগণের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের উক্তি প্রমাণ করে যে, "গণতন্ত্র যতই কাঙ্ক্ষিত হোক না কেন একে বাস্তবায়ন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া খুবই দুরূহ।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তাই সত্যিকার অর্থে, যথার্থ নির্বাচনই একমাত্র গণতন্ত্রকে দিতে পারে সুদৃঢ় ভিত্তি। যে কোন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে ওঠে বিজ্ঞ ও আগ্রহী নাগরিকদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ...।[৯]

প্রকৃতপক্ষে অবাধ, সুষ্ঠু নিবার্চনই একটি দেশের গণতন্ত্রের বিকাশ এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের চাবিকাঠি।[১০] নির্বাচন আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, যেখানে নাগরিকগণ তাদের অধিকার সর্ম্পকে পূর্ণ সচেতন থাকেন এবং সে সঙ্গে ভোটার হিসেবে তার দায়িত্বসমূহ সর্ম্পকে অবগত থাকেন, এতে জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিবর্তনে উজ্জীবিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়নের ফলে অনগ্রসর, বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। অর্থ্যাৎ এক কথায়- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে হয়। বাস্তবিক অর্থে নির্বাচন হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার স্বরূপ।

৩.১.৪ নির্বাচনে নারীর ক্ষমতায়ন ও ভোটাধিকার আন্দোলন

নারীর সম-অধিাকর আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্জন ভোটাধিকার লাভ। ভোটাধিকারের সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন এক সুতায় গাঁথা। বিশ্বের প্রথম নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নিউজিল্যান্ডে ১৮৯৩ সালে। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সে দেশের নারীরা ভোধিকার লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও উপমাহাদেশের চিত্র একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

অবিভক্ত বাংলায় ভোটাধিকার অর্জন আন্দোলনের সংগঠকদের প্রথম কাতারে ছিলেন বাঙালী নারী সরোজিনি নাইডু, কুমুদিনী বসু, কবি কামনী রায়, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত প্রমুখ। ১৯১৭ সালে সেক্রেটারী অব স্টেট মন্টেগু ভারত সফরে এলে নারীর ভোটাধিকারের দাবী নিয়ে নেত্রীরা তার সাথে দেখা করেন সরোজিনি নাইডুর নেতৃত্বে। এর পর তারা এ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে আন্দোলনের গতি আরও বেগবান করে তোলেন। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে এ দাবি পুনর্ব্যক্ত হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে এক লজ্জাকর প্রহসনের মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার অনুমোদনের প্রস্তাব নাচক করে দেয় বঙ্গীয় আইনসভা। ১৯২৩ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভোটাধিকার প্রশ্নে দেয়া করেন তৎকালীন অর্ডের সাথে। এর পর ১৯২১ সাল থেকে '২৯ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে নারী সমাজ ভোটার হওয়ার সুযোগ পায় ১৯২৩ সালে। অর্থাৎ এ উপমহাদেশে নারী সমাজ ভোটাধিকার তথা নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার সীমিত অধিকার পেয়েছিল সাতাত্তর বছর আগে, ১৯২৬ সালে। তবে নারীর সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে ১৯৩৫ সালে। অপরদিকে বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে গ্রেট বৃটেনে নারীর ভোটাধিকার হয় ১৯২৭ সনে এবং সুইজারল্যান্ডে ১৯৭০ সনে।[১১]

৩.২ নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব

বাস্তবিকপক্ষে যেদিন থেকে এদেশের নারী সমাজ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ ও ভোটাধিকারের অধিকার লাভ করে; সে দিন থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব সর্ম্পকে আলোচনা করতে হলে এ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় যেমন ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর পরিস্কারভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

৩.২.১ ক্ষমতায়ন

১৯৮০ 'র দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি একটি বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হিসেবে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের মত শব্দগুলির স্থলাভিসিক্ত হয়।[১২] ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)। DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারীসমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং একটি বিকল্প সমাজব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যার ফলে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সর্ম্পকের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সর্ম্পক এবং বর্ণের ভিত্তিতে

বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।[১৩]

৩.২.২ ক্ষমতায়নঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

সাধারণভাবে বলা যায় "Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act" অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "empower" ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary এবং Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power," "to authorize" and "to enable" অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।[১৪]

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।[১৫] অর্থাৎ ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়।[১৬] এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছেঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, বিচরণ গন্ডির প্রসারতা। এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদা অর্জনের ক্ষমতাও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগণিত।[১৭] "ক্ষমতা" মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়, "Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "social status" within the vocabulary of development"[18] জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন।

অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সম্পদ যেমন, জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি ছাড়াও মানবিক সম্পদ যেমন মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, অর্থাৎ -অর্থ;

২. বুদ্ধি ভিত্তিক সম্পদ যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;

Dhaka University Institutional Repository

৩. আদর্শিক সম্পদ যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়- এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।[১৯]

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে। যার ফলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। Chen (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা (Dimension) কে চিহ্নিত করেন,[২০] যেমন ঃ সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন। এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

১. সম্পদ ঃ সম্পদ বলতে বুঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ, তা অর্জনের সুযোগ বা তার মালিকানা। এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ তা সম্পদ সৃষ্টি বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

২.শক্তি ঃ শক্তি বলতে এ ক্ষেত্রে বুঝায় নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৩. সম্পর্ক ঃ ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার বা প্রতিবেশী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪. আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন ঃ এই উপলব্ধিকে দুটো প্রেক্ষাপট হতে দেখা যেতে পারে-

(i) নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি।

(ii) নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।

৩.২.৩ নারীর ক্ষমতায়ন

এক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর ক্ষমতায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।[২১] নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং

বিরাজমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে।[২২] নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে। একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সর্ম্পকিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে- এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। এখানে ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যমান। যিনি অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন, অন্যের কাছে যার নির্ভরশীল হতে হয় না তাকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বলবো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যখন একজন মানুষের জন্য অভিগম্যতা (access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন আমরা তার এ অবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন বলবো। মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২.৪ নারীর ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত

১ শিক্ষা

শিক্ষা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত। মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তার অধিকার ও ক্ষমতা সর্ম্পকে সচেতন করার মাধ্যমে, (শুধু নারীকেই নয়) সমগ্র জাতির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ন আরো নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষা যেহেতু কুসংস্কার দূর করে; সেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেসব কুসংস্কার প্রতিবন্ধক হিসেবে আমাদের সমাজে রয়েছে তা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।[২৩]

২. অংশগ্রহণ

ক্ষমতায়নের অপরিহার্য দিক হল অংশগ্রহণ। পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। ভোটাধিকারের মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ।

৩. অর্থনৈতিক মুক্তি

নারীর ক্ষমতায়নের আরেকটি শর্ত হল অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী নারী ও আত্মনির্ভরশীল হয়। নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক মুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার এবং বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

এন.জি.ও ঋণপ্রদান কর্মসূচী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরাসরি ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি করেছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

৪.আইনী ব্যবস্থা

আইনী ব্যবস্থা দ্বারা নারীর সার্বিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত করা যায় এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। অপরদিকে ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক আইন বাতিলের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সূর্যাস্ত আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩.২.৫ নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক

নারীর ক্ষমতায়ন সমাজের একটি অপরিহার্য দিক । নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া একটা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুত দুই ধরনের ক্ষমতায়ন জনপ্রিয়। (১) Empowerment of the poor (2) Empowerment of the Women.

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে প্রধানত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা, দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে, দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে, অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে, পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে, পছন্দের ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে বুঝায়।

যে প্রক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাই নারীর ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৬ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো

টেবিল ৩.২ : নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো

সমতা স্তর	সমতা বৃদ্ধি ↑	ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ↑
নিয়ন্ত্রণ		
অংশগ্রহণ		
সচেতনতা		
শিক্ষা		
ভোটাধিকার		
অর্থনৈতিক মুক্তি		
সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার		
আইনী ব্যবস্থা		

৩.২.৭ নারীর ক্ষমতায়নের পদ্ধতি বা Empowerment Approaches

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পাঁচটি প্রধান এ্যাপ্রোচ রয়েছে। যেমন-

ক. Job Matters বা কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা অর্থাৎ তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে তা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

খ. নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা বা Control & accountability

গ. দৃষ্টান্ত স্থাপন বা Role Models

ঘ. উৎসাহিতকরণ বা Reinforcement & persuasion

ঙ. আবেগীয় সমর্থন বা Emotional Support.

৩.৩ নারীবাদ

ফরাসী শব্দ (Feminism) নারীবাদ শব্দটি প্রথম প্রচলন ও ব্যবহার করেন কাল্পনিক (Utopian) সমাজতন্ত্রী Charles Fourier। ১৮৯৪ সালে ইংরেজি শব্দটি গৃহীত হলেও ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড অভিধানের পরিশিষ্টতে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়; আভিধানিক অর্থে নারীবাদ হলো একটি আন্দোলন যা পুরুষের মতো নারীদের সমান অধিকারের দাবি করে।

Dhaka University Institutional Repository

একজন মানুষ হিসেবে নারীর পরিপূর্ণ অধিকারের দাবি হল নারীবাদ। আধুনিক সংজ্ঞায় নারীবাদ হচ্ছে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং এই অবস্থা পরিবর্তনে নারী ও পুরুষের সচেতন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। বিশ্বজুড়ে যে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগ পুরুষের উপর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক এসব সামাজিক পরিমন্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী বিনা মজুরির শ্রমিকের দিকে ঠেলে দেয় তাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ। নারীবাদ মূলতঃ বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামো, আইন-কানুন ও নীতি যা, নারীকে অধিনস্ত ও হীন করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

মেঘনা গুহঠাকুর তার ভাষায়

"Feminism believes in the systematic analysis of gender divisions to provide an explanatory social theory,"[২৪]

অর্থ্যাৎ নারীবাদ হলো একটি সামাজিক অন্দোলন যা নারীর ভূমিকা ও ইমেজের পরিবর্তন, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিলোপ এবং পুরুষের মতো নারীর সমান অধিকার অর্জনে প্রয়াসী। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারীবাদ হলো পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এ অবস্থা বদলের লক্ষ্যে নারী পুরুষের সচেতন প্রয়াস।

৩.৩.১ নারীবাদের বিভিন্ন ধারা

উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism)ঃ নারীবাদের প্রাচীনতম ধারা হল উদারনৈতিক নারীবাদ যা বিগত শতাব্দীতে শক্তিশালীরূপ ধারণ করেছে। উদারনৈতিকতাবাদ (Liberalism) রাজনৈতিক দর্শনের একটি শাখা, প্রধানত তা থেকেই এ উদারনৈতিক নারীবাদের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে

উদারনৈতিকতাবাদ এর দুটো কথা উল্লেখ করা দরকার। একটি হলো ক্লাসিকাল অন্যটি হলো কল্যাণমূলক। ক্লাসিকাল উদারনীতিতে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার, ভোটের অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, চাকুরির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতির ওপর জোর দেয়া হয়। অন্যদিকে কল্যাণমূলক উদারনীতি নাগরিক অধিকারের চেয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়, তারা ব্যক্তির আইনগত অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্বাস্থ্যব্যয়, বাড়ি নির্মাণ ব্যবস্থা প্রকৃতির কথা বলে।

Bouchier - এর ভাষায় Liberal feminism embraces a wide range of political commitments, from single issue campaigns (Women in politics, education,

Dhaka University Institutional Repository

media, equal pay) to more comprehensive demands for the equalisation of sex roles.[২৫]

ক. মার্ক্সীয় নারীবাদ (Marxian Feminism) ঃ

মার্কসবাদী মতাদর্শ হলো মার্কসীয় নারীবাদের ভিত্তি, যা ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজকেই নারীর পরাধীনতার মূল কারণরূপে চিহ্নিত করে। সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের অন্যান্য উপায়সমূহের মতো নারীও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার বিলুপ্তি এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত অর্থে নারীমুক্তি সম্ভব। মার্কসীয় নারীবাদ মনে করে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সমাজে পরিবার হলো নারীর জন্য এক কারাগার। নারীর পরাধীনতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে নারীকে সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে ঘরকন্নার কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, সবদিক দিয়ে পরাধীন করে রাখা।

খ. র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism) ঃ

বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পাশ্চাত্যে এ নারীবাদী ধারার উদ্ভব ঘটে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীর পনউৎপাদন বা প্রজননমূলক ভূমিকা এবং এর বিস্তৃতি স্বরূপ সন্তান লালন-পালন ও সাংসারিক কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকাটাকেই নারীর অধঃস্তনতার মূল কারণ রূপে বিবেচনা করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ বিশ্বাস করে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা বা সমাজ-কাঠামো নয়, নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য তাদের শারীরিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত। এ নারীবাদের মূল কথা হল, পুরুষের শারীরিক শক্তি, আগ্রাসী মনোভাব ও নির্যাতনের ক্ষমতা নারী নিপীড়নকে মদদ দেয় এবং নারীর পরাধীনতা সৃষ্টি করে। এরা নারী ও পুরুষের বিচ্ছেদে বিশ্বাসী। পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অস্বীকার করে তারা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিদার। এখানে পুরুষকে প্রতিপক্ষ রূপে চিহ্নিত করে প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়।

গ. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism) ঃ

র‍্যাডিক্যাল এবং মার্কসীয় নারীবাদের এক ধরনের মিলিত রূপ হলো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। এতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাঠামোকে নারী নিপীড়নের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তারা মনে করে জৈবিক পার্থক্য নয়, নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কই নারীর মর্যাদাহীনতার জন্য দায়ী যা

Dhaka University Institutional Repository

আবার পিতৃতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করেছে। তাই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, উভয়ের মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব।

ঘ. পরিবেশ নারীবাদ (Eco Faminism) ঃ

পুরুষ এবং তাদের সমাজ কাঠামো হাজার বছর ধরে অব্যাহতভাবে নারী ও প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। সভ্যতার শুরু থেকে জীবনের স্রষ্টা ও রক্ষক রূপে প্রকৃতি ও নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে পুরুষতন্ত্র ও সমাজ। আর প্রচলিত উন্নয়ন ধারা এ আধিপত্যকে আরো বিস্তৃত করেছে। তাই নারী ও প্রকৃতির ওপর সমান্তরালভাবে বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের দাবি করে এই নারীবাদ।

এবার বেগম রোকেয়ার নারীবাদী চিন্তাধারা কোন ধারা তা তাঁর বিভিন্ন লেখার আলোকে মূল্যায়ন করা যাক। রোকেয়া অনুভব করেছিলেন সমাজের উন্নয়ন, দেশের অগ্রগতি, সর্বোপরি নারীদের সমাজের গোগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য অবশ্যই নারী স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তাই বলেছেন।

"আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য ও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশা-পাশি চলিতে পারি আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক [২৩]

নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে আপন ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন-

"স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে, পুরুষের সক্ষমতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। অবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিষ্টার, লেডি জর্জ সবই হইব।"

এখানে রোকেয়ার চিন্তাধারা উদার নৈতিক নারীবাদী ধারার পর্যায়ভুক্ত হয়। এখানে তিনি নারী স্বাধীনতার জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রয়োজনে নারীদের তিনি পুরুষদের মতো পেশা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.২ আধুনিক নারীবাদের উদ্ভব

প্রখ্যাত ডাচ বিপ্লবী লেখিকা মার্গারেট লুকাস ১৬৬২ সালে প্রথম নারীবাদী সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে 'নারীভাবণ' (Female Oration) রচনা করেন। রচনায় শাশ্বত প্রতিবাদী হিসেবে নারীসত্ত্বার পর্যায়ক্রমিক পরাধীনতা, অসম অধিকার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান।

সতের শতকের প্রথম প্রচলিত নারীবাদী হিসেবে আমরা পাই ফরাসী নারী পলেইন ডিলা ব্যারেকে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত পুরুষের অবস্থানকে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন সমাজ কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষের একচ্ছত্র অবস্থান নারী-শোষণকে একটি দুঃসহ অথচ স্বীকৃত অবস্থানে টেনে নিয়ে গেছে।

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী এবং স্বাধীনতার বাণী নারী-মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করেছে। সমাজ দর্শন চিত্রণে ফরাসী বিপ্লবের এই তিনটি ফলক প্রকৃত অর্থে নারীবাদের তত্ত্বগত আদর্শকে নিবিড়ভাবে লালন করেছে। বিপ্লবের প্রকোষ্ঠে প্রকৃত অর্থে ফরাসী বিপ্লবই নারীবাদকে ঢেলে সাজিয়েছে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় ফরাসী বিপ্লবই নারীবাদকে দেয় নতুন দিক-নির্দেশনা, যা পরবর্তীতে আধুনিক ইউরোপ নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭২ সালে বৃটিশ লেখিকা মেরী ওলস্টোডনক্রাফট তার Vindication of Rights of Women গ্রন্থে নারীর মনুষত্বকে তুলে ধরেন। মানুষ হিসেবে নারীর অবস্থান নিরূপণে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীকালে এ গ্রন্থ নব্য সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেষ্ট করেছে এবং একই সাথে পুরুষ জাতির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। নারীদের ক্ষমতা এবং সমাজ পরিবর্তনে নারীদের কৌশলগত অবস্থানের ইঙ্গিতও এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক কালে রচিত আমেরিকান লেখিকা জুডিথ সারজেন্ট ম্যুরে রচিত "On the equalities of the sex." দক্ষতার প্রশ্নে নারী পুরুষের অবস্থানের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন প্রকৃত অর্থে, নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্ন কেবলমাত্র আদর্শ পরিবারের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দক্ষ কর্মী হিসেবেও নারীদের অংশগ্রহণের পথকে সুগম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণই ছিল তাদের দর্শনের প্রধান উপজীব্য।

একথা অনস্বীকার্য আধুনিককালে নারীবাদের সুর যথার্থই অনুরণিত হয়েছে ফরাসী দেশে। যা নিউক্লিয়ার হিসেবে বিপ্লবের তাৎপর্য অপরিসীম কিন্তু আঠারো শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশ, শ্রমবাজারে প্রসারণ, বিশ্বজনীন দর্শনের সংযুক্তায়ন, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ব্যাপক প্রসার,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি, বস্তুতঃ নারীবাদ আন্দোলনকে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় টেনে নিয়ে আসে । তাই আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় (New world order) নারীবাদ দর্শনের কৌশলগত গ্রহণযোগ্যতা নারী আন্দোলনের জন্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যার ভিত হিসেবে লুক্রেশিয়া ম্যাটো, এ্যালিজাবেথ ক্যাডি ষ্ট্যান্টন, সুজান বি এ্যান্থানী, লুসি স্টোভন, নারীবাদীদের নাম উল্লেযোগ্য।

১৮৯১ সালে রচিত নারী সমাজের বাইবেল (Womens Bible) খ্রীষ্টসমাজে নারীর অধিনস্ততাকে প্রশ্ন তোলে সরাসরি- ভিত্তি রচনা করে নারীবাদী আন্দোলনের এক নব্য Paradigm । সমাজ সংস্করণে নারীদের সমঅধিকারের প্রশ্নে বহুমাত্রিকতার বীজ বপন করে এই নব্য ধারণা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে নারীবাদ দর্শন এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

এছাড়াও জার্মান দার্শনিক মার্কস এঙ্গেলস রচিত কমিউনিষ্ট ইশ্‌তেহার" (১৮৪৮) এঙ্গেলসের "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব" ১৮৪৮ সালে সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি নারীবাদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির মতাদর্শকেই বস্তুত প্রতিফলিত করেছে[২৭]।

৩.৪. নারীর ক্ষমতায়নে নারী জাগরণ

জাতি সংঘের দৃষ্টিতে ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধক অপসারণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকান্ড গ্রহণ করে (People take control and action in order to overcome obstacles) যে কাঠামোগত অসমতা একটি নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অসুবিধাজনক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল, সেই কাঠামোগত অসমতার প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য উক্ত জনগোষ্ঠীর সমবেত কর্মকান্ডকে ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে "ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন চিহ্নিতকরণ ও বিলোপ সাধনের জন্য একজোট হয়।" (It is the process by which women mobilise to understand identify and overcome gender discrimination so as to achieve equality of welfare and equal access of resources.)

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের সংজ্ঞায় ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তর আছে। স্তরগুলো উর্ধ্বক্রম অনুসারে নিম্নরূপঃ

ক্ষমাতায়ন (empowerment)

↑

নিয়ন্ত্রণ (Control)

↑

অংশগ্রহণ (Participation)

↑

চেতনার জাগরণ (Conscientisation)

↑

সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণে

অবাধ সুযোগ ও অধিকার (access)

↑

কল্যাণ(welfare)

১. প্রথমে কল্যাণ

এই স্তর নারীর বস্তুগত কল্যাণ অর্থ্যাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি এবং আয় উপার্জন, আর্থিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত । এ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বৈষম্য ও ব্যবধান চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র বৈষম্য চিহ্নিত করলে ক্ষমতায়ন ঘটবে না, পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে হবে।

২. সম্পদ আহরণ

সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ ব্যবহার ও সম্পদের মালিকানার দ্বারা নারী পুরুষকে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে এসকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমসুযোগ ও সম-অধিকার দিতে হবে। জমি-জিরাত, ঋণ, শিক্ষা, অর্থকরী চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন কর্মে মোটের উপর সম্পদের সকল দিকে নারী বৈষম্যের শিকার। এই বৈষ্যমের ফলশ্রুতি, কল্যাণে নারী-পুরুষের ব্যবধান এবং নারী তুলণামূলক দুর্বল অবস্থান। কাজেই নারীর অবস্থার উন্নয়ন চাইলে, নারীকে গৃহে ও গৃহের বাইরে বৃহত্তর জন-বিশ্বের সকল প্রকার সম্পদে সমান ও ন্যায্য হিস্যা হাসিল করতে হবেঃ সম্পদ আহরণ, নিয়ন্ত্রণ,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার ও মালিকানায় পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার আদায় করতে হবে। তা করতে হলে নারীকে জেন্ডার বৈষম্যমূলক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; সমান সুযোগ ও অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে জাগ্রত হতে হবে।

৩. নারী জাগরণ

প্রত্যেক নারীর মধ্যে এ ধারণা, এসত্য, জাগ্রত করতে হবে যে, নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য নারীর অক্ষমতা, অপারগতা বা ত্রুটি দায়ী নয়; এ অবস্থা স্বাভাবিক বা জৈবিক নয়; বরং সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত ব্যবস্থা। কাজেই এই অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনযোগ্য। জাগ্রত নারী এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে; পুরুষের অধীনতা ছিন্ন করতে পারে।

জাগ্রত নারী সমাজ-সৃষ্ট জেন্ডার ভূমিকা ও পুরুষের অধীনতা অগ্রাহ্য করে জেন্ডার বৈষম্যকে জেন্ডার সমতা ও ন্যায্যতায় রূপান্তরিত করবে; পুরুষ ও নারীকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

৪. অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণ অর্থ সকল নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সম অংশীদারিত্ব। জেন্ডার বৈষম্য এবং সমাজের একদেশদর্শিতার অসারতাবোধ জাগ্রত হলে নারী জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সম-অংশীদারত্ব দাবি করবে। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সকল কর্মাণ্ডে নারী পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করবে। নারী শুধু নিষ্ক্রিয় ফলভোগী হবে না; সকল কর্মাণ্ডে সক্রিয় ও সমান ভূমিকা পালন করবে; নীতি নির্ধারণে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখবে। ঘর নয়, সমগ্র জগৎ হবে নারীর কর্মক্ষেত্র।[২৮]

৫. নিয়ন্ত্রণ

অংশগ্রহণে সম-অধিকার অর্জিত হলে নারী নিজ স্বার্থ তথা ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের এবং সমাজের নিয়তি (destiny) নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও প্রভাবিত করার সামর্থ্য লাভ করবে।[২৯] নারী যখন সম্পদ আহরণে ও মানসিক বিকাশে পুরুষের সঙ্গে সমতা অর্জন করবে, তখন নিজ ইচ্ছা, চাহিদা ও স্বার্থ বাস্ত বায়নের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে; তখন নারীর চূড়ান্ত ক্ষমতায়ন ঘটবে। নারী হবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা এবং পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারী পুরুষ উভয়ে মিলে হবে সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা। নারী বা পুরুষ কেউ কারও অধীন থাকবে না; উভয়ে হবে সমভাবে ক্ষমতাবান।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার ভারসাম্যের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ সমাজকে সমতাভিত্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।[৩১]

৩.৫ নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

'মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বলপ্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা-' (এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টনঃ) ১৮৪৮[৩২]

সম্ভবতঃ মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয় বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হল নারীর উপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমাতায়নের নীলনক্সা তৈরী করে তার মাঝেই রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বল প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়।

"সততঃ আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদাই পুরুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি-বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে-" (পলা দ্যা ল বার)

'পুরুষতন্ত্র' এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণা'কে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই 'ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণার' উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক শ্রম-বিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই 'লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাই হয়তোবা সৃষ্টি করেছে 'ভিন্ন পরিমন্ডলের' আওতাধীন' শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা'। যেভাবেই দেখা হোক এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হল নারীর ক্ষমতাচ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস্ (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেনঃ

"মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়"

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপটি হল নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিষ্কৃত করে তাকে গৃহস্থালী কাজে আবদ্ধ করে ফেলা, যাকে এঙ্গেলস্ "ঘরোয়া ঝি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই "ঘরোয়া ঝি" রা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্রে নীতিমালাগুলো ছিল বৈষম্যমূলক, নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ১৮৫৭ সালের ৮ই

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ, যে দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসেবে পালিত হয়। ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সম-অধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নেমে আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ই জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা 'নারীবাদ; তার উদ্ভব ঘটে মূলতঃ ১৭৯২ সনে ম্যারি ওলষ্টেন ক্র্যাফটের রচিত গ্রন্থ "ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যাই হোক এমিলির আত্মাহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগষ্ট "মার্কিন কংগ্রেসের নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল" পাশ হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। এই ভোটাধিকার রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণেও সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গন্ডির বাহিরে যখন নারীর পদচারণা শুরু হল তখনই উদ্ভব ঘটল "উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণ"-এর প্রত্যয়টি, যা (Women in Development) বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে, ৫টি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায়, যেমনঃ

১. **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach)** ঃ ১৯৫০- ৬০ এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভাল 'স্ত্রী' বা ভাল 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে মা উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২. **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach)** ঃ ১৯৭৫-৮৫ সময়কাল অর্থ্যাৎ জাতিসংঘ নারী দশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সম-অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯৭৯ সনের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়নের সনদ সিডও (CEDAW) CEDAW. শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে. (Convention no the Elimination of all Forms of Discrimination Againswomen. অর্থ্যাৎ নারীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ । ইতিমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমাদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach)** ঃ ১৯৮০-৯০ এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলত ঃ নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকুরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach)** ঃ এটিও ৮০ এর দশক হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫. **ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach)** ঃ নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সার কথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন, যাকে এক কথায় বলা চলে ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নে বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন ১৯৯৩, কায়রো সম্মেলন ১৯৯৪, বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ[৩৩]।

৩.৬ নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা

রাজনৈতিক সক্ষমতা" পরিভাষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত অনেক ক্ষেত্রেই এর অর্থ পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক সক্ষমতা কথাটির তিনটি সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। আর এর ত্রিবিধ প্রয়োগেই 'অংশীদারত্বের' "অবস্থার" ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। রাজনৈতিক সক্ষমতার সংজ্ঞাগুলি এরকমঃ (১) গণতান্ত্রিক সামাজের একটি নিয়মাচার হচ্ছে যে, নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার হওয়া উচিত ও তাঁদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, কর্তৃপক্ষ তাদের এই অংশগ্রহণের প্রশ্নে সাড়া দেবেন/ সংবেদনশীল হবেন; (২) কতকগুলি প্রাক-প্রত্যয় বা বিশ্বাস। এসব প্রত্যয় বা বিশ্বাসের অন্তর্গতঃ এই বিশ্বাস যে, ব্যক্তির আচরণের প্রতি রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় অন্য ব্যক্তি সাড়া দেবেন, সংবেদনশীল হবেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং (৩) বাস্তব আচরণ যা ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা প্রদর্শন (নাগরিক কেবল কার্যক্ষমতাকে উপলব্ধিই করে না বরং বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যদক্ষতা প্রদর্শনও করে। এছাড়া চিত্র ৩-১ অনুযায়ী, রেনশন আমাদেরকে এই ধারণা দিচ্ছেন যে, রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের প্রেষণার ভিত্তিতে ব্যক্তিরা নানা ধরনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে।

রেখচিত্র ঃ ৩.১

রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ

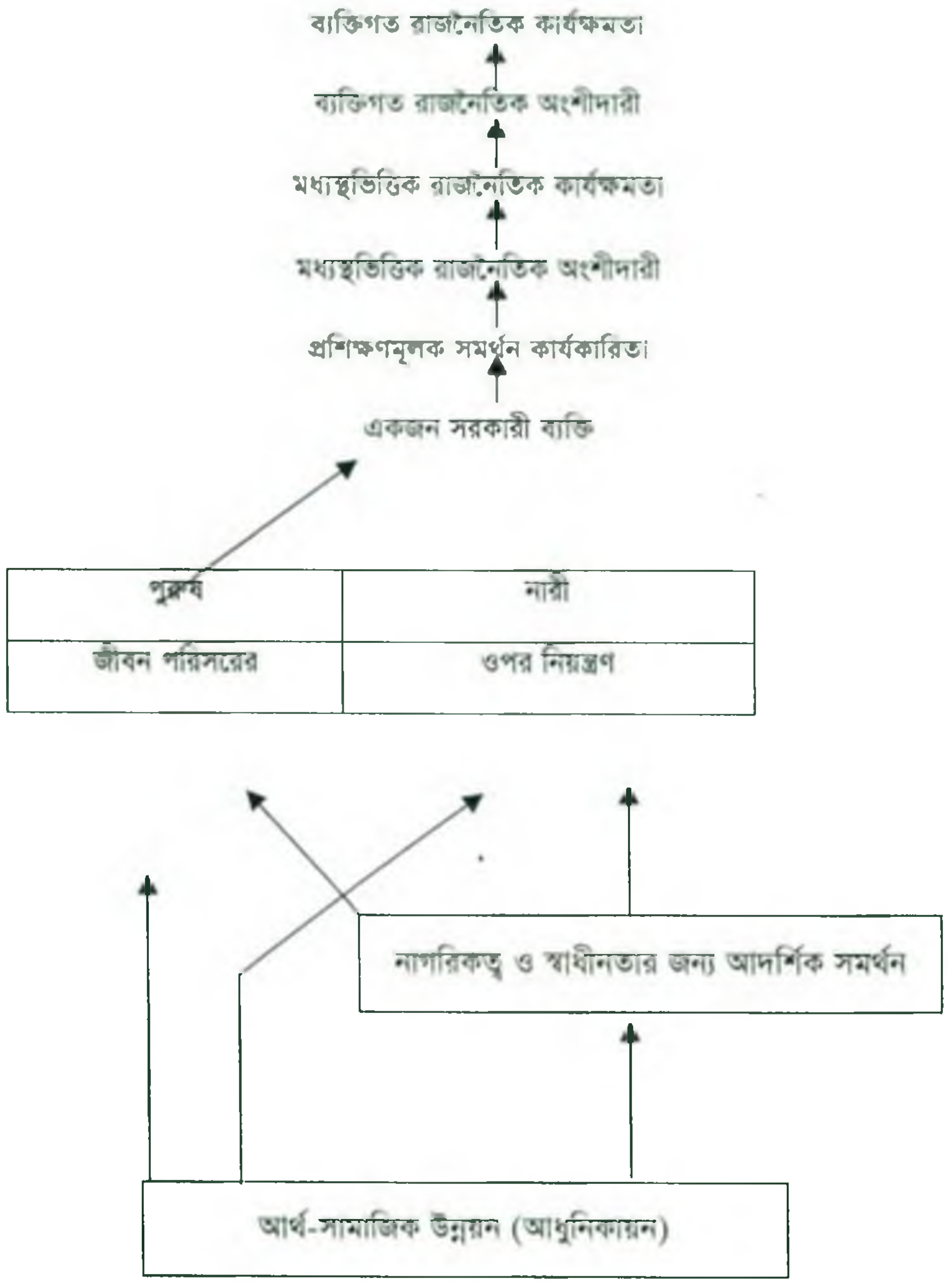

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা ও বাস্তবে ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জনের মাঝে এক জটিল মিথস্ক্রিয়া অস্তিত্বশীল। স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা নিঃসন্দেহে সকল মানুষেরই আছে। তবে বিশেষ করে শৈশবের গোড়ার দিকে ঐ চাহিদা অবদমিত থাকতে পারে কিংবা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ভিন্নমুখী হতে পারে। এ চাহিদার কখনও পরিপূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব না হলেও যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন মূলক প্রশিক্ষণ ও চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া গেলে চাহিদার পরিপূর্ণ পূরণ বিঘ্নিত হতে পারে। পরিশেষে, রেনশনের মতানুযায়ী, সেই নারী বা পুরুষ রাজনৈকি পর্যায়ে কার্যক্ষম হন যিনি এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের ওপর তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে, আছে জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা। চাহিদা এক প্রেরণাদায়ক শক্তি। তবে ব্যক্তিকে বরাবর চাহিদা দ্বারা জোরদার ভাবে অনুপ্রেরিত থাকতে হলে যোগ্যতার চর্চা ও সময়ান্তরে ঐ চাহিদার পূরণ (প্রেরণাবৃদ্ধি) একান্ত জরুরী[৩৪]।

৩.৬.১ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংগঠন নারীবাদী লেখক ও কর্মীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[৩৫] নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারী ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Chen ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ[৩৬] থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীদের ক্ষমতা চর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.২ নারীর রাজনৈতিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা যায়ঃ

প্রথমত ঃ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত ঃ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারীসমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

তৃতীয়তঃ যুক্তি– নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থতঃ নারীর অধিক সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবনও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সবশেষে দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনগণের সার্বিক কল্যাণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্রপরিচালনা-কৌশলের সমান অংশীদার। তেমনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়েই রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এবং কলাকৌশল নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই নারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিবার, সমাজে, রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম অংশগ্রহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা আবার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্যোগ এবং আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচানায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চ কণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নই নারীর উন্নয়নের ভিত্তি। "দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।" গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সর্বস্তরে বিশেষতঃ রাজনৈতি ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেননা নারীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নীতি নির্ধারণে নারী ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংযোজিত হবে। নতুবা যতই কাগজেকলমে করণীয় উদ্ভাবন হোকনা কেন তার সত্যিকার বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ ও আন্তরিকতাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত না হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, প্রান্তজন (মানবিধিকার বিষয়ক জার্নাল) নভেম্বর' ২০০১ (সূচনা সংখ্যা), পৃ-৭

২. *Encyclopaedia of social science/* Reference 1972, Vol-5, New York.

৩. Ibid

৪. Agarwal R.C., *Political Theory, Principles of political Science,* New Delhi, S. Chandand Company Ltd. 1993, p-350.

৫. বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

৬. আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত

৭. আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত

৮. এম. নজরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও মার্কিন গণতন্ত্রঃ একটি পর্যালোচনা, ইমদাদুল হক ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতি, সংখ্যা-৮,১৯৯৯, পৃ-৮২

৯. সুসংহত গণতন্ত্রের পথেঃ ২০০১ নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম, ঢাকা, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ-১

১০. ফেমা, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণঃ সুপারিশমালা, ঢাকা, মার্চ, ২০০০, পৃ-ii

১১. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ৩১তম সংখ্যা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬-১৭

১২. আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২-১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃ-৫০

১৩. মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আবেদা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা একটি বিশ্লেষণ: লোক প্রশাসন সাময়িকী, পৃষ্ঠা-৩

১৫. Mondol S.R.. Status of Himalaayan women, *Empowerment, Vol 6:40-56*

১৬. আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, লোক প্রশসন সাময়িকী, পৃ-৩

১৭. Khanum SM.,Gateway to hell: *The impact of migration RMP on the women's teritory, position and power in England, Empowerment,* vol6:87-90

১৮. Khanum SM.,knocking at the doors: the impact of RMP on the women falk in the project areas, *Journal of Institute of Bangladesh studies,* vol23, p 6-15

১৯. Yash Tendon, (1995); *Poverty, processes of impoverishment and empowerment: a review of current thinking and action, in empowerment: towards sustainable development.* London: Zed Books Ltd.P-31

২০. Chen M., Conceptual model for women's Empowerment, seminer paper, organized by the save the children USA

২১. Singh Naresh, Tiji Vanglie, *Empowerment: Towards Sustainable Development,* London: Zed Books Ltd. 1995, P-13.

২২. আবেদা সুলতানা প্রাগুক্ত, ১৯৯৮, পৃ-৫১

২৩. Merma M.M., *Human Resources Development strategic approaches and experiences,* Japan: Arrant Publishers,1989

২৪. Guhathakurta Megna., *Contemporary debates in feminist theory and practice,* Dhaka. 1997P.28

Dhaka University Institutional Repository

২৫. Bouchier David., *The feminist challenge,* England, 1998. P.66

২৬. বেগম রোকেয়া., স্ত্রী জাতির অবনতি, মতিচুর প্রথম খন্ড।

২৭. সালমা মোবারক, মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান., ক্ষমতায়তন, সংখ্যা-৪ উইমেন ফর উইমেন পৃষ্ঠা:২৪-২৯

২৮. মাহমুদা ইসলাম., নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স পৃষ্ঠা:৩৯-৪১

২৯. Mondal. S.R., (1999) *Status of Himalayan Women,* Vol.6. P.P 40-46

৩০. Khanum. S.M., (1999) *Gateway to hell: The Impact fo Migration on Bangladeshi Women's Territory, Position and Power in England,* Empowerment, Vol.6-P.P 1-16.

৩১. লোকপ্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০০, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, ঢাকা।

৩২. নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন এর।

৩৩. সুলতানা মোস্তাফা খানম., "বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ মীথ এবং বাস্তবতা" ক্ষমতায়ন সংখ্যা ৪ উইমেন ফর উইমেন ,ঢাকা।

৩৪. রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার., নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী ঢাকা-পৃ:৪৮-৫১

৩৫. মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, *সমাজ নিরীক্ষণ* সংখ্যা ৬২, ১৯৯৬

৩৬. কে এম মহিউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আলমাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ২০০২ পৃ-১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গণপরিষদ ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১০ এপ্রিল তারিখে জারিকৃত "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরী হয়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারী করা হয়। উক্ত আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখ থেকে তা কার্যকর করা হয়।[১]

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা ছিল এ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২] এটি ছিল এ দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ণ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে সংবিধানে নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসময়ে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহও পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় গণতান্ত্রিক সরকার কালক্রমে কর্তৃত্বকামী সরকারে পরিণত হয় এবং সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। অবশ্য গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা প্রচলিত রয়েছে।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন আলোচনা করতে হলে সংবিধান এবং সাংবিধানিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করা সমীচীন বলে মনে হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধান থাকে এবং এ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। K.C Wheare – এর মতে, "A Constitution is that boy of rules, which regulate the ends for which and the organs through which government power is exercised."[৩] আমেরিকার ব্যবহার শাস্ত্রবিদ Cooley বলেন, সংবিধান হ'ল, "The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded regulating the division of the sovereign powers, and directing to what persons each of these powers is to be confided and the manner in which it is to be exercised." [৪] উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি সংবিধান হ'ল সে সব লিখিত ও অলিখিত মৌলিক নিয়মাবলী যা কোন রাষ্ট্রে ক্ষমতা ব্যবহারের ও বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। মূলত সে কারণেই সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলা হয়।[৫] সংবিধান হল একটি আইন গ্রন্থ, দেশের সর্বোচ্চ আইন গ্রন্থ।[৬] দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য সংবিধানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনের তাগিদে সংবিধান প্রণীত হয়। আবার সময়ের পথ পরিক্রমায় দেশ ও দেশবাসীর সমস্যা এবং স্বার্থের পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের প্রভাব সংবিধানের ওপর পড়ে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সংবিধানের সংশোধন সাধিত হয়। এভাবে সাংবিধানের

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র ও জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংবিধানে আনীত পরিবর্তন-পরিবর্ধনই হচ্ছে সাংবিধানিক বিবর্তন।

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আনীত সংশোধনী এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হ'ল।

৪.১ প্রাক-সংবিধান পর্ব

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ২১ দফা, ১৯৫৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও দলিলগুলো সংবিধান প্রণয়নে প্রেরণা যোগালেও পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ছিল সাংবিধানিক কাঠামোর মূল ভিত্তি।[৭]

(ক) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করা হয়। ১৭ এপ্রিল নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পঠিত এ ঘোষণাপত্রটি ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে কার্যকর করা হয়। এতে রাষ্ট্রের সব নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়- Till such as a costitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the president of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the vice-president of the Republic, and the President shall be the supreme commander of all the Armed Forces of the Republic and shall exercise all the Executive and legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to levy taxes and expend moneys, shall have the power to sumnon and adjourn the Constituent Assembly and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh and orderly and just Government.[৮]

উক্ত ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন বলে উল্লেখ করা হয়।

(খ) অস্থায়ী সংবিধানিক আদেশ

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এ আদেশে বলা হয় যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি তার সব দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে আস্থাভাজন একজন গণপরিষদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। নতুন সংবিধান প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন।[৮] বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে। এ আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি থাকবেন। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি হওয়ার পরদিন শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন।[৯]

(গ) গণপরিষদ ও সংবিধান প্রণয়ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অস্থায়ী সংবিধান আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বলবৎ করা হয়েছে। এ আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সব গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০৪ জন।[১০] ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আইন ও সংসদীয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে মস্কোপন্থী ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছাড়া সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য।

এ কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে প্রায় ৩০০ ঘন্টা আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। ৬৫টি সংশোধনী সহ কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর। বিরোধী দলের একমাত্র সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের একটি সংশোধনী প্রস্তাব গণপরিষদ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ সংবিধান কার্যকর হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে,

We, the people of Bangladesh, having proclaimed our independence on the 26^{th} day of March, 1971 and through? [a historic war for national independence], established the independent, sovereign people's Republic of Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

[Pledging that the high ideals of absolute tust and faith in the Almighty Allah, nationalism, democracy and socialism meaning economic and social justice, which inspired our heroic people to dedicate themselves to, and our brave martyrs to sacrifice their lives in the war for national independence shall be the fundamental principles of the constitution].

Further pledging that it shall be a fundamental aim of the state to realize through the democratic process a socialist society, free from exploitation- a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equalities and justice, political, economic and social, will be secured for all citizens. [12]

সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে এবং জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। একটি প্রস্তাবনা, চারটি তফসিল ও ১৫৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আবার ১১ ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো নিয়ে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হ'ল।

টেবিল ৪.১ ঃ সংবিধানের ১১টি ভাগ[১৩]

ভাগ	বিষয়	অনুচ্ছেদ
১ম	প্রজাতন্ত্র	১-৭
২য়	রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি	৮-২৫
৩য়	মৌলিক অধিকার	২৬-৪৭
৪র্থ	নির্বাহী বিভাগ	৪৮-৬৪
৫ম	আইনসভা	৬৫-৯৩
৬ষ্ট	বিচার বিভাগ	৯৪-৯৭
৭ম	নির্বাচন	৯৮-১২৬
৮ম	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭-১৩২
৯ম	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	১৩৩-১৪১
৯ম (ক)	জরুরি বিধানাবলী	১৪১ক-১৪১গ
১০ম	সংবিধান সংশোধন	১৪২
১০শ	বিবিধ	১৪৩-১৫৩

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান ১৪টি সংশোধনীর মাধ্যমে বিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। ফলে সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। এসব সংশোধনীর প্রতিটিই সময়ের বিবেচনায় গুরুত্ববহ। তবে এগুলোর কয়েকটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করেই সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তফসিলসমূহ ব্যতীত বাটটি মূল অনুচ্ছেদ সহ নব সংযোজিত অনুচ্ছেদগুলোতে এসব সংশোধনী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সংশোধনীগুলো একটি টেবিলের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হ'ল।

টেবিল ৪.২ ঃ এক নজরে সংবিধানের ১৩টি সংশোধনী

	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	রাষ্ট্রপতির সই	সংশোধনীর বিষয়বস্তু
সংবিধান	মনোরঞ্জন ধর	১২-০৭-৭৩	১৫-০৭-৭৩	১৫-০৭-৭৩	যুদ্ধাপরাধী ও অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচারের বিধান
সংবিধান (২য় সংশোধনী	ঐ	১৮-০৯-৭৩	২০-০৯-৭৩	২২-০৯-৭৩	জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান
সংবিধান (৩য় সংশোধনী)	ঐ	২২-১১-৭৩	২৩-১১-৭৩	২৭-১১-৭৩	বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিধান
সংবিধান (৪র্থ সংশোধনী)	ঐ	২৫-০১-৭৫	২৫-০১-৭৫	২৫-০১-৭৫	একদলীয় শাসন ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি চালু
সংবিধান (৫ম সংশোধনী)	শাহ আজিজুর রহমান	০৪-০৪-৭৯	০৫-০৪-৭৯	০৬-০৪-৭৯	সামরিক শাসন অনুমোদন
সংবিধান (৬ষ্ঠ সংশোধনী	ঐ	০১-০৭-৮১	০৮-০৭-৮১	০৯-০৭-৮১	উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ
সংবিধান (৭ম সংশোধনী)	নুরুল ইসলাম	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	সামরিক শাসন অনুমোদন
সংবিধান (৮ম সংশোধনী)	মওদুদ আহমদ	১১-০৫-৮৮	০৭-০৬-৮৮	০৯-০৬-৮৮	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন
সংবিধান (৯ম সংশোধনী)	ঐ	০৬-০৭-৮৯	১০-০৭-৮৯	১১-০৭-৮৯	রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দুই মেয়াদ
সংবিধান (১০ম সংশোধনী)	হাবিবুল ইসলাম	১০-০৬-৯০	১২-০৬-৯০	২৩-০৬-৯০	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ
সংবিধান (১১তম সংশোধনী)	মীর্জা গোলাম হাফিজ	০২-০৭-৯১	০৬-০৮-৯১	১৩-০৮-৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকালের বৈধতা ও ফিরে যাওয়া
সংবিধান (১২তম সংশোধনী)	বেগম খালেদা জিয়া)	০২-০৭-৯১	০৬-০৮-৯১	১৮-০৯-৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার
সংশোধনী(১৩তম সংশোধনী)	জমিরউদ্দিন সরকার	২৬-০৩-৯৬	২৬-০৩-৯৬	২৬-০৩-৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান
সংশোধনী(১৪তম সংশোধনী)	মওদুদ আহমেদ	২৮-০৪-০৪	১৬-০৫-০৪	১৬-০৫-০৪	সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ ও অন্যান্য

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ একক প্রভাবশালী দলে পরিণত হয়। এ সংসদে চারটি সংশোধনী গৃহীত হয়।

৪.২ বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী সমূহ

৪.২.১ প্রথম সংশোধনী

১৯৭২ সালে সংবিধান কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই তারিখে সংবিধান আইন ১৯৭৩, ১৫ নম্বর পাশ হয়। ১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ২৫৪টি। বিপক্ষে কেউ ভোট দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য প্রথম সংশোধনী পাশ করা হয়। প্রথম সংশোধনী পাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ জন্য যে, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যাজনিত অপরাধ করেছে অথবা যুদ্ধাপরাধ করেছে অথবা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অপরাধ করেছে এদেরকে বিচার করার জন্য আমাদের প্রচলিত কোন আইন ছিল না। যদি প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা হ'ত তাহলে তাদের মৌলিক অধিকার হরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট/কোর্টের কাছে আশ্রয় নেওয়ার অবকাশ থাকত। এ জন্য ঐসব ব্যক্তিদের কতিপয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের বিচার করার জন্য সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যাজনিত অপরাধের দায়ে যারা অপরাধী তাদের জন্য সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদ (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না বলে সংশোধনীতে উল্লেখ রয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন এবং ৪৭(ক) নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়। ৪৭(৩) অনুচ্ছেদের পর বেশ কিছু কথা যুক্ত হয়েছে এ সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধী এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করার বিধান সম্বলিত কোন কোন আইন বা আইনের বিধান এ সংবিধানের কোন বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য বা তার পরিপন্থী বলে গণ্য হবে না। নতুন ৪৭ক অনুচ্ছেদে দু'টি দফা সংযোজিত হয়েছে। ৪৭(১) দফায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয় সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের নিশ্চয়কৃত অধিকারগুলো প্রযোজ্য হবে না। ৪৭ক(২) দফায় রয়েছে, এ সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এ সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার অধিকার সে ব্যক্তির থাকবে না।

৪.২.২ দ্বিতীয় সংশোধনী

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন, ১৯৭৩ পাশ হয়। দ্বিতীয় সংশোধনী বিলটি সংসদে উত্থাপিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এবং গৃহীত হয় ২০ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় সংশোধনী পাশের সময় ২৬৭ জন সদস্য এর পক্ষে ভোট দেন। কেউ বিলের বিপক্ষে ভোট দেননি। স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা বিল পাশের আগে ওয়াক আউট করেন।

সংবিধানে জরুরি অবস্থার বিধান একটি নতুন অধ্যায় 'নবম (ক)' সংযোজন করা হয় এবং তিনটি নতুন অনুচ্ছেদ ১৪১(ক), ১৪১(খ), ১৪১(গ) যোগ করা হয়। ১৪১(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্দেহজনক মনে হয় বাংলাদেশ বা এর কোন অংশে নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তবে তিনি জরুরি অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরি অবস্থার ঘোষণা সংসদে উপস্থাপিত হতে হবে এবং উক্ত ঘোষণা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা ১২০ দিনের বেশি বলবৎ থাকবে না। তবে যদি সংসদ ভেঙ্গে যায়, তবে সংসদ পুনঃগঠিত হওয়ার পর এর প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঘোষণাটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অবশ্য জরুরি অবস্থার ঘোষণা পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

১৪১খ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলীর দ্বারা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত ক্ষমতার ওপর যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, জরুরি অবস্থার সময় ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো (চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, বৃত্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার) ক্ষুন্ন করে আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য জরুরি অবস্থা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এ বিশেষ ক্ষমতারও অবসান ঘটবে এবং জরুরি অবস্থায় প্রণীত কোন আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন বা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সে পরিমাণে অকার্যকর হবে। তবে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালে অনুরূপ আইনের কর্তৃত্বে রাষ্ট্র যা করেছে বা করেনি তা অবৈধ হবে না। অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্র যদি ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ অনুচ্ছেদ বিরোধী কোন কাজ করে থাকে, তবে পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধে আদালতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১৪১গ অনুচ্ছেদ অনুসারে, জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করতে পারেন, যে আদেশে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার এবং আদালতে বিবেচনাধীন অনুরূপ সব মামলার বিচার ব্যবস্থা চলাকালে স্থগিত থাকবে। বাংলাদেশ বা এর যে কোন অংশে এ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হবে।[১৪]

মোটকথা দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থা মোকাবেলার ক্ষমতা ব্যাপকতর হয়েছে এবং সংসদের বিনিময়ে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা ৩৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন করে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান করা হয়। মূল সংবিধানে ৩৩ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল যে, গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে।

প্রত্যেক আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত তাকে ২৪ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার অধিককাল আটক রাখার বিধান করতে পারে। সাধারণত অনুরূপ বিধানের অধীনে কোন

ব্যক্তিকে ৬ মাসের অধিককাল বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না। তবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ যদি ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে আটক ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণের পর রিপোর্ট প্রদান করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে ৬ মাসের অধিক আটক রাখার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, তবে তাকে আটক রাখা চলবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রয়েছেন বা ছিলেন অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মকর্তা নিয়ে উল্লেখিত উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হলে উক্ত আটকের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব আটকের কারণ জ্ঞাপন করবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাকে যতদ্রুত সম্ভব সুযোগ দান করবেন।

তবে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ ' জনস্বার্থবিরোধী' বলে মনে হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ নাও করতে পারেন। সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর এ বিল নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রচুর বিতর্ক হয়। বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা একে মৌলিক অধিকার বিরোধী এবং জনমত দমনের হাতিয়ার চিহ্নিত করেন। জাতীয় লীগ প্রধান প্রবীণ সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান বলেন যে, সংবিধানের ৬৩ অনুচ্ছেদ জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধান বাতিলের যে ব্যবস্থা রয়েছে এর শিকার হবে বিরোধী দল। আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর এসব সমালোচনার জবাবে বলেন যে, বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হতে পারে, সরকার তা মনে করে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে যে সমাজবিরোধী শক্তি, মুনাফাখোর ও কালোবাজারি রয়েছে তা বিবেচনা করেই সংশোধনী আনা হয়েছে।[১৫]

৪.২.৩ তৃতীয় সংশোধনী

সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইনটি ১৯৭৪ সনের ৭৪ নম্বর আইন এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এটি ১৯৭৪ সালের ৭৪ নম্বর আইন। এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৪ সালের ১৬ মে তারিখে দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তিটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংশোধনী আনা হয়।[১৬]

৪.২.৪ চতুর্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৫ সালে ২ নম্বর আইন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে-কোনো বিবেচনাতেই চতুর্থ সংশোধন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

রাষ্ট্রপতিপদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়। সংবিধানে নতুন ৬ষ্ঠ ক ভাগ সংযোজন করে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের বিধান করা হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয় এবং বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদস্থাপন, ছুটিমঞ্জুর সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য ১১৬ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

৪.২.৫ পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৯ সালের ১নং আইন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তা প্রত্যাহৃত হয়। সামরিক শাসন জারির পর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারি করা হয়। এ সময়ে সংবিধানেও সংশোধনী আনা হয়। উল্লেখিত ফরমানসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধনীসমূহ পঞ্চম সংশোধন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর ফলে সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপর মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে গ্রহণ করা হয়। মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করা হয়। তবে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার-পদ্ধতি বহাল রাখা হয়। উপরন্তু রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের সংশোধন ব্যবস্থা অধিকতর জটিল করা হয়। এ ছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও পদোন্নতি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[১৮]

৪.২.৬ ষষ্ঠ সংশোধনী

সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধন আইন পাশ হয় ১৯৮১ সালের ৯ জুলাই তারিখে। এটি ১৯৮১ সালের ১৪ নং আইন। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৫১ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদ দুটো লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হবে না বলে ঘোষণা করা। তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যেই এই সংশোধন আনা হয়। এ ছাড়া এ সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্রপতি বিষয়ে কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন করা হয়। এতে বলা হয় যে, উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতিপদে দায়িত্বগ্রহণের তারিখে উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিপদে বহাল থাকা পর্যন্ত সংসদ-সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, এবং কোনো সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে কার্যভার গ্রহণের দিন সংসদে তাঁর আসন শূণ্য হবে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৭ সপ্তম সংশোধনী

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৮৬ সালের ১নং আইন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তা প্রত্যাহার করা হয়। এ-সময় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারি করা হয়। আলোচ্য সংশোধনীতে উল্লেখিত ফরমান/আদেশ ইত্যাদি অনুমোদন করা হয়। এ ছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের চাকরির মেয়াদ বাষট্টি বছর করা হয়।

৪.২.৮ অষ্টম সংশোধনী

১৯৮৮ সালের ৭ জুন তারিখে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ-সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। এ ছাড়া এ-সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ইংরেজি লিপির ৩ অনুচ্ছেদে Bengali শব্দের স্থলে Bangla এবং ৫ অনুচ্ছেদে Dacca এর স্থলে Dhaka শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত অংশটি সংবিধান বহির্ভূত, অকার্যকর ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[২১]

৪.২.৯ নবম সংশোধনী

১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই তারিখে সংবিধানের নবম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এটি ১৯৮৯ সালের ৩৮ নং আইন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি পদে রাষ্ট্রপতিপদের ন্যায় সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি একাদিক্রমে দু'মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া আরও বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে পারবেন।[২২]

৪.২.১০ দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ২০ জুন তারিখে সংবিধানের দশম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯০ সালের ৩৮ নম্বর আইন। ১৯৯০ সালের ১০ জুন আইনমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া চতুর্থ জাতীয় সংসদে দশম সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন। বিলটির পক্ষে ভোট পড়েছিল ২২৬ টি। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে উল্লেখ ছিল, সংবিধান প্রবর্তনের পর ১০ বছর পর্যন্ত জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ ১৫ জন মহিলা সদস্য সংসদের ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হবেন। ১৯৭৯ সালে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষণের মেয়াদ ১০ বছর থেকে ১৫ বছরের বর্ধিত করা হয়। সংরক্ষণের মেয়াদ কাল (১৫) উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ১৯৮৮ সালে নির্বাচিত চতুর্থ সংসদে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না। এ প্রেক্ষিতে এরশাদের জাতীয় পার্টির মহিলা শাখা সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় এরশাদ সরকার সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১২ জুন তারিখে দশম সংশোধনী পাশ করেন।

দশম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা বিধান করা হয় যে, চতুর্থ সংসদের অব্যবহিত পরের সংসদের প্রথম বৈঠককের তারিখ থেকে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত সংসদে ৩০টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এ মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত অন্য (৩০০) সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এতদ্ব্যতীত দশম সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের বাংলা ভাষ্য সংশোধন করা হয়। সংবিধানের বাংলা ভাষ্যে বলা ছিল রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে, তা পূরণের জন্য পদটি শূন্য হওয়ার '১৮০ দিন পূর্বে' নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান করা হয়। দশম সংশোধনী করে মহিলাদের জন্য সংসদে আরও ১০ বছরকাল ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

৪.২.১১ একাদশ সংশোধনী

১৯৯১ সালের ৫ আগস্ট তারিখে একাদশ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯১ সালের ২৪ নং আইন। ২ জুলাই আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন। ৬ আগস্ট বিলটি বিভক্তি ভোটের পর গৃহীত হয়। ২৭৮ জন পক্ষে ভোট দেন। কেউ বিপক্ষে ভোট দেননি। তবে এনডিপির একজন ও জাতীয় পার্টির সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে ১৩ আগস্ট অনুমোদন দিয়ে স্বাক্ষর করেন।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং নিজে পদত্যাগ করে উপ-রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। সাহাবুদ্দিন আহমেদের এ নিয়োগ নবম (সংশোধনী) আইন ১৯৮৯ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সে সময় সংবিধানে বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হলে সে নিয়োগ সংসদে মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হওয়ার পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন। কিন্তু উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিয়োগ অনুমোদনের পূর্বেই জাতীয় সংসদে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সংবিধানে আরও বিধান ছিল যে, রাষ্ট্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। কিন্তু সাহাবুদ্দিন আহমেদ বিচারপতিরূপে রাষ্ট্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সে পদ ত্যাগ না করেই তিন জোটের আহবানে এবং তার পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তন করতে

পারবেন সে শর্তে সাময়িকভাবে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। সুতরাং উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিয়োগ ও ক্ষমতা প্রয়োগ বৈধকরণ এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। উপরোক্ত কারণে একাদশ সংশোধনটি গৃহীত হয়। এ সংশোধনের মাধ্যমে আইনগত ধারাবাহিকতা ভঙ্গের কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি।[২৩]

একাদশ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ তফসীলে একটি নতুন অনুচ্ছেদ করে বলা হয় যে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সব ক্ষমতা, প্রণীত সব আইন ও গৃহীত সব ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হল। এ সংশোধনীতে আরও বলা হয় যে, সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিচারপতি হিসেবে তার প্রকৃত কার্যকাল বলে গণ্য হবে।[২৪]

প্রতিক্রিয়া

একাদশ সংশোধনী বিল পাসের বিরোধিতা করেন নির্দলীয় সদস্য মেজর (অবঃ) হাফিজ। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তির জন্য সংবিধানের সংশোধন আপত্তিকর। ডেপুটি স্পীকার এর প্রতিবাদে বলেন যে একজন ব্যক্তির জন্য সংবিধান সংশোধন করা যাবে না, এমন কোন আইনও নেই। একাদশ সংশোধনী বিল উপস্থাপন করতে গিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আমরা তার কাছে ঋণী। আশাকরি, সর্বসম্মতিক্রমে এ বিল পাস হবে। বিরোধীদলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ জাতীয় সংসদে একাদশ সংশোধনী বিল পাসের জন্য ধন্যবাদন জ্ঞাপন করেন।

৪.২.১২ দ্বাদশ সংশোধনী

দ্বাদশ সংশোধনী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে এ সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৯১ সালের ২ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন এবং এটি ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দলে সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনা হয় বলে রাষ্ট্রপতি বিলটিকে গণভোট দেন। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় বিলটির পক্ষে পড়ায় ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন।

পটভূমি

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে তিন জোটের যৌথ ঘোষণার আলোকে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন। সংশোধনী বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয় যে, বর্তমান সংসদ সুদীর্ঘ আট বছর যাবৎ এক স্বৈরাচারী শাসন চক্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম এবং শেষ পর্যায়ে এক সফল গণঅভ্যুত্থানের ফসল। একমাত্র বহুদলীয় বাস্তবতার নিরিখে প্রতিষ্ঠিত অখন্ড গণতন্ত্র এবং এ সংসদের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকারই পূরণ করতে পারে জনগণের এ প্রত্যাশা। তাই গণতন্ত্রকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ সংশোধনটি সমীচীন এবং অপরিহার্য।

সংশোধনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির বিকাশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এ সংশোধনী বিল উত্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, এ সংসদ বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য এটি নজীর স্থাপন করবে। আজ গণতন্ত্রকে এদেশের মাটিতে স্থায়ী রূপ দেয়ার ঐতিহাসিক লগ্নে আসুন, আমরা সবাই এ প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পালন করি।[২৫]

৪.২.১৩ ত্রয়োদশ সংশোধন

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন পাশ হয় ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ তারিখে। এটি ১৯৯৬ সালের ১ নম্বর আইন। বিরোধীদলসমূহের সম্মিলিত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি পাশ হয়। এর উদ্দেশ্য হল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। এতে বলা হয় যে, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের পর একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অনধিক দশজন উপদেষ্টা নিয়ে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পদগ্রহণে সম্মত না হলে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য বিচারপতি/বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা করে যে-কোনো নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবেন। অন্যান্য উপদেষ্টাগণ প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টার যোগ্যতা হল তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক হবেন। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হবেন না। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং তাঁদের বয়স ৭২-এর কম হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এখতিয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধান উপদেষ্টার ওপর ন্যস্ত হবে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। সংশোধিত ৬১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বপালনকালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১৪ চতুর্দশ সংশোধনী

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আইনটি ১৭ মে ২০০৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর আইনে রূপ নেয়। এই আইন সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

সংবিধানে নতুন ৪ক অনুচেছদের সন্নিবেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লিখিত, এর ৪ অনুচেছদের পর নিম্নরূপ নতুন ৪ক অনুচেছদ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ

৪ক। প্রতিকৃতি। (১) রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) (১) দফার অতিরিক্ত কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।"

৩। সংবিধানের ৬৫ অনুচেছদের সংশোধন। সংবিধানের ৬৫ অনুচেছদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"(৩) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচেছদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।"

৪। সংবিধানের ৮২ অনুচেছদের সংশোধন। - সংবিধানের ৮২ অনুচেছদের "সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। সংবিধানের ৯৬ অনুচেছদের সংশোধন। - সংবিধানের ৯৬ অনুচেছদের (১) দফায় "পঁয়ষট্টি" শব্দটির পরিবর্তে "সাতষট্টি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। সংবিধানের ১২৯ অনুচেছদের সংশোধন। - সংবিধানের ১২৯ অনুচেছদের (১) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে। যথাঃ

"(১) এই অনুচেছদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহাহিসাব-নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।"

Dhaka University Institutional Repository

৭। সংবিধানের ১৩৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন। সংবিধানের ১৩৯ অনুচ্ছেদের (১) দফায় "বাষট্টি" শব্দটির পরিবর্তে "পঁয়ষট্টি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ

"(২ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।"

২৩। সংসদে মহিলা-সদস্য সম্পর্কিত অস্থায়ী বিশেষ বিধান।

(১) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(২) (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদে, ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং এই অনুচ্ছেদে (১) দফায় বর্ণিত পঁয়তাল্লিশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।[২৭]

১৯৭২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধনী এনেছে। এর কোনোটি সত্যিকার অর্থে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও সময়ের দাবি পূরণে সমর্থ হয়েছে। আবার কোনো সংশোধনী যা শুধুমাত্র সস্তা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সময় কিংবা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয়। সংসদে নারী আসন বিষয়ক চতুর্দশ সংশোধনীকে বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে একটি সাফল্য বলে আখ্যায়িত করতে চাইলেও, সচেতন নারী সমাজ নির্ধারিত ৪৫টি আসনে নারী প্রতিনিধিরা যাতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে তার বিধান রাখার দাবি জানিয়ে আসছিলেন যা এই সংশোধনীতে রাখা হয়নি।

তবে এই সংশোধনীকে তারা একটি ব্যাপক সাফল্য হিসাবে না দেখলেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. মোঃ শাহ আলম, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজ পাঠ- চট্টগ্রাম ঃ আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, পৃ-১-৪।

২. Talukder Maniruzzaman, *Bangladesh Revolution and its Aftermath* Dhaka: UPL, 1998, P-135.

৩. Wheare K.C. *Modern Constitutions London:* Oxford University press 1967 P.P-2-3.

৪. Judge Cooley, *Constitution Limitations NCW Jersey:* Prentice Hall, Inc., 1903 P-4.

৫. Finer. Herman, *The Theory and Practice of Modern Government* London: Mathen and Co. Ltd. 1954, P-116

৬. শেখ আবদুর রশিদ, যুগ পরিক্রমার বাংলাদেশের সংবিধান ঢাকা: সিটি প্রকাশনী ১৯৯৮ পৃষ্ঠা।

৭. মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ সাংবিধানিক বিবর্তন তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের রাজনতির ২৫ বছর- ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স-১৯৯৮ পৃ-১৩২।

৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৩য় খন্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়- ১৯৮২ পৃ-৪

৯. Islam M. Nazrul, Bangladesh in Johari J.C. et. al, *Government and Politics of South Asia,* New Dellhi: Sterling Publishers Ltd. 1991 P.P. 373- 386.

১০. Chitkara M.G. *Bangladesh Mujib to Hasina,* New Delhi: AP Publishing Corporation 1997 P.P.-269-70.

১১. Mukherji IN. *Constitutional Development in Bangladesh.* Foregn Affairs Reports Vol. 24 No. 10. october 1975 P.P. 159-60.

১২. Jahan Rounaq, *Bangladesh Politics problems and Issues* Dhaka: U.P.L. 1980 P.P. 111-114.

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিধিবদ্ধ সংবিধান ১৯৭২ এর ৪ নভেম্বর- গণপরিষদের পেশকৃত এবং ১৯৭২ এর ১৪ ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত।

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার, ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত।

১৫. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

১৬. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

১৭. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

১৯. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২০. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২১. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২২. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২৩. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২৪. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২৫. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২৬. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

২৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত মে ১৭-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ

ভূমিকা

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশিকা, ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের সাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচিত হলো-

৫.১ জনসাধারণের মতামত জরীপ

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে গঠিত হাইপোথিসিস পরীক্ষণে দেশের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ হতে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালা প্রয়োগের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয় । নিম্নে জনগণের মতামত জরীপে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল ।

৫.১.১ মতামত প্রদানকারীদের সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলী

বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় জেলা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে স্তরীভূত দৈবচারিত ভাবে বিভিন্ন স্তরের ৩০০ জন উত্তরদাতা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে । উত্তরদাতাদের মধ্যে লিঙ্গ, অর্থনৈতিক শ্রেণী, পেশা শ্রেণীর মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে যথাযথ ভাবে গবেষণা বিষয়ে সমাজের জনগণের সামগ্রিক মতামত প্রতিফলিত হয় ।

রেখচিত্র ৫.১ ঃ মতামতদানকারীদের হার

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৫.১ অনুযায়ী মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে পুরুষের হার ছিল ৫৪% অপরদিকে মহিলাদের হার ছিল ৪৬% অর্থাৎ গবেষক এই ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন যেন, সমাজে নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর মতামতের সম্মিলিত রূপ পাওয়া যায় ।

বিভিন্ন বয়সের উত্তরদাতাদের থেকে মতামত গৃহিত হয়েছে, তবে মতামত দানকারীদের বয়স ছিল ১৫ বা তদুর্ধ্ব সর্বোচ্চ ৯০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি হতেও মতামত গৃহীত হয়েছে। টেবিলে ৫.১ এ দেখা যায়,

টেবিল ৫.১ ঃ মতামতদানকারীদের বয়স সীমা

বয়স শ্রেনী	%	বয়স শ্রেণী	%
১৫-২৪	১৮%	৫৫-৬৪	৯%
২৫-৩৪	২২%	৬৫-৭৪	৬%
৩৫-৪৪	২৪%	৭৫-৮৪	৩%
৪৫-৫৪	২০%	৮৫-৯৪	২%

২৫-৫৪ বছরের মধ্যে ছিল অধিকাংশ মতামতদানকারীর বয়স, বা ৬৬% এককভাবে সর্বাধিক মতামত সংগ্রহ করা হয় ৩৫-৪৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে। সবচেয়ে কম উত্তর সংগৃহীত হয়েছে ৭৫ উর্ধ্ব বয়সের উত্তরদাতাদের নিকট থেকে যা সমন্বিত ভাবে মোট উত্তরদাতার ৫ ভাগ,এর কারণ ছিল মতামত সংগ্রহের সময় বয়স্ক ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক বিচারে মতামত প্রদানের জন্য মানদন্ড পূরণ না হওয়াতে মতামত পাওয়া যায়নি। তাবে গবেষক সঠিক মতামত পাবার জন্য সমাজের বিভিন্ন বয়স স্তরের জনগণ কি চিন্তা করেন তার সামষ্টিক রূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের জনগণ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধার্থে মতামত প্রদানের জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষগত যোগ্যতা এস. এস. সি, (তবে ৫০ তদুর্ধ্বদের জন্য ৮ম শ্রেণী) নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের মতামতদানকারীর মতামতে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গবেষক তা যথাযথভাবে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। টেবিল ৫.২ এ দেখা যায়,

টেবিল ৫.২ : মতামতদানকারীদের শিক্ষা শ্রেণী

শিক্ষা স্তর	%
৮ ম শ্রেণী	৫%
এস এস সি	১০%
এইচ এস সি	৯%
স্নাতক	৪০%
স্নাতকোত্তর	৩২%
তদুর্ধ্ব	৪%

রেখচিত্র ৫.২ ঃ মতামতদানকারীদের শিক্ষা শ্রেণী

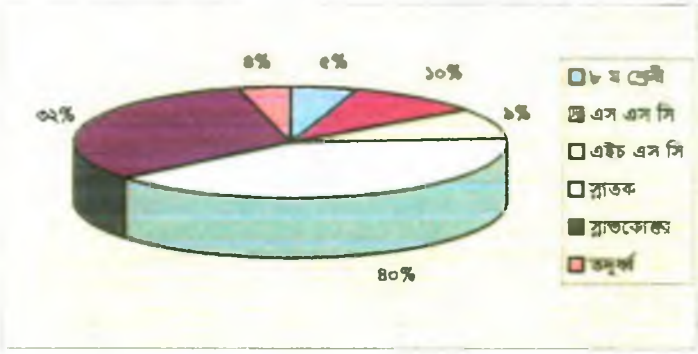

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মতামত প্রদানকারী উত্তরদাতার শিক্ষাস্তর ছিল স্নাতক (৪০%), এরপরেই ছিল স্নাতোকোত্তর স্তরের (৩২%) উত্তরদাতা। উল্লেখ্য যে, সব উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরকে ৬টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

পেশার উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রদত্ত মতামতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মানুষ সব সময় যে কোন বিষয় বা সমস্যা সমাধানে নিজের অবস্থান থেকে চিন্তা করেন। এ কারণে বর্তমান গবেষণায় সমাজের সকল পেশা স্তরের জনগণের মতামত নিশ্চিত করা গেলেও গুরুত্বপূর্ণ পেশার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

টেবিল ৫.৩ ঃ মতামতকারীদের পেশা

	পেশা	%
১	ছাত্র	২৫%
২	ব্যবসায়ী	৮%
৩	ডাক্তার	৩%
৪	ইঞ্জিনিয়ার	২%
৫	শিক্ষক	১০%

Dhaka University Institutional Repository

৬	আইনজীবি	৩%
৭	সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী	১২%
৮	পরিবহন শ্রমিক	৩%
৯	গৃহিনী	৭%
১০	সামরিক বাহিনীর সদস্য	২%
১১	পুলিশ	৩%
১২	উন্নয়ন (N G O) কর্মী	১৫%
১৩	ব্যাংকার	১%
১৪	অন্যান্য	৬%
	মোট	১০০%

টেবিল ৫.৩ এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা ছিল শিক্ষার্থী (২৫%), এর পরেই ছিল এন জিও কর্মী (১৫%), শিক্ষক (১০%), সমাজের সর্বস্তরের উত্তরদাতাদের পেশাকে ১৪ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যয়নরত। সমাজের যথাসম্ভব সকল পেশার প্রতিনিধিদের থেকে মতামত সংগ্রহের ফলে সমাজের সামগ্রিক মতামত প্রতিফলিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ যথাসম্ভব পক্ষপাতহীনতার উর্ধ্বে থেকে বিভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিবর্গ থেকে মতামত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত মতামতকে বিশ্লেষণ করে গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে সমাজের মানুষের সামগ্রিক প্রকৃত মতামতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে বলে গবেষক মনে করেন।

রেখচিত্র ৫.৩ ঃ মতামত দানকারীদের পেশা

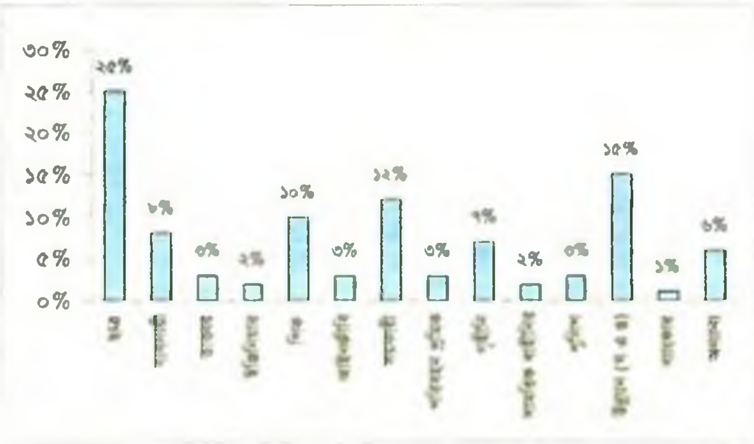

প্রাপ্ত মতামতে শহর গ্রাম (Urban-Rural Gap) এর পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.৪ ঃ উত্তরদাতাদের আবাসস্থল

রেখচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার বাসস্থান (৬২%) ছিল শহরে। অপরদিকে একটি বড় অংশ (৩৮%) গ্রামে বসবাস করে। এর ফলে মতামতে শহর ও গ্রাম উভয় স্থানের মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে বলে গবেষক মনে করেন।

মতামত গ্রহনে উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থাও বিবেচিত হয়েছে। টেবিল ৫.৪ অনুযায়ী দেখা যায়, অধিকাংশ (৫০%) উত্তরদাতাই ছিলেন বিবাহিত। এর পরেই ছিল অবিবাহিত মতামত প্রদানকারীদের অবস্থান (৩৬%)। গবেষণায় মতামত সংগ্রহে গবেষক ছিলেন খুবই সতর্ক।

টেবিল ৫.৪ ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	%
অবিবাহিত	৩৬%
বিবাহিত	৫০%
তালাক প্রাপ্ত	৬%
বিচ্ছিন্ন	৮%
মোট	১০০%

রেখচিত্র ৫.৫ ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

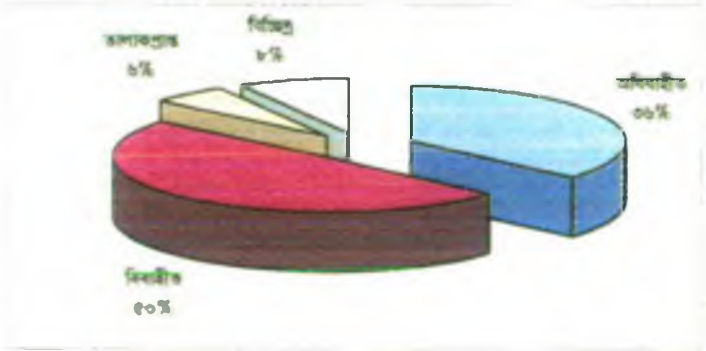

কেননা বৈবাহিক অবস্থাও মানুষের প্রদত্ত মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে সকল বৈবাহিক অবস্থার লোকজন থেকে মতামত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.২ উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

মতামত সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের এবং পরিবারের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার উপর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কেননা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ উত্তর বা প্রদত্ত মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে।

টেবিল ৫.৫ ঃ মতামত প্রদানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

	প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত	পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত	সম্পৃক্ত নয়
উত্তরদাতা স্বয়ং	১০%	১৪%	৭৬%
পরিবারের কোন সদস্য	২২%	২৮%	৫০%

রেখচিত্র ৫.৬ (ক) ঃ মতামত দানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

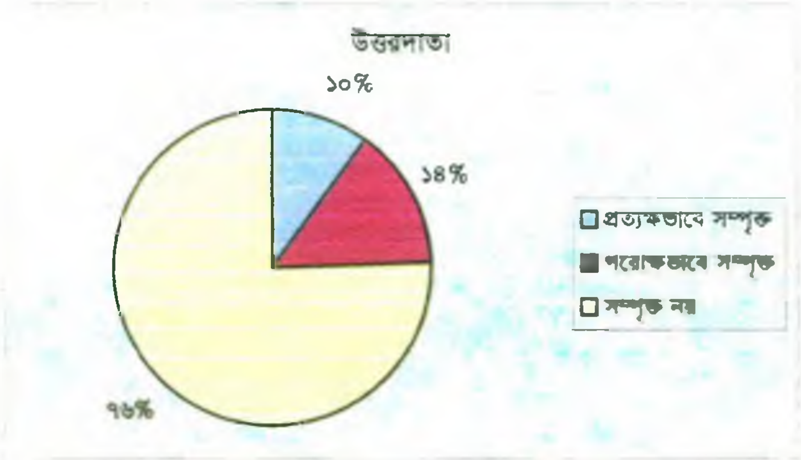

রেখচিত্র ৫.৬ (খ) ঃ মতামত দানকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

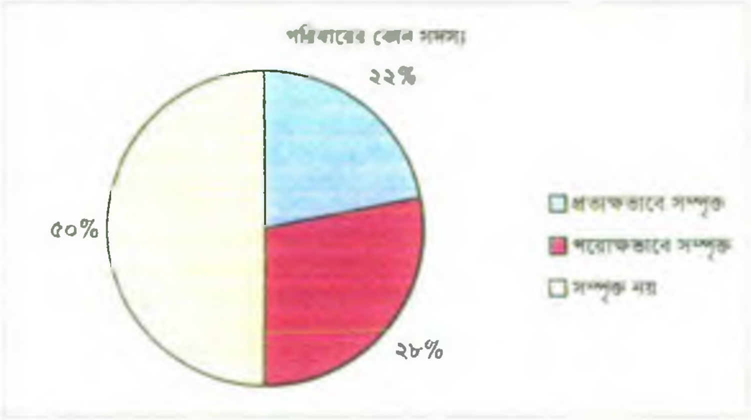

টেবিল ৫.৫ এ দেখা যায় যে অধিকাংশ (৭৬%) উত্তরদাতাই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। অপরদিকে ২২% রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত অপরদিকে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের কোন না কোন সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ৫০ ভাগই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই এ ক্ষেত্রে রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে মতামতের সাথে রাজনৈতিক সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রদত্ত মতামতের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

৫.১.৩ রাজনীতি ও নারী : প্রদত্ত মতামত

অধিকাংশ উত্তরদাতাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। রেখাচিত্র ৫.৭ এ দেখা যায়, শতকরা ৮৮ জনই মনে করেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু মাত্র ১২% মনে করেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অর্থহীন। তাদের মতে নারীর দায়িত্ব হবে গৃহকর্ম সম্পাদন করা, সন্তান লালন পালন করা ইত্যাদি। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা নয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে নারীর অধিকার অর্জনের জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

রেখাচিত্র ৫.৭ ঃ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

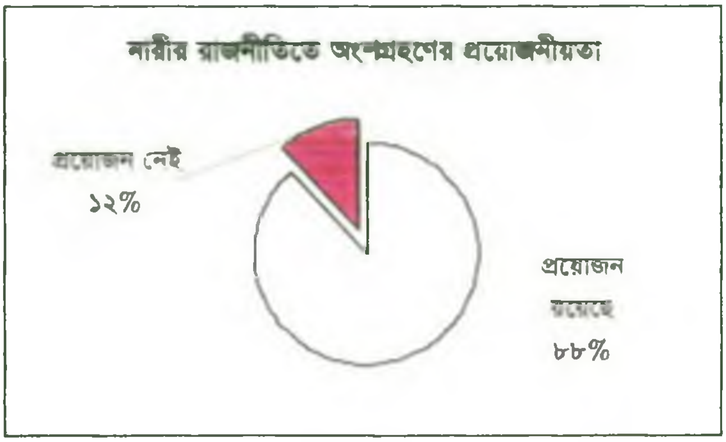

উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৭২ জন নারীর রাজনীতি সম্পর্কে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নারীরা স্বীয় অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন। এবং পুরুষের তুলনায় তারা পিছিয়ে নেই। কিন্তু ৮৮% নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও রেখাচিত্র অনুযায়ী ১২% উত্তরদাতা রাজনীতিকারী নারীদের সম্পর্কে ঋণাত্মক মনোভাব পোষণ করেন। তাদের মতে আমাদের সমাজ কাঠামোতে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিকারী নারীরা অধিক উগ্র হয়ে থাকে, পরিবারে তারা অধিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিতে ভাল পদের আশায় পুরুষ নেতাদের পিছনে অধিক সময় ধরনা দিতে হয়। অনেক সময় মিছিলে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হতে হয়, ফল স্বরূপ পরিবারে সময় কম দিতে পারেন।

৫.১.৪ বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সমূহ

বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অন্তরায় সমূহ কি কি? এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা বিভিন্ন রকম অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন । সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দৃষ্টিতে এ অন্তরায় সমূহ ভিন্ন রকম। আবার মহিলাদের নিকট এ অন্তরায় সমূহ অন্যরকম, প্রাপ্ত সকল উত্তরকে সমন্বিত করে নিম্নের চাপাতি চিত্রে (Ven Diagram) উপস্থাপন করা হলো।

রেখচিত্র ৫.৮ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের আপেক্ষিক অন্তরায়সমূহের ভেন ডায়াগ্রাম

চাপাতি চিত্র ৫.৮ এ রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণে বিদ্যমান অন্তরায় সমূহের ক্ষেত্রে চিহ্নিত কারণ সমূহের আপেক্ষিক তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হয়েছে। চাপাতি চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সমাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কারণটির যথার্থতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বেগম রোকেয়া "অবরোধ বাসিনী" গ্রন্থে তৎকালীন সময়ে (ইংরেজ শাসনামল) নারীদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। নারীদের তখন স্থান ছিল অন্তঃপুরে, পর্দা প্রথা ছিল অবশ্য পালনীয় সামাজিক কৃষ্টি। অর্থাৎ সমাজ ছিল সম্পূর্ণ রক্ষণশীল। নারীদের ছিলনা কোন স্বাধীনতা। রসনাবিলাস প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, এ দেশে নারীদের জন্ম হয়েছে যেন রান্না-বান্না করার জন্য এবং পরিবারকে সেবা করার মধ্যেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নারী জন্মে বাপের বাড়ী, বিবাহের পর স্বামী বাড়ীর অন্তঃপুরেই নারীর জীবনের ইতি ঘটে। কোন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ছিলনা বললেই চলে। এ মনোভাব ছিল তৎকালীন সময়ের। যুগ পাল্টিয়েছে , সময় অতিবাহিত হয়েছে তার সাথে সাথে পৃথিবীও সামনে অগ্রসর হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সময়ের সাথে তাল মেলাতে বাংলাদেশেও অনেক কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে নারীর প্রতি সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন একই তালে ঘটেনি। এখনো এদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীর প্রতি এই রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যায়। রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পরিবারের সহযোগিতা। কিন্তু পরিবার ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এরপরেই দেখা যায় সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে। যার ফলে নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। দেখা গেছে অনেক উত্তরদাতাই বলেছেন,"এদেশে ভাল মেয়েরা রাজনীতি করেনা।"

অর্থাৎ সমাজ জীবনে যে সমস্ত নারীরা রাজনীতি করে তাদের বিভিন্ন অস্বস্থিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাত্র রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এরকম একজন নারী নেত্রী বলেছেন, "এখন আমার বয়স ৩৭, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছি, পরিবারও ভাল, কিন্তু আমার বিয়ের প্রস্তাব আসলে যখনই শোনে যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলাম, তখনই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমিতো কোন অন্যায় করিনি, ছাত্রদের অধিকার আদায়ে রাজনীতি করেছি"।

ঠিক এরকম নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয় । এ সমাজে এক শ্রেণীর লোক সব সময়েই নারীদের রাজনীতির বিরুদ্ধে। তাইতো পত্রিকায় দেখা যায় অনেকগুলো গ্রামের মহিলারা বহু বছর ধরে কোন নির্বাচনেই ভোট দেয়না। অর্থাৎ ধর্মীয় ফতোয়া জারী করে নারীর ভোট প্রদান বন্ধের সাথে সাথে সকল ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও ইসলামে কোথাও নারীর রাজনীতি করার ক্ষেত্রে বাধা নেই। এছাড়াও নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে যে যে অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, সীমিত সুযোগ, সমাজে

বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নারীদের অবমুল্যায়ন, রাজনীতিতে নারীর নিরাপত্তাহীনতা, নারীর স্বীয় অনিচ্ছা, পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন।

অন্তরায় সমূহ আরো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। যেহেতু এদেশের সিংহভাগ (৪৯.৮০%)[১] মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কিন্তু রাজনীতি করতে গেলে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক নারীর ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়না বলে তারা রাজনীতি থেকে সরে পড়েন। সমাজে নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক নারী রাজনীতি থেকে বিরত থাকেন। দেখা গেছে, ক্ষমতাশীন দলসমূহের ক্যাডাররা বিরোধী দলের নারী কর্মীদের উপর অত্যাচার করে, এমনকি শরীরিক ও দৈহিক নির্যাতনের শিকারও হতে হয় নারীদের। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিছিল কিংবা মিটিংএ শোভাবর্ধনকারী হিসেবে সামনের দিকে রাখেন। কোন বোমা হামলা হলে তাই নারীর জীবন হয় বিপন্ন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল রাজনীতি করলে পুলিশী নির্যাতন সহ্য করতে হয় কিংবা ব্যাক্তিগত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগতে হয়। অপরদিকে দেখা যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলই দলের জন্য নারীর ত্যাগ স্বীকারকে অবমূল্যায়ন করে। পুরুষদের তুলনায় অধিক শ্রম দিলেও কাঙ্খিত পদ পেতে ব্যর্থ হন। নারীরা সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের শিকার, যার ফলশ্রুতিতে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। অপর দিকে এ দেশে নারীদের রাজনীতি করার সুযোগও সীমিত। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ দেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব পালন, সন্তান লালন পালন, অতিথি আপ্যায়ন, সংসার পরিচালনা ইত্যাদি কারণে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আরেকটি অন্তরায়। পরিবারের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী তার স্ত্রীর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পছন্দ করেন না। ইত্যাদি নানাবিধ কারণে নারীর মধ্যেও রাজনীতি সম্পর্কে একটি আভ্যন্তরীণ অনিচ্ছা বা অনীহা তৈরি হয়। যার ফলে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়।

৫.১.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ (তৃণমূল ও জাতীয় পর্যায়) করণীয়

নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এ বিষয়েও মতামত সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের রাজনীতিতে আরো বেশী সম্পৃক্তকরণ এবং জাতীয় রাজনীতিতে কি করা প্রয়োজন? এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের উন্মুক্ত মতামত প্রদানের জন্য বলা হলেও বিভিন্ন শ্রেণীর জনতা / উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং একই সাথে তারা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধা সমূহ দূরীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন আমাদের সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। জনগণের প্রাপ্ত মতামতকে সমন্বিত করে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে নারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ স্তর সমূহ হলো ১) সামাজিক স্তর ২) পারিবারিক স্তর ৩) শিক্ষা স্তর ৪) রাষ্ট্রীয় স্তর ৫) রাজনৈতিক স্তর ইত্যাদি। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রথমেই আমাদের বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর সংস্কার-কাঠামো পরিবর্তনে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব দূরীভূত করতে হবে, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে এবং ধর্মীয় ফতোয়াবাজীর বেড়াজাল থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে। অপরদিকে পারিবারিক স্তরে প্রয়োজন পরিবারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি। এ জন্য নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারকে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সাংসারিক সহ সকল প্রকার সমর্থন করতে হবে। বাস্তবিক অর্থে আমাদের সমাজ কাঠামোর সংস্কার ও পরিবারের সহযোগিতা মূলক মনোভাব তৈরি সম্ভব হলে নারীর প্রতি সমাজের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। এতে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার বাড়বে। শুধুমাত্র সমাজের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করলেই চলবেনা সাথে সাথে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার / কাঠামোর পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের তার যোগ্যতানুযায়ী প্রাধান্য দিতে হবে। সর্বোপরি সমাজের বিরাজমান অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা দূরীভূত করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সিডোও সনদ (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ) বাস্তবায়ন করে নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান এবং অধিকার দিতে হবে। বাস্তবিক অর্থে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে সর্বপ্রথম তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। টেবিল ৫.৬ এ তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে নারী আরো বেশী সম্পৃক্ত করণের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৬ ঃ তৃনমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

করণীয়	মতামত প্রদানকারীদের হার
নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ	২৫%
রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ	১০%
নারী শিক্ষার প্রসার	২০%
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৪৫%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.৯ ঃ মতামত প্রদানকারীদের হার

টেবিল ৫.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে রাজনীতিতে আরও বেশী সম্পৃক্তকরণে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে নারীর পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি।

বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। তার সাথে সাথে মতামত প্রদানকারীরা যে যে মতামত দিয়েছেন তা হচ্ছে

টেবিল ৫.৭ ঃ জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রসার

রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা উইং শক্তিশালী করণ	৪%
জাতীয় সংসদে অধিক আসন সংরক্ষণ	২২%
তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৩৭%
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অধিক নারী সদস্যের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণ	২৫%
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর মতামতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	৯%
রাজনৈতিক সহকর্মী কর্তৃক সহযোগিতার মনোভাব পোষণ	১২%
জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ানো	৩৪%
দল কর্তৃক ত্যাগী মহিলা নেত্রীদের যথাযথ মূল্যায়ন করণ	২০%
সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো	৩০%
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্র রাজনীতিতে নারী রাজনীতি শক্তিশালী করণ	৫%
নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	২৬%

বিঃ দ্রঃ একজন উত্তরদাতা ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক পদক্ষেপের কথা বলেছেন

উপরোক্ত টেবিল ৫.৭ অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ প্রসারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। অধিকাংশ মতামত এসেছে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। এ ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ প্রসারে নির্বাচন, দলীয় কাঠামো, নিরাপত্তা ইত্যাদি দিকসমূহের যথাযথ বিবেচনা করা অব্যশক বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। অর্থাৎ নির্বাচনে অধিক মহিলাকে মনোনয়ন দিতে হবে। সংসদে তাদের ভূমিকা কার্যকর করতে হবে। দলীয় কাঠামো সংস্কার করে নারীদের জন্য কমপক্ষে ৩/১ অংশ নেতৃত্বের পদ সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, নারীদের অধিক সচেতন করে তুলতে হবে ইত্যাদি।

৫.১.৬ মতামত ঃ প্রেক্ষিত জাতীয় সংসদ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

রেখচিত্র ৫.১০ ঃ সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন রয়েছে কিনা- এ বিষয়ে মতামত প্রদানে শতকরা ৯৬ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মতামত প্রদানকরীরা নানাবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন যা টেবিল ৫.৮ এ আলোচিত হলো।

টেবিল ৫.৮ ঃ জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজনীয়তার র‍্যাংকিং

ক্রমিক	কারণ	%	র‍্যাংকিং
১	সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব	৪০%	৬
২	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের শর্তপূরণ	২০%	৯
৩	মহিলা বিষয়ক অধিকার প্রতিষ্ঠা	২৫%	৮
৪	সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ	৭০%	১
৫	রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ	৬৪%	২
৬	জাতীয় উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া নারীদের অংশগ্রহণ	৫০%	৫
৭	কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা	৬০%	৩
৮	সাংবিধানিক অঙ্গিকার রক্ষা	৩০%	৭
৯	নারীর ক্ষমতায়ন	৫৫%	৪

* উত্তরদাতারা একাধিক বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। এ কারণে শতকরা হার ১০০% এর বেশী।

টেবিল ৫.৮ অনুযায়ী মহিলাদের জাতীয় সংসদে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে র‍্যাংকিং করলে প্রথমেই দেখা যায় যে, দেশে হাঁটি হাঁটি পা পা করে শুরু হওয়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করণের স্বার্থে মহিলা প্রতিনিধি প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী জনগণের দ্বারা গঠিত ব্যবস্থা যেখানে সর্বস্তরের জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে; জনগণের পছন্দানুযায়ী ব্যক্তিবর্গ সরকার পরিচালনা করবে। আর সংসদীয় ব্যবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ হচ্ছে সর্বোচ্চ সার্বভৌম দেশ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার সাংসদদের নিকট তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকবে । তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে সংসদে তার প্রতিনিধি নির্বাচিত বা মনোনীত করেন। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ঐ প্রতিনিধি সংসদে তার জনগোষ্ঠীর কথা বলবে। যদি অর্ধেক জনগোষ্ঠী (নারী)র প্রতিনিধিত্বকারী তথা তাদের নারীদের কথা বলার মত প্রতিনিধি সংসদে না থাকে তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ হয়ে পড়ে দুর্বল, পক্ষপাতদুষ্ট। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করণে প্রয়োজন সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৭০% উত্তরদাতা তাদের প্রদত্ত মতামতে এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবার একটি প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একাধিক বিষয় থাকতে পারে। নারী প্রতিনিধিত্ব থাকার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কয়েকটি বিষয় মতামতে জনগণ উল্লেখ করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করণের প্রয়োজনীয়তার সাথে আরো দু'টি বিষয় খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নারী প্রতিনিধি প্রয়োজন কেননা এতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষা পাবে বা বাস্তবায়িত হবে। সংবিধানের বিধানবলী এবং জাতীয় সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা পূর্বক যে কোন কার্য সম্পাদনে জাতীয় সংসদদের প্রতিনিধি, সরকার এবং দেশের জনগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্র শক্তিশালী করণের সাথে সাংবিধানিক নীতিমালার বাস্তবায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবিধানের ১০(০) ও ২৮(২) অনুচ্ছেদের সফল বাস্তবায়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব একান্ত প্রয়োজন। এককভাবে শতকরা ৩০% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন আমাদের পবিত্র সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজন। (আবার বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আঞ্চলিক উপ আঞ্চলিক জোটের সদস্য) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিভিন্ন সংস্থা দেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় স্বীয় স্বার্থে বা জাতীয় উন্নয়নে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশ বা সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে কিংবা জাতিসংঘ বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র সনদ বা চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে বেইজিংএ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে platform of action তৈরি হয় এবং পূর্বে জাতিসংঘ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডোও ঘোষণা করে । বাংলাদেশ এ চুক্তি বা সনদ বা ঘোষণা পত্রে অন্যতম সাক্ষরকারী দেশ । তাই চুক্তি বা সনদ বাস্তবায়নে অথবা ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ওয়াদাবদ্ধ। গণতন্ত্রে এ গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সিডোও স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ২০% উত্তরদাতা মনে করেন নারী বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকা একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে একটি বড় অংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন

> সংসদে নারী প্রতিনিধিরা সংসদের শোভা-বর্ধনকারী অলংকার স্বরূপ, সংসদে তাদের থাকা বা না থাকা সমান কেননা, তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।
>
> --- হামিদা বানু, ৪০, সাভার, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

যে, সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর নূন্যতম প্রতিনিধি নিশ্চিত করণে সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এর সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন বলে মতামত প্রদানকারীরা মত প্রদান করেছেন। অপরদিকে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব না থাকার পক্ষে যুক্তি প্রদানকারী (৪% উত্তরদাতা) উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন যে , সংসদে নারী সাংসদ থাকা আর না থাকা সমান, অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংসদে মহিলা সদস্যরা জোরালো কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হননি। পুরুষ সহকর্মীরা তাদের মতামতের তেমন কোন গুরুত্বই দেননা। কেননা পুরুষদের মতে, তারা নির্বাচিত, আর অনির্বাচিত (সংরক্ষিত আসনের মহিলা) কোন ব্যক্তির সংসদে থাকা উচিৎ নয়। অধিকাংশ মহিলারই অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ইতিহাস নেই, অনেকে স্বামীর সূত্রে (স্বামী মারা যাবার পর ঐ আসনে নমিনেশন লাভ ও পাশ) কেউবা পৈত্রিক সূত্রে বা পারিবারিক সূত্রে রাজনীতি তথা সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। তাই রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকাতে তারা সংসদে গিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনা।

৫.২ জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনকারী বর্তমান ও সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ

৫.২.১ সাধারণ তথ্যাবলী

গবেষক সঠিক তথ্য পেতে বর্তমান ও সাবেক জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনকারী ৩০ জন মহিলা সাংসদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকারে তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, যা জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণে অসুবিধা সমূহ চিহ্নিত করণে বিশেষ সহায়ক হবে বলে অনুমিত হয়।

৫.২.২ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি

রেখচিত্র ৫.১১ ঃ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি

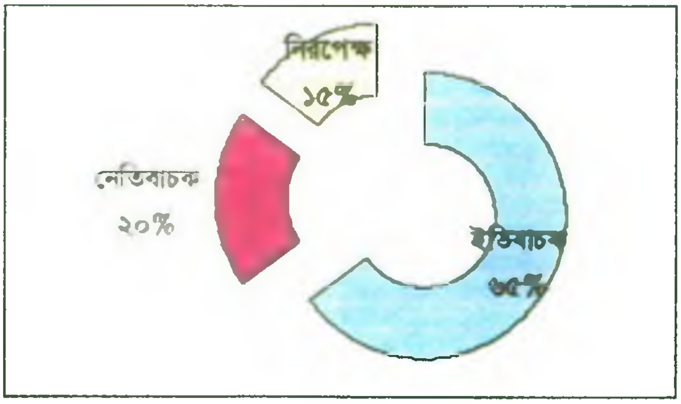

রেখচিত্র ৫.১১ নির্বাচিত সাংসদদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। রেখচিত্রে দেখা যায় নির্বাচিত নারী সাংসদদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ৬৫% ইতিবাচক, ২০% এর ক্ষেত্রে পারিবারিক মনোভাব নেতিবাচক ,এবং ১৫% ক্ষেত্রে পারিবারিক মনোভাব নিরপেক্ষ।

৫.২.৩ রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতাকারী পরিবারের সদস্য ঃ

রেখচিত্র ৫.১২ ঃ রাজনীতিতে পরিবারের সহযোগিতার চিত্র

উপরোক্ত রেখচিত্র ৫.২ অনুযায়ী দেখা যায় যে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামী সবচেয়ে সহযোগিতা করে থাকেন এর পর যথাক্রমে সন্তান-সন্ততি বাবা মা ভাইবোন এবং শ্বশুর শাশুড়ি থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

৫.২.৪ রাজনীতিতে আগমনে উৎসাহ প্রদানকারী

রাজনীতিতে আগমনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ লাভ করেছেন স্বামীর কাছ থেকে ৫০%। এরপর ২০% ক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের উৎস ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, ১৫% ক্ষেত্রে স্বীয় ইচ্ছা উৎসাহের উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

রেখচিত্র ৫.১৩ ঃ রাজনীতিতে আগমনে উৎসাহ প্রদানকারী

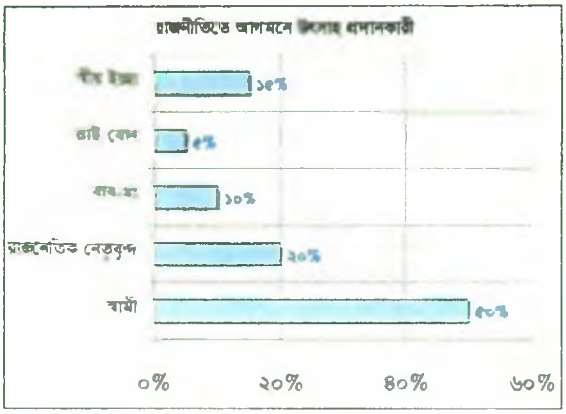

৫.২.৫ ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

সাক্ষাৎকার দানকারী সাংসদদের সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশই (৬০%) ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। অপর দিকে মাত্র ২৫% সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ১৫% পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

রেখচিত্র ৫.১৪ ঃ ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

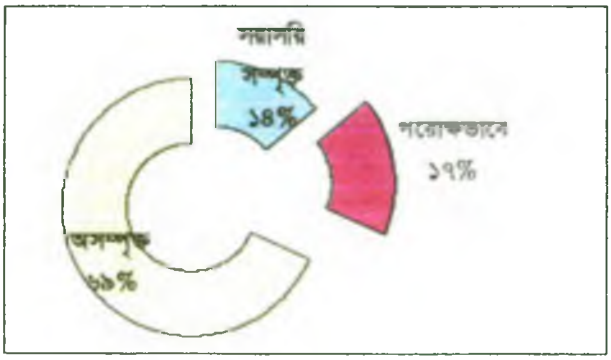

৫.২.৬ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

উত্তরদাতাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশের মতামত অনুযায়ী দেখা যায় যে, তাদের নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন পরিকল্পনা ছিল না । হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৬০%, অপর দিকে পূর্ব পরিকল্পনা ছিল মাত্র ৪০ ভাগের ।

৫.২.৭ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত

নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকাংশ উত্তরদাতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কাজ করেছে। যেমন অনেকের পরিবারের বিশেষত স্বামীর এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ আসনে দল কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী না পেয়ে মৃত এমপির স্ত্রীকে অনুরোধ করলে তারা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । যেমন ঝালকাঠি -২ আসনে বর্তমান নির্বাচিত এমপি ইসরাত সুলতানা (ইলেন ভুট্টো) । এ ছাড়াও নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারিবারিক সহযোগিতার কথাও সাক্ষাৎপ্রদানকারীবৃন্দ উল্লেখ করেছেন। এবং নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদানকারী নারী সাংসদ জানিয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৮০ ভাগের ক্ষেত্রে এটাই তাদের প্রথম নির্বাচন এবং অধিকাংশ ছিল সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশীর ভাগ (৬০%) এর বেলায় পারিবারিক ইমেজ বা পারিবারিক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

টেবিল ৫.৯ ঃ সাক্ষাৎকারদানকারীদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর

পারিবারিক ইমেজ	৬০%
ব্যক্তিগত ইমেজ	১০%
দলের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদ	২০%
দলের প্রতি কমিটমেন্ট	৭%
অন্যান্য	৩%
মোট	১০০%

রেখচিত্র ৫.১৫ ঃ সাক্ষাৎকারদানকারীদের দলীয় নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর

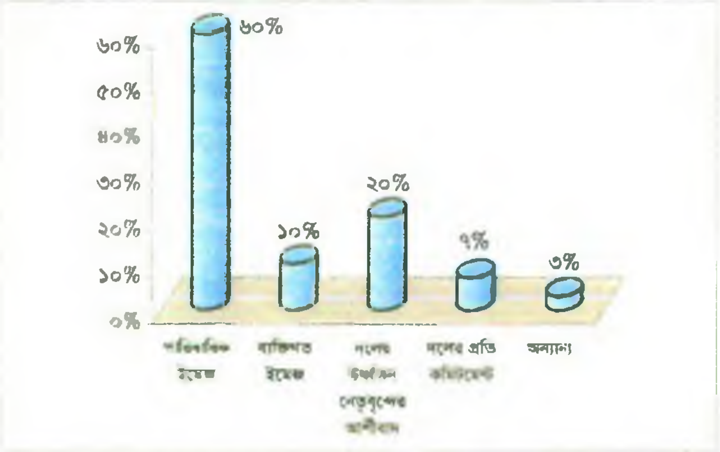

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাত্র ৭ ভাগ সাক্ষাৎদানকরীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইমেজ তথা যোগ্যতা দলীয় মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৮ সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

অধিকাংশ সাক্ষাৎদানকারী জানিয়েছেন তারা প্রায় নিয়মিত সংসদে যোগদান করেছিলেন। তবে মাত্র ৪০% উত্তর দাতা সাংসদ কোন বিল বা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। ৬০% বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন । তবে তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংসদীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন সুখকর ছিলনা । পুরুষ সংসদীয় কমিটি চেয়ারম্যানের অবহেলা এ ক্ষেত্রে তাদের নিকট ছিল চোখে পড়ার মত । সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণেও তাদের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । কেননা তাদের বসার স্থান ছিল সংসদের পিছনের সারিতে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোর চেয়ে বা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণেও তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

সরাসরি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারীদের বিভিন্ন বাধার বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রধানতম বাধা ছিল নির্বাচনী পরিচালনা সংক্রান্ত । নির্বাচন পরিচালনায় সাধারণত স্থানীয় দলীয় নেতা কর্মীদের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হয়েছে ।

এর পর নির্বাচনে জয়লাভ করে জয়লাভকারী শতকরা ৪০% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ বাধাই এসেছে পুরুষ সহকর্মীদের নিকট থেকে।

সরকারে যেহেতু মহিলাদের অংশগ্রহণ কম এবং পুরুষ ক্যাবিনেটের সংখ্যা বেশি, সেহেতু নারী সাংসদদের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বের সাথে সরকারি নীতি নির্ধারণে বিবেচিত হয়নি বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৫.২.৯ সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহ

মতামত প্রদানকারী সর্বস্তরের জনগণ থেকে প্রাপ্ত অভিমত এবং জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী এমপি, মন্ত্রি সভার সাবেক সদস্য এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিতকরণ করে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায় সমূহ নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হলো।

উপরোক্ত সকল তথ্যাবলীর সমন্বয় করে বিশ্লেষণ করলে প্রতিবন্ধকতা সমূহকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে টেবিলে উত্তরদাতাদের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.১০ ঃ জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়

প্রধান অন্তরায়	%
দলীয় সমর্থনের অভাব	২০%
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা বিপত্তি	৩৮%
অর্থ সম্পদের অভাব	৩০%
নিরাপত্তার অভাব	১২%
মোট	১০০%

রেখচিত্র ৫.১৬ ঃ জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে অন্তরায়

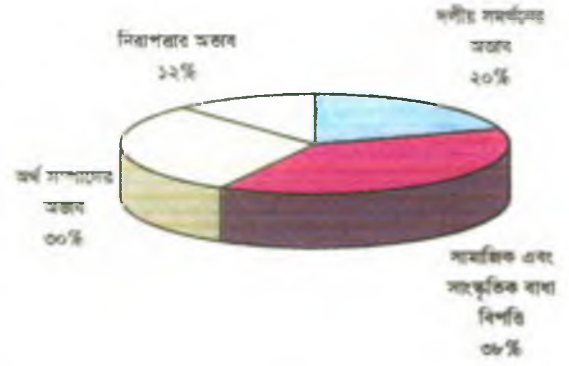

এর হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশ মতামত প্রদানকারী বিশেষ করে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নারী সাংসদ, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা বিপত্তি। এক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে শতকরা ৩৮ জন এই অন্তরায়কে ১ নম্বার অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে নারীদের চলাচল আধুনিক কিংবা পশ্চিমা ধাঁচের হলেও মফস্বল শহর এবং গ্রামে এধারাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবিক অর্থে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সমাজে নারীর চলাচল, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ঘরের বাহিরে কাজে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুশাসন, সমাজের জনগণ এবং প্রতিবেশীদের নেতিবাচক মনোভাব, পরিবারের সদস্যদের অসহযোগিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর চলাচল ও গতিবিধি অত্যন্ত সীমিত। রাজনৈতিক অঙ্গনে খুব কম সংখ্যক নারী প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানেও তাদের পদচারণা সাবলীল নয়। পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নারীর ঘরের বাহিরের কাজকে খুব একটা অনুমোদন করেনা। তাছাড়াও এদেশের সমাজে পুরুষের তুলনায় নারী নেতৃত্বকে দুর্বল বা অযোগ্য বলে ভাবা হয় । রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের কাছ

থেকেও নারীরা বাধার সম্মুখীন হয়। মতামত প্রদানকারীদের মতে, একজন নারীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সাথে তার মানসিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে একজন কিশোরী বা মহিলার সার্বিক মানসিক ও দৈহিক বিকাশ নির্ভর করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের মনোভাব ও দৃষ্টি ভঙ্গির উপর। এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন আঙ্গিক থাকতে পারে, যেমন-পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি।[৩] আলোচ্য গবেষণাটিতে উপরোক্ত আঙ্গিকগুলোর প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যার প্রভাব নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণের উপরেও পড়ে। অন্যদিকে অতিরিক্ত রক্ষণশীল বা সনাতন মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবারের নারী সদস্যদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও নারীরা পরিবারের কাছ থেকেও নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়।

জাতীয় সংসদে তথা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে অর্থ সম্পদের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন -নারী রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন নারী উন্নয়নকর্মীবৃন্দ। কেননা বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে কালো টাকার ছড়াছড়ি, অনেক ত্যাগী মহিলা নেত্রী শুধুমাত্র অর্থসম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য যে কোন প্রকার নির্বাচনকে এড়িয়ে যায়। শতকরা ৩০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ, পেশী শক্তি, এবং ক্ষমতার মানদন্ডে পরিচালিত হয়, যা সাধারণত পুরুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব কম সংখ্যক নারী এসব সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে; কেননা সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় সকল সাক্ষতদানকারীই একমত পোষণ করেছেন এর পিছনে যুক্তি হিসাবে তারা তাদের মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতে নারীর জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নের জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

টেবিল ৫.১১ ঃ জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা

মতামত	হার
আইন প্রণয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ	৭%
নারী পুরুষ বৈষম্য রোধ	১৫%
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য	৩৫%
নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহী করেন	১৮%
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করন	২০%
অন্যান্য	৫%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১৭ ঃ জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকার প্রয়োজনীয়তা

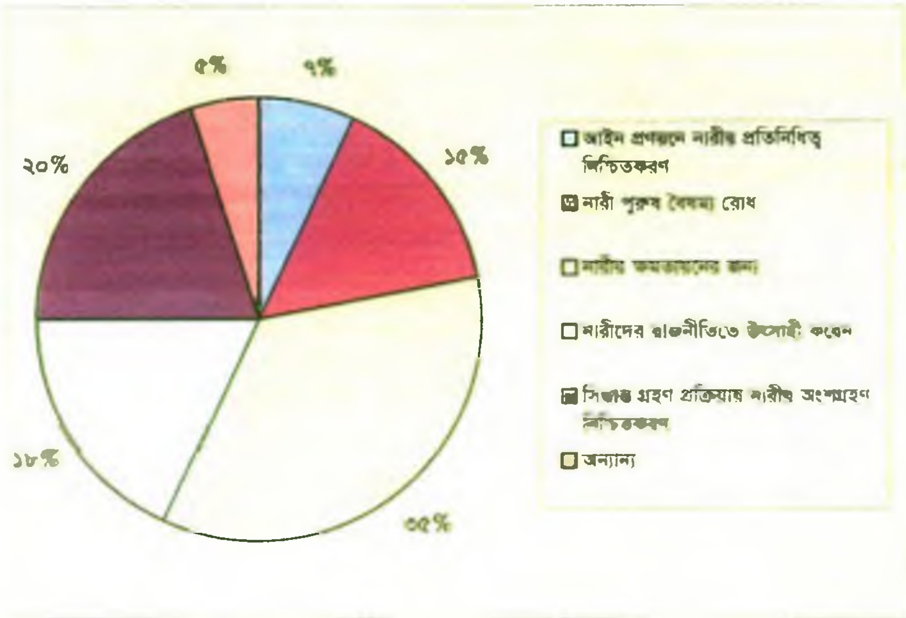

অপরদিকে ২০% উত্তরদাতা মনে করেন জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন ।

জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য কি করা প্রয়োজন? এ প্রসংঙ্গে মতামত প্রদানকারীরা নানাবিধ মতামত প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬০% মনে করেন দলীয় মনোনয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদে বাড়ানো সম্ভব । এর পরেই তারা মনে করেন সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। যেহেতু সরাসরি নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুব কম পরিদৃষ্ট হয়।

৫.২.১০ সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস ব্যবস্থা

উত্তরদাতাদের অধিকাংশ (৭০%) মনে করেন প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১ জন করে নারী সাংসদ থাকা প্রয়োজন।

টেবিল ৫.১২ ঃ সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস কিরূপ হওয়া উচিত বিষয়ক মতামত

মতামত	মতামতের হার
প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কর্তৃক দলীয় ভাবে ১/৩ অংশ নারী মনোনয়ন দান	৪০%
প্রতি জেলার জন্য ১টি করে নারী আসন সংরক্ষণ	৫৫%
বর্তমান চর্তুদশ সংশোধনী ঠিক আছে	৩%
অন্যান্য	২%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১৮ ঃ সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস কিরূপ হওয়া উচিত বিষয়ক মতামত

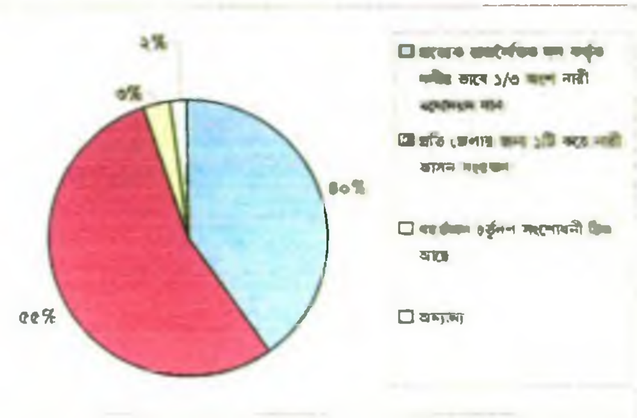

অপরদিকে ৪০ ভাগ সাক্ষাৎদানকারী মনে করেন, প্রত্যেক দল কর্তৃক কমপক্ষে ১/৩ অংশ প্রার্থী নারী হওয়া উচিত অপর দিকে মাত্র ৩% বর্তমান চতুর্দশ সংশোধনীর পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে নারীদের জন্য প্রধান অন্তরায় সমূহ উত্তরদাতারা চিহ্নিত করেছেন। তা হচ্ছে

- সংরক্ষিত নারী সাংসদদের দায়দায়িত্ব ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব।
- সাধারণ আসনের চাইতে সংরক্ষিত আসনের কর্ম পরিধি অনেক বড় (প্রায় ১০ গুণ) কিন্তু সে তুলনায় দায়িত্ব পালনের সুযোগ সুবিধা না থাকা।
- পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা
- মহিলা সাংসদদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

সংসদে একজন পুরুষ সদস্যের তুলনায় একজন নারী নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন বলে উত্তরদাতারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে সাক্ষাৎদানকারীদের মতে নারীরা সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কম সময় পান অথবা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোর পাতে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। অপর দিকে স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত পরিলক্ষিত হয় । এমনকি সরকারি বরাদ্দ পাতেও নারী সদস্যদের অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ সাংসদ হিসাবে দায়িত্ব পালন

৫.৩.১ সংরক্ষিত আসনে দায়িত্ব পালন

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বর্তমান ও সাবেক সাংসদরা তাদের দায়িত্ব পালন কালীন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদি নানা দিক তুলে ধরেছেন। যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ

দায়িত্ব পালনে কি কি সুবিধা থাকা প্রয়োজন এ প্রশ্নের জবাবে সাক্ষাৎদানকারীরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছেন। এবং তাদের প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুবিধা সমূহের ক্রমান্বয়ে র‍্যাংকিং করা হয়েছে। এর মধ্যে সাক্ষাৎদানকারীরা পাঁচটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

টেবিল ৫.১৩ ঃ সাংসদদের সুবিধা সমূহের র‍্যাংকিং

দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সুবিধা	র‍্যাংক
নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি উপজেলায় সম্ভব না হলে জেলায় একটি অফিস তৈরী	১
স্বীয় নির্বাচনী এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাধারণ সদস্যদের সাথে সাথে সংরক্ষিত নারী সাংসদদের সম্পৃক্ত করণ ।	২
যথাযথ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।	৩
নির্বাচনী এলাকায় মহিলাদের উন্নয়নে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন এবং কমিটিকে যথাযথ ভাবে ক্ষমতায়ন করা	৪
নির্বাচনী এলাকার নারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের জন্য বিশেষ সহায়তা ফান্ড প্রদান।	৫

উপরোক্ত টেবিল ৫.১৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নারী সাংসদরা স্বীয় নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এর জন্য প্রথমেই তারা স্বীয় নির্বাচনী এলাকায় অন্তর্ভুক্তি প্রতিটি উপজেলায় সম্ভব না হলেও অন্তত পক্ষে জেলা পর্যায়ে একটি অফিস স্থাপনকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এর পরে তারা স্বীয় নির্বাচনী এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাধারণ সাংসদদের পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেছেন। যথাযথ দায়িত্ব পালনে তারা প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট এর অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরেছেন। যেমন ব্যক্তিগত সচিব, পিয়ন, অফিস রুম, টেলিফোন, নিরাপত্তা রক্ষী ইত্যাদি । এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সকল লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদানের কথা তারা উল্লেখ করেছেন।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদ স্বীয় এলাকায় নারী সমাজের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ লক্ষ্যে তারা প্রস্তাব করেছেন সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের নেতৃত্বে নির্বাচনী এলাকায় মহিলাদের উন্নয়নে বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং এ কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

অবহেলিত শোষিত বঞ্চিত নারী সমাজের উন্নয়নে বিশেষ অনুদান সহায়তা প্রদান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সে জন্য বিশেষ ফান্ড বরাদ্দ দিতে হবে।

৫.৩.২ দায়িত্ব পালনে বাধা সমূহ

সাক্ষাৎকারদানকারী শতকরা ৮০% উত্তরদাতাই বলেছেন যে, তারা দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন । অপর দিকে ২০% উল্লেখ করেছেন তারা কোন বাধার সম্মুখীন হননি। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদরা দায়িত্ব পালনে তাদের যে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে নিম্নরূপ

১। সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব তাদের মতে, দায়িত্ব পালনে প্রধান বাধা হচ্ছে মহিলা সাংসদদের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব। সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকাতে নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আসন সমূহের সাংসদদের সাথে তাদের সম্পর্ক কিরূপ হবে কিংবা নির্বাচনী এলাকায় তারা কি পরিমাণ উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারবেন তার সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

২) পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে উদ্ভূত বাধা সমূহঃ

জাতীয় সংসদে মনোনীত সংসদ সদস্যরা যেহেতু পুরুষ সাংসদদের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেহেতু পুরুষ সদস্যবৃন্দ থেকে তাদেরকে নানাবিধ টিপ্পনি/টিটকারী সহ্য করতে হয়। অধিক বক্তৃতা প্রদান করতে গেলে তাদেরকে শুনতে হয়েছে- অপনারা হচ্ছেন সাংসদদের অলংকার, শোভাবর্ধনকারী, আপনাদের এতো বক্তব্য রাখার দরকার নেই।

৫.৩.৩ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য

দায়িত্ব পালনে ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মহিলা সাংসদ অভিযোগ করেছেন যে, তারা পুরুষ সাংসদদের তুলনায় অধিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষ সদস্যরা তাদের অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত হতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এবং সিংহভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যরা একাই সব কাজ করেছেন।

৫.৩.৪ নির্বাচনী এলাকার ব্যাপ্তি

প্রায় প্রতিটি সংরক্ষিত আসন গড়ে দশটি সাধারণ আসনের সমান। তাই এই বিশাল এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা অনেকটা সমস্যা সৃষ্টি করে। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ বলেছেন তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় বেশির ভাগ অংশে কখনো যায়নি অপর দিকে ২০% বলেছেন তারা আংশিক অংশে গিয়েছেন।

৫.৩.৫ সরাসরি আসন নারীদের নির্বাচনী অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে নির্বাচন এখন সবচাইতে ব্যয় বহুল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। উন্নত বিশ্বে নির্বাচনের সুবিখ্যাত নিয়ম কানুন রয়েছে। যেমন, নির্বাচনী ব্যয়কে করমুক্ত করে রাখা নির্বাচনী ব্যয়ের সুস্পষ্ট হিসাব রাখা ইত্যাদি । কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশে এর উল্টো, নির্বাচনে অর্থ এখনো বিরাট ফ্যাক্টর । নির্বাচনী প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে) অর্থ পালন করে প্রধান ভূমিকা। একজন প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, তার দলীয় পরিচয়, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদির চাইতেও বড় ভূমিকা পালন করে অর্থ।[৪]

আর তাই সাক্ষাৎদানকারী, সরাসরি সাধারণ আসনে নির্বাচনে নির্বাচিত সাংসদদেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তারা নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় আর্থিক সংকটের সমস্যায় পড়েছেন। তারা বলেছেন প্রতিপক্ষ পুরুষ সদস্যরা তাদের কালো টাকা দিয়ে অনেক এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করেছেন। এমনকি ভোট পর্যন্ত ক্রয় করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী হিসাবে প্রতিপক্ষ পুরুষদের মোকাবেলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্তর অর্থের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে নারী সদস্যদের। তাই সরাসরি আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের মতামত হচ্ছে পুরুষ সাংসদেরা নির্বাচনী আইন ভঙ্গকরে অধিক টাকা ব্যয় করেছেন। যা নির্বাচন কমিশনের কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। অপরদিকে নারীদের নির্বাচনের জন্য আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ভাবে একটা ফান্ড অথবা দলীয় ভাবে একটা ফান্ড দেওয়া প্রয়োজন। অর্থ শক্তির সঙ্গে পেশী শক্তির একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে (বিশেষ করে রাজনীতির কথা নির্বাচনের রাজনীতিতে)। ফলে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে মাস্তান প্রসঙ্গে একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের সশস্ত্র ও দুর্বৃত্তের ঘৃণ্য তৎপরতায় অনেক সময়, অনেক স্থানে নির্বাচন অর্থহীন হয়ে পড়ে । যেভাবে হোক জিততে হবে- এমানসিকতা থেকেই আসে নির্বাচনে মাস্তান ব্যবহারের দুর্বিনীত চিন্তাটি।[৫] আর সরাসরি আসনে প্রতিনিধিত্বকারী অধিকাংশ নারী সাংসদ (৯৬%) বলেছেন যে, প্রতিপক্ষ পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর মাস্তান বাহিনী তাদের নির্বাচনে হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন। অপরদিকে সরাসরি আসনে প্রতিনিধিত্বকারী ৮০ ভাগ নারী বলেছেন, রাজনীতিতে পেশী শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্বৃত্তায়ন তাদের জন্য অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এ সমস্যা মোকাবেলায় তারা মতামত প্রকাশ করেছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরো কঠোর হস্তে এই নির্বাচনে সন্ত্রাস মোকাবেলা করতে হবে।

উত্তরদাতা শতকরা ৭০ ভাগ সাধারণ আসনে নারী সাংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর মাস্তানদের কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন এবং নিরাপত্তা হীনতায় ভুগেছেন ।

৫.৩.৬ নির্বাচনী প্রচারণা

সরাসরি আসনে প্রতিনিধিত্বকারী নারী সাংসদদেরা নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের যে যে সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন তাদের মতে সামাজিক নিরাপত্তা হীনতার জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে অধিক রাত্র পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারেনি। প্রচারণায় অতিমাত্রায় দলীয় পুরুষ কর্মী ও নেতাদের কাছে তারা প্রায় জিম্মি ছিলেন। স্বাধীন ভাবে প্রচারণা করতে পারেনি; নির্বাচনী প্রচারণায় অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং প্রতি ঘরে ভোট চাওয়া তাদের জন্য কঠিন হিসেবে দেখা দিয়েছে। নির্বাচনী মিছিল এবং মিটিং এ তারা অংশ নিলেও পুরুষ প্রতিপক্ষের ন্যায় অতটা সক্রিয় ভাবে অংশ নিতে পারেনি তবে অধিকাংশ মহিলা সাংসদ উল্লেখ করেছেন, নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রচারণায় তারা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না । তারাও নির্বাচনী ক্যাম্প করেছিলেন, মিছিল করেছেন। সংসদ নির্বাচন দলীয় বিধায় অনেকাংশে প্রচারের দায়িত্ব জেলা ও থানা পর্যায়ে দলের অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা গ্রহণ করেছে এবং তারা প্রচার কার্য পরিচালনা করেছে। তবে অধিকাংশ সাংসদ ক্ষোভের সাথে মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি দলীয় ইচ্ছা অনুযায়ী প্রচার কার্য পরিচালনা করতে পারেননি; কেননা দলের হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী প্রচারকার্য পরিচালনা করতে হয়েছে।

৫.৩.৭ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসঃ

সরাসরি আসনে নির্বাচিত বর্তমান বা সাবেক সংসদ সদস্যরা যদিও নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস সম্পর্কীত তথ্য প্রদানে ছিলেন খুবই সতর্ক এবং অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তবে তাদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়।

টেবিল ৫.১৪ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস

ব্যয় উৎস	%
পরিবার	৫০%
নিজস্ব	২২%
দলীয়	১০%
অন্যান্য	১৮%
মোট	১০০%

রেখচিত্র ৫.১৯ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস

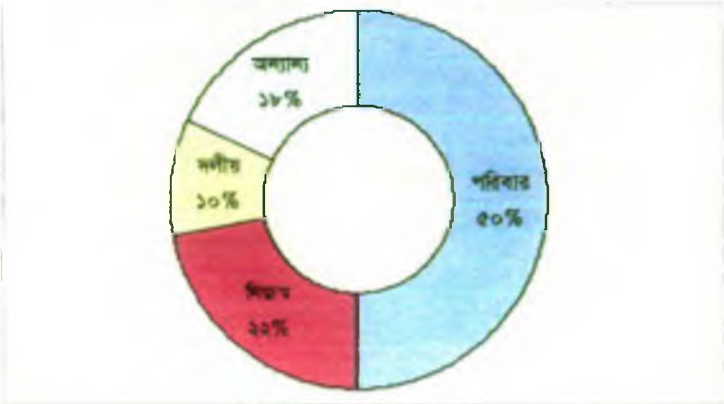

নির্বাচিত সাংসদদের নির্বাচনী ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ (৫০%) এসেছে পারিবারিক সহযোগিতা থেকে, অপরদিকে নির্বাচনী ব্যয়ের ২২% এসেছে নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল বা ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে। অপরদিকে দল থেকে মোট ব্যয়ের ১০% পাওয়া গেছে দলীয় উৎস থেকে ও অন্যান্য উৎস (যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, প্রবাসী বন্ধু, বান্ধবী) থেকে নির্বাচনে ১৮% ভাগ অর্থ এসেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মহিলা সাংসদ জানিয়েছেন নির্বাচনে শুধু মাত্র মনোনয়ন লাভের জন্য দলকে ডোনেশন বা চাঁদা হিসেবে নির্বাচনী ব্যয়ের চেয়ে তিন গুণ অর্থ দিয়েছেন ।

৫.৪ সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কে মনোভাব মানক

বর্তমান গবেষণায় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব নির্ণয়ে তিন মাত্রার লিকার্টের মনোভাব মানক স্কেল ব্যবহৃত হয়েছে। এই মানকে (মতামত জরীপ প্রশ্নের মধ্যে) ১২ টি উক্তির মধ্যে ৪টি ছিল ঋণাত্মক বা নেতিবাচক এবং ৮টি ছিল ধনাত্মক। প্রতিটি উক্তি তিনবিন্দু বিশিষ্ট ছিল। (একমত, নিরপেক্ষ, একমত নই) । প্রতিটি উক্তির জন্য ৩টি খালি বাক্স ছিল, যেখানে (√) টিক চিহ্নের সাহায্যে উত্তরদাতা মতামত প্রকাশ করেছেন। এবং সাধারণ স্কেলের মাধ্যমে একমত এর জন্য ১, নিরপেক্ষ এর জন্য ০ এবং একমত নই এর জন্য -১ স্কেল মান ধরা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনার্থে প্রতিটি উক্তির আলাদা ভাবে বিচার করা হয়েছে এবং প্রতি উক্তির সাথে উত্তর দাতাদের উত্তর দানের স্কোর করার মাধ্যমে উক্তিটি গ্রহণ করা অথবা বর্জন করা হয়েছে। সর্বমোট ৩০০ জন উত্তরদাতা উত্তর দিয়েছেন। এ হিসেবে একটি উক্তির জন্য সর্বোচ্চ মান ৩০০ এবং সর্বনিম্ন মান - ৩০০ এবং মধ্যম মান ০০০ । এখন প্রতিটি উক্তির জন্য প্রাপ্ত সকল উত্তরদাতার উত্তর দানের পর স্কোরিং করে স্কোর সমূহ যোগ করা হবে। যদি কোন উক্তির জন্য প্রাপ্ত মান ধনাত্মক হয় তবে উক্তিটি গৃহীত বলে গণ্য হবে এবং যদি উক্তির জন্য প্রাপ্ত মান

Dhaka University Institutional Repository

ঋনাত্মক হয় তাহলে উক্তিটি বর্জিত বলে বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে ঋণাত্মক উক্তির জন্য ঋণাত্মক মান আসলে ঋণাত্মক উক্তিটি বর্জন করে বিপরীত ধনাত্মক উক্তিতে রূপান্তর করে গ্রহণ করা হবে।

টেবিল ৫.১৫ ঃ মানকের ভিত্তিতে উক্তিগুলো যাচাই

নং	উক্তি (Statement)	উক্তি প্রকৃতি	প্রদত্ত উত্তর			মোট স্কোর	মন্তব্য
			একমত	একমত নয়	নিরপেক্ষ		
১	সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ভাবে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই।	ঋণাত্মক	৬০	২৪০	৫০	-১৮০	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়
২	দলীয়ভাবে নারীদের মনোনয়ন আরো বাড়ানো প্রয়োজন নেই।	ঋণাত্মক	৩০	২৪১	২৯	-২১১	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়
৩	সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন, নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে হওয়া উচিত	ধনাত্মক	১৮০	৭০	৫০	১১০	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য
৪	নির্বাচনী এলাকার সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন শুধুমাত্র নারীদের ভোটে হওয়া উচিত-	ধনাত্মক	১২০	১২০	৬০	০	গ্রহণ/বর্জন করা গেলো না
৫	সাংসদদের নির্বাচিত সাধারণ এমপিদের ভোটে হওয়া উচিত।	ধনাত্মক	৫২	১৮০	৬৮	-১২৮	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়/বর্জন করা হলো
৬	সাংসদদের নারী এমপিদের ক্ষমতা সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ এমপিদের চেয়ে কম।	ধনাত্মক	২০১	৭৯	২০	১২২	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য
৭	সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিরা সাংসদদের কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।	ধনাত্মক	১০০	১১১	৭৯	-১১	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়
৮	সংসদে সংরক্ষিত নারী এমপিদের গুরুত্ব কম দেয়া হয়।	ধনাত্মক	১৪৬	১০১	৫৩	৪৫	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য
৯	মন্ত্রিসভায় আরো অধিক সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকা প্রয়োজন নেই।	ঋণাত্মক	৪৭	২০১	৫২	-১৫৪	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়
১০	সাংসদদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের কোন পার্থক্য নেই	ঋণাত্মক	৮০	১২০	১০০	-৪০	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়
১১	প্রতি জেলার জন্য একজন করে নারী এমপি থাকা উচিত।	ধনাত্মক	১৪০	১৪০	২০	০	গ্রহণ/বর্জন করা গেলো না
১২	যোগ্যতা সম্পন্ন নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কম করেন।	ধনাত্মক	২০৫	৭৫	২০	১৩০	উক্তিটি গ্রহণযোগ্য

৫.৪.১ উক্তিসমূহ গ্রহণ অথবা বর্জন

উপরোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, ১ম উক্তিটি ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ 'সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ভাবে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই।' এ উক্তিটির বর্জন করা হয়েছে। অর্থাৎ জন মতামতে সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ভাবে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

২য় উক্তিটি ছিল ঋণাত্মক , অর্থাৎ 'দলীয় ভাবে নারীদের মনোনয়ন আরো বাড়ানো প্রয়োজন নেই।' এ উক্তিটিও বর্জন করা হয়েছে। অর্থাৎ জন মতামতে দলীয় ভাবে নারীদের জন্য মনোনয়ন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় উক্তিটি ছিল ধনাত্মক অর্থাৎ 'সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন, নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোট হওয়া উচিত।' এ উক্তিটি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীদের নির্বাচন নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের ভোটে হওয়া উচিত বলে প্রমাণ করে।

৪র্থ উক্তিটি ছিল ধনাত্মক অর্থাৎ 'নির্বাচনী এলাকার সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন শুধুমাত্র নারীদের ভোটে হওয়া উচিত।' এ উক্তিটির মতামত জরীপে ফলাফল শুন্য । সুতরাং এ উক্তিটি গ্রহণ বা বর্জন করা গেল না। কেননা পক্ষে বিপক্ষে মতামত সমান।

৫ম উক্তিটি ছিল ধনাত্মক অর্থাৎ 'সংরক্ষিত আসনের নারীদের নির্বাচন সাংসদদের নির্বাচিত সাধারণ এমপিদের ভোটে হওয়া উচিৎ।' এ উক্তিটি বর্জন করা হয়েছে। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন সাংসদদের নির্বাচিত এমপিদের ভোটে হওয়া উচিৎ নয় বলে মতামতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ উক্তিটি ধনাত্মক অর্থাৎ 'সংসদের নারী এমপিদের ক্ষমতা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত পুরুষ এমপিদের চেয়ে কম।' এ উক্তিটি গ্রহণ করা হয়েছে। বেশীর ভাগ মতামত দানকারী এ উক্তির পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ পুরুষ সদস্যদের ক্ষমতা নারী সদস্যদের চেয়ে বেশী, মতামতে এটাই প্রতীয়মান হয় । এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাই মতামত জরীপে উঠে এসেছে । পুরুষ সদস্যরা বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন তাই মতামতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৭ম উক্তিটি ধনাত্মক অর্থাৎ সংরক্ষিত নারী এমপিরা সংসদের কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ উক্তিটি বর্জন করা হয়েছে। মতামত জরীপে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদরা যে বৈষম্যের শিকার তাই প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা সাংসদদের কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তাই মতামত জরীপে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮ম উক্তিটি ধনাত্মক অর্থাৎ 'সংসদে সংরক্ষিত নারী এমপিদের গুরুত্ব কম দেয়া হয়' এ উক্তিটি মতামতে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদদের ভিতর এবং বাহিরে সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিদের গুরুত্ব কম দেয়া হয় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে মতামত জরীপে । সুতরাং সংরক্ষিত আসনের নারীদের গুরুত্ব বেশী দেবার জন্য মতামত জরীপে মতামত প্রকাশিত হয়েছে।

৯ম উক্তিটি ঋণাত্মক অর্থাৎ মন্ত্রি সভায় আরো অধিক সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকার প্রয়োজন নেই। জনমত জরিপে এ মন্তব্যটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০ম উক্তিটি ঋণাত্মক অর্থাৎ 'সাংসদদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের সাথে কোন পার্থক্য নেই।' এ উক্তিটি বর্জন করা হয়েছে। কেননা সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামত দানকারী এ উক্তিটির সাথে একমত হতে পারেননি। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সাংসদদের চেয়ে পুরুষ সাংসদদের প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে।

১১তম উক্তিটি ধনাত্মক অর্থাৎ 'প্রতি জেলার জন্য একজন নারী এমপি থাকা উচিৎ।' এ উক্তিটি গ্রহণ বা বর্জন করা গেল না। কেননা উক্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান মতামত এসেছে। তাই এ উক্তির ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া গেল না।

১২তম উক্তিটি ধনাত্মক অর্থাৎ 'যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কম করেন।' এ উক্তিটি গ্রহণ করা হয়েছে । মতামতে যোগ্য নারীরা রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করেন। যোগ্য নারী নেতৃত্ব রাজনীতিতে আসুক এটাই সবার প্রত্যাশা।

৫.৫ প্রতিষ্ঠিত নারী / নারী উন্নয়ন কর্মী / রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী

৫.৫.১ সাধারণ তথ্যাবলীঃ

জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণার জন্য সর্বমোট ৭০ জন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। সাক্ষাৎকার দানকারীদের মধ্যে বেশীর ভাগ (৩০ জন) ছিলেন প্রতিষ্ঠিত নারী । প্রতিষ্ঠিত নারীদের মধ্যে আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি পেশার মহিলারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠিত নারীরা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না । এর পর ২৫জন নারী উন্নয়ন কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নারী উন্নয়ন কর্মী বলতে বিভিন্ন উন্নয়ন ধর্মী প্রতিষ্ঠানে (NGO) কর্মরত নীতি নির্ধারণী অবস্থানে আসীন নারী সমাজকেই বেছে নেয়া হয়েছে। এবং এর পর ১৫ জন নারী রাজনৈতিক নেত্রীরা বলতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নারীদের বুঝানো হয়েছে।

অধিকাংশ সাক্ষাৎদানকারীদের বয়স সীমা ছিল ২৫-৫৫ বছরের মধ্যে, এবং অধিকাংশ (৮০%)-ই ছিলেন বিবাহিত। এবং শতকরা (৮২%) ই ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় (স্নাতকোত্তর) শিক্ষিত ।
নিম্নে তাদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.২ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

সাক্ষাৎকারদানকারী শতকরা ৮০ ভাগই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কথা স্বীকার করেছেন, অপরদিকে ২০% ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে পড়া লেখা করার মাধ্যমে উপার্জনশীল হয়ে নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাই রাজনীতিতে বেশী সময় না দিয়ে স্বীয় আত্মনির্ভরতার জন্য অধিক সময় ব্যয় করা উচিত ।

অপরদিকে যারা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন তাদের মতে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। কেননা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এদেশে নারীর অধিকার আদায় সম্ভব নয়। কেননা রাজনীতিবিদরাই সংসদে জাতীর জন্য নীতি নির্ধারণ করেন। তাই নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নারীর উন্নয়নে নীতি নির্ধারণে প্রেশার গ্রুপ (Pressure group) হিসেবে কাজ করতে পারেন। অথবা সরাসরি সংসদে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫.৫.৩ রাজনীতি সম্পৃক্ততা

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% ছিলেন সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত অপরদিকে ৭০% জানিয়েছেন তারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। সাক্ষাৎকারদানকারীদের পরিবারের রাজনীতি সম্পৃক্ত প্রশ্নের উত্তরে ৫০% জানিয়েছেন তাদের পরিবারের কেউ সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয়। ২০% সম্পৃক্ত এবং ৩০% আংশিক সম্পৃক্ত ।

অতএব, একথা বলা যায় যে, সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনা কম । কেননা এতে রাজনীতিতে অসম্পৃক্ত উত্তরদাতার হার ছিল বেশী।

নিম্নে তাদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো –

৫.৫.৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের অন্তরায় সমূহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নানাবিধ অসুবিধার কথা সাক্ষাৎদাতারা তুলে ধরেছেন। সাক্ষাৎকারদানকারী নারী নেতৃবৃন্দ যেহেতু সমাজে উঁচু স্তরের প্রতিনিধি সেহেতু তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে অনুমিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫৫%) বলেছেন সামাজিক অসমতা দূরীকরণে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন । আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীদের রাজনৈতিক সামাজিক সমতা ও নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ অসমতা ।

সামাজিক অসমতা ও নারীর রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা আনয়নে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আভিধানিক অর্থে সমতা (Equality) বলতে বোঝায় সমান হওয়া (State of Being Equal) যেমন আইনের চোখে সমান অধিকারী হওয়া । অথচ বলা হয়ে থাকে, মহিলারা অদ্যাবধি পুরুষের সমান অধিকার অর্জনে সফল হবার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।[৬] অপর পক্ষে আকার আকৃতি, মাত্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমতার অভাবই হচ্ছে অসমতা (Inequality)। বিশেষ করে পদ মর্যাদা, সম্পদ, সুযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অশোভন বা অন্যায্য পার্থক্যই হলো অসমতা।

Encyclopedia of Sociology-তে সামাজিক অসমতা (social inequality) র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Elmer (1981:263) বলেন, সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের সদস্যবৃন্দ অসম পরিমাণ বা মাত্রায় সম্পদ (wealth) খ্যাতি বা ক্ষমতার (power) অধিকারী হয়।

Farichild (1973) সম্পাদিত (Dictionary of Sociology[৭] তে বলা হয়েছে, একটি সমজাতীয় সমাজে (Homogenus Society) প্রধানত পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি, আয়, সম্পদ, রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষা আচার আচরণ এবং নীতির পার্থক্য সূচিত হয়। সামাজিক খ্যাতিতে (Social prestige) যে পার্থক্য সূচিত হয় সেটাই সামাজিক অসমতা।

Scott (1988) তার Dictionary of Sociology[৮] তে সামাজিক অসমতা বলতে গোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের কারণে অসম সুযোগ সুবিধা এবং অসম পুরস্কারের অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন।

Robertson (১৯৮০:২১৩) বলেন, যখন সমাজের কতিপয় লোক অন্যান্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা, সম্পদ অথবা খ্যাতির অধিকারী হয় সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করছে বলা চলে (Social inequality exists where some people have greater share of power, wealth, prestige than others)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সামাজিক সমতা ও অসমতার সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে বিস্তর অসমতা বিদ্যমান রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে এ অসমতা বিদ্যমান। এ অসমতা দূরীকরণে নারী সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে।

তাই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মতে, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সমাজে প্রচলিত নারী পুরুষ অসমতা দূরীভূত করতে হবে। সামাজিক অসমতা দূরীকরণ ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ অসমতার সমাধানে নারীকে আরো বেশী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাই সমাজে বিরাজমান নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অন্যতম বড় সমস্যা সামাজিক অসমতা, লিঙ্গ বৈষম্য। এছাড়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যে যে সমস্যা সমূহ সাক্ষাৎকার দানকারীবৃন্দ সনাক্ত করেছেন তা হচ্ছে আমাদের দেশে বিরাজমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা। এই আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সমাজে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়। সমাজে প্রচলিত বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে মহিলাদের সংরক্ষণ বাদীতা, অতিরিক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং পারিবারিক অসহযোগিতাই এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপরোক্ত অন্তরায় সমূহ দুরীকরণে অধিক শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। নারী শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে সমাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এবং নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় পারিবারিক পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে নারীদের খাপ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কতগুলো যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে সাক্ষাৎকারদানকারী প্রতিষ্ঠিত নারী ও রাজনৈতিক নেত্রী উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশের মতে সর্ব প্রথম প্রয়োজন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতি গভীর বোধগম্যতা। এর পর যে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ব্যক্তিগত শিক্ষা, ধৈর্য, জন সম্পৃক্ততা, পারিবারিক সহযোগিতা, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহে নারীদের বিদ্যমান বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত, এই অবস্থার উত্তরণে রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের আরো সচেতন হতে হবে। ত্যাগী মহিলাদেরকে আরো বেশী দলীয় পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। একই সাথে মহিলা নেত্রীদেরকেও তাদের স্বীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পারিবারিক জীবনে বাধা সৃষ্টি করে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সিংহভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন, যদি পারিবারিক সহযোগিতা থাকে তাহলে কোন সমস্যাই সৃষ্টি করেনা। তবে তাদের মতে, রাজনীতিতে অনেক সময় দেবার ফলে মহিলা কর্মীরা পরিবারের জন্য সময় কম দিতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহের সৃষ্টি করতে পারে ।

বর্তমান জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন না থাকা সম্পর্কে মতামতদানকারীদের সিংহভাগই (৯০%) বিস্ময় প্রকাশ করেছেন । এবং বলেছেন এটা নারী সমাজের উন্নয়নের প্রতি আঘাত স্বরূপ।

৫.৫.৫ সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ -

সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে শতকরা ৯২% ভাগই সমর্থন করেন। অপর দিকে মাত্র

রেখচিত্র ৫.২০ : সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা

৮% এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না । যারা সমর্থন করেন তাদের মধ্যে সিংহভাগই উল্লেখ করেছেন, এর ফলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া তারা আরো উল্লেখ করেছেন, আসন সংরক্ষণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়।

সাংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে নারী আসন ৪৫ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৫০% এটা সমর্থন করেন ৩০% সমর্থন করেন না এবং ২০% উত্তর দানে বিরত ছিলেন। কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ৪৫টি আসন সকলেই অপর্যাপ্ত মনে করেছেন, এবং যারা এটা সমর্থন করেন না তাদের বেশীর ভাগের মতামত ছিল যে নারীদের জন্য প্রতিটি জেলায় ১ টি আসন সংরক্ষণ করা উচিত।

সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত ঐ সম্পর্কে উত্তরদাতারা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। টেবিল ৫.১৬ এ তাদের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৫.১৬ ঃ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি	মতামতদানকারীর সংখ্যা	%
নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের ভোটে	১৩৫	৪৫%
নির্বাচনী এলাকার শুধুমাত্র নারী ভোটারের ভোটে	১২০	৪০%
সংসদে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলের আসনের আনুপাতিক হারে	৩০	১০%
নির্বাচিত সাধারণ এমপিদের ভোটে	১২	৪%
অন্যান্য	৩	১%
মোট	৩০০	১০০%

টেবিল ৫.১৬ এ দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে আয়োজনের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। কেননা এতে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের জবাবদিহিতা থাকবে এবং সংসদে তারা কম অবহেলার শিকার হবেন।

অপরদিকে ৪০ ভাগ মতামত দানকারী মনে করেন, নারী সাংসদদের নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচনী এলাকার নারী ভোটারদের ভোটে হওয়া উচিত। কেননা তারা শুধুমাত্র নারীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং এতে নারীদের প্রতি তাদের জবাবদিহিতা বাড়বে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান আমলে একবার সংরক্ষিত নারী সংসদ নারীদের ভোটে নির্বাচনের কথা তারা তুলে ধরেন ।

সংসদে নারী প্রতিনিধি বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে উত্তরদাতারা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। টেবিল ৫.১৭ অনুযায়ী দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন যে, রাজনৈতিক-

টেবিল ৫.১৭ ঃ সংসদে নারী সদস্য বাড়ানোর উপায়

উপায়	সংখ্যা	%
রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক মনোনয়ন দেওয়ার সময় এক তৃতীয়াংশ আসনে নারীদের মনোনয়ন দান	১৯৫	৬৫%
আসন সংরক্ষণ	৬০	২০%
রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো	৩০	১০%
অন্যান্য	১৫	৫%
মোট	৩০০	১০০%

দলগুলো যদি তাদের মোট মনোনয়নের মধ্যে ১/৩ অংশ আসনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দেন তাহলে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না । অপরদিকে ২০% উত্তর দাতা আসন সংরক্ষণকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণে নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারীর প্রতি পুরুষ সাংসদদের অবহেলা এবং স্পীকার কর্তৃক নারী সাংসদের সময় না দেয়া ইত্যাদিই প্রধান।

জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৫৫%) প্রার্থীর দলীয় পরিচিতি বা প্রতীককে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, এর পর ৪০% উত্তরদাতা প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইমেজ এবং ৫% উত্তরদাতা অন্যান্য (প্রার্থীর অতীত ইতিহাস, পারিবারিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব) দিক লক্ষ্য করেন।

রেখচিত্র ৫.২১ ঃ ভোটদানের সময় লক্ষণীয় বিষয়

উপরোক্ত মতামত সমূহ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কেননা অধিকাংশ উত্তরদাতাই ভোটদানে দলীয় প্রতীক বা পরিচিতিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে । তাই প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে আরো অধিক সংখ্যক মহিলাকে মনোনয়ন দিতে হবে। এতে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদে আসতে পারবে এবং যাদের বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

সাক্ষাৎকার দানকারীরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

টেবিল ৫.১৮ ঃ নারীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বাধাসমূহ

বাধা	%
পারিবারিক	৩০ %
সামাজিক	৩২%
শিক্ষায় অনগ্রসরতা	০৮%
ধর্মীয়	৭%
অর্থনৈতিক	২০%
অন্যান্য	৩%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.২২ ঃ নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধাসমূহ

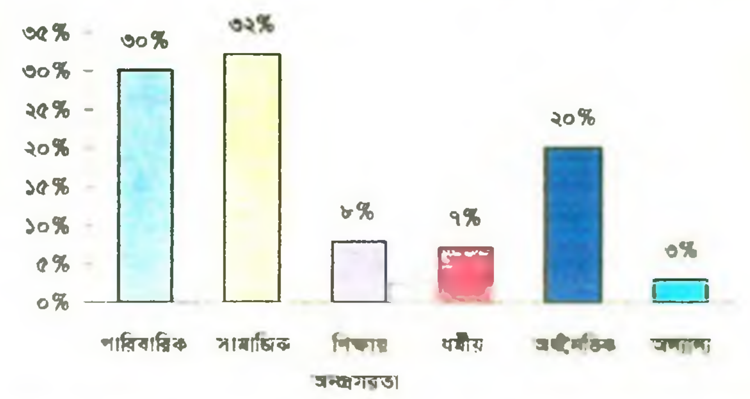

সাক্ষাৎকারদানকারী প্রতিষ্ঠিত নারী, উন্নয়নকর্মীদের মতামত অনুযায়ী সামাজিক বাধা হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রধান বাধা। শতকরা ৩২ ভাগ উত্তরদাতা এ মতামত ব্যক্ত করেছেন, সমাজে বিরাজমান নেতিবাচক বাধা, যদিও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবার অনেক সহযোগিতা করেছে কিন্তু ৩০ ভাগের ক্ষেত্রে পরিবারের অসহযোগিতা ও রক্ষণশীল মনোভাব নারীর রাজনীতিকে অংকুরেই বিনষ্ট করে ফেলে, এ ছাড়া অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাও একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, ঢাকা বাংলাদেশ।

২. মো মামুনুর রশিদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারী বাস্তবতা ও করনীয়, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ঢাকা স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ফেব্রুয়ারী ২০০৪, দশম বর্ষঃ একত্রিশ তম সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ২৫।

৩. তারেক শামছুর রহমান সম্পাদক বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, আতাউর রহমান বাংলাদেশে এখন এসে দাড়িয়েছে একটি পরিবর্তনের দ্বার প্রান্তে ঢাকা উত্তরণ ২০০০,পৃ-৫৮

৪. আতাউর রহমান ২০০০, পৃ. ৫৮-৫৯

৫. হাবিবুর রহমান, সামাজিক অসমতাতত্ত্ব ও গবেষণা, ঢাকাঃহাসান বুক হাউস,১৯৯৫, পৃ-১

৬. Oxford Advanced leaness *Dictionary of current English,* Encyclopedia Edition'

৭. Farichild (1973), *Dictionary of Sociology.*

৮. Scott (1988), *Dictionary of Sociology*

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব

৬.১ জাতীয় সংসদে নারী ঃ ১৯৭০ এর নির্বাচন

পাকিস্তান আমলে দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসান কল্পে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন।[১] পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইনগত কাঠামো আদেশ[2] জারি করেন, যার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যক্ত করেন। এ আদেশে সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলে ও ৫টি মূল নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। যার মধ্যে ২টি মূলনীতি ছিল-

মূলনীতি ৩. সংবিধানকে অবশ্যই গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং তাতে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারও --- থাকতে হবে।

মূলনীতি ৫. পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণকে জাতীয় বিষয়সমূহে অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।[৩]

উপরোক্ত মূলনীতি সমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার এ শব্দ সমূহের মধ্যে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ মহিলারাও ভোটাধিকার প্রদান করবে, এবং মূলনীতি ৫ অনুযায়ী সকল অঞ্চলের জনগণকে জাতীয় বিষয়সমূহে অংশগ্রহনের মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রেসিডেন্ট ১৯৭০ এর ২৮ মার্চ জাতীয় পরিষদের আসন বন্টন কাঠামো ঘোষণা করেন এবং প্রাদেশিক সরকারের সদস্য সংখ্যা সহ আইনগত কাঠামো সংবিধান তৈরীর সময়সীমা বেধে দেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের জন্য ৩১৩টি আসনের প্রস্তাব রাখেন এবং নারীদের জন্য ১৩টি সংরক্ষিত আসন রাখার প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ নারীদের জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণে পূর্ব পাকিস্তানে ৭টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। যার ভিত্তিতে ১৯৭০ এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪]

১৯৭০ এর নির্বাচনের রেজিষ্টার্ড ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৬.৯৪ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৩০.৫ মিলিয়ন পুরুষ এর ২৬.৪৪ মিলিয়ন মহিলা ভোটার। নির্বাচনে ৬০% ভোট পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহিলা ভোটার।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ১০টি মহিলা আসন সংরক্ষিত হিসেবে রাখা হয়।[৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাল সমূহ হচ্ছে যথাক্রমে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১।

টেবিল ৬.১ ঃ এক নজরে সংসদীয় নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১)

এক নজরে সংসদীয় নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১)								
	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৮৬	১৯৮৮	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৬	২০০১
	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৫ম সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
সরকার পদ্ধতি	সংসদীয়	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	সংসদীয়	সংসদীয়	সংসদীয়
ক্ষমতাসীন দল	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জাতীয় পার্টি	তত্ত্বাবধায়ক সরকা	বিএনপি	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	তত্ত্বাবধায়ক সরকার
প্রধান নির্বাচন কমিশন	বিচারপতি মোঃ ইদ্রিস	বিচারপতি নুরুল ইসলাম	বিচাপরতি এটিএম মাসুদ	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	বিচারপতি আবদুর রউফ	বিচারপতি সাদেক	জনাব আবু হেনা	আবু সাঈদ
নির্বাচনের তারিখ	৭মার্চ, ৭৩	১৮ ফেঃ ৭৯	৭ মে, ৮৬	৩মার্চ, ৮৮	২৭ ফ্রেঃ, ৯১	১৫ ফেঃ ৯৬	১২ জুন,৯৬	১অক্টোঃ ০১
কত আসনে প্রতিদ্বন্দিতা হয়েছে	২৮৯	৩০০	৩০০	২৮১	৩০০	২৫২	৩০০	৩০০
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	১১	-	-	১৯	-	৪৮	-	০
নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারী দল ও জোট	১৪	২৯	২৮	৮	৭৫	৪৩	৮১	৫৫
স্বতন্ত্রসহ মোট প্রার্থী	১০৯১	২১২৫	১৫২৭	৯৭৮	২৭৮৭	১৪৫০	২৫৭৪	২৫৬৩
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৩৬৩৮৬৮	৪৭৯১২৪৪৩	৪৯৮৬৩৮২৯	৬২১৮১৭৪৩	৫৬১৬৩২৯৬	৫৬৮৮৭৫৮৮	৭৪৯৪৬৩৬৮
প্রাপ্ত ভোট	১৯৩২৯৬৮৩	১৯৬৭৬১২৪	২৮৫৩৬৬৫০	২৮৮৭৩৫৪০	৩৪৪৭৭৮০৩	পাওয়া যায় নি	৪২৫৫২১৪৯	৫৬১৮৫৭০৭
দলীয় আসন সংখ্যা	আওয়ামী লীগ ২৯৩ অন্যান্য-৭	বিএনপি-২০৭ আঃলীগ (মালেক)-৩৯ অন্যান্য-৫৪	জাতীয় পার্টি-১৫৩ আঃ লীগ-৭৬, অন্যান্য-৭১	জাতীয় পার্টি-২৫১ অন্যান্য-৪৯	বিএনপি-১৪০, আঃ লীগ-৮৮, অন্যানা-৭২	বিএনপি-২৭৮ অন্যান্য-১১	আঃ লীগ-১৪৬, বিএনপি-১১৬ অন্যান্য-৩৮	বিএনপি-১৯৯, আঃলীগ-৬২, অন্যান্য-৩৯
নির্বাচন কেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২০৯৩	২৪১৫৪	২১১০৬	২৫৯৫৭	২৯৯৭৮

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যে ৪টি নির্বাচন হয় প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থার অধীনে এবং ৪টি হয় সংসদীয় ব্যবস্থায় , ৩টি নির্বাচন (১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১) হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। নিম্নে প্রতিটি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব আলোচিত হলো ।

৬.২ প্রথম জাতীয় সংসদ ঃ ১৯৭৩

ক) গঠন ঃ প্রথম সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ১৫ জন সংরক্ষিত মহিলাসহ ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে।

খ) সাধারণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচন ও ভোটার

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭৩ এবং সংসদের মেয়াদ কাল ছিল। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩১৫ জন। কেননা ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। নিম্নের টেবিলে এক নজরে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬. ২ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	৫ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৩
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	৬ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৩
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	৮ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৩
ঘ. নির্বাচন তারিখ	৭ মার্চ ১৯৭৩

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

উপরোক্ত টেবিল অনুযায়ী প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ এবং বাছাই করা হয় ৬ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৩।

টেবিল ৬.৩ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	৩,৫২,০৫.৬৪২ জন
পুরুষ ভোট	
মহিলা ভোট	
খ. মোট দেয় ভোট	১,৯৩,২৯,৬৮৩ জন (৫৪.৯০%)
গ. মোট বৈধ ভোট	১,৮৮,৫১,৮০৮ (৫৩.৫৪%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	১৫,০৮৪

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

এ সংসদের ভোট বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৩,৫২,০৫.৬৪২ জন যার মধ্যে ৪৯% ছিল মহিলা ।

গ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি

প্রথম জাতীয় সংসদে মহিলা ভোটার ছিল ৪৮% কিন্তু জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৪.৮%

রেখচিত্র ৬.১ ঃ প্রথম সংসদে ভোটার বিভাজন

ঘ) প্রথম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশনঃ

টেবিল ৬.৪ ঃ সংসদ কার্যক্রম ও উপস্থিতি

অধিবেশন	অধিবেশন সময়সীমা		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি			
	শুরু	শেষ	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ	
১	৭ এপ্রিল, ৭৩	১৯ এপ্রিল, ৭৩	৭		৭		২৭৮.১৯	২৯৯	২৩০	
২	২রা জুন ৭৩	১০ জুলাই ৭৩	৩৬	১	৩৭	১৩৭	২৪৫.১৪	২৮৫	২০২	
৩	১৫ মে, ৭৩	২৬ মে, ৭৩	৯	১	১০	৩২	২৪৮.৩০	২৬৫	২০৬	
৪	১৫ জানু, ৭৪	৫ ফেঃ ৭৪	১৪	১	১৫	৫৬	২৪৯.৭৫	২৭৬	২২৪	
৫	৩রা জুন ৭৪	২২ জুলাই ৭৪	৩২	৩	৩৫	১২৯	২৩৭.৬৫	২৬৬	২৮৯	
৬	১৯ নভে, ৭৪	২৩ ডে, ৭৪	৫		৫	২০.৫৫	২৬৬.৫৫	২৬৬.৪	২৮৬	২৫১
৭	২০ জানু ৭৫	২৮ জানু ৭৫	২		২	৪.৪৬	২৯৪.৫	৩০৯	২৮০	
৮	২৩ জুন ৭৫	১৭ জুলাই ৭৫	২০		২০	৪৬.৫৪	২২৬.৬২	২৮৩	১৮৫	

উৎসঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৪ দেখা যায় ১ম সংসদে মোট ৮টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্ত হয় ১৭ জুলাই ১৯৭৫, মোট কার্যদিবস ছিল ১৩৪ দিন, গড় উপস্থিতি তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

ঙ. প্রথম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে, প্রথম সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ)বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৫ঃ প্রথম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব (নারী ও পুরুষ)

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩১৫	৩০০	১৫
সংরক্ষিত মহিলা আসন	১৫		১৫
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

চ. প্রথম জাতীয় সংসদঃ নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময় সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল, কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা র্নিভর করে তার বয়সের উপর এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. প্রথম জাতীয় সংসদ ঃ সাংসদদের জন্ম তারিখ সীমা

প্রথম জাতীয় সংসদের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৫০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়স সীমা ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৫০। নির্বাচনকালীন বয়স সীমাকে গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখেও ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৬ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদঃ পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম তারিখ সীমা

জন্ম বয়স সীমা	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
১৯০১-১৯১০	৩.৭৭%	-
১৯১১-১৯২০	১০.৬২%	-
১৯২১-১৯৩০	৩১.৮৫%	৭.১৪%
১৯৩১-১৯৪০	৩৫.২৭%	৮৫.৭১%
১৯৪১-১৯৫০	১৮.৪৯%	৭.১৪%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

টেবিল ৬.৬ এ প্রথম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সন দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় ১ম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩৫.২৭%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৩৯- ১৯৪০ এর মধ্যে এবং সর্ব নিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদের জন্ম হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে মাত্র ৩.৭৭%, অপরদিকে সংসদে প্রতিনির্ধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৮৬ জন মহিলা সাংসদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালে মধ্যে। অপরদিকে ৭ ভাগ করে মহিলা সাংসদদের জন্ম সন ছিল ১৯২১-১৯৩০ এবং ১৯৪১-১৯৫০ । অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৩১ হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত , কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৯০১-১৯২০ সালের মধ্যে জন্ম গ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায় না।

জ. প্রথম সংসদে নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ

টেবিলটিতে ১ম সংসদে নির্বাচন কালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়স সীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৭ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
২১-৩০	১৩.০৬%	২৮.৫৭%
৩১-৪০	৩২.৩০%	৫৭.১৪%
৪১-৫০	৩৪.৭১%	১৪.২৯%
৫১-৬০	১৬.৪৯%	
৬১-৭০	২.০৬%	
৭১-৭৯	০.৩৪%	
৭১-৮০	১.০৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের নির্বাচিত হবার সময় গড় বয়স মহিলাদের থেকে বেশী ছিল। পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়স শ্রেণীর সীমা ছিল ২১ হতে ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত, যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে(৩৪.৭১%), যার পরেই ছিল ৩১-৪০ বছর (৩২.৩০%), ৫১-৬০ বছর বয়সের মধ্যে (১৬.৪৯%) অপরদিকে ৭১-৮০ বছর বয়স সীমার মধ্যে নির্বাচিত পুরুষ এমপি ছিলেন৭.০৩%।

অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা এমপিদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা মাত্র ৩টি শ্রেণী (২১-৫০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৫৭ ভাগ নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স ছিল ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, ৫১-৮০ বছর বয়স সীমার পুরুষ সাংসদ ছিল, কিন্তু এই বয়সী কোন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত ছিল না।

ঝ. রাজনীতির অভিজ্ঞতা ঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু

টেবিলটিতে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্য কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে ।

টেবিল ৬.৮ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
স্বতন্ত্র	০.৮৩%	
কৃষক রাজনীতি	০.৮৩%	
শ্রমিকদল	০.৮৩%	
সরাসরি মূল দল	৪১.৩২%	৯২.৮৬%
ছাত্র রাজনীতি	৫৬.২০%	৭.১৪%
মোট	১০০.০০%	১০০%

উপরোক্ত টেবিল দুটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬.০২% অতীত জীবনে সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু মাত্র ৭.১৪% ভাগ মহিলা সাংসদদের রাজনীতির হাতে খড়ি হয় ছাত্র জীবনে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে । তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সিংহভাগ মহিলাই (৯২.৮৬%) মূল রাজনৈতিক দলে সরাসরি যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করে। তাই বলা যায়, রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলা সাংসদদের তুলনায় পুরুষ সাংসদদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা বেশী। এছাড়াও দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক রাজনীতি এবং শ্রমিক রাজনীতি থেকে ও অনেক পুরুষ সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল , যা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

ঞ. সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স

টেবিল ৬.৯ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে। নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

টেবিল ৬.৯ প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স

রাজনীতিতে যোগদান বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫ এর নীচে	৬.৯১%	
১৫-২৪	২৬.০৬%	২১.৪৩%
২৫-৩৪	১.০৬%	৪২.৮৬%
৩৫-৪৪	১৫.৪৩%	৩৫.৭১%
৪৫-৫৪	২৩.৯৪%	
৫৫-৬৪	২১.৮১%	
৬৫-৭৪	৪.৭৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (২৬.০৬%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়স সীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ৪৫-৫৪ বছর (২৩.৯৪%) অপরদিকে ৬.৯১ ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। অপরদিকে দেখা যায়, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (৪২.৮৬%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ২৫-৩৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে, এর পরে ৩৫-৪৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে ৩৫.৭১ ভাগ মহিলা সাংসদ রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন।

ট. সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.১০ প্রথম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা

রাজনীতিতে যোগদানের সাল	পুরুষ %	মহিলা%
১৯২১-১৯৩০	১.০৪%	
১৯৩১-১৯৪০	৩.১৩%	
১৯৪১-১৯৫০	২০.৮৩%	

১৯৫১-১৯৬০	৪২.৭১%	৭.১৪%
১৯৬১-১৯৭০	৩০.২১%	৬৪.২৯%
১৯৭৩	২.০৮%	২৮.৫৭%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.১০ এ দেখা যায়, বেশীর ভাগ (৬৪.২৯%) মহিলা সাংসদ ১৯৬১-৭০ সালের মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দেন, অপরদিকে ৬০ এর দশকের পূর্বে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মাত্র ৭.১৪% ভাগ নারী সাংসদদের আর যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ২৮.৫৭ ভাগ সাংসদ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। অপরদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশীর ভাগ (৪২.৭১%) পুরুষ সাংসদ ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ পুরুষ সাংসদরা তুলনামূলক বিচারে মহিলাদের পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দেয়। লক্ষণীয় যে যেখানে মহিলা সাংসদদের রাজনীতি শুরু ১৯৫০ এরও পরে কিন্তু পুরুষদের শুরু ১৯২০-৩০ এর মধ্যে।

ঠ. নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান ঃ

নিম্নের টেবিলে ৬.১১ তে দেখনো হয়েছে যে ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচনের কত সময় পূর্বে পুরুষ ও মহিলা সাংসদরা রাজনীতিতে যোগদান করেছেন।

টেবিল ৬.১১ ঃ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিনপূর্বে পুরুষ ও মহিলা সাংসদরা রাজনীতিতে যোগদান করেছে

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা%
০-১	০.০০%	২৮.৫৭%
২-৫	৮.১১%	৪২.৮৬%
৬-১০	১৪.৮৬%	১৪.২৯%
১১-১৫	১৩.৫১%	৭.১৪%
১৬-২০	২৭.০৩%	৭.১৪%
২১-২৫	২৫.৬৮%	
২৬-৩০	২.৭০%	
৩১-৩৫	৪.০৫%	
৩৫-৪০	৪.০৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে প্রায় ৭০ ভাগ মহিলা সাংসদই নির্বাচনের পূর্বে কয়েক বছরের মধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন, অপরদিকে অধিকাংশ পুরুষ সাংসদ রাজনীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করেছেন নির্বাচনের ১৬ থেকে ২৫ বৎসর পূর্বে। মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্বাচনের বছর অথবা তার আগের বছর রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ২৮.৫৭% ভাগ মহিলা সাংসদ, অপরদিকে নির্বাচনে ২-৫ বছর পূর্বের সময়সীমার মধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন সর্বোচ্চ ৪২.৮৬ ভাগ মহিলা সাংসদ। উপরোক্ত উপাত্ত থেকে বলা যায়, অন্য অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও মহিলা সাংসদদের রাজনীতেতে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বাচন অংশগ্রহণ। অর্থাৎ সুবিধাবাদী চরিত্রের ন্যায়, সাংসদ হবার জন্য সুযোগ বুঝে নির্বাচনের কিছু পূর্বে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

ঠ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তির সন ঃ

টেবিল ৬.১২ তে মহিলা ও পুরুষ সাংসদদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে।

টেবিল ৬.১২ প্রথম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা %
মোক্তারশীপ	৪.১০%	
আইন	১৮.৬৬%	৭.১৪%
আইএ	১০.৪৫%	
ননম্যাট্রিক	৫.৬০%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৭৫%	
ব্যরিষ্টার	৩.৩৬%	
ম্যাট্রিক	৯.৭০%	১৪.২৯%
এমবিবিএস	৭.৮৪%	
এলএমএফ	০.৩৭%	
মাস্টার্স	১৪.৫৫%	৩৫.৭১%
স্নাতক	২০.১৫%	৩৫.৭১%
পিএইচডি	২.২৪%	৭.১৪%
সিএ	২.২৪%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, ১ম সংসদে ননম্যাট্রিক থেকে পিএইচডি ডিগ্রীধারী পর্যন্ত পুরুষ সাংসদ ছিল। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ম্যাট্রিক (১৪.২৯%) এবং পিএইচ ডি ডিগ্রী ধারী মহিলা সাংসদদের হার ৭.১৪% পুরুষ সাংসদদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখা যায়, যার মধ্যে ব্যরিষ্টার, এমবিবিএস, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। মহিলাদের মধ্যে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী সাংসদদের সংখ্যা ৩৫.৭১ ভাগ করে। অপরদিকে পুরুষ সাংসদদের ১৪.৫৫ ভাগ মাস্টার্স এবং ২০.১৫ ভাগ স্নাতক।

ত. প্রথম সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতিঃ

প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তিকরে একটি সামাজিক পরিচিত বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৬.১৩ এ প্রথম জাতীয় সংসদের মহিলা ও পুরুষ সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ ছিল আইনজীবি। অপরদিকে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ।

টেবিল ৬.১৩ প্রথম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা%
আইনজীবি	২১.৯২%	
ইঞ্জিনিয়ার	১.৩৭%	
ব্যবসায়ী	১১.৬৪%	
রাজনীতি	১৭.১২%	২১.৪৩%
কৃষিজীবি	১৩.৭০%	
সমাজসেবা	৬.১৬%	২৮.৫৭%
সাংবাদিক	৩.৪২%	
শিক্ষাবিদ	১৩.৭০%	৫০.০০%
শিল্পপতি	৫.৪৮%	
চিকিৎসক	৫.৪৮%	
অন্যান্য	০.০০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

থ. প্রথম জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনঃ

প্রথম জাতীয় সংসদে ৪টি সংবিধান সংশোধনী বিলসহ সর্বমোট ১৫৪টি বিল গৃহীত হয়, ১৯৭৩ সালে ৩৪টি বিল গৃহীত হয়, ১৯৭৪ সালে ৭৬টি এবং ১৯৭৫ সালে ৪৪টি।

দ. প্রথম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তিঃ

১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন। এই সংসদ ২ বছর ৬ মাস স্থায়ী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদঃ সাধারণ তথ্যাবলীঃ নির্বাচন ও ভোটার

ক. গঠনঃ

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। সংসদের মেয়াদকাল ছিল। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। টেবিল ৬.১৪ অনুযায়ী একনজরে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো–

টেবিল ৬.১৪ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ ১৯৭৯

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	১৬ জানুয়ারী ১৯৭৯
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	১৭ জানুয়ারী ১৯৭৯
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	২১ জানুয়ারী ১৯৭৯
ঘ. নির্বাচন তারিখ	১৮ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৯

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ১৬ জানুযায়ী ১৯৭৯ সালে, বাছাই করা হয় ১৭ জানুযায়ী এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ফ্রেরুয়ারী।

টেবিল ৬.১৫ এ দ্বিতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৩৮৭৮৯২৩৯ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ২০০৩৪৭১৭ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ১৮৭৫৪৫২২ জন।

টেবিল ৬.১৫ - দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	৩,৮৭,৮৯,২৩৯ জন
পুরুষ ভোট	২,০০,৩৪,৭১৭ জন
মহিলা ভোট	১,৮৭,৫৪,৫২২ জন
খ. মোট দেয় ভোট	১,৯৬,৭৬,১২৪ জন (৫০.৯৪%)
গ. মোট বৈধ ভোট	১,৯২,৬৮,৪৩৭ (৪৯.৬৭%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২১,৯০৫

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধিঃ মোট ভোটারের ৪৮% ছিল মহিলা ভোটার কিন্তু সংসদে মাত্র ৯.৭% মহিলা প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান ছিল।

রেখচিত্র- ৬.২ ঃ ২য় সংসদে ভোটার বিভাজন

গ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশনঃ

টেবিল ৬.১৬ সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন নং	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি (দিন)		
	শুরু	শেষ	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	২রা এপ্রি, ৭৯	৭ এপ্রিল ৭৯	৪	১	৫	৩৪.১৩	৩১৯.২০	৩১১	৩১৭
২	২১ মে ৭৯	৩০ জুন ৭৯	৩২	৩	৩৫	১৭৩.৩২	২৯৫	৩১০	২৪৮
৩	১ ফেব্রু ৮০	৪ঠা এপ্রিল, ৮০	৩৩	৫	৩৮	১১০.১৬	২০০.৭৬	২৩১	১৬৩
৪	২২মে ৮০	২৬ জুলাই ৮০	৪৬	২	৪৮	২১২.৫৩	২৩১.৭৯	২৮৮	১৮১
৫	২৮নভ ৮০	৩১ ডিঃ ৮০	১৯	৩	২২	৯৩.০৬	২৩৪.৩৬	২৭০	১৭৬
৬	১৩ এপ্রিল ৮১	২রা মে ৮১	১২	২	১৪	৭৩.১৪	২৬৪	২৭৫	১৯৮
৭	২১ মে ৮১	১০ জুলাই ৮১	৩১	৩	৩৪	১৪৬.২৭	২৩৫.১৫	২৯১	১৭৭
৮	১৫ ফেব্রু ৮২	২রা মার্চ ৮২	১০		১০	৪০.৫৩	২৫১	২৬৫	২৩৫

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা

টেবিল ৬.১৬ এ দেখা যায় ২য় সংসদে মোট ৮টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ২রা এপ্রিল ১৯৭৯ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ২রা মার্চ ১৯৮২ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ২০৬ দিন। গড় উপস্থিতির হার ছিল ২৫০দিন, যার মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.১৭- দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্ব মোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	২৯৯	০১
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		
সাধারণ আসন	৩০০		

ঙ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমার জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়স ও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

চ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের জন্ম তারিখ সীমাঃ

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৬০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৫০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচন কালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.১৮ এ ২য় সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় ২য় সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩২.৬৬%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৩১-১৯৪০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে মাত্র ২.৩৬%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.১৮ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম সাল সীমা	পুরুষ %	মহিলা%
১৯০১-১৯১০	২.৩৬%	
১৯১১-১৯২০	৮.০৮%	৩.৩৩%
১৯২১-১৯৩০	২৪.২৪%	১৩.৩৩%
১৯৩১-১৯৪০	৩২.৬৬%	৩৬.৬৭%
১৯৪১-১৯৫০	২৮.২৮%	৪৬.৬৭%
১৯৫১-১৯৬০	৪.৩৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৪৬.৬৭ জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬.৬৭% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে। ১৩.১৩% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২১-১৯৩০ সালের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ৩.৩৩% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১-১৯২০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৩১-১৯৪০ কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০। পুরুষদের বেলায় ১৯০১-১৯১০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

ছ. দ্বিতীয় সংসদে সাংসদদের নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স

টেবিল ৬.১৯ এ দ্বিতীয় সংসদে নির্বাচন কালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.১৯ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	৭.১৪%	৩.২৩%
৩১-৪০	৩২.৯৯%	৬১.২৯%
৪১-৫০	৩১.৬৩%	২২.৫৮%
৫১-৬০	২২.১১%	৯.৬৮%
৬১-৭০	৫.৪৪%	৩.২৩%
৭১-৮০	০.৬৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের নির্বাচিত হবার সময় গড় বয়স (৪১%) মহিলাদের থেকে বেশী ছিল। পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ছিল ৩১-৪০ বছরের মধ্যে যার পরেই ছিল ৪১-৫০ বছর (৩১.৬৩%) ৫১-৬০ বছরের মধ্যে (২২.১১%)। অপরদিকে ৭১-৮০ বছর মধ্যে সাংসদ ছিলেন .৬৮%। অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ছিল (২১-৭০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৬১.২৯% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। লক্ষ্যণীয় যে ৭১-৮০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

জ. রাজনীতির অভিজ্ঞতাঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু

টেবিল ৬.২০ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্যকোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৬.২০ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান

রাজনীতি শুরু	পুরুষ %	মহিলা%
যুব রাজনীতি	০.৩৪%	
শ্রমিক রাজনীতি	০.৬৮%	
সরাসরি মূল দল	৬৬.৫৫%	১০০%
ছাত্র রাজনীতি	৩২.৪৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬.৫% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৩২.৩৪%, যুব ও শ্রমিক রাজনীতির হার অত্যন্ত নগণ্য যথাক্রমে .৩৪% ও .৬৮% । অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ১০০% ই সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। তাদের রাজনীতির কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। যা পুরুষ সাংসদদের অনেক বেশী।

ঝ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

নিম্নের টেবিল এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.২১ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানের বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫ এর নীচে	৪.৪৩%	৯.৬৮%
১৫-২৪	৩৩.৯৫%	৪১.৯৪%
২৫-৩৪	২৫.৮৩%	৩৮.৭১%
৩৫-৪৪	১৬.৯৭%	৬.৪৫%
৪৫-৫৪	১৫.৫০%	
৫৫ এর উপরে	৩.৩২%	৩.২৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩৩.৯৫%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (২৫-৩৪) বছর (২৫.৮৩%) অপরদিকে ৪.৪৩ ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। ১৬.৯৭% এবং ১৫.৫০% রাজনীতি শুরু করেছেন যথাক্রমে ৩৫-৪৪ এবং ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৫৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ৩.৩২%। অপরদিকে দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (৪১.৯৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে। এর পরে ৩৫-৪৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে ৩৮.৭১% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

ঞ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.২২ তে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৩০.৬৬) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭৮-৭৯ সনের মধ্যে। ২৮.১০% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে। ১৬.৪২% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.২২ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান সন	পুরুষ %	মহিলা %
১৯০১-১৯১০	০.৭৩%	
১৯১১-১৯২০	০.৩৬%	
১৯৩১-১৯৪০	৩.৬৫%	
১৯৪১-১৯৫০	১১.৩১%	

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১-১৯৬০	১৬.৪২%	১২.৯০%
১৯৬১-১৯৭০	২৮.১০%	১৬.১৩%
১৯৭০-১৯৭৭	৮.৭৬%	
১৯৭৮-৭৯	৩০.৬৬%	৭০.৯৭%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় ১৯০১-১৯১০ সালের মধ্যে পুরুষ সাংসদদের রাজনীতিতে আগমনের হার .৭৩% কিন্তু নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বাধিক (৭০.৯৭%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭৮ সালে, ১৬.১৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে এবং বাকী ১২.৯০% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিকই রাজনীতি শুরু করেছেন নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে। মহিলা এবং পুরুষ উভয় সাংসদদের ক্ষেত্রেই তা সত্য।

ট. নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিল এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৮.২৮% নির্বাচনে ১ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে তারপরেই ১৪.৮১% যোগ দিয়েছে ২১-৩০ বছর পূর্বে।

টেবিল ৬.২৩ ঃ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পুরুষ সাংসদরা নির্বাচনের
কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %
০-১	২৮.২৮%
২-৫	৬.৪০%
৬-১০	৪.৪২%
১১-১৫	৯.০৯%
১৬-২০	১২.৪৬%
২১-৩০	১৪.৮১%
৩১-৪০	১২.৪৬%
৪১-৫০	৪.৭১%
৫১-৬০	২.০২%
৬০-৭০	১.৩৫%
মোট	১০০.০০%

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে হাতে খড়ি নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.২৪ ঃ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (মহিলা)

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	%
১৪-১৮ বৎসর পূর্বে	৬.৪৫%
২৩-২৭ বৎসর পূর্বে	১২.৯০%
২ বৎসর পূর্বে	৩.২৩%
৯-১২ বৎসর পূর্বে	৯.৬৮%
কয়েক মাস পূর্বে	৬৭.৭৪%
মোট	১০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.২৪ এ লক্ষণীয় যে মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ৬৭.৭৪% নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এতে বুঝা যায় সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্যই মহিলা সাংসদদের সংসদে নেয়া হয়েছে।

ঠ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তকাল

টেবিল ৬.২৫ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.২৫ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
অন্যান্য	২.৩৬%	
আইন	২৭.৭০%	
আই এ	৮.৭৮%	২০.০০%
ননম্যাট্রিক	১.৩৫%	
ইঞ্জিনিয়ার	২.৭০%	
ব্যারিস্টার	২.৩৬%	
ম্যাট্রিক	৫.৭৪%	৫.৭১%
এমবিবিএস	৩.৩৮%	
মাদ্রাসা	১.৬৯%	
মাষ্টার্স	১২.১৬%	৩৭.১৪%
স্নাতক	৩০.৭৪%	৩৭.১৪%
পিএইচডি	০.৩৪%	
সিএ	০.৬৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৩.৭৪ % স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আইন (২৭.৭০%), মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ১২.১৬% এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা .৩৪% এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.১০% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আই. এ ২০%।

ত. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন ঃ

টেবিল ৬.২৬ ঃ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

শিক্ষা সমাপ্তির সন	পুরুষ %	মহিলা %
১৯২০-২৯	০.৫৮%	
১৯৩০-৩৯	১.১৬%	
১৯৪০-৪৯	১৩.২৯%	
১৯৫০-৫৯	২৮.৩২%	৬.৬৭%
১৯৬০-৬৯	৩৭.৫৭%	৬০.০০%
১৯৭০-৭৯	১৯.০৮%	২৬.৬৭%
১৯৮০		৬.৬৭%
মোট	১০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.২৬ এ দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৭.৫৭%) পুরুষ সাংসদ ১৯৬০-৬৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। ২য় সংসদের মহিলা সাংসদদের টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সর্বাধিক ৬০% মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৬০-১৯৬৯ সালে তারপরেই ২৬.৭% শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৭০-১৯৭৪ সালের মধ্যে।

থ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতিঃ

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৬.২৭ তে ২য় জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (৩৫.৪৮%) দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন সমাজসেবী (২৯.০৩%), এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯.৩৫% মহিলা সাংসদ ছিলেন গৃহিনী। রাজনীতি থেকে সংসদে এসেছেন মাত্র ৯.৬৮% মহিলা সংসদ। ব্যবসায়ী ও আইনজীবি মহিলা সাংসদও ছিলেন যথাক্রমে ৩.২৩% এবং ৩.২৩%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.২৭ ঃ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ%	মহিলা%
আইনজীবি	২৬.০৯%	৩.২৩%
প্রকৌশলী	০.৩৩%	
ব্যবসায়ী	২৯.১০%	৩.২৩%
রাজনীতিক	৪.৬৮%	৯.৬৮%
কৃষিজীবি	১৪.৭২%	
শ্রমিক নেতা	১.০০%	
সমাজসেবী	১.০০%	২৯.০৩%
সরকরি কর্মকর্তা	২.৩৪%	
সামরিক কর্মকর্তা	৪.০১%	
সাংবাদিক	১.৬৭%	
বিচারপতি	০.৩৩%	
শিক্ষাবিদ	৭.৩৬%	৩৫.৪৮%
শিল্পপতি	৩.০১%	
সিএ	০.৬৭%	
চিকিৎসক	৩.৬৮%	
গৃহিণী		১৯.৩৫%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

দ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনঃ

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে দুইটি সংবিধান সংশোধনী বিলসহ সর্বমোট ৬৫টি বিল গৃহিত হয়। বিল গুলি গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য, যেহেতু তারা সরকারি দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন।

ধ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি :

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন। এই সংসদ প্রায় ৩ বছর স্থায়ী ছিল।

৬.৪ তৃতীয় জাতীয় সংসদঃ সাধারণ তথ্যাবলী, নির্বাচন ও ভোটার

ক) গঠনঃ

তৃতীয় জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলাসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। সংসদের

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদকাল ছিল ৭৫ দিন। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। টেবিল ৬.২৮ অনুযায়ী একনজরে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.২৮ ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৬

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	**তথ্য পাওয়া যায় নাই**
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	তথ্য পাওয়া যায় নাই
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	তথ্য পাওয়া যায় নাই
ঘ. নির্বাচন তারিখ	৭ মে ১৯৮৬

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ৭ মে ১৯৮৬ সালে, বাছাই করা হয় ১৭ জানুযায়ী এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ফ্রেরুয়ারী।

টেবিল ৬.২৯ এ তৃতীয় জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৪,৭৮,৭৬,৯৭৯ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ২,৪৯,৩৫,৯৯৩ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২,২৩,৮৯,৮৯৩ জন।

টেবিল ৬.২৯ ঃ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	**৪,৭৮,৭৬,৯৭৯ জন**
পুরুষ ভোট	২,৪৯,৩৫,৯৯৩ জন
মহিলা ভোট	২,২৩,৮৯,৮৯৩ জন
খ. মোট দেয় ভোট	২,৮৯,০৩,৮৮৯ জন (৬০.৩১%)
গ. মোট বৈধ ভোট	২,৮৫,২৬,৬৫০ (৫৯.৫৮%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৩,২৭৯

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধিঃ

৪৭% মহিলা ভোটার কিন্তু ১০.৬% মহিলা প্রতিনিধিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৬.৩ : সংসদে ভোটার বিভাজন

সংসদ কার্যক্রম ও উপস্থিতি

টেবিল ৬.৩০ : তৃতীয় জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন নং	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সমাপ্ত	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	১০ জুলাই, ৮৬	২২ জুলাই ৮৬	৮		৮	২৯.০১	১৬৯	১৭৫	১৫৯
২	১০ নভেঃ ৮৬	১০ নভে	১		১	৫.০৮		২২৫	
৩	২৪ জানু ৮৭	২৫ মার্চ ৮৭	৩৫	৬	৪১	১৮৭.০২	২৫৭.৩২	৩০৪	১৩১
৪	১১ জুন ৮৭	১৩ জুলাই ৮৭	২৫		২৫	১৪৬.৩০	২৪৯.২৪	২৯৫	১৭১

উৎস : জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ৬.৩০ দেখা যায় তৃতীয় জাতীয় সংসদে মোট ৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ১০ জুলাই, ৮৬ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ১৩ জুলাই ১৯৮৭সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ৭৪ দিন।

গ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে তৃতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৩১ - তৃতীয় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	৩০০	৩০
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		৩০
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় সংসদে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩০ টি। এর মধ্যে মহিলা সাংসদ ছিল ৩০ জন।

ঘ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স ঃ

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়স ও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের জন্ম তারিখ সীমাঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৬০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৬০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে। টেবিল ৬.৩২তে তৃতীয় সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় তৃতীয় সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৪০.১৩%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৪১-১৯৫০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ থেকে ১৯২০ এর মধ্যে মাত্র ২.৭২%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৩২ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯১১-১৯২০	২.৭২%	
১৯২১-১৯৩০	১৭.০১%	
১৯৩১-১৯৪০	২৩.৮১%	৩৬.২৩%
১৯৪১-১৯৫০	৪০.১৩%	৩৬.৩৭%
১৯৫১-১৯৬০	১৬.৩৩%	২৭.৪০%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৩৬.৩৭% জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬.২৩%জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে। সর্বনিম্ন ২৭.৪০% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৩১-১৯৪০ এর মধ্যে পুরুষদের বেলায় ১৯১১-১৯২০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

তৃতীয় সংসদে সাংসদদের নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৬.৩৩ এ তৃতীয় সংসদে নির্বাচন কালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৩৩ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	২.০৪%	
৩১-৪০	৩২.৬৫%	৩৬.৩৬%
৪১-৫০	৩৬.৭৩%	৫৪.৫৫%
৫১-৬০	১৮.৩৭%	৯.০৯%
৬১-৭০	৯.৫২%	
৭১-৮০	০.৬৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের নির্বাচিত হবার সময় বয়স মহিলাদের থেকে বেশী ছিল। পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ছিল ৩১-৪০ বছরের মধ্যে(৩২.৬৫%), যার পরেই ছিল ৫১-৬০ বছর

Dhaka University Institutional Repository

(১৮.৩৭%) ৬১-৭০ বছরের মধ্যে (৯.৫২%) অপরদিকে ৭১-৮০ বছর মধ্যে সাংসদ ছিলেন .৬৮%। অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ছিল (৩১-৬০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৫৪.৫৫% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩৬.৩৬% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৩১-৪০বছরের মধ্যে, লক্ষণীয় যে ৭১-৮০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. রাজনীতির অভিজ্ঞতাঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু

টেবিল ৬.৩৪ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্যকোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৩৪ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	০.৫৮%	
সরাসরি মূল দল	৪৭.৩৭%	৮২.৩৫%
ছাত্র রাজনীতি	৫২.০৫%	১৭.৬৫%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৭.৩৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৫২.০৫%, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতির হার অত্যন্ত নগণ্য ০.৫৮%। অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৮২.৩৫% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ছাত্ররাজনীতি থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন ১৭.৬৫%। যা পুরুষ সাংসদদের অনেক বেশী।

ছ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

টেবিল ৬.৩৫ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স দেখানো হয়েছে। নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

টেবিল ৬.৩৫ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫-২৪	৬৯.৩৯%	২৭.২৭%
২৫-৩৪	২৩.১৩%	২৭.২৭%
৩৫-৪৪	৪.৭৬%	৩৬.৩৬%

Dhaka University Institutional Repository

৪৫-৫৪	০.৬৮%	৯.০৯%
৫৫-৬৪	০.৬৮%	
৬৫-৭৪	১.৩৬%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৬৯.৩৯%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (২৫-৩৪) বছর (২৩.১৩%), অপরদিকে ৪.৭৬% ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে এবং ০.৬৮% রাজনীতি শুরু করেছেন ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৫৫-৬৪ বছরের মধ্যে রাজনীতি শুরু করেছেন ০.৬৮%, ৬৫-৭৪ বছরের মধ্যে রাজনীতি শুরু করেছেন ১.৩৬%। অপরদিকে দেখা যায় যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (৪১.৯৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ২৫-৩৪ বছরের মধ্য। এর পরে ৩৫-৪৪ বছর বসয়সীমার মধ্যে ৩৮.৭১% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

জ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.৩৬ তে তৃতীয় জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৪৩.৩৩%) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ১৯.৩৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। ১৩.০০% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৭১-৮০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.৩৬ ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান সাল	পুরুষ %	মহিলা %
১৯৪১-৫০	১০.০০%	
১৯৫১-৬০	১৯.৩৩%	২.৯৪%
১৯৬১-৭০	৪৩.৩৩%	৮.৮২%
১৯৭১-৮০	১৬.০০%	২৯.৪১%
১৯৮১-৯০	১১.৩৩%	৫৮.৮২%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, সর্বাধিক (৫৮.৮২%) নারী রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৮১-৯০ সালে, ২৯.৪১% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে, এবং ৮.৮২% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

ঋ. নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৫.৩৩% নির্বাচনে ২১-২৫ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৮.০০% যোগ দিয়েছে ১৬-২০ বছর পূর্বে।

টেবিল ৬.৩৭ ঃ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে পুরুষ ও মহিলা সাংসদরা রাজনীতিতে যোগদান করেছে

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা%
০-১	১০.০০%	৫৫.৮৮%
২-৫	১.৩৩%	২.৯৪%
৬-১০	১৩.৩৩%	২০.৫৯%
১১-১৫	২.৬৭%	৮.৮২%
১৬-২০	১৮.০০%	৫.৮৮%
২১-২৫	২৫.৩৩%	২.৯৪%
২৬-৩০	৯.৩৩%	২.৯৪%
৩১-৩৫	১০.০০%	
৩৬-৪০	৬.০০%	
৪১-৪৫	৪.০০%	
৪৬-৫০	০.০০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত ৪.৩৭ এ টেবিল লক্ষণীয় যে, মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ৫৫.৮৮% নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এতে বুঝা যায় সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্যই মহিলা সাংসদদের সংসদে নেয়া হয়েছে।

এ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.৩৮ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৩৮ ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
আইন	২২.৫৬%	৮.৮২%
আইএ	৭.৯৩%	৮.৮২%
নন ম্যাট্রিক	১.২২%	২৬.৪৭%
ইঞ্জিনিয়ার	৩.০৫%	
ব্যারিষ্টার	১.২২%	২.৯৪%

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাট্রিক	৩.৬৬%	১৪.৭১%
এমবিএ	০.৬১%	
এমবিবিএস	২.৪৪%	২.৯৪%
মাদ্রাসা	৩.০৫%	
মাস্টার্স	২০.৭৩%	১৭.৬৫%
স্নাতক	৩২.৩২%	১৭.৬৫%
পিএইচ ডি	১.২২%	
সিএ	০.০০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩২.৩২% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আইন (২২.৫৬%), মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ২০.৭৩% । এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.১২%। এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ১৭.৬৫% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী। আইনও রয়েছে, আই, এ ৮.৮২%। লক্ষণীয় যে, সর্বোচ্চ ২৬.৪৭% নননম্যাট্রিক।

টেবিল ৬.৩৯ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

শিক্ষা সমাপ্তির সন	পুরুষ %	মহিলা%
১৯৩০-৩৯	০.৭৬%	
১৯৪০-৪৯	২.২৭%	
১৯৫০-৫৯	১২.৮৮%	১১.৭৬%
১৯৬০-৬৯	৩০.৩০%	২৩.৫৩%
১৯৭০-৭৯	৪১.৬৭%	৫৮.৮২%
১৯৮০-৮৯	১০.৬১%	৫.৮৮%
১৯৯০-৯৯	১.৫২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.৩৯ এ দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪১.৬৭%) পুরুষ সাংসদ ১৯৭০-৭৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ৫৮.৮২% মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৭০-১৯৭৯ সালে, তারপরেই ২৩.৫৩% শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৬০-১৯৬৯ সালের মধ্যে ।

ট. তৃতীয় জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। তৃতীয় জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন গৃহিণী (২৬.৪৭%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন সমাজসেবী (২৩.৫৩%), ২০.৫৯% মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ। রাজনীতি থেকে সংসদে এসেছেন মাত্র ১৪.৭১% মহিলা সাংসদ। আইনজীবি মহিলা সাংসদ ছিলেন ১১.৭৬%।

টেবিল ৬.৪০ ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা%
আইনজীবী	১৭.৫৯%	১১.৭৬%
ইঞ্জিনিয়ার	১.৫১%	
ব্যবসায়ী	৩৪.১৭%	
মং রাজা	০.৫০%	
রাজনীতি	১০.৫৫%	১৪.৭১%
কৃষিজীবি	৬.৫৩%	
শ্রমিক নেতা	০.৫০%	
কূটনীতিক	০.৫০%	
সম্পাদক	১.০১%	
সমাজসেবী	২.০১%	২৩.৫৩%
সরকারি আমলা	২.০১%	
সামরিক কর্মকর্তা	৭.০৪%	
সাংস্কৃতিক কর্মী	০.৫০%	
সাংবাদিক	২.০১%	
বিচারপতি	০.৫০%	
শিক্ষাবিদ	৬.০৩%	২০.৫৯%
শিল্পপতি	৪.৫২%	
চিকিৎসক	২.৫১%	২.৯৪%
গৃহিণী		২৬.৪৭%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. তৃতীয় জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন

তৃতীয় জাতীয় সংসদে একটি সংশোধনী বিলসহ সর্বমোট ৩৯টি বিল গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৯৮৬ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ছিল ১টি। এই বিলটি সংবিধান সংশোধনী বিল। ১৯৮৭সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।

দ. তৃতীয় জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি

১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন। এই সংসদ ১৭ মাস স্থায়ী ছিল।

৬.৫ চতুর্থ জাতীয় সংসদ সাধারণ তথ্যাবলীঃ নির্বাচন ও ভোটার

ক) গঠন

চতুর্থ জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে। কোন সংরক্ষিত আসন ছিলনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩০০ জন। উল্লেখ্য, ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। টেবিল ৬.৪১ অনুযায়ী এক নজরে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.৪১ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৮

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	তথ্য পাওয়া যায় নাই
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	তথ্য পাওয়া যায় নাই
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	তথ্য পাওয়া যায় নাই
ঘ. নির্বাচন তারিখ	৩ মার্চ ১৯৮৮

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

টেবিল ৬.৪২ এ চতুর্থ জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৪,৯৮,৬৩,৮২৯ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ২,৬৩,৭৯,৯৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২,৩৪,৮৩,৮৮৫ জন।

টেবিল ৬.৪২ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য ঃ

ক. মোট ভোটার	**৪,৯৮,৬৩,৮২৯ জন**
পুরুষ ভোট	২,৬৩,৭৯,৯৪৪ জন
মহিলা ভোট	২,৩৪,৮৩,৮৮৫ জন
খ. মোট দেয় ভোট	২,৮৮,৭৩,৫৪০ জন (৫৪.৯৩%)
গ. মোট বৈধ ভোট	২,৮৫,২৬,৬৫০
ঘ. পোলিং সেন্টার	২২,৩৯৩

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

Dhaka University Institutional Repository

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি ঃ

৪৭% মহিলা ভোটার কিন্তু ১.৩% মহিলা প্রতিনিধিত্ব

রেখচিত্র ৬.৪ ঃ মহিলা ভোটার ও পুরুষ ভোটার

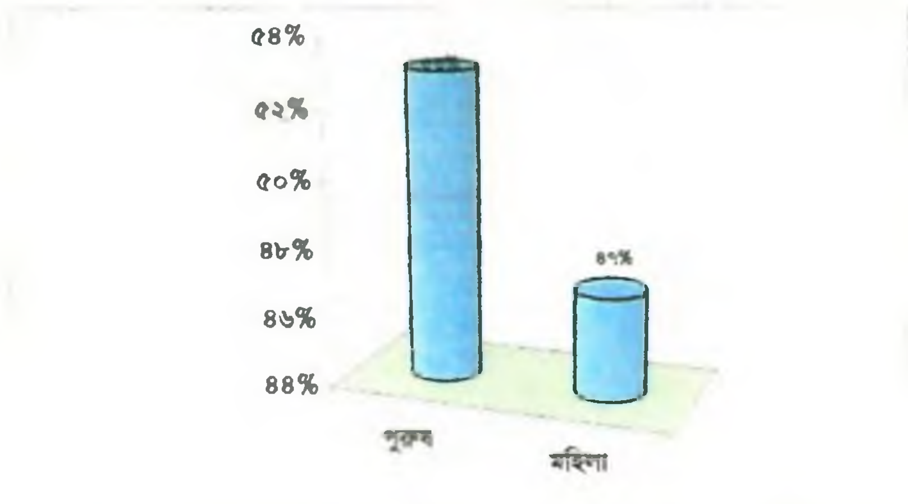

গ. চতুর্থ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশনঃ

টেবিল ৬.৪৩ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সময়	সরকারী	বেসরকারী	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	২৫ এপ্রিল ৮৮	১১ জুলাই ৮৮	৪৩	৪	৪৭	২৩০.০৫	২৩৮	২৭৮	১৯৯
২	১৬ অক্টোঃ ৮৮	১৯ অক্টোঃ ৮৮	৪		৪	২৬.০৮	২৬২.২	২৭৩	২৪৪
৩	১ ফেঃ ৮৯	২ মার্চ ৮৯	১৯	১	২০	১০২.৫১	২২৫.১৯	২৫৫	১৭৮
৪	২২ মে ৮৯	১০ জুলাই ৮৯	৩২	৩	৩৫	১৬০.৪৫	২১৪.২৫	২৭৪	১৪৯
৫	৪ঠা জানু ৯০	৮ ফেঃ ৯০	২১	৫	২৬	১৫৫.০৯	১৬৮.৭	২৯২	১৪৪
৬	৩রা জুন ৯০	১লা আগষ্ট ৯০	৩১	৪	৩৫	১২৫.২৮	২০৮.২৩	২৬১	১৬৪
৭	২৫ আগষ্ট ৯০	২৫ আগষ্ট ৯০	১			৫.১৩		২৭৫	

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ৬.৪৩ এ দেখা যায় চতুর্থ সংসদে মোট ৭টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ২৫ এপ্রিল ১৯৮৮ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ২৫ আগষ্ট ১৯৯০ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ১৯৮ দিন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. চতুর্থ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে চতুর্থ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৪৪ - চতুর্থ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩০০	৩০০	------
সংরক্ষিত মহিলা আসন	-----		------
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

ঙ. নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম তারিখ সীমা ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৬০। । গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৪৫ তে চতুর্থ সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় চতুর্থ সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৪৬.১৫%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৪১-১৯৫০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ থেকে ১৯২০ এর মধ্যে মাত্র ১.১০%।

টেবিল ৬.৪৫ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের বয়সসীমা (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা %
১৯১১-১৯২০	১.১০%	
১৯২১-১৯৩০	১৪.২৯%	২৪.৯২%
১৯৩১-১৯৪০	১৯.৭৮%	২৪.৯৬%
১৯৪১-১৯৫০	৪৬.১৫%	২৫.০৩%
১৯৫১-১৯৬০	১৮.৬৮%	২৫.০৯%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ সীমা ছিল ১৯২১-১৯৬০ কিন্তু পুরুষ সাংসদরা আরো আগে জন্ম নেয়। দেখা যায় শতকরা ২৫.০৩% জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। ২৫.০৯%জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৫১-১৯৬০সালের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ২৪.৯২% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২১-১৯৩০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৪১-১৯৫০ কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৫১-১৯৬০, পুরুষদের বেলায় ১৯১১-১৯২০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৪.৪৬ এ চতুর্থ সংসদে নির্বাচনকালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৪৬ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা %
২১-৩০	২.২০%	
৩১-৪০	২৬.৩৭%	২৫.০০%
৪১-৫০	৪৫.০৫%	৭৫.০০%
৫১-৬০	১৮.৬৮%	
৬১-৭০	৭.৬৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে (৪৫.০৫%), যার পরেই ছিল ৩১-৪০ বছর (২৬.৩৭%), ৫১-৬০ বছরের মধ্যে (১৮.৬৮%)।অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ৩১-৫০ বৎসরের এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৭৫% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৪১-৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে । লক্ষণীয় যে ২১-৩০ এবং ৫১-৭০ বৎসর বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. রাজনীতির অভিজ্ঞতাঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু (রাজনীতির হাতে খড়ি)

টেবিল ৬.৪৭ এ পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু কিভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল ৬.৪৭ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা
(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা %
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	০.৮৩%	
সরাসরি মূল দল	৪৭.৯৩%	১০০.০০%
ছাত্র রাজনীতি	৫১.২৪%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৭.৯৩% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৫১.২৪% এবং ০.৮৩% ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতি শুরু করেন। অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ১০০% ই সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। তাদের রাজনীতির কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই অর্থাৎ কারো ছাত্র রাজনীতির কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই, যা পুরুষ সাংসদদের অনেক বেশী।

রাজনীতি শুরুর বয়স

টেবিল ৪.৪৮ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স তুলনামূলক দেখানো হয়েছে ।

টেবিল ৬.৪৮ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স
(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা %
১৫ এর নীচে	৩.৩০%	
১৫-২৪	৫২.৭৫%	
২৫-৩৪	৩৬.২৬%	৫০.০০%
৩৫-৪৪	৪.৪০%	৫০.০০%
৪৫-৫৪	০.০০%	
৫৫-৬৪	২.২০%	
৬৫-৭৪	১.১০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৫২.৭৫%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (২৫-৩৪) বছর

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬.২৬%), অপরদিকে মাত্র ৩.৩০% ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। অন্যদিকে ৫৫-৬৪ বছরে রাজনীতি শুরু করেছেন ২.২০%। অপরদিকে দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। মহিলা সাংসদদের সবাই রাজনীতি শুরু করেছিলেন ২৫-৪৪ বছরের মধ্যে।

ছ. চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.৪৯ তে চতুর্থ জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৩৭.৬২%) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ২৭.৭২% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে। ১৩.৮৬% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.৪৯ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন
(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা %
১৯৩১-৪০	২.৯৭%	
১৯৪১-৫০	২.৯৭%	
১৯৫১-৬০	১৩.৮৬%	
১৯৬১-৭০	৩৭.৬২%	২৫.০০%
১৯৭১-৮০	২৭.৭২%	
১৯৮১-৯০	১৪.৮৫%	৭৫.০০%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮১-৯০ সালের মধ্যে নারীদের রাজনীতিতে আগমনের হার সবচেয়ে বেশী ৭৫% অর্থাৎ নারী সাংসদরা নির্বাচনের কয়েক বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। বাকী ২৫% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৮১-১৯৯০ সালের মধ্যে।

জ. নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিল ৬.৫০ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২০.৭৯% নির্বাচনের ৬-১০ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৯.৮০% যোগ দিয়েছে ২১-৩০ বছর পূর্বে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৫০ ঃ নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা %
০-১	৪.৯৫%	২৫.০০%
২-৫	৯.৯০%	৫০.০০%
৬-১০	২০.৭৯%	
১১-১৫	৭.৯২%	
১৬-২০	৮.৯১%	
২১-২৫	১৯.৮০%	২৫.০০%
২৬-৩০	১৬.৮৩%	
৩১-৩৫	২.৯৭%	
৩৬-৪০	২.৯৭%	
৪১-৪৫	২.৯৭%	
৪৬-৫০	১.৯৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্বাচনের ২-৫ বছর পূর্বে সর্বাধিক ৫০% এর রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছে।

ঝ. চতুর্থ জাতীয় সংসদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.৫১ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৫১ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা %
আইন	১৭.৫৯%	
আইএ	১০.১৯%	
নন ম্যাট্রিক	২.৭৮%	
ইঞ্জিনিয়ার	৪.৬৩%	
ব্যারিস্টার	১.৮৫%	
ম্যাট্রিক	৫.৫৬%	২৫.০০%

Dhaka University Institutional Repository

এমবিএ	০.০০%	
এমবিবিএস	০.৯৩%	
মাদ্রাসা	১.৮৫%	
মাস্টার্স	২১.৩০%	২৫.০০%
স্নাতক	৩১.৪৮%	৫০.০০%
পিএইচডি	১.৮৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩১.৪৮% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ২১.৩০%, আইন (১৭.৫৯%)। এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.৮৫%। এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৫০.০০% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও ২৫.০০% মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী এবং ২৫% ম্যাট্রিক পাশ।

টেবিল ৬.৫২ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

শিক্ষা সমাপ্তির সন	পুরুষ %	মহিলা %
১৯৪০-৪৯	২.৫৬%	
১৯৫০-৫৯	১০.২৬%	
১৯৬০-৬৯	২৩.০৮%	
১৯৭০-৭৯	৫৫.১৩%	১০০.০০%
১৯৮০-৮৯	৮.৯৭%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.৫২ এ দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫৫.১৩%) পুরুষ সাংসদ ১৯৭০-৭৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। ৪র্থ সংসদের মহিলা সাংসদদের টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৭০-৭৯ সালে।

ঞ. চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৬.৫৩ তে ৪র্থ জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৫৩ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে পুরুষ সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি
(পুরুষ ও নারীদের তুলনা)

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা %
আইনজীবী	১৩.৮৯%	
ইঞ্জিনিয়ার	২.০৮%	
ব্যবসায়ী	৩৫.৪২%	২৫.০০%
গৃহীণী		২৫.০০%
মং রাজা	০.৬৯%	
রাজনীতি	১০.৪২%	২৫.০০%
কৃষিজীবি	১০.৪২%	
শ্রমিক নেতা	০.৬৯%	
কূটনীতিক	০.৬৯%	
সম্পাদক	১.৩৯%	
সমাজসেবী	১.৩৯%	
সামরিক কর্মকর্তা	১০.৪২%	
সাংবাদিক	০.৬৯%	
শিক্ষাবিদ	৭.৬৪%	২৫.০০%
শিল্পপতি	২.০৮%	
চিকিৎসক	২.০৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

চারজন মহিলা সাংসদদের মধ্যে চারজন ছিলেন চার পেশার; যথাক্রমে শিক্ষাবিদ, গৃহীণি, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক। রাজনীতি থেকে সংসদে এসেছেন মাত্র ১জন মহিলা সংসদ। অপরদিকে পুরুষ সাংসদরা ছিলেন বহুমুখী পেশা থেকে সংসদে আগত, যার সর্বাধিক ৩৫.৪২% ছিলেন ব্যবসায়ী, এর পরেই ছিলেন ১৩.৮৯% আইনজীবি।

ট. চতুর্থ জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন

চতুর্থ জাতীয় সংসদে তিনটি সংবিধান সংশোধনীসহ সর্বমোট ১৪২টি বিল গৃহীত হয়। ১৯৮৮ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ছিল ৪৫টি, ১৯৮৯ সালে ৩৮টি এবং ১৯৯০ সালে ৫৯টি।

ঠ. চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন। এই সংসদ ২ বছর ৭ মাস স্থায়ী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদঃ সাধারণ তথ্যাবলী, নির্বাচন ও ভোটার

ক. গঠন

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। সংসদের মেয়াদকাল ছিল পূর্ণ ৫ বছর। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। টেবিল ৬.৫৪ অনুযায়ী একনজরে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.৫৪ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ ১৯৯১

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	১৪ই জানুয়ারী ১৯৯১
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	২১ জানুয়ারী ১৯৯১
ঘ. নির্বাচন তারিখ	২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১সালে, বাছাই করা হয় ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯১ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

টেবিল ৬.৫৫ এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৬,২০,৮১,৭৯৩ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২,৯০,৪১,০৩৬ জন।

টেবিল ৬.৫৫ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	৬,২০,৮১,৭৯৩ জন
পুরুষ ভোট	৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন
মহিলা ভোট	২,৯০,৪১,০৩৬ জন
খ. মোট দেয় ভোট	৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন (৫৫.৪৫%)
গ. মোট বৈধ ভোট	৩,৪১,০৩,৭৭৭ (৫৪.৯৩%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৪,১৫৪

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি ঃ

৪৭% মহিলা ভোটার কিন্তু ১০.৬% মহিলা প্রতিনিধিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ঃ ৬.৫ মহিলা ও পুরুষ ভোটার

গ. পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশনঃ

টেবিল ৬.৫৬ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সময়	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	৫ এপ্রিল ৯১	১৫ এপ্রিল ৯১	১৯	০৩	২২	১৪০.৪৮	২৫৭.৫	২৯৭	২১৪
২	১১ জুন ৯১	১৪ আগষ্ট ৯১	৩৬	০৭	৪৩	২৪৬.৫৮	২৫৯.২০	৩০৭	১৪৭
৩	১২ অক্টোঃ ৯১	৫ নভেঃ ৯১	১২	০২	১৪	৭০.৩১	২৩৪.০২	২৮৩	১৬৪
৪	৪ জানুঃ ৯২	১৮ ফেঃ ৯২	২১	০৬	২৭	১৪৭.৩৬	২২২.২১	২৫৭	১৯২
৫	১২ এপ্রিল ৯২	১৯ এপ্রিল ৯২	৫	০১	০৬	৩৩.০৭	২৩৫.৬৭	২৭৭	১৫৪
৬	১৮ জুন ৯২	১৩ আগষ্ট ৯২	৩৪	০৭	৪১	২৬৩.১৪	২২৯.৭৬	২৯৯	১৫৪
৭	১১ অক্টোঃ ৯২	৬ নভেঃ ৯২	১৬	০৪	২০	৮৯.৩২	১৯১.২	২৫৫	১১৪
৮	৩রা জানুঃ ৯৩	১১ মার্চ ৯৩	২৬	০৬	৩২	৩৩.৩১	২০১.২৯	২৫৫	১৩৫
৯	৯ মে ৯৩	১৩ মে ৯৩	৪	০১	০৫	২৫.৪৯	২৩২.০১	২৪১	২২২
১০	৬ জুন ৯৩	১৫ জুলাই ৯৩	২৯	০২	৩১	১৯৮.২৯	২২১.১৭	২৫১	১৩৩
১১	১২ নভেঃ ৯৩	২৭ সেপ্টেঃ ৯৩	১০	০২	১২	৬৭.৫৭	২২০.৫	২৪২	২০৬
১২	২১ নভেঃ	৬ ডিসেঃ ৯৩	১২	০২	১৪	৬৭.৪৭	২০১.৫	২৪০	১০৬

	৯৩								
১৩	৫ ফেঃ ৯৪	৭ মার্চ ৯৪	১৫	০৪	১৯	৬৩.০৮	১৭৩.৬৮	২২৩	১১১
১৪	৪ঠা মে ৯৪	১২ মে ৯৪	৫	০১	০৬	২০.৪৯	১৪২.৬৭	১৫৩	১২১
১৫	৬ জুন ৯৪	১১ জুলাই ৯৪	২১	০৪	২৫	৭১.১৩	১১৯.১২	১৬১	৯৬
১৬	৩০ আগস্ট ৯৪	১৪ সেপ্টেঃ ৯৪	০৯	০১	১০	১৮.০৩	১১১.১	১৫৫	৮৫
১৭	১২ নভেঃ ৯৪	৬ ডিসেঃ ৯৪	১৭	০৪	২১	৩৯.২৭	১০৮	১৩৭	৬৭
১৮	২৩ জানুঃ ৯৫	২৩ ফেঃ ৯৫	১৪	০৪	১৮	৩২.৩৭	১০৮	১৩৫	৮৩
১৯	২৪ এপ্রিল ৯৫	২৭ এপ্রিল ৯৫	০৩	০১	০৪	১২.০০	১২৯.৭৫	১৪৮	১১৩
২০	১৫ জুন ৯৫	১১ জুলাই ৯৫	১৫	০২	১৭	৬২.৪৬	১২৪.০৫	১৫৪	৯৮
২১	৬ মে ৯৫	২৬ মে ৯৫	০৭	০৩	১০	২৯.৫১	১০৯.৪	১৩২	৯৮
২২	১৫ নভেঃ ৯৫	১৮ নভেঃ ৯৫	০২	০১	০৩	৫.২৭	১৩১.৬৬	১৪১	১১৮

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ৬.৫৬ এ দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট ২২ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ৫ এপ্রিল ১৯৯১ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ১৮ নভেঃ ১৯৯৫ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ৪০০দিন।

ঘ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে পঞ্চম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৫৭ - পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	৩০০	৩০
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		৩০
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্বতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম তারিখ সীমাঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৭০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৬০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে। টেবিল ৬.৫৮ তে পঞ্চম জাতীয় সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় পঞ্চম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩১.৭৪%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯২১-১৯৩০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে মাত্র ১.০২%।

টেবিল ৬.৫৮ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও নারী সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯০১-১৯১০	১.০২%	
১৯১১-১৯২০	২.৩৯%	
১৯২১-১৯৩০	৩১.৭৪%	
১৯৩১-১৯৪০	৩৫.১৫%	৩৪.২৯%
১৯৪১-১৯৫০	১৮.৭৭%	৪৮.৫৭%
১৯৫১-১৯৬০	৮.১৯%	১৭.১৪%
১৯৬১-১৯৭০	২.৭৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৪৮.৫৭ জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪.২৯% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে। ১৭.১৪% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ৩.৩৩% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১-১৯২০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩১-১৯৪০, কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০, পুরুষদের বেলায় ১৯০১-১৯১০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের সংসদে নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৬.৫৯ এ পঞ্চম সংসদে নির্বাচনকালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৫৯ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	১.২৫%	
৩১-৪০	৫.২৫%	১৭.১৪%
৪১-৫০	১৫.৪৬%	৪৮.৫৭%
৫১-৬০	৩৫.৩৯%	৩৪.২৯%
৬১-৭০	৩৭.৭৬%	
৭১-৮০	৩.২৮%	
৮১-৯০	১.৬১%	
মোট	১০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৯০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ৩৭.৭৬% ছিল ৬১-৭০ বছরের মধ্যে, যার পরেই ছিল ৫১-৬০ বছর (৩৫.৩৯%), ৪১-৫০ বছরের মধ্যে (১৫.৪৬%) অপরদিকে ৭১-৮০ বছর বয়সের মধ্যে সাংসদ ছিলেন ৩.২৮%, অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা (৩১-৬০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৪৮.৫৭% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে । লক্ষণীয় যে ৮১-৯০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতাঃ

টেবিল ৬.৬০ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্যকোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৬০ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
স্বতন্ত্র	০.৭৬%	
কৃষক রাজনীতি	০.৭৬%	
শ্রমিক রাজনীতি	৮.৪০%	
সরাসরি মূল দল	৩৮.১৭%	৬৮.৫৭%
ছাত্র রাজনীতি	৫১.৯১%	৩১.৪৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল এ দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৮.১৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৫১.৯১%। শ্রমিক রাজনীতি থেকে এসেছে ৮.৪০%, অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৬৮.৫৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ছাত্ররাজনীতি থেকে এসেছেন ৩১.৪৩%।

ছ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

টেবিল ৬.৬১ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে। নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ-

টেবিল ৬.৬১ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা %
১৫ এর নীচে	৬.০৬%	৫.৭১%
১৫-২৪	২৭.৮৮%	৩৭.১৪%
২৫-৩৪	৩২.১২%	২৮.৫৭%
৩৫-৪৪	১৬.৯৭%	১৭.১৪%
৪৫-৫৪	১০.৯১%	১১.৪৩%
৫৫-৬৪	৪.৫৫%	
৬৫-৭৪	১.৫২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩২.১২%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (১-২) বছর (২৭.৮৮%), অপরদিকে ৬.১৬% ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। ১৬.৯৭% এবং ১০.৯১% রাজনীতি শুরু করেছেন

যথাক্রমে ৩৫-৪৪ এবং ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৫৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ৬.০৭%। অপরদিকে দেখা যায় যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদ (৩৭.১৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ১-২ বছরের মধ্যে। এর পরে ২-৩ বছর বসয়সীমার মধ্যে ২৮.৫৭% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

জ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.৬২ পঞ্চম জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (২৬.৫৬%) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ২৩.৪৪% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৮১-১৯৯০ সালের । ২২.৯২% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.৬২ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা	পুরুষ %	মহিলা %
১৯৪১-১৯৫০	৩.১৩%	
১৯৫১-১৯৬০	৭.৮১%	১৪.২৯%
১৯৬১-১৯৭০	২৬.৫৬%	৩৪.২৯%
১৯৭১-১৯৮০	২২.৯২%	৩১.৪৩%
১৯৮১-১৯৯০	২৩.৪৪%	৮.৫৭%
১৯৯১	১৬.১৫%	১১.৪৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, নারী সাংসদদের বেলায় সর্বাধিক (৩৪.২৯%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সালে, ৩১.৪৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে এবং ১৪.২৯% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে।

ঝ. পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিল ৬.৬৩ এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২০.৭২% নির্বাচনের ১ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৮.৪২% যোগ দিয়েছে ১-১৫ বছর পূর্বে। ২১-২৫ বছর পূর্বেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে ১৫.৩২%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৬৩ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা নির্বাচনের
কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা %
০-১	২০.৭২%	১৪.২৯%
২-৫	৭.১৮%	
৬-১০	১১.৬৯%	৫.৭১%
১১-১৫	১৮.৪২%	২৮.৫৭%
১৬-২০	৪.৫০%	২.৮৬%
২১-২৫	১৫.৩২%	২০.০০%
২৬-৩০	১১.২৪%	১৪.২৯%
৩১-৩৫	৪.২১%	১১.৪৩%
৩৬-৪০	২.১২%	২.৮৬%
৪১-৪৫	১.২০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে হাতে খড়ি, নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে। উপরোক্ত টেবিল-এ লক্ষণীয় যে, মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ২৮.৫৭% নির্বাচনের ১১-১৫ পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এতে বুঝা যায় সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্যই মহিলা সাংসদদের সংসদে নেয়া হয়েছে।

ঞ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.৬৪ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে।

টেবিল ৬.৬৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা %
অন্যান্য	১.৬৪%	
আইন	১৯.০২%	
আইএ	১১.৮০%	২০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

নন ম্যাট্রিক	৪.৯২%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৬৬%	
ব্যারিস্টার	১.৩১%	
ম্যাট্রিক	৫.২৫%	৫.৭১%
এমবিবিএস	১.৬৪%	
মাদ্রাসা	১.৩১%	
মাস্টার্স	২০.০০%	৩৭.১৪%
স্নাতক	২৯.১৮%	৩৭.১৪%
পিএইচডি	১.৯৭%	
সিএ	১.৩১%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৯.১৮% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরে মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী (২০.০০%), তারপরেই রয়েছে আইন ১৯.০২%। এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.৯৭%, এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.১৪% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আই, এ ২০%।

ট. পঞ্চম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদায় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৬.৬৫ এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনীতিক (৫২.৭৮%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (১৯.৪৪%), এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৮.৩৩% মহিলা সাংসদ ছিলেন গৃহিণী।

টেবিল ৬.৬৫ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা %
আইনজীবি	২০.৩৩%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৬৬%	
ব্যবসায়ী	২২.১৩%	২.৭৮%
রাজনীতিক	২৫.৬৬%	৫২.৭৮%

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবী	৪.৪৩%	১৬.৬৭%
শিক্ষাবিদ	৮.০৮%	১৯.৪৪%
শিল্পপতি	১০.১১%	
ডাক্তার	১.৬৪%	
অন্যান্য	৬.৯৭%	
গৃহিণী		৮.৩৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

ঠ. পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনীসহ সর্বমোট ৫০টি বিল গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৯৯১ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ৩২টি এবং ১৯৯২ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ১৮টি।

ড. পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি

২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন।এই সংসদ ৪ বছর ৮ মাস স্থায়ী ছিল।

৬.৭ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী, নির্বাচন ও ভোটার

ক. গঠন

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে। সংসদের মেয়াদকাল ছিল ১১ দিন। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। টেবিল ৬.৬৬ অনুযায়ী এক নজরে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.৬৬ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	তথ্য পাওয়া যায় নাই
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	তথ্য পাওয়া যায় নাই
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	তথ্য পাওয়া যায় নাই
ঘ. নির্বাচন তারিখ	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে, বাছাই করা হয় ১৭ জানুয়ারি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

টেবিল ৬.৬৭ এ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৩,৮৭,৮৯,২৩৯ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ২,০০,৩৪,৭১৭ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ১,৮৭,৫৪,৫২২ জন।

টেবিল ৬.৬৭ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	৩,৮৭,৮৯,২৩৯ জন
পুরুষ ভোট	২,০০,৩৪,৭১৭ জন
মহিলা ভোট	১,৮৭,৫৪,৫২২ জন
খ. মোট ভোট প্রদান	১,৯৬,৭৬,১২৪ জন (৫০.৯৪%)
গ. মোট বৈধ ভোট	১,৯২,৬৮,৪৩৭ (৪৯.৬৭%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২১,৯০৫

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি ঃ

৫২% মহিলা ভোটার,

রেখচিত্র ঃ ৬.৬ মহিলা ও পুরুষ ভোটার

গ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

টেবিল ৬.৬৮ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের	উপস্থিতি		
	শুরু	সমাপ্ত	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সময়কাল	গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	১৯মার্চ ১৯৯৬	২৫ মার্চ ১৯৯৬	৪	----	৪	২৪.৩৯	২৬৯.৫	২৮১	২৬১

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৬৮ এ দেখা যায় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে মোট ১ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি শুরু হয় ১৯ মার্চ ১৯৯৬ এবং অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ২৫ মার্চ ১৯৯৬ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ৪ দিন। গড় উপস্থিতির হার ছিল ২৬৯.৫।

ঘ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৬৯ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	৩০	৩০০
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		৩০
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

ঙ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স ঃ

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়স ও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্বতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম তারিখ সীমা ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৭০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৭০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৭০ তে ষষ্ঠ সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় ষষ্ঠ সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩০.৮৪%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৩১-১৯৪০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ থেকে ১৯২০ এর মধ্যে মাত্র ৩.০৮%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৭০ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯১১ -১৯২০	৩.০৮%	
১৯২১- ১৯৩০	৪.৪১%	
১৯৩১- ১৯৪০	২৪.২৩%	৩০.৩০%
১৯৪১- ১৯৫০	৩০.৮৪%	৪৫.৪৫%
১৯৫১-১৯৬০	১৯.৩৮%	১৮.১৮%
১৯৬১-১৯৭০	১৮.০৬%	৬.০৬%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৪৫.৬৭% মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫.৪৫% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। ৩০.৩০% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ৬.০৬% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৪১-১৯৪০। পুরুষদের বেলায় ১৯১১-১৯২০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৬.৭১ এ ষষ্ঠ সংসদে নির্বাচনকালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৭১ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	০.৯২%	
৩১-৪০	১৪.৬৮%	১৫.১৫%
৪১-৫০	৩০.৭৩%	৩৬.৩৬%
৫১-৬০	৩৪.৪০%	৩৩.৩৩%
৬১-৭০	১৪.৬৮%	১৫.১৫%
৭১-৮০	৪.৫৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক ৩৪.৪০% সাংসদদের বয়স ছিল ৫১-৬০ বছরের মধ্যে, যার

পরেই ছিল ৪১-৫০ বছর (৩০.৭৩%), অপরদিকে ৭১-৮০ বছর এর মধ্যে সাংসদ ছিলেন ৪.৫৯%। অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা (৩১-৭০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৩৬.৩৬% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে । লক্ষণীয় যে ৭১-৮০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. রাজনীতির অভিজ্ঞতাঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু

টেবিল ৬.৭২ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্য কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৭২ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
যুবরাজনীতি	৩.৪১%	
শ্রমিক রাজনীতি	১.৯৫%	
সরাসরি মূল দল	৫৫.৬১%	৮১.৮২%
ছাত্ররাজনীতি	৩৯.০২%	১৮.১৮%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৫.৬১% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৩৯.০২%, যুব ও শ্রমিক রাজনীতির হার অত্যন্ত নগণ্য যথাক্রমে ৩.৪১% ও ১.৯৫% । অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৮১.৮২% ই সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ১৮.১৮%।

ছ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

টেবিল ৬.৭৩ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে । নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

টেবিল ৬.৭৩ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫ এর নীচে	১৪.৮৪%	৬.০৬%
১৫-২৪	৩৬.২৬%	২৪.২৪%

Dhaka University Institutional Repository

২৫-৩৪	১৬.৪৮%	২১.২১%
৩৫-৪৪	১৮.৬৮%	২১.২১%
৪৫-৫৪	৯.৩৪%	১২.১২%
৫৫-৬৪	৩.৮৫%	১৫.১৫%
৬৫-৭৪	০.৫৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩৬.২৬%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (১৮.৬৮%) (৩৫-৪৪) বছরের মধ্যে, অপরদিকে ১৪.৮৪ ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। অন্যদিকে ৫৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ৪.৩০%। অপরদিকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (২৪.২৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ১৫-২৪ বছরের মধ্যে। এর পরে ২৫-৩৪ ও ৩৫-৪৪ বছর বসয়সীমার মধ্যে ২১.২২% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

জ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.৭৪ তে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৩১.৫২) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-৮০ সনের মধ্যে। ২৮.২৬% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে, ১২.৫০% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৮১-৯০ সালের মধ্যে, ১০.৩৩% যোগদান করেছেন ১৯৯১-২০০০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.৭৪ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান সন সীমা	পুরুষ %	মহিলা%
১৯২১- ১৯৩০	২.৭২%	
১৯৩১-১৯৪০	১.০৯%	
১৯৪১-১৯৫০	২.৭২%	
১৯৫১-১৯৬০	১০.৮৭%	৩.০৩%
১৯৬১-১৯৭০	২৮.২৬%	২১.২১%
১৯৭১-১৯৮০	৩১.৫২%	৩৩.৩৩%
১৯৮১-১৯৯০	১২.৫০%	৯.০৯%
১৯৯১-২০০০	১০.৩৩%	৩৩.৩৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, ১৯২১-১৯৩০ সালের মধ্যে পুরুষ সাংসদদের রাজনীতিতে আগমনের হার ২.৭২%। কিন্তু নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বাধিক (৩৩.৩৩%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-৮০ ও ১৯৯১-২০০০ সালে, ২১.২১% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে এবং ৩.০৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিকই রাজনীতি শুরু করেছেন নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে। মহিলা এবং পুরুষ উভয় সাংসদদের ক্ষেত্রেই তা সত্য।

ঝ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিল ৬.৭৫ এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৮.০২% নির্বাচনে ১৬-২০ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৪.৮৪% যোগ দিয়েছে ৩১-৩৫ বছর পূর্বে। ১৩.৭৪% রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে ২৬-৩০ বছর পূর্বে।

টেবিল ৬.৭৫ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে (পুরুষ ও মহিলা)

নির্বাচনের কত দিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ	মহিলা%
০-১	৪.৪০%	২৭.২৭%
২-৫	৭.৬৯%	৬.০৬%
৬-১০	১০.৪৪%	৩.০৩%
১১-১৫	২.৭৫%	৬.০৬%
১৬-২০	২৮.০২%	৩০.৩০%
২১-২৫	৩.৮৫%	৩.০৩%
২৬-৩০	১৩.৭৪%	১৫.১৫%
৩১-৩৫	১৪.৮৪%	৩.০৩%
৩৬-৪০	৯.৩৪%	৩.০৩%
৪১-৪৫	১.৬৫%	৩.০৩%
৪৬-৫০	১.১০%	
৫১-৫৫	১.৬৫%	
৫৫ এর উপরে	০.৫৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত ৬.৭৫ এ টেবিল লক্ষণীয় যে মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ৩০.৩০% নির্বাচনের ১৬-২০ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। ২৭.২৭% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন কয়েকমাস পূর্বে। ১৫.১৫% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ২৬-৩০ বছর পূর্বে।

Dhaka University Institutional Repository

এ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.৭৬ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৭৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
অন্যান্য	৪.০২%	
আইন	১৫.১৮%	৬.০৬%
আইএ	৬.৭০%	২৪.২৪%
নন্ম্যাট্রিক	৩.৫৭%	
ইঞ্জিনিয়ার	৪.০২%	
ব্যারিষ্টার	২.৬৮%	
ম্যাট্রিক	৬.২৫%	১৫.১৫%
এমবিএ	১.৭৯%	
এমবিবিএস	৩.৫৭%	
মাষ্টার্স	১৭.৮৬%	২৭.২৭%
স্নাতক	৩১.২৫%	২৭.২৭%
পিএইচডি	০.৮৯%	
সিএ	১.৭৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩১.২৫% স্নাতক ডিগ্রিধারী। আইন (১৫.১৮%), মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ১৭.৮৬%। এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা .৮৯%। এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৭.২৭% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আই, এ ২৪.২৪%। ১৫.১৫% রয়েছেন ম্যাট্রিক ।

টেবিল ৬.৭৭ ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
১৯২০-১৯২৯	৪.৬১%	
১৯৩০-১৯৩৯	১.৩২%	
১৯৪০-১৯৪৯	১.৯৭%	৩.০৩%
১৯৫০-১৯৫৯	১৩.১৬%	২৪.২৪%
১৯৬০-১৯৬৯	৩০.২৬%	৩৩.৩৩%

১৯৭০-১৯৭৯	৩০.৯২%	২৭.২৭%
১৯৮০-১৯৮৯	১৪.৪৭%	১২.১২%
১৯৯০-১৯৯৯	০.৬৬%	
১৯৯০-২০০০	২.৬৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.৭৭ এ দেখা যায় যে ষষ্ঠ সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩০.৯২%) পুরুষ সাংসদ ১৯৭০-৭৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। ষষ্ঠ সংসদের মহিলা সাংসদদের টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৩.৩৩% মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৬০-১৯৬৯ সালে, তারপরেই ২৭.২৭% শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৭০-১৯৭৯ সালের মধ্যে ।

ট. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৬.৭৮ তে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

টেবিল ৬.৭৮ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা%
অন্যান্য	১.১০%	
আইনজীবি	১৬.৫৭%	৩.০৩%
ব্যবসায়ী	৩৫.৯১%	৩.০৩%
রাজনীতিক	৫.৫২%	৫৭.৫৮%
কৃষিজীবি	৩.৩১%	
সমাজসেবা	১.১০%	৬.০৬%
সরকারি কর্মকর্তা	৩.৩১%	৩.০৩%
সামরিক কর্মকর্তা	৮.৮৪%	
সাংস্কৃতিক কর্মী	০.৫৫%	
সাংবাদিক	০.৫৫%	
শিক্ষাবিদ	৯.৯৪%	১২.১২%
শিল্পপতি	৯.৩৯%	

চিকিৎসক	৩.৮৭%	
ব্যাংক কর্মকর্তা		৩.০৩%
গৃহিণী		১২.১২%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনীতিক (৫৭.৫৮%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (১২.১২%), এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১২.১২% মহিলা সাংসদ ছিলেন গৃহিণী। ব্যবসায়ী ও আইনজীবি মহিলা সাংসদও ছিলেন যথাক্রমে ৩.০৩%।

ঠ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন

৬ষ্ঠ সংসদে সংবিধানের সংশোধনী বিল ৯৬ গৃহীত হয়। ২১ মার্চ ৯৬ সংসদে এই বিল উপস্থাপিত হয় এবং ২৫ মার্চ ৯৬ বিলটি গৃহীত হয়। এই বিলে নির্বাচন পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো ক্ষমতা ও কার্যবালীর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দ. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি

৩০ মার্চ ৯৬ রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন। এই সংসদ মাত্র ১১ দিন স্থায়ী ছিল।

৬.৮ সপ্তম জাতীয় সংসদ ঃ সাধারণ তথ্যাবলী, নির্বাচন ও ভোটার

ক. গঠন

সপ্তম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত সদস্যসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। সংসদের মেয়াদকাল ছিল ৫ বছর। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। টেবিল ৬.৭৯ অনুযায়ী একনজরে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.৭৯ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ ১৯৯৬(জুন)

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	১২ মে ১৯৯৬
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	১৩ মে ১৯৯৬
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	১৮ মে ১৯৯৬
ঘ. নির্বাচন তারিখ	১২ জুন ১৯৯৬

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ১২ মে ১৯৯৬ সালে, বাছাই করা হয় ১৩ মে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬।

টেবিল ৬.৮০ এ সপ্তম জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৫,৬৭,০২,৪২২ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২,৭৯,৫৬,৯৪১ জন।

টেবিল ঃ ৬.৮০ সপ্তম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোট ভোটার	৫,৬৭,০২,৪২২ জন
পুরুষ ভোট	২,৮৭,৫৯,৯৯৪ জন
মহিলা ভোট	২,৭৯,৫৬,৯৪১ জন
খ. মোট দেয় ভোট	৪,২৮,৮০,৫৬৪ জন (৭৫.৬০%)
গ. মোট বৈধ ভোট	৪,২৪,১৮,২৭৪ (৭৪.৮১%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৫,৯৫২

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি

৪৯% মহিলা ভোটার কিন্তু ১১.২% মহিলা প্রতিনিধিত্ব

রেখচিত্র ঃ ৬.৭ মহিলা ও পুরুষ ভোটার

Dhaka University Institutional Repository

গ. সপ্তম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

টেবিল ৬.৮১ সপ্তম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সমাপ্ত	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	১৪ জুলাই ৯৬	২রা সেপ্টেঃ৯৬	২৯	৪	৩৩	২০৫.৩৭	২৩০.২৭	২৭৮	১৬৮
২	১লা নভেঃ ৯৬	২০ নভেঃ ৯৬	৯		৯	৪৭.১২	২০২.৬৬	২৭১	১৬৫
৩	১৫ জানুঃ ৯৭	১৩ মার্চ ৯৭	২৭	৪	৩১	১৫৩.০০	২১১.০৪	২৫৩	১৭০
৪	১০ মে ৯৭	১৫ মে ৯৭	৫	১	৬	৩২.৪৭	২৪০.৬৬	২৬৫	২২৪
৫	১০জুন ৯৭	১০ জুলাই ৯৭	১৮	৪	২২	১৩৩.৯৫	২২৩.৯৫	২৬৪	১৬০
৬	৩০ আগষ্ট ৯৭	৪ঠা সেঃ ৯৭	৫	১	৬	২৭.৪৪	১৮১.১৬	২৩৩	১৬৩
৭	২ নভেঃ ৯৭	১৬ নভেঃ ৯৭	৬	১	৭	২৯.৫৫	১৪২.৭১	১৬২	১৩১
৮	১৪ জানু ৯৮	১৩ মে ৯৮	৪৫	৯	৫৪	২৩৮	১৭০৩৭	২৪৯	২১১
৯	১০ জুন ৯৮	৯ জলাই ৯৮	১৮	২	২০	৬৬.২৮	১৪৯.৮৫	২২২	৮১
১০	৭ মে ৯৮	৮ সেঃ ৯৮	২		২	১২.২৯	২৩৫	২৫০	২২০
১১	৫ নভেঃ ৯৮	২৬ নভেঃ ৯৮	১২	৩	১৫	৭৪.৫৩	১৬৮.৬৬	২৪১	১৪১
১২	২৫ জানুঃ ৯৯	৭ এপ্রিল ৯৯	২১	৪	২৫	৯২.২১২	১৫৮.০৮	২০২	১১১
১৩	৬ জুন ৯৯	৮ জুলাই ৯৯	২৩	৩	২৬	১১৯.৫২	১৯২.৯৬	২৭৩	৯৯
১৪	২৯ আগষ্ট ৯৯	৯ সেপ্টেঃ ৯৯	৫	১	৬	১৩.৫৯	১৪২	১৪৮	১৩৬
১৫	১ নভেঃ ৯৯	৯ নভেঃ ৯৯	৬	১	৭	১৫.৫১	১১২.৭১	১২৭	৮৪
১৬	১ জানু ২০০০	৩০ জানু ২০০০	১৩	৩	১৬	৫২.১৫	১৩০	১৭৪	৭৯
১৭	২৮ মার্চ ২০০০	৬ এপ্রিল ২০০০	৬	২	৮	২০.২০	১৪০.৭৫	১৪৭	১৩৪
১৮	৫ জুন ২০০০	৯ জুলাই ২০০০	২৪	১	২৫	৭৮.০৯	১৪১	২৭০	৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯	৬ ফেঃ ২০০০	১৪ ফেঃ ২০০০	৫	২	৭	২৪.১৪	১৪৬.৪৩	১৫৪	১৪০
২০	৯ নভেঃ ২০০০	২৩ নভেঃ ২০০০	৬	৩	৯	২৮.৪৫	১২৬.৭৮	১৩৭	১০৬
২১	১১জানু ০১	৩১ জানু ০১	১২	২	১৪	৪৯.১৮	১২৩.৯২	১৫৭	৭৭
২২	২৯ মার্চ ০১	১৯ এপ্রিল ০১	৭	২	৯	২৮.০৪	১৪৪.২	১৮৪	১২৬
২৩	৬ জুন ০১	১৩ জুলাই ০১	২৪	১	২৫	৮৪.৪৯	১৪৭.৩৬	১৮৬	৮৮

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ২৩ এ দেখা যায় সপ্তম জাতীয় সংসদে মোট ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ১৪ জুলাই১৯৯৬এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ১৩ জুলাই ২০০১ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ৩৮২ দিন।

ঘ. সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৮২ ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	৩০০	৩০
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		৩০
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

ঙ.সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্বতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম তারিখ সীমা ঃ ৭ম জাতীয় সংসদের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯১১ থেকে ১৯৭০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৭০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৮৩ তে সপ্তম সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় সপ্তম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৪২.০২%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৪১-১৯৫০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ থেকে ১৯২০ এর মধ্যে মাত্র ১.৩৩%।

টেবিল ৬.৮৩ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯১১-১৯২০	১.৩৩%	
১৯২১-১৯৩০	১১.৯৭%	
১৯৩১-১৯৪০	১৮.৩৫%	১৮.৯২%
১৯৪১-১৯৫০	৪২.০২%	৩৭.৮৪%
১৯৫১-১৯৬০	২১.৮১%	৩৭.৮৪%
১৯৬১-১৯৭০	৪.৫২%	৫.৪১%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৩৭.৮৪% মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ ও ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৯২% জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে। ৫.৪১% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে, কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০ ও ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। পুরুষদের বেলায় ১৯১১-১৯২০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৬.৮৪ এ সপ্তম সংসদে নির্বাচনকালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৮৪ ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	০.২৭%	
৩১-৪০	৬.৩৮%	১৩.৫১%

৪১-৫০	৪৬.৮১%	৪৫.৯৫%
৫১-৬০	২৬.৩৩%	৩৫.১৪%
৬১-৭০	১৫.৪৩%	৫.৪১%
৭১-৮০	৪.৫২%	
৮১-৯০	০.২৭%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৯০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক ৪৬.৮১% সাংসদদের বয়স ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে, যার পরেই ছিল ৫১-৬০ বছর (২৬.৩৩%), ৬১-৭০ বছরের মধ্যে (১৫.৪৩%) এবং ৭১-৮০ বছর এর মধ্যে সাংসদ ছিলেন ৪.৫২%। অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ছিল (৩১-৭০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বাধিক ৪৫.৯৫% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে ৭১-৮০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. সপ্তম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

টেবিল ৬.৮৫ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্য কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৮৫ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	০.২৬%	
কৃষক রাজনীতি	০.২৬%	
শ্রমিক রাজনীতি	০.২৬%	
সরাসরি মূল দল	৪৩.৫৭%	৫৯.৪৬%
ছাত্ররাজনীতি	৫৫.৬৪%	৪০.৫৪%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৩.৫৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্র াজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৫৫.৬৪%। শ্রমিক রাজনীতির হার অত্যন্ত নগণ্য যথাক্রমে .২৬%। অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৫৯.৪৬% ই সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ছাত্র রাজনীতি থেকে এসেছেন ৪০.৪৫%।

ছ. সপ্তম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.৮৬ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে। নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৫১.৭৮%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

টেবিল ৬.৮৫ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫ এর নীচে	২.৪৭%	৫.৪১%
১৫-২৪	৫১.৭৮%	৪৩.২৪%
২৫-৩৪	৩৪.৭৯%	১৩.৫১%
৩৫-৪৪	৮.২২%	৮.১১%
৪৫-৫৪	০.৫৫%	১৮.৯২%
৫৫-৬৪	০.৮২%	৮.১১%
৬৫-৭৪	১.১০%	২.৭০%
৭৫-৮৪	০.২৭%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

এর পরেই রয়েছে (২৫-৩৪) বছর (৩৪.৭৯%)। অপরদিকে ২.৪৭ ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। ৮.২২% এবং .৫৫% রাজনীতি শুরু করেছেন যথাক্রমে ৩৫-৪৪ এবং ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৭৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ০.২৭%। অপরদিকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (৪৩.২৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ১৫-২৪ বছরের মধ্য। এর পরে ৪৫-৫৪ বছর বসয়সীমার মধ্যে ১৮.৯২% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

জ. সপ্তম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.৮৭ তে সপ্তম জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৩৩.৭৯) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ২৬.৩৭% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে। ১৩.৪৬% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে।

টেবিল ৬.৮৭ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
১৯৩১-৪০	০.৫৫%	
১৯৪১-৫০	৮.৫২%	
১৯৫১-৬০	১৩.৪৬%	৮.১১%
১৯৬১-৭০	৩৩.৭৯%	২৯.৭৩%

১৯৭১-৮০	২৬.৩৭%	১৬.২২%
১৯৮১-৯০	১০.৭১%	১৩.৫১%
১৯৯১-২০০০	৬.৫৯%	৩২.৪৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে পুরুষ সাংসদদের রাজনীতিতে আগমনের হার .৫৫% কিন্তু নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বাধিক (৩২.৪৩%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৯১-২০০০ সালে, ২৯.৭৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে এবং ১৬.২২% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে। উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় অধিকাংশ রাজনৈতিকই রাজনীতি শুরু করেছেন নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে। মহিলা এবং পুরুষ উভয় সাংসদদের ক্ষেত্রেই তা সত্য।

ঝ. সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

সাংসদরা নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে তার বিবরণ দেওয়া হলো। টেবিল ৬.৮৮ এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২০.৬০% নির্বাচনের ১৬-২০ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৮.৪০% যোগ দিয়েছে ২৬-৩০ বছর পূর্বে।

টেবিল ৬.৮৮ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদ রাজনীতিতে যোগদান করেছে (পুরুষ ও মহিলা)

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা%
০-১	৩.৩০%	২৭.০৩%
২-৫	৩.০৩%	৫.৪১%
৬-১০	৬.৮৭%	৮.১১%
১১-১৫	৩.৫৭%	৫.৪১%
১৬-২০	২০.৬০%	৮.১১%
২১-২৫	৬.০৪%	৮.১১%
২৬-৩০	১৮.৪১%	১৬.২২%
৩১-৩৫	১৫.৩৮%	১০.৮১%
৩৬-৪০	৭.৯৭%	৫.৪১%
৪১-৪৫	৫.৪৯%	৫.৪১%
৪৬-৫০	৫.২২%	
৫১-৫৫	৩.৩০%	
৫৬-৬০	০.৫৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৬.৮৮ এ টেবিল লক্ষণীয় যে, মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ২৭.০৩% নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এতে বুঝা যায়, সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্যই মহিলা সাংসদদের সংসদে নেয়া হয়েছে।

ঞ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.৮৯ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.৮৯ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
অন্যান্য	০.২৬%	
আইন	১৮.১৬%	
আইএ	৯.৪৭%	২১.৬২%
নন ম্যাট্রিক	১.৩২%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৭৯%	
ব্যারিষ্টার	১.০৫%	২.৭০%
ম্যাট্রিক	১.৮৪%	২.৭০%
এমবিএ	০.২৬%	
এমবিবিএস	৫.০০%	
মাদ্রাসা	২.৬৩%	
মাস্টার্স	২০.০০%	৩৭.৮৪%
স্নাতক	৩৬.৩২%	৩৫.১৪%
পিএইচডি	১.৮৪%	
সিএ	১.০৫%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৬.৩২% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ২০.০০%, আইন ১৮.১৬%। এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.৮৪%, এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.৮৪% মহিলা সাংসদ মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী, ৩৫.১৪% স্নাতক ডিগ্রীধারী। তারপরেই রয়েছে আই.এ ২১.২২%।

টেবিল ৬.৯০ ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

শিক্ষা সমাপ্তির সন	পুরুষ %	মহিলা%
১৯৩০-১৯৩৯	০.৫৭%	
১৯৪০-৪৯	০.৮৬%	৫.৪১%
১৯৫০-৫৯	১১.৪৩%	৫.৪১%
১৯৬০-৬৯	২৬.০০%	২৯.৭৩%
১৯৭০-৭৯	২৮.০০%	৪৩.২৪%
১৯৮০-৮৯	২৯.১৪%	১৬.২২%
১৯৯০-৯৯	৪.০০%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল-এ দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (২৯.১৪%) পুরুষ সাংসদ ১৯৮০-৮৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সপ্তম সংসদের মহিলা সাংসদদের সর্বাধিক ৪৩.২৪% মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৭০-১৯৭৯ সালে, তারপরেই ২৯.৭৩% শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৬০-১৯৬৯ সালের মধ্যে ।

ট. সপ্তম জাতীয় সংসদের সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদায় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে।

টেবিল ৬.৯১ ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ%	মহিলা%
ধর্মীয় নেতা	০.২৬%	
আইনজীবী	১৯.২৭%	২.৭০%
ইঞ্জিনিয়ার	০.৫২%	
ব্যবসায়ী	৪৪.৫৩%	১৩.৫১%
ব্যাংকার	০.২৬%	
রাজনীতিক	৯.৯০%	৪৫.৯৫%
কৃষিজীবি	৭.২৯%	
শ্রমিক নেতা	০.৫২%	
সম্পাদক	০.৫২%	
সমাজসেবী	০.২৬%	৮.১১%

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি আমলা	১.০৪%	
সামরিক কর্মকর্তা	২.৮৬%	
সাংবাদিক	০.৭৮%	
বিচারপতি	০.৫২%	
শিক্ষাবিদ	৪.৬৯%	২৪.৩২%
শিল্পপতি	২.৮৬%	
চিকিৎসক	৩.৯১%	
গৃহিণী		৫.৪১%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

টেবিল ৬.৯১ এ সপ্তম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনৈতিক (৪৫.৯৫%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (২৪.৩২%)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৩.৫১% মহিলা সাংসদ ছিলেন ব্যবসায়ী। গৃহিণী থেকে সংসদে এসেছেন মাত্র ৫.৪১% মহিলা সংসদ। আইনজীবি মহিলা সাংসদও ছিলেন।

ঠ. সপ্তম জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৯৫টি বিল উপস্থাপিত হয়। প্রয়োজনীয় সংশোধনী এই সংশোধনীসহ এই সংসদে ১৯২টি বিল গৃহীত হয়। সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষিত বিষয়ে সংবিধানের একমাত্র সংশোধনী বিল প্রয়োজনীয় কোরামের অভাবে গৃহীত হয়নি।

ড. সপ্তম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি

১৩ জুলাই ২০০১ রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। এই সংসদ পূর্ণ ৫ বছর স্থায়ী ছিল।

৬.৯ অষ্টম জাতীয় সংসদঃ সাধারণ তথ্যাবলী, নির্বাচন ও ভোটার

ক. গঠন

অষ্টম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। মোট সংসদ সদস্য ৩০০ জন। কেননা ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। টেবিল ৬.৯২ অনুযায়ী একনজরে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখানো হলো-

টেবিল ৬.৯২ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১

ক. মনোয়ন পত্র দাখিল	২৯ আগষ্ট ২০০১
খ. মনোয়ন পত্র বাছাই	৩০-৩১ আগষ্ট ২০০১
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	৬ সেপ্টেম্বর ২০০১
ঘ. নির্বাচন তারিখ	১ অক্টোবর ২০০১

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়ন পত্র দাখিল করা হয় ২৯ আগষ্ট ২০০১ সালে, বাছাই করা হয় ৩০-৩১ আগষ্ট ২০০১ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১ অক্টোবর ২০০১ ।

টেবিল ৬.৯৩ এ অষ্টম জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৭,৪৯,৪৬,৩৬৮ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ৩,৮৫,৩০,৪১৪ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ৩,৬২,৯৩,৪৪১ জন।

টেবিল ৬.৯৩ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

K. †gvU †fvUvi	৭,৪৯,৪৬,৩৬৮ জন
পুরুষ ভোট	৩,৮৫,৩০,৪১৪ জন
মহিলা ভোট	৩,৬২,৯৩,৪৪১ জন
খ. মোট দেয় ভোট	৫,৬১,৮৫,৭০৭ জন (৭৫.৫৯%)
খ. মোট বৈধ ভোট	৫,৫৭,৩৬,৬২৫ (৭৪.৩৭%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৯,৯৭৮

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

খ. মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি

৪৮% মহিলা ভোটার কিন্তু ২% মহিলা প্রতিনিধিত্ব

রেখচিত্র ঃ ৬.৮ মহিলা পুরুষ ভোটার

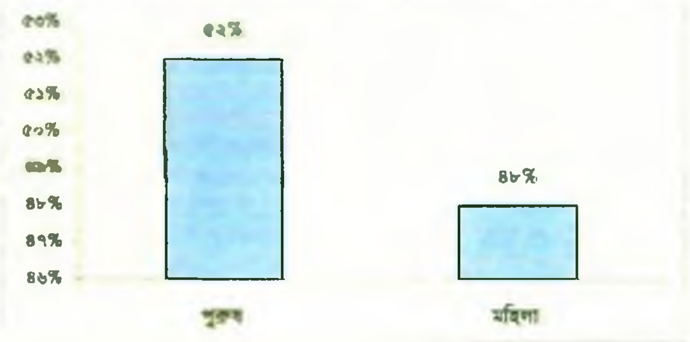

গ) অষ্টম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

টেবিল ৬.৯৪ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সময়	সরকারি	বেসরকারি	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	১৬ নভেঃ ০১	১৯ নভেঃ ০১	০৪	০	০৪	১০.৪৮	১৪৬	১৮১	১৪২
২	২৮ নভেঃ ০১	২রা ডিঃ ০১	১৬	৩	১৯	৪৯.৫৯	১৬৬.১৭	২১৪	১২৮
৩	৩১ জানু ০২	১০ এপ্রিল ০২	৩১	৬	৩৭	১২৪	১৬৫.৫৭	২০৬	১২৫
৪	৪ঠা জুন ০২	১লা জুলাই স০২	২৩	১	২৪	৭৯.২৩	১৯৫	২৬৬	১৩৮
৫	১২ সেঃ ০২	১৭ সেঃ ০২	৩	১	৪	১৯.০৩	২৪১.২৫	২৫৮	২২৬
৬	১৪ নভেঃ ০২	২৭ নভেঃ ০২	৮	২	১০	২২.০৮	১৯২.২৭	২৫২	১২৫
৭	২৬ জানুঃ ০৩	১১ মার্চ ০৩	২০	৪	২৪	৯০.১৯	১৭৪	২২৩	১২৬
৮	৮মে ০৩	১৩ মে ০৩	৩	১	৪	১৪.৩৮	২০৪	২৪৯	১৮৭
৯	১০ জুন ০৩	১৫ জুলাই ০৩	২৪	১	২৫	৯২.১২	১৭৯	২২৬	১২৯
১০	১১ সেঃ ০৩	১৮ সেঃ ০৩	৪	২	৬	২৩.২১	১৬০	১৭৭	১৩৮

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ৬.৯৪ এ দেখা যায় অষ্টম জাতীয় সংসদ গবেষণা সময়কালে মোট ১০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । ১ম অধিবেশন শুরু হয় ১৬ নভেঃ ২০০১ এবং গবেষণা সময়কালে মোট ১০টি অধিবেশনের সমাপ্তি হয় ।

ঘ. অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে অষ্টম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে ।

টেবিল ৬.৯৫ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩০০	৩০০	----
সংরক্ষিত মহিলা আসন	----		----
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

ঙ. অষ্টম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স

আলোচ্য গবেষণায় সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমার জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্বতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে জন্ম ও বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম তারিখ সীমাঃ অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৮০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৭০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচনকালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৯৬ তে অষ্টম সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় অষ্টম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩৫.৬৮%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৪১-১৯৫০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ এর মধ্যে মাত্র .৮৮%।

টেবিল ৬.৯৬ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯২১-১৯৩০	৩.৫২%	
১৯৩১-১৯৪০	১৯.৮২%	৭.৬৯%
১৯৪১-১৯৫০	৩৫.৬৮%	৭৬.৯২%
১৯৫১-১৯৬০	৩০.৪০%	৭.৬৯%
১৯৬১-১৯৭০	৯.৬৯%	৭.৬৯%
১৯৭১-১৯৮০	০.৮৮%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৭৬.৯২ জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭.৬৯% জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১-৪০, ১৯৫১-৬০ এবং ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৪১-১৯৫০ এবং মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০, পুরুষদের বেলায় ১৯২১-১৯৩০ এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার সময়কালীন বয়স ঃ টেবিল ৬.৯৭ এ অষ্টম সংসদে নির্বাচনকালীন সময়ে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের বয়সীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৬.৯৭ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
২১-৩০	০.৮৮%	
৩১-৪০	৯.৬৯%	৭.৬৯%
৪১-৫০	৩০.৪০%	৭.৬৯%
৫১-৬০	৩৫.৬৮%	৭৬.৯২%
৬১-৭০	১৯.৮২%	৭.৬৯%
৭১-৮০	৩.৫২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত , যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের (৩৫.৬৮%) বয়স ছিল ৫১-৬০ বছরের মধ্যে, যার পরেই ছিল ৪১-৫০ বছর (৩০.৪০%), অপরদিকে ৭১-৮০ বছরের মধ্যে সাংসদ ছিলেন ৩.৫২%। অপরদিকে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ছিল (৩১-৭০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৭৬.৯২% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বসয়সীমা ছিল ৫১-৬০ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে ৭১-৮০ বয়সসীমায় পুরুষ সাংসদ, ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

চ. রাজনীতির অভিজ্ঞতাঃ রাজনৈতিক জীবনের শুরু

টেবিল ৬.৯৮ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্ররাজনীতি বা অন্য কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৬.৯৮ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১.৩৪%	
যুব রাজনীতি	০.৪৫%	
শ্রমিক রাজনীতি	১.৩৪%	
সরাসরি মূল দল	৪৮.৬৬%	৬১.৫৪%
ছাত্র রাজনীতি	৪৮.২১%	৩৮.৪৬%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮.৬৬% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৪৮.২১%, যুব ও শ্রমিক রাজনীতির হার অত্যন্ত নগণ্য যথাক্রমে .৪৫% ও ১.৩৪% । অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৬১.৫৪% ই সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ৩৮.৪৬% এসেছেন ছাত্ররাজনীতি থেকে।

ছ. অষ্টম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

টেবিল ৬.৯৯ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে। নিম্নের টেবিলটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

টেবিল ৬.৯৯ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা%
১৫-২৪	৪৮.৫৪%	৩০.৭৭%
২৫-৩৪	৩১.৫৫%	৭.৬৯%
৩৫-৪৪	১৯.৯০%	৩৮.৪৬%
৪৫-৫৪	০.০০%	২৩.০৮%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৪৮.৫৪%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (২৫-৩৪) বছর (৩১.৫৫%), অপরদিকে ১৯.৯০ ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন। অপরদিকে দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদই (৩৮.৪৬%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ৩৫-৪৪ বছরের মধ্য। এর পরে ১৫-২৪ বছর বসয়সীমার মধ্যে ৩০.৭৭% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

জ. অষ্টম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর সন

টেবিল ৬.১০০ তে অষ্টম জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৩৩.৯৮) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ২৬.২১% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে । ১২.৬২% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৯১-২০০০ সালের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৬.১০০ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

রাজনীতিতে যোগদান	পুরুষ %	মহিলা%
২০০১	১.৪৬%	
১৯৩১-৪০	০.৪৯%	
১৯৪১-৫০	২.৪৩%	
১৯৫১-৬০	১১.১৭%	
১৯৬১-৭০	৩৩.৯৮%	৩০.৭৭%
১৯৭১-৮০	২৬.২১%	
১৯৮১-৯০	১১.৬৫%	৪৬.১৫%
১৯৯১-২০০০	১২.৬২%	২৩.০৮%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় ২০০০ সালে পুরুষ সাংসদদের রাজনীতিতে আগমনের হার ১.৪৬%, কিন্তু নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বাধিক (৪৬.১৫%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৮১-৯০ সালে, ৩০.৭৭% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-১৯৭০ সালের মধ্যে এবং বাকী ২৩.৫৮% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৯১-২০০০ সালের মধ্যে।

ঝ. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান

টেবিল ৬.১০১ এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২০.৮৭% নির্বাচনে ২০-২৫ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৮.৪৫% যোগ দিয়েছে ৩১-৩৫ বছর পূর্বে।

টেবিল ৬.১০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কতদিন পূর্বে যোগদান করেছে (পুরুষ ও মহিলা)

নির্বাচনের কতদিনপূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা%
০-১	১.৯৪%	৭.৬৯%
২-৫	৪.৩৭%	৭.৬৯%
৬-১০	৭.৭৭%	৭.৬৯%
১১-১৫	৯.৭১%	৭.৬৯%
১৬-২০	১.৯৪%	৩৮.৪৬%
২১-২৫	২০.৮৭%	
২৬-৩০	৫.৩৪%	
৩১-৩৫	১৮.৪৫%	

৩৬-৪০	১৫.৫৩%	৩০.৭৭%
৪১-৪৫	৭.৭৭%	
৪৬-৫০	৩.৪০%	
৫১-৫৫	১.৪৬%	
৫৬-৬০	০.৯৭%	
৬১-৬৫	০.৪৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল-এ লক্ষণীয় যে মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৮.৪৬% নির্বাচনের ১৬-২০ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। ৩০.৭৭% রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে ৩৬-৪০ বছর পূর্বে। কয়েকমাস পূর্বে যোগ দিয়েছে ৭.৬৯।

ঞ. অষ্টম জাতীয় সংসদে সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তিকাল

টেবিল ৬.১০২ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৬.১০২ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা%
আইন	১৩.৬০%	
আইএ	৭.৮৯%	৩৮.৪৬%
নন ম্যাট্রিক	১.৩২%	
ইঞ্জিনিয়ার	২.৬৩%	
ব্যারিষ্টার	২.১৯%	
ম্যাট্রিক	১.৩২%	
এমবিএ	১.৩২%	
এমবিবিএস	৬.১৪%	
মাদ্রাসা	৩.৫১%	
মাস্টার্স	১৭.১১%	
স্নাতক	৩৮.১৬%	৫৩.৮৫%
পিএইচডি	২.৬৩%	৭.৬৯%
সিএ	২.১৯%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৮.১৬% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ১৭.১১%, আইন (১৩.৬০%), এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ২.৬৩%, এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৫৩.৮৫% মহিলা সাংসদ স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আই, এ ৩৮.৪৬%।

টেবিল ৬.১০৩ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষা সমাপ্তির সন

শিক্ষাগত যোগ্যতা সন	পুরুষ %	মহিলা%
১৯৪০-৪৯	০.৬০%	
১৯৫০-৫৯	৬.৫৫%	৭.৬৯%
১৯৬০-৬৯	২৬.৭৯%	৩৮.৪৬%
১৯৭০-৭৯	৩৪.৫২%	৩৮.৪৬%
১৯৮০-৮৯	২৯.১৭%	৭.৬৯%
১৯৯০-৯৯	২.৩৮%	৭.৬৯%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উপরোক্ত টেবিল ৬.১০৩ এ দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৪.৫২%) পুরুষ সাংসদ ১৯৭০-৭৯ সালের মধ্যে তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন। অষ্টম সংসদের মহিলা সাংসদদের টেবিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৮.৪৬% মহিলা সাংসদ তাদের শিক্ষা শেষ করেছেন যথাক্রমে ১৯৬০-১৯৬৯ ও ১৯৭০-৭৯ সালে, তারপরেই ৭.৬৯% শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৫০-১৯৫৯, ১৯৮০-৮৯, ১৯৯০-৯৯ সালের মধ্যে।

ট. অষ্টম জাতীয় সংসদের সাংসদদের সামাজিক পরিচিতিঃ

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে।

টেবিল ৬.১০৪ ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদের পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা %
ধর্মীয় নেতা	০.৪৪%	
আইনজীবী	১১.৮৪%	
ব্যবসায়ী	৫১.৩২%	

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিক	৭.৮৯%	৮৪.৬২%
কৃষিজীবি	৪.৮২%	
শ্রমিক নেতা	০.৪৪%	
সম্পাদক	০.৮৮%	
সমাজসেবী	০.৪৪%	৭.৬৯%
সরকারী আমলা	২.১৯%	
সামরিক কর্মকর্তা	৩.৫১%	
সাংস্কৃতিক কর্মী	০.৪৪%	
বিচারপতি	০.৪৪%	
শিক্ষাবিদ	৫.৭০%	৭.৬৯%
শিল্পপতি	৪.৮২%	
চিকিৎসক	৪.৮২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

টেবিল ৬.১০৪ তে অষ্টম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনীতিক (৮৪.৬২%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন সমাজসেবী (৭.৬৯%), ৭.৬৯% ছিলেন শিক্ষাবিদ।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. President Yahya Khan's Address to the Nation on November 28, 1969, Published in the Newspaper Dawn, Karachi, November 29, 1969.

২. Legal Frame work order-LFO.

৩. Salient Extracts from the L.F.O, 1970 President's order No. 2 of 1970 gazette of Pakistan, Extraordinary, 30th march 1970.

৪. Ahmed Kamruddin, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Dhaka 1975, P 235.

৫. The Dawn, Karachi, December 11, 1970 and the *Pakistan Observer*, Dhaka, January 20, 1970.

৬. Craig Baxter Pakistan Votes-1970, *Asian Survey*, Vol XI, No. 3, March 1971, PP. 197-218.

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ আসনে নির্বাচন ও সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে

ভূমিকা

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় সংসদ সচিবালয় সূত্রে প্রাপ্ত ১ম হতে ৮ম জাতীয় সংসদের ফলাফলের ভিত্তিতে সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব এবং এর বিভিন্ন দিক সমূহ আলোচিত হয়েছে। একই সাথে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী মনোয়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

টেবিল৭.১ঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

সংসদ	৩০০ সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনে নারী			সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সহ মোট প্রতিনিধিত্ব	শতকরা হার
	নির্বাচিত আসন সংখ্যা	%	প্রতিনিধিত্ব করা আসন সংখ্যা			
১ম	০	০	০	১৫	১৫	৪.৭৬%
২য়	১	০.৩৩%	১	৩০	৩১	৯.৩৯%
৩য়	৭	২.৩৩%	৫	৩০	৩৫	১০.৬১%
৪র্থ	৪	১.৩৩%	৪	-	০৪	১.৩৩%
৫ম	৯	৩.০০%	৫	৩০	৩৫	১০.৬১%
৬ষ্ঠ	৭	২.৩৩%	৩	৩০	৩৩	১০.০০%
৭ম	১৪	৪.৬৭%	৮	৩০	৩৮	১১.৫২%
৮ম	১৩	৪.৩৩%	৬	-	৬	২.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঢাকা।

উপরোক্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে সর্বাধিক সংখ্যক ১৪টি আসনে নারী নির্বাচিত হয়েছেন ৭ম সংসদে, কিন্তু এর বিপরীতে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে সর্বাধিক সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্ব করেছেন নির্বাচনী আসনে। অপরদিকে সংরক্ষিতসহ সবচেয়ে বেশী নারী সাংসদ ছিল ৭ম সংসদে, এ সংখ্যা ৩৮ জন, যা মোট প্রতিনিধিত্বের ১১.৫২%। যা সার্বিকভাবে খুবই কম।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের রেখচিত্র ৭.১ এ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে।

রেখচিত্র ঃ ৭.১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব

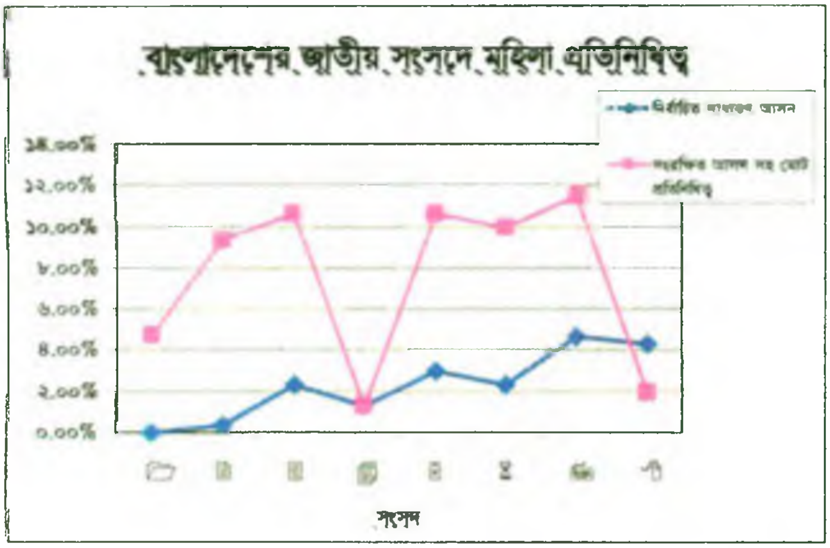

উপরোক্ত গ্রাফের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারী প্রতিনিধিত্বের হার কখনোই ১২% বা তার উপরে ওঠেনি। এবং নারী প্রতিনিধিত্ব কখনোই স্থির অবস্থায় ছিল না। অর্থাৎ এ হারের তারতম্য প্রতিটি সংসদেই হয়েছে ঃ ১ম থেকে ক্রমান্বয়ে ৩য় সংসদ পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়লেও ৪র্থ সংসদে এসে আবার কমে গেছে। কেননা এ সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। আবার ৫ম সংসদে বেড়েছে কিন্তু ৬ষ্ঠ সংসদে কমেছে, আবার ৭ম সংসদে এ রেখাটি সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছালেও ৮ম সংসদে আবার অনেক কমে গেছে। অন্য দিকে সংসদে সাধারণ আসনে নারী সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেখচিত্রের এ রেখাটিতে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে, প্রত্যাশার চেয়ে কম হলেও আশাব্যঞ্জক।

৭.২ সংসদে নারীর হতাশাজনক প্রতিনিধিত্বঃ

বাংলাদেশের সংসদ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনোই নারীর অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিলো না। দুঃখজনক হলেও সত্যি, মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী হলেও এদেশে বিগত সবগুলো সাধারণ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার গড়ে মাত্র ১.১৪% ।[১] টেবিল -৭.২ এ সংসদে এবং সংসদীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রণের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৭.২ ঃ ১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার (উপ-নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে)

সাল	নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর শতকরা হার	৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	মোট আসনের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	১.৩	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮*	০.৭	৪	১.৩	-	১.৩*
১৯৯১	১.৫	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	৭	২.৩	৩০	১১.২
২০০১*	১.৯	৬	২	-	২*

*১৯৮৮ এবং ২০০১ সালের সংসদে কোন সংরক্ষিত নারী আসন ছিলোনা

টেবিল-৭.২ অনুসারে, সংসদীয় প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে প্রবণতাগুলো প্রধানত দৃষ্টিগোচর হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- বিগত সংসদীয় নির্বাচনগুলোতে নারী প্রার্থিতার সার্বিক হার খুবই নগণ্য, যা কখনোই ২% এর চেয়ে বেশি ছিলো না।

- সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধির হারও খুবই কম, যা সবসময়ই ২.৩% এর নিচে ছিলো।

- মোট আসনের বিপরীতে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কেবল তখনই শতকরা ১০ বা ১১ ভাগ হয়েছে যখন সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান ছিলো। সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কখনোই ২% অতিক্রম করেনি।

- সংসদীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের হার ১৯৭৩ সালে ছিলো ০.৩% । ২০০১ সালে এসেও এই হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৯%-এ।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ সাধারণ আসনে নারী মনোনয়ন ঃ

দলীয় কাঠামো এবং আইন সভায় নারীদের উপস্থিতি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ ও নির্বাচক মন্ডলীর মধ্যকার মূল যোগসূত্র হওয়ায় তাদের মনোনীত প্রার্থীগণই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসীন হন। নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দলীয় কাঠামোর অবস্থান তাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগঠনে মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে কোনো উন্নতি নেই। এ কারণে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থিতা প্রান্তিক থেকে গেছে। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ফলে মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩ (০.৯%), ১৫ (১.৩%), ৭(০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩২ জন নারীকে সরাসরি নির্বাচনে দাঁড় করায়। সর্বমোট ৩৬ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে গণফোরাম থেকে সর্বোচ্চ ৭ জন, আওয়ামী লীগ থেকে ৪জন, বিএনপি থেকে ৩ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৩ জন, ক্ষুদ্র দলগুলোর ১৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৪ জন নির্বাচনে অংশ নেন। এ সকল মহিলা প্রার্থী মোট ৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য যে, জামায়াতই ইসলামী উক্ত নির্বাচনে কোন নারীকে সরাসরি আসনে মনোনয়ন দেয়নি। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ৫জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকায় বিজয়ী হন। এভাবে আওয়ামী লীগ , বিএনপি ও জাতীয় পার্টির এ সকল নারী প্রার্থী তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া যথাক্রমে ৩টি ও ৫টি আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক ও জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ বাকি ৩টি আসন থেকে জয়ী হন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সংসদের উপ-নির্বাচনে জাতীয় পার্টির বেগম তাসমিমা হোসেন এবং বিএনপির মমতাজ বেগম নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২জন, ১৯৮৮-তে ৪ জন, ১৯৯১ তে ৫জন এবং ১৯৯৬ সালে ৭ জন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা পূর্বের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে দু'জন মহিলাই অধিষ্ঠিত আছেন। তথাপি সামগ্রিক চিত্রে যে পরিবর্তন তাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংযোজন ঘটেনি।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার ছিল ১.৫ শতাংশ, ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নারী আন্দোলনের কর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিলো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী সদস্য বৃদ্ধি করা। দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ নারী প্রার্থী দেয়া। কারণ, সংবিধানের ৬৫নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে নারী পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করে আসতে পারবেন না ভেবে সাধারণতঃ নারীদের উক্ত আসনগুলোতে মনোনয়ন দেয়া হয় না। ফলে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসন পুরুষদের একচেটিয়া অংশগ্রহণ ও ক্ষমতার একটি স্থান বলে বিবেচিত হয়। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মহিলাদের নির্বাচন মূলতঃ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ফলে সাংসদগণ দেশের নারীসমাজের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন না।

তাই বলা যায় প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

১৯৯৬-এ ৭ম সংসদ একজনের একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ প্রার্থী সংখ্যা ৪৪টি নির্বাচনী এলাকায় দাঁড়ায় ৪৮জন। ১১টি আসনে নারী প্রার্থী বিজয়ী হন অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিত আসনের ২৩ ভাগ আসন তারা লাভ করেন। ৭জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হন। এছাড়াও ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীরা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

৫ সেপ্টেম্বর ৯৬ এ অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে দু'জন মহিলা প্রার্থী জয় লাভ করেছেন। এরা দুজনই সাংসদের স্ত্রী। একজন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন, আরেক জন ছিলেন না। তবে এটা তো অনস্বীকার্য যে, এই এশিয়ার দেশগুলোতে নারীর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের শক্তির উপর ভর করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

নিম্নে ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের হার তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৭.৩. ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের হার

নির্বাচনের বছর	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	অর্জিত আসন
১৯৭৯	২১১৫	১৭	০২
১৯৮৬	১৪২৯	২০	০৩
১৯৮৮	৯৭৮	০৭	০৪
১৯৯১	২৭৭৪	৪৭	০৮
১৯৯৬	২৫৬২	৪৮	১১
২০০১	১৯৩৯	৩৭	০৬

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচান কমিশন অফিস (২০০১)

৭.৪ নারী ও সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। পাকিস্তান আমলের চেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এবং আশির দশকের চাইতে নববই এর দশকে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনেক বেশি সংখ্যায়। তবে ৩০০ আসনের সাথে তুলনামূলক বিচারে এখনো তা অকিঞ্চিৎকর। টেবিল-৭.৪ এ সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার দেখানো হলো।[২]

টেবিল-৭.৪. সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার

বছর	মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে মহিলা জয়লাভ করেছে	উপনির্বাচনে মহিলা জয়লাভ করেছে	মোট মহিলা জয়লাভকারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	-	-
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬৯	১১*	২	৭	৩০	১১.২১
২০০১		১৩	০	৬	০	২

*শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ এর নির্বাচনে নারীপ্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনেক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন। এর মাঝে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ৩৬ জন নারী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রধান প্রধান দলগুলোর মাঝে আওয়ামী লীগ এবং গণফোরাম মহিলা মনোনয়ন সবচেয়ে বেশি দেয়। আওয়ামী লীগ ৪ জন এবং গণফোরাম ৭জন মহিলাকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছিল।

১৯৯৬ এর ১২ জুনের নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থীর মাঝে ৫ জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকা হতে জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বি এন পি র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম রওশন এরশাদ , আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক এরা সকলেই প্রত্যেক্ষ ভোটে পুরুষ প্রার্থীদের পরাজিত করে জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসনে, বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটি আসনে, জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনে জয়লাভ করেন। টেবিল ৭.৫ এ ৭ম বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ দেয়া হলো। অপরদিকে ৮ম সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপির সংখ্যা ৬ জন।

নারী প্রার্থীগণ প্রত্যেক্ষ ভোটে জয় লাভের ফলে নারী প্রতিনিধির শতকরা হার বর্তমান জাতীয় সংসদে ২.৩৩ ভাগ এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে শতকরা ১১.২১ ভাগ। ৫ সেপ্টেম্বর ৯৬ এ ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ আসন থেকে বি এনপির মমতাজ বেগম এবং পিরোজপুর-২ আসন থেকে জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন বিজয়ী হন। অবশ্য দু'টি আসনই তাদের দু'জনের স্বামীদের, ১২ জুনের নির্বাচনের বিজয়ী হয়ে, ছেড়ে দেয়া আসন। মমতাজ বেগম পেয়েছেন ৪৫.৪৪১ ভোট এবং তাসমিমা হোসেন পেয়েছেন ৩১,০০৭ ভোট।

নিম্নে টেবিল-৭.৫. এ ১৯৯৬-র নির্বাচনের সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

টেবিল-৭.৫. ১৯৯৬-র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ

প্রার্থী	নির্বাচনীয় এলাকা	প্রাপ্ত ভোট	মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ	মোট ভোট পড়েছে %	মোট ভোট
শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	১,০২,৬৮৯	৯২.১৮	৭৯.৮৩	১,৩৯,৫৩৯
	খুলনা-১	৬২,২৪৮	৫৩.৯৩	৭৯.৭৬	১,৪৪,৭১৯
	বাগের হাট-১	৭৭,৩৩৭	৫১.৩৫	৮২.৭৬	১,৮১,৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়া	বগুড়া-৬	১,০৩,৭৩৯	৫৮.৪৯	৭৮.১৯	২,৯৬,৪১৭
	বগুড়া-৭	১,৭৪,১৭১	৭২.০৮	৭৯.৫০	১,৮৭,৪৪২
	ফেনী-১	৬৫,০৬৮	৫৫.৫৬	৭৪.৫০	১,৫৭,২৪৮
	লক্ষীপুর-২	৫৯,০৯১	৫১.৬৫	৬২.১৯	১,৮৩,৮৪১
	চট্টগ্রাম-১	৬৬,৩৩৬	৪৮.১৭	৭৮.৫৩	১,৭৫,৩৪৩
বেগম রওশন এরশাদ	ময়মনসিংহ-৪	৭২,১৩০	৩৬.৪৪	৬৫.৪৮	৩,০২,২৬৬
বেগম মতিয়া চৌধুরী	শেরপুর-২	৬৩,৫৭৪	৪১.০১	৭৩.৪৪	২,১১,০৬১
খুরশিদ জাহান হক	দিনাজপুর-৩	৫১,৮০১	৩১.০২	৭৮.৭৮	১,৯৩,৩০৫

১৯৯৬-এর জুন নির্বাচন কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অধ্যায় রচনা করেছে। এ নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। এর মাঝে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল, ২,৭৯,৫৬,৯৪০ জন। এ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমন্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়েছে। ঐ নির্বাচনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলারাও ভোট প্রদানে করে এবং মহিলা ভোটাররা নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হন পুরুষের চেয়ে বেশি সংখ্যায়। কিন্তু মহিলারা বেশি সংখ্যায় ভোট দিলেও মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি।

৭.৫ সাধারণ আসনে এপর্যন্ত নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের দলীয় পরিচিতি

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে নারী প্রতিনিধিদের দলীয় সংশ্লিষ্ঠতা টেবিল ৭.৬ এ দেখানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫ টি আসনে নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন (একই সংসদে একাধিক আসনে জয়লাভ এবং উপনির্বাচনে জয়লাভ সহ)।

টেবিল ৭.৬ সরাসরি আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপি দলীয় পরিচিতি (১ম-৮ম সংসদ)

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত নারীর আসন লাভ		সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী নারী	
	আসন সংখ্যা	মহিলাদের হার	নারী সংখ্যা	%
স্বতন্ত্র	১	১.৮২%	১	৫%
আঃ লীগ	১৭	৩০.৯১%	৬	৩০%
মুঃলীগ	১	১.৮২%	১	৫%
জাপা	৯	১৬.৩৮%	৬	৩০%
জাপা (মঞ্জু)	১	১.৮২%	১	৫%
বিএনপি	২৬	৪৭.২৭%	৫	২৫%
মোট	৫৫	১০০.০০%	২০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

* কলাম পারসেনটিজ

সর্বাধিক ২৬ আসনে মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে বিএনপি থেকে, যা মোট মহিলাদের নির্বাচিত আসনের ৪৭.২৭%, কিন্তু এ ২৬ আসনের মধ্যে একা খালেদা জিয়াই ৪ টি সংসদে ২০ টি আসনে জয়লাভ করেছেন। যা মোট সংখ্যার প্রায় ১/৩ অংশ। এর পরেই রয়েছে শেখ হাসিনার অবস্থান, যিনি ৪টি সংসদে ১১টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। স্বতন্ত্র হিসেবে এ পর্যন্ত মাত্র ১ বার মহিলা নির্বাচিত হয়েছে। অন্যদিকে ৫৫ আসনে মহিলারা জয়লাভ করলেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র ২০ টি আসনে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ থেকে ৬ জন করে মহিলা সংসদে সাধারণ আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যা সামগ্রিক নারী প্রতিনিধিত্বের সাপেক্ষে ৩০% করে। অপরদিকে বিএনপি থেকে মাত্র ৫ জন মহিলা নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এটা জাতির জন্যে দুঃখজনক যে, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ এর ন্যায় বড় দলগুলো এ পর্যন্ত সাধারণ আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এরূপ ৬ জনের বেশী মহিলা নেত্রী তৈরী করতে পারেননি। নিম্নে এ পর্যন্ত নির্বাচিত মহিলা এমপিদের সংসদ ওয়ারী তালিকা দেয়া হলোঃ

টেবিল ৭.৭. একনজরে এ পর্যন্ত সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা এমপিদের নামের তালিকা

নং	সংসদ সদস্যদের নাম	সংসদওয়ারী প্রাপ্ত আসন							মোট	রাজনৈতিক দল
		২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ ষ্ঠ	৭ম	৮ম		
১	বেগম খালেদা জিয়া				৫	৫	৫	৫	২০	বিএনপি
২	বেগম সৈয়দ রাজিয়া ফয়েজ	১							১	মুসলীম লীগ
৩	বেগম মমতা ওহাব			১					১	জাপা
৪	বেগম মতিয়া চৌধুরী				১		১		২	আওয়ামী লীগ
৫	বেগম মুনসুরা মাহিউদ্দিন		১	১					২	জাপা
৬	বেগম রওশন এরশাদ						১	১	২	জাপা
৭	বেগম লায়লা সিদ্দিকী		১						১	স্বতন্ত্র
৮	বেগম কামরুন নাহার জাফর			১					১	জাপা
৯	বেগম হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ		১	১					২	জাপা
১০	শেখ হাসিনা		৩		১		৩	৪	১১	আওয়ামী লীগ
১১	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী				১				১	আওয়ামী লীগ
১২	অধ্যাপিকা হাসিনা বানু শিরিন		১						১	জাপা
১৩	অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম					১			১	বিএনপি
১৪	ইসমত সুলতানা (ইলেন ভুট্টো)							১	১	বিএনপি
১৫	মমতাজ বেগম						১		১	বিএনপি
১৬	রওশন আরা বেগম				১				১	আওয়ামী লীগ
১৭	খুরশীদ জাহান হক					১	১	১	৩	বিএনপি
১৮	সাজেদা মোশাররফ						১		১	আওয়ামী লীগ
১৯	ড. হামিদা বানু শোভা							১	১	আওয়ামী লীগ
২০	মিসেস তাসমিমা হোসেন						১		১	জাপা (মঞ্জু)
	মোট	১	৭	৪	৯	৭	১৪	১৩	৫৫	

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৭.৭ এ দেখা যায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে ৮টি সংসদে সর্বমোট ২০ জন মহিলা সাধারণ আসনে (একাধিক আসন ও উপনির্বাচন সহ) ৫৫ বার নির্বাচিত হন। এ সংখ্যা জাতীর জন্যে সত্যিই হতাশাজনক। কেননা স্বাধীনতার পরে আমরা মাত্র ২০ জন মহিলা সাংসদ তৈরী করতে পেরেছি। জাতীয় উন্নয়নে এ সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

৭.৬ আসনওয়ারী সাধারণ আসনে মহিলা সাংসেদদের বিভাজন

আসনওয়ারী সাধারণ আসনে মহিলা সাংসদদের বিভাজন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে মাত্র ৩৬টি আসনে সর্বমোট ৫৫ বার নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। মহিলা নির্বাচিত হন (টেবিল নং ৭.৮)। কিন্তু অপরদিকে ২৬৪ টি আসনে কখনো কোন মহিলা নির্বাচিত হননি। নির্বাচিত আসন সমূহের মধ্যে ১০টি আসনে একাধিকবার নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নিম্নে সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে ১ম হতে ৮ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন আসনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদের আসনওয়ারী বিবরণ তুলে ধরা হলো, নির্বাচিত নারীদের মধ্যে মাত্র ৫ টি আসনে ৩ বা ততোধিক বার সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। আবার এই ৩৬ টি আসনের মধ্যে ১২ টি আসনে জয়লাভের পর নির্বাচিত নারী সাংসদ কর্তৃক আসন ছেড়ে দেয়ার কারণে এসব এলাকার জনগণ কোন নারী এমপির প্রতিনিধিত্ব পাননি।

টেবিল ৭.৮ ঃ আসনওয়ারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদ (১ম-৮ম সংসদ)

নির্বাচিত হয়ে নারী সাংসদ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন			নির্বাচিত হলেও কোন নারী সাংসদ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেননি		
নং	নির্বাচনী আসন	মোট নির্বাচিত (বার)	নং	নির্বাচনী আসন	মোট নির্বাচিত (বার)
১.	ফেনী-১	৪	১.	নড়াইল-২*	২
২.	ফেনী-২	১	২.	বরগুনা-৩*	১
৩.	নোয়াখালী-৫	২	৩.	বাগেরহাট-১*	১
৪.	শেরপুর-২	২	৪.	রাজশাহী-২*	১
৫.	গোপালগঞ্জ-১	১	৫.	লক্ষীপুর-২*	২
৬.	গোপালগঞ্জ-৩	৪	৬.	খুলনা-১*	১
৭.	নীলফামারী-১	৩	৭.	খুলনা-২*	১
৮.	ফরিদপুর-৪	১	৮.	চট্টগ্রাম-১*	১
৯.	ময়মনসিংহ-২	১	৯.	চট্টগ্রাম-৮*	১
১০.	ফরিদপুর-২	১	১০.	সিরাজগঞ্জ-২*	১
১১.	বগুড়া-৬	১	১১.	ঢাকা-৫*	১
১২.	বগুড়া-৭	৫	১২.	ঢাকা-৯*	১
১৩.	ময়মনসিংহ-৪	২			
১৪.	রাজবাড়ী-২	১			
১৫.	খুলনা-১৪	১			
১৬.	খুলনা-৩	১			
১৭.	গাইবান্ধা-৫	১			
১৮.	চট্টগ্রাম-১০	১			

Dhaka University Institutional Repository

* নির্বাচিত হলেও কোন নারী সাংসদ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেননি

রেখচিত্র ৭.২ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে স্বাধীনতা উত্তরকালে ৮টি সংসদে এ পর্যন্ত মাত্র মাত্র ১২% আসনে কোন না কোন সংসদে কোন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন অর্থাৎ ৮৮% আসনের সাধারণ জনগণ কখনো মহিলা সাংসদ পাননি।

রেখচিত্র ৭.২ ঃ সাধারণ আসনে মহিলা সাংসদ

নিম্নের টেবিলে সংসদে সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সাংসদ (১-৮ সংসদ) এর নামের তালিকা তুলে ধরা হলো।

টেবিল ঃ ৭.৯ সংসদে নারী ঃ সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সাংসদ (১-৮) সংসদ

সংসদে নারী ঃ সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সাংসদ (১-৮) সংসদ								
সংসদ	নির্বাচনী আসন	সংসদে সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান		সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল
২য়	খুলনা-১৪উপ-নির্বাচন	বেগম সৈয়দ রাজিয়া ফয়েজ	১৯৩৬	ডিপ্লোমা-	মুসলীগ-	৬৫	শিক্ষাবিদ	মুসলীগ
৩য়	উপ-নির্বাচন নীলফামারী-১	বেগম মুনসুরা মহিউদ্দিন			জাপা-	৮৬	গৃহিণী	জাপা
	খুলনা-৩	অধ্যাপিকা হাসিনা বানু শিরিন		মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ		শিক্ষাবিদ	জাপা
	টাঙ্গাইল-৪	বেগম লায়লা সিদ্দিকী						স্বতন্ত্র
	ঢাকা-১০	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আ'লীগ
	গোপালগঞ্জ-১	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আ'লীগ
	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আ'লীগ
	নোয়াখালী-৫	বেগম হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ		মাষ্টার্স	জাপা-	৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা
৪র্থ	নীলফামারী-১	বেগম মনসুরা মহিউদ্দিন		আইএ	জাপা-	৮৬	গৃহিণী	জাপা-
	ময়মনসিংহ-৪	বেগম মমতা ওহাব		স্নাতক	জাপা-	৮৮	ব্যবসায়ী	জাপা-

	ঢাকা-১০	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	গোপালগঞ্জ-১	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	নোয়াখালী-৫	বেগম হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ		মাষ্টার্স	জাপা-	৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা
৪র্থ	নীলফামারী-১	বেগম মনসুরা মহিউদ্দিন		আইএ	জাপা-	৮৬	গৃহিণী	জাপা-
	ময়মনসিংহ-৪	বেগম মমতা ওহাব		স্নাতক	জাপা-	৮৮	ব্যবসায়ী	জাপা-
	নোয়াখালী-৫	বেগম হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ		মাষ্টার্স	জাপা-	৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা-
	চট্টগ্রাম-১০	বেগম কামরুন নাহার জাফর	১৯৩৯	মাষ্টার্স	আঃলীগ-	৬৭	রাজনীতি	জাপা-
৫ম	বগুড়া-৭*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স	ছাত্র ইউ	৬২		
	উপ-নির্বাচন ময়মনসিংহ-২	রওশন আরা বেগম			আঃ লীগ		গৃহিণী	আঃ লীগ
	ঢাকা-৫*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	ঢাকা-৯*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক	ছাত্র লীগ	৫৬	রাজনীতি	আঃ লীগ
	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	ফেনী-১*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	চট্টগ্রাম-৮*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
৬ষ্ঠ	দিনাজপুর-৩	খুরশীদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক	বিএনপি	৯১	রাজনীতি	বিএনপি
	বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	রাজশাহী-২*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	সিরাজগঞ্জ-২*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	রাজবাড়ী-২	অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	১৯৪১	মাষ্টার্স	ছাত্র ইউ	৫৯	রাজনীতি	বিএনপি
	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	ফেনী-২	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
৭ম	দিনাজপুর-৩	খুরশীদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক	বিএনপি	৯১	রাজনীতি	বিএনপি
	বগুড়া-৭*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	বগুড়া-৭*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	বাগেরহাট-১*	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	খুলনা-১*	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	পিরোজপুর-২, উপ-নির্বাচন	মিসেস তাসমিমা হোসেন	১৯৫১	স্নাতক	জাপা-	৯৬	ব্যবসায়ী	জাপা
	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স	ছাত্র ইউ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	ময়মনসিংহ-৪	বেগম রওশন এরশাদ			জাপা-	৯০	রাজনীতি	জাপা
	উপ-নির্বাচন ফরিদপুর-৪	সালেহা মোশাররফ			আঃ লীগ-	৯৮	গৃহিণী	আঃলীগ
	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক	ছাত্রলীগ-	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	লক্ষীপুর-২*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	চট্টগ্রাম-১*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	চট্টগ্রাম-১৩, উপনির্বাচন	সমনতাজ বেগম	১৯৫৩	আইএ	বিএনপি	৮০	ব্যবসায়ী	বিএনপি
৮ম	দিনাজপুর-৩	খুরশিদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক	বিএনপি	৯১	রাজনীতি	বিএনপি

Dhaka University Institutional Repository

	নীলফামারী-১	ড. হামিদা বানু শোভা	১৯৫৪	পিএইচডি	আঃলীগ	২০০০	শিক্ষাবিদ	আঃলীগ
	গাইবান্ধা-৫	বেগম রওশন এরশাদ	১৯৪৩	স্নাতক	জাপা	৯০	রাজনীতি	জাপা
	বগুড়া-৬	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	বগুড়া-৭*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	নড়াইল-২*	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক	ছাত্রলীগ	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	নড়াইল-২*	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক	ছাত্রলীগ	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	খুলনা-২*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	বরগুনা-৩*	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক	ছাত্রলীগ	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	ঝালকাঠি-২	ইসরাত সুলতানা (ইলেন ভুট্টো)	১৯৬৬	স্নাতক	জাপা	৯৬	সমাজসেবী	বিএনপি
	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক	ছাত্রলীগ	৬২	রাজনীতি	আঃলীগ
	ফেনী-১*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি
	লক্ষীপুর-২*	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ	বিএনপি	৮২	রাজনীতি	বিএনপি

৭.৭ জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সাংসদ

টেবিল ৭.১০ এ দেখা যায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে ১০২ টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে মাত্র ৬ টি আসনে মহিলা সাংসদরা নির্বাচিত হন।

টেবিল ৭.১০ ঃ জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ও নারী সাংসদ নির্বাচন

সংসদ	মোট উপনির্বাচন (আসন সংখ্যা)	নির্বাচিত মহিলা	মহিলাদের ছেড়ে দেয়া আসন
১ম	১৩ টি	০	০
২য়	৭ টি	১ জন	০
৩য়	১৩ টি	১ জন	১টি
৪র্থ	৩ টি	০	০
৫ম	২২ টি	১ জন	৪ টি
৬ষ্ঠ	০	০	০
৭ম	২৮ টি	৩ টি	৬ টি
৮ম	১৬ টি*	০	৭টি
মোট	১০২	৬	১৮

* অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত

অর্থাৎ এ ১০২ টি আসনের উপনির্বাচনের মধ্যে মাত্র ৬টি আসনে (৫.৮%) মহিলারা মনোনয়ন পেয়েছেন এবং জয়লাভ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ মনোনয়ন সমূহ হচ্ছে স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসনে অথবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে আসণ শূন্য হলে। কিন্তু ৬ টি উপনির্বাচনে মহিলা জয়লাভ করলেও, একটি বিবয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন নারী সদস্যই কোন নারী সাংসদের ছেড়ে দেয়া আসনে নির্বাচিত বা দলীয় মনোনয়ন পাননি। কিন্তু এপর্যন্ত এদেশে ৮ টি সংসদের মধ্যে ৪টি সংসদে নারী সদস্য কর্তৃক একাধিক আসনে জয়ী হবার কারণে মোট ১৮ টি আসন (মোট উপনির্বাচন হওয়ার ১৭.৬%) নারী সাংসদরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্ত এ আসন সমূহে পুরুষদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। যদি এ আসন

Dhaka University Institutional Repository

সমূহে মহিলাদের মনোনয়ন দেয়া হতো তবে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তো, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই এটা আইন অথবা দলীয়ভাবে নিয়ম করা উচিত যে, কোন নারী সাংসদ আসন ছেড়ে দিলে বা অন্য কোন কারণে কোন নারী সাংসদের আসন শূন্য হলে যদি উপনির্বাচনের আয়োজন করা হয় তবে সে আসনে কোন নারীকেই মনোনয়ন দিতে হবে। অর্থাৎ কোন পুরুষকে মনোনয়ন দেয়া যাবে না। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, এশিয়ার দেশগুলোতে নারীর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের শক্তির উপর ভর করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। উপনির্বাচনে মহিলাদের জয়লাভ অথবা মনোনয়ন লাভই তার প্রমাণ। নিম্নে এ পর্যন্ত উপনির্বাচনে জয়লাভকারী নারীসংসদ সদস্যদের তালিকা টেবিল ৭.১১ এ দেখানো হলো।

টেবিল ঃ ৭.১১ উপনির্বাচনে জয়ী নারী সাংসদদের তালিকা

উপ-নির্বাচন	সংসদ	নাম	রাজনৈতিক দল	মন্তব্য
পিরোজপুর-২	৭ম	মিসেস তাসমিমা হোসেন	জাপা (মঞ্জু)	স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসন
চট্টগ্রাম-১৩	৭ম	মমতাজ বেগম	বিএনপি	স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসন
ফরিদপুর-৪	৭ম	সালেহা মোশাররফ	আওয়ামী লীগ	স্বামীর মৃত্যুতে আসন শূন্য হলে
খুলনা-১৪	২য়	বেগম সৈয়দ রাজিয়া ফয়েজ	মুসলীম লীগ	
ময়মনসিংহ-২	৫ম	রওশন আরা বেগম	আওয়ামী লীগ	
নীলফামারী-১	৩য়	বেগম মুনসুরা মহিউদ্দিন	জাপা	

৭.৮ রাজনৈতিক দলের মহিলা প্রার্থী মনোয়ন দানের অবস্থা

১৫ই মে, ১৯৯৬ তারিখে প্রকাশিত ভোরের কাগজের একটি প্রতিবেদনের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তা একটি ছকে দেখানো হয়েছে।

এই তথ্য থেকে দেখা যায় ইসলামী ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামীর কোনো মহিলা সাধারণ আসনে মনোনয়ন পায়নি।

গণফোরাম ৭ম সংসদে বেশি মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল। তাদের দেওয়া ৭জন মহিলা প্রার্থীর কেউই জয়লাভ করতে পারেননি। তবে গণফোরামের এই মনোনয়ন দান সবাই খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে। অন্যদিকে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ৪ জনকে মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) দিয়েছে দু'জনকে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের টেবিল ৭.১২ এ ১৯৯৬, ১২ জুনের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হলো। এই টেবিল এ দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র গণফোরাম ছাড়া অন্যান্য দলগুলো নারী প্রার্থী তেমন দেয়নি। প্রধান ৪টি দলের মাঝে তিনটি দল আওয়ামী লীগ শতকরা ১.৩ এবং অন্য দুটি দল বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি।

টেবিল ঃ ৭.১২ ৭ম সংসদে ১৯৯৬ নির্বাচনে মহিলা মনোনয়ন

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪	১.৩৩
বিএনপি	৩০০	৩	১
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩	১
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	০	০
গণফোরাম	১৬৪	৭	৪.২৬
বামফ্রন্ট	১৭১	৪	২.৩৩
ন্যাপ মোজাফফর	১২৮	৩	২.৩৪

শতকরা ১ভাগ নারীকে দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নেতিবাচক একটি দিক। নির্বাচনে নারীরা জয়লাভ করতে সক্ষম হবেন কি না, এ বিশ্বাস এখনো রাজনৈতিক দলের মাঝে গড়ে ওঠে নি। যেখানে নারী সংগঠনগুলো শতকরা ১০ অথবা ১৫ ভাগের জন্য আন্দোলন , তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা করছে সেখানে শতকরা একভাগ অথবা একভাগের সামান্য কিছু বেশি নারী প্রার্থী দেয়ার অর্থই হলো নারীদের ওপর এখনো রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসাবে আস্থা রাখতে পারছে না। অথচ লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৪ জন পুরুষ প্রার্থীর মাঝে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থাৎ ৬৮.৫ শতাংশের । অন্যদিকে মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টিতে অর্থাৎ শতকরা ৬২.৬ জন নারীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কাজেই এখনো জামানত বাজেয়াপ্তের দিক থেকে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম আছেন। অন্যদিকে শেখ হাসিনা একটি কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন শতকরা ৯২.১৮ ভাগ।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিতে দলের প্রধান মহিলা। তারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়, পারিবারিক সম্পর্কের কারণে দলের এই শীর্ষস্থানে আরোহণ করতে পেরেছেন। তাদের নাম থাকা দিয়ে আপনা থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে, এই দু'টি দলে নারীদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন এবং তাদের নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ভেদাভেদ বেশি করা যাবে না, কারণ তারা দলের সকল সুযোগ গ্রহণ করে নির্বাচন করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বর্তমানে পার্টিতে দলের প্রধান ভূমিকায় যারা আছেন তারা নিজেরাই দলের মধ্যে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারছেন।

প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছে সংসদে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয়ার কয়টি আসন দখল করা যাবে , সেটাই থাকে মূল চিন্তা। অন্তত প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের কাছে এটা রীতিমতো একটি জুয়া খেলার মতো। কোন দান কিভাবে চাললে জেতা যাবে শুধু সেই কথাই তারা ভেবেছেন, আর কিছুই নয়। এতে রাজনৈতিক নীতি রক্ষা হোল কিনা, তাতে কিছুই যায় আসেনা। এই ধরনের জেতার ফর্মূলায় মনোনয়ন দান করা হয়েছে বলে এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি। অথচ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ঢাকা-৫ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেত্রী সাহারা খাতুন মাত্র ২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। আর একটু চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু সেই সুযোগ তাকে দেয়া হয়নি। তিনি পুরুষ হলে হয়তো আরেকটি সুযোগ পেয়ে যেতেন । প্রশ্নটা হার জিতের নয়, এমনকি দল হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী চরিত্রও আমাদের ভুলে যাবার দরকার নেই। নারী নেত্রীদের মনোনয়ন পাবার সম্ভাবনা নিয়ে কথা হচ্ছে। নির্বাচন আসলেই বোঝা যায় যতোই রাজনীতি করার জন্য পুরুষ সহকর্মীরা উৎসাহ দিক না কেন, নির্বাচনের সময় নারীদের বিচার করা হচ্ছে স্রেফ নারী হিসেবে। সাজেদা চৌধুরী এবং জোহরা তাজুদ্দিন দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তারা দু'জনেই হেরে গেছেন। একমাত্র জয়ী হয়েছেন মতিয়া চৌধুরী । দু'জন হেরে গেছেন বলে উদাহরণ সৃষ্টি করা যাবে না যে, মহিলাদের মনোনয়ন দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড়ো বড়ো নেতাদের ধরাশায়ী হবার পরিসংখ্যান ও সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিলে প্রমাণ করা যাবে হারজিতের সঙ্গে। নারী পুরুষ হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, গণফোরামের ডাঃ কামাল হোসেনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি।

সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনে তাদের পারফর্মেন্স এবারের তুলনায় ১৯৯১ সালে অনেক ভালো ছিল। যেমন ১৯৯১ এর নির্বাচনে বিএনপির টাঙ্গাইল-২ আসনের প্রার্থী আশিকা আকবর তার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরেছিলেন মাত্র ১৯৭৪ ভোটের ব্যবধানে। এই আশিকা আকবরকে বিএনপি পরে মনোনয়ন দেয়নি। ১৯৯১ সালে ময়মনসিংহ-৩ আসনের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী রওশন আরা বেগম। আওয়ামী লীগের এই সাবেক এমপিকেও প্রার্থী করা হয়নি। অন্যদিকে বিএনপির খুরশিদ জাহান হককে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছে এবং তিনি জয়ী হয়েছেন।

যতোই যোগ্যতার কথা বলা হোক না কেন, নির্বাচনের আগে আমরা প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নারীদের পক্ষে কাজ করার কোনো প্রতিশ্রুতিমূলক কথা শুনতে পাইনি। জনগণের কাছে এসব কথা প্রকাশের খুব

Dhaka University Institutional Repository

দারকারও নেই, কারণ জনগণ তো আর ভোট দেবে না। তাই তাদের যারা ভোটার, সেই সাংসদ, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নেত্রীর কাছে তদবির, গ্রুপিং, লবিং চলেছে প্রচন্ডবেগে। ঠিক যেমন নির্বাচনের আগে প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চান, তেমনি। যাদের কাছে এতো তদবির করা হচ্ছে আমার জানামতে এমন কাউকে বলতে শুনিনি, যিনি নারীদের পক্ষে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। বরং শোনা যাচেছ এ ধরনের ভোকাল বা নারী অধিকার সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন মহিলাদের বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সংসদের বাইরের যে নারী নারীর অধিকারের প্রশ্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এখনো কোনো ব্যাপারই নয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ খুব আশাব্যঞ্জক ছিল না বটে, তবে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের আগ্রহ যথেষ্ট উল্লেখ করার মতো ঘটনা। এই প্রবণতা থেকে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে অতি সহজেই আসা যাবে। প্রার্থী হিসেবে যে ধরনা নেতা নেত্রীদের বাড়িতে দিয়েছেন সেই ধরনা ভোটারের বাড়িতে গিয়ে দিলে অনেক সম্মানজনক হবে। এবং এটাই একমাত্র পথ।

৭.৯ ৮ম জাতীয় সংসদ সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থী চূড়ান্ত মনোনয়ন

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন পেয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০১) এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আরও নয় জন। অর্থাৎ ১০ প্রার্থী ১৪ আসনে। শেখ হাসিনা পাঁচ আসন। রংপুর-৬, নড়াইল-১, নড়াইল-২, গোপালগঞ্জ-৩ ও বরগুনা-৩। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (ফরিদপুর-২) বেগম মতিয়া চৌধুরী (শেরপুর-২), ড. হামিদা বানু শোভা (নীলফামারী-১), কামরুন্নাহার পুতুল (বগুড়া-৭), জিনাতুন সেনা তালুকদার (রাজশাহী-৩), মিসেস সুলতানা তরুণ (কুষ্টিয়া-৪), মিসেস মাহমুদা সওগাত (পিরোজপুর-৩), রাশিদা মহিউদ্দিন (ময়মনসিংহ-৫), সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি (মুন্সিগঞ্জ-২)।

চার দলীয় ঐক্য জোট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে দলের চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাঁচটি আসন থেকে। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরও তিন জন। অর্থাৎ আট আসনে চার জন। বেগম খালেদা জিয়া (খুলনা-২, বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, ফেনী-১, লক্ষীপুর-২)। খুরশিদ জাহান হক (দিনাজপুর-৩), ইলেন ভুট্টো (ঝালকাঠি-২), মা ম্যা চিং (পাবর্ত্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা)।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট

জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ দুই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়া আরও তিন জনসহ মোট পাঁচ আসনে ছয় জন।

বেগম রওশন এরশাদ (গাইবান্ধা-৫, ময়মনসিংহ-৪) ফাতেমা খান (টাঙ্গাইল-১), বেগম মমতাজ ইকবাল (সুনামগঞ্জ-৪), সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ (সাতক্ষীরা-২)। জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) এবার মনোনয়ন দিয়েছে পাঁচ মহিলা প্রার্থীকে। মিসেস শামসুন্নাহার রানু (লালমনিরহাট-৩), আনোয়ারা খান চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ-৪), বেগম ফিরোজ চৌধুরী (রাজবাড়ী-২), নাজমুন্নাহার বেবী (মুন্সীগঞ্জ-৪), নাজমা আখতার চৌধুরী (সিলেট-৫) বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে-শিরিন আখতার (ফেনী-১)। ১১ দলের প্রার্থী চার আসনে চার জন। এর মধ্যে গণফোরাম থেকে জুলেখা হক মৃধা (ঢাকা-৬), আয়শা ইসলাম (কুমিল্লা-২) এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) থেকে একজন, লীনা চক্রবর্তী (ঢাকা-১২) থেকে। মুসলিম লীগের নাসরিন মোনায়েম খান (ময়মনসিংহ-৪) আসনে নির্বাচন করছেন।

এবার তিনটি আসনে দুই মহিলা প্রার্থী নির্বাচন করছেন, বগুড়া-৭ আসনে বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের কামরুন্নাহার পুতুল। ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়া ও জাসদের শিরিন আখতার এবং ময়মনসিংহ-৪ আসনে রওশন এরশাদ ও নাসরিন মোনায়েম খান।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন মাত্র চার জন-সেলিমা খাতুন (মাগুরা-২), অধ্যাপক পুষ্পন নাহার (বরিশাল-৬), আজিজন নেসা (সিলেট-২), মনসুরা মহিউদ্দিন (নীলফামারী-২)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে,

টেবিল৭.১৩ ৮ম সংসদ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলা মনোনয়ন

রাজনৈতিক দল	মোট আসনের জন্য নারী মনোনয়ন	নারী সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৪	১০
বিএনপি জোট	৮	৪
জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট	৬	৫
জাতীয় পার্টি মঞ্জু	৫	৫
স্বতন্ত্র	৪	৪

টেবিল ৭.১৩ দেখা ৮ম সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী মনোনয়ন প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে এটা সকলের জানা যে, ৩০টি সংরক্ষিত আসন ছাড়া ৩০০টি আসনে মহিলারা নিজেরা ইচ্ছা করলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং রাজনৈতিক দলের মহিলাদের মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক বাধা নেই। অর্থাৎ ৩০০ টি আসনেই মহিলারা প্রার্থী হতে পারেন। সংবিধানে এ কথার স্পষ্ট

উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হবার সংখ্যা খুবই কম। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সংসদের সাধারণ আসনের নির্বাচনে কোনো মহিলা নির্বাচিত হননি। এই সময়গুলোতে কেবল সংরক্ষিত আসনেই মহিলা ছিলেন। সাধারণ আসনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ৫টি, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ৪টি এবং ১৯৯১ সালে ৮টি আসনে মহিলারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হয়েছেন। এই সময় নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা একাধিক আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯১ এর নির্বাচনে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৩৫ জন মহিলা। তাদের মধ্যে ৮টি আসনে মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের সংখ্যা মাত্র ২৪ জন। ১৯৯১ সালে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া একাই নির্বাচিত হয়েছিলেন ৫টি আসনে। বাকি তিনজন ছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের দুই নেত্রী সাজেদা চৌধুরী এবং মতিয়া চৌধুরী।

১৯৯৬ এর নির্বাচনে মাত্র ৫জন মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করেছেন ১১টি আসনে। তার মধ্যে খালেদা জিয়া ৫টি এবং শেখ হাসিনা তিনটি আসনে জয়লাভ করেছেন। নির্বাচিত অন্যান্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী ছাড়া যে দুজন যোগ হয়েছেন তারা হলেন জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ এবং বিএনপির খুরশিদ জাহান হক। এরা প্রত্যেকই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। খুরশিদ জাহান হক গত সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সাংসদ ছিলেন, এবার তিনি সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচিত সাংসদ। এরপরে উপনির্বাচনের নির্বাচিত হয়ে এসেছেন আরো দু'জন মহিলা, একজন তাসমিমা হোসেন, (আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ছেড়ে দেয়া আসনে) এবং মমতাজ বেগম (কর্ণেল ওলি আহমদের ছেড়ে দেয়া আসনে), প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এরা দুজনেই স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসনগুলো ভোটের ভোটের মাধ্যমে পেয়েছেন।

টেবিল-৭.১৪.৭ম সংসদ নির্বাচনে জামানত রক্ষাপ্রাপ্ত ১৮ জন নারীর ভোটেরর শতকরা হিসাব।[৪]

১১-২০%	২১-৩০%	৩১-৪০%	৪১-৫০%	৫১+
২ জন	৩ জন	৫ জন	৬ জন	২ জন

বাংলাদেশ এ যাবত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও বিজয়ী সদস্যদের শতকরা হার নিম্নের টেবিলতে দেখানো হলো–

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৭.১৫ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার (১৯৭৩-২০০১)[৫]

নির্বাচনের বছর	মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩
১৯৭৯	০.৯
১৯৮৬	১.৩
১৯৮৮	০.৭
১৯৯১	১.৫
১৯৯৬	১.৯
২০০১	২.০

ওপরের ছকের আলোকে বলা যায়, জাতীয় সংসদের সরাসরি আসনে নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন, অংশগ্রহণ ও বিজয়ী হওয়ার হার সীমিত। তবে অবস্থান প্রেক্ষিতে বলা যায়, নারীদের অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে। টেবিল ৭.১৫ এ দেখা যাচ্ছে বাংলাদদেশে ১৯৭৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। বিগত বছরগুলোর নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের হার অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

৭.১০ সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি

সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি যতবেশী হবে সংসদে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ততবৃদ্ধি পাবে। সংসদে অভিজ্ঞ নারী বলতে রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা, সংসদে একাধিক বার অংশগ্রহণ কিংবা শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদিকে মাপকাঠি হিসেবে বিচারক করলে দেখা যায়। দিন দিন সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদের হার বাড়ছে। সংসদে ৩০টি আসনের সাংসদ ছাড়াও ৭জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এসেছেন।

সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের অনেকেরই সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। এদের অধিকাংশই সামাজের শহুরে ধনাঢ্য অংশের এবং তাদের নির্বাচনী এলাকার সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ। বেশির ভাগ নারী সাংসদই সমাজকর্মী এবং তারা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক, লবিং ও জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজনের রাজনৈতিক পটভূমিসহ পূর্বতন সংসদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। টেবিল-৭.১৬ এ দেখা যাচ্ছে যে ৭ম সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের সংখ্যা পূর্বের সংসদগুলোর চাইতে অধিক

টেবিল ৭.১৬ সংসদের অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি

সংসদ	মোট নারী সাংসদ	অভিজ্ঞ নারী সাংসদ	শতাংশ
প্রথম (১৯৭৩)	১৫	৫	৩৩.৩
দ্বিতীয় (১৯৭৯)	৩০	৭	২৩.৩
তৃতীয় (১৯৮৬)	৩২	৩	৯.৩
চতুর্থ (১৯৮৮)	৯	৩	৭৫.০
পঞ্চম (১৯৯১)	৩৫	১২	৩৪.২
৬ষ্ঠ (১৯৯৬)	৩৩	১০	৩০.৩
সপ্তম (১৯৯৬)	৩৭	১৪	৩৭.৮
অষ্টম (২০০১)	০৬	০৪	৬৭%

উৎসঃ সংসদ সচিবালয় ২০০১ ৮ম ও চতুর্থ সংসদে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না।

অর্থাৎ উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় সংসদে অভিজ্ঞ নারীদের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচেছ। এটা প্রমাণ করে যে দিন দিন অভিজ্ঞ নারীরা সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

নারী ও সংরক্ষিত আসন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন হলো ৩০০। এর সাথে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন সমন্বয়ে জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা হলো ৩৩০ টি। তবে একক ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসনের যে নির্বাচন হয় সে সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন বাধা নেই।

সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করার জন্য ৬৫নং ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৩ এ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং আসনগুলো দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯তে নারী দশকের প্রভাবে এ আসন সংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়। নিয়মানুযায়ী ১৯৮৮ সনের সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সনে পুনরায় দশ বছরের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০১ সালে আবার সংরক্ষিত আসন নাই, সংবিধানের মাধ্যমে আবার সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু নির্বাচন হয়নি।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে মহিলাদের মধ্যেই মতভেদ আছে। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই বিজয় সূচিত হয়। নির্বাচনপদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে এ আসনে মনোনীত মহিলাদের তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না বললেই চলে। মনোনীত মহিলা তাদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কেও খুব একটা দৃষ্টিপাত করেন না। মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী-এলাকা, সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১০গুণ বড়। কাজেই এলাকার সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে যথাযথ ভূমিকা মহিলা সাংসদ পালন করতে অপারাগ। ৮ম সংসদে কোন সংরক্ষিত।

৭.১১ সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিনিধিত্ব

প্রথম সংসদ থেকে সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সর্বমোট ১৬৬জন মহিলা সাংসদ হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৮জন একাধিকবার সংসদে আসতে পেরেছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এদেশে প্রথম থেকে অনেক বেশীবার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ছাড়া অন্যদলগুলো ক্ষমতায় এসে পরে দল গঠন করেছে।[৬] সে কারণে ১ম সংসদ পরবর্তী সংসদ গুলোতে মহিলা যারা সংসদে যেতে খুবই উদগ্রীব, তারা দল পরিবর্তন করেছেন এবং সংসদের এ সংরক্ষিত আসনে একাধিকবার একাধিক দলীয় পরিচয়ে যেতে পেরেছেন।

আবার দেখা যায় বেশীর ভাগ সংরক্ষিত নারী সাংসদ কেবল স্বামীর পরিচয়ে কিংবা বিশেষ বিবেচনায় সাংসদ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আর তাদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়নি। এ পর্যন্ত যত জন সংসদে সংরক্ষিত আসনে সাংসদ হিসেবে এসেছেন তাদের মাত্র কয়েক ভাগ এখানো রাজনীতিতে সম্পৃক্ত, শতকরা ৯৫ ভাগেরই রাজনীতির সাথে কোন সম্পৃক্ততা এখন পরিলক্ষিত হয় না।

৭.১১.১ সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দানঃ জেলাওয়ারী বৈষম্য

সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত থাকলেও মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে সব এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার চেষ্টা করা হয়নি। তাই দেখা যায় সংসদীয় নারীদের জেলা বিশ্লেষণ করলে ফুটে ওঠে যে এখনো অনেক জেলা থেকে কোন সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধি মনোনীত হননি । আবার বেশ কিছু জেলা থেকে বার বার প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে।

টেবিল ৭.১৭ বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী সাংসদ ঃ ১৯৭৩-২০০১

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	যে সংরক্ষিত মহিলা আসনের অন্তর্ভুক্ত মহিলাআসন নং-	এ জেলা থেকে এ পর্যন্ত মনোনীত সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ সংখ্যা
১.	রাজশাহী	পঞ্চগড়	মহিলা আসন-১	০
২.		ঠাকুরগাঁও		২
৩.		দিনাজপুর		৩
৪.		নীলফামারী	মহিলা আসন-২	১
৫.		লালমনির হাট		০
৬.		রংপুর		৭
৭.		কুড়িগ্রাম	মহিলা আসন-৩	১
৮.		গাইবান্ধা		০
৯.		জয়পুরহাট	মহিলা আসন-৪	০
১০.		বগুড়া		৫
১১.		সিরাজগঞ্জ	মহিলা আসন-৫	২
১২.		পাবনা		৩
১৩.		নওয়াবগঞ্জ	মহিলা আসন-৬	০
১৪.		রাজশাহী		৬
১৫.		নওগাঁ	মহিলা আসন-৭	২
১৬.		নাটোর		২
১৭.	খুলনা	কুষ্টিয়া	মহিলা আসন-৮	৫
১৮.		মেহেরপুর		০
১৯.		চুয়াডাঙ্গা		০
২০.		ঝিনাইদাহ	মহিলা আসন-৯	১
২১.		নড়াইল		১
২২.		মাগুড়া		২
২৩.		যশোর	মহিলা আসন-১০	৩
২৪.		সাতক্ষীরা		৫
২৫.		বাগেরহাট	মহিলা আসন-১১	০
২৬.		খুলনা		৬
২৭.	বরিশাল	পটুয়াখালী	মহিলা আসন-১২	৩
২৮.		বরগুনা		০
২৯.		ভোলা		২
৩০.		বরিশাল	মহিলা আসন-১৩	৫
৩১.		ঝালকাঠি		০
৩২.		পিরোজপুর		০
৩৩.	ঢাকা	টাঙ্গাইল	মহিলা আসন-১৪	৬
৩৪.		জামালপুর	মহিলা আসন-১৫	৪
৩৫.		শেরপুর		০
৩৬.		ময়মনসিংহ	মহিলা আসন-১৬	৬
৩৭.		কিশোরগঞ্জ	মহিলা আসন-১৭	৬
৩৮.		নেত্রকোনা		০
৩৯.		মানিকগঞ্জ	মহিলা আসন-১৮	০
৪০.		ঢাকা সিটির বাইরের অংশ		২২
		ঢাকা সিটি	মহিলা আসন-১৯	
৪১.		গাজীপুর	মহিলা আসন-২০	২
৪২.		নরসিংদী		৩
৪৩.		নারায়নগঞ্জ	মহিলা আসন-২১	১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪.		মুন্সীগঞ্জ		২
৪৫.		রাজবাড়ী	মহিলা আসন-২২	১
৪৬.		ফরিদপুর		৪
৪৭.		গোপালগঞ্জ	মহিলা আসন-২৩	০
৪৮.		মাদারীপুর		১
৪৯.		শরিয়তপুর		৩
৫০.	সিলেট	সুনামগঞ্জ	মহিলা আসন-২৪	০
৫১.		সিলেট		৬
৫২.		মৌলভীবাজার	মহিলা আসন-২৫	৫
৫৩.		হবিগঞ্জ		০
৫৪.	চট্রগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মহিলা আসন-২৬	২
৫৫.		কুমিল্লা	মহিলা আসন-২৬ ও মহিলা আসন-২৭	৪
৫৬.		চাঁদপুর	মহিলা আসন-২৭	০
৫৭.		ফেনী	মহিলা আসন-২৮	২
৫৮.		নোয়াখালী		৩
৫৯.		লক্ষীপুর		১
৬০.		চট্টগ্রাম	মহিলা আসন-২৯	৫
৬১.		কক্সবাজার	মহিলা আসন-৩০	১
৬২.		পার্বত্য খাগড়াছাড়		০
৬৩.		পার্বত্য বান্দারবন		২
৬৪.		পার্বত্য রাঙ্গামাটি		১

৭.১১.২ নির্বাচনী এলাকা ও নিজ জেলা

টেবিল৭.১২ বিশ্লেষণ করলে দেখা মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হয় যেন সংসদে স্বীয় দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য কিন্তু নির্বাচনী এলাকা বিবেচনা করে নয় ।

এটা দেখা গেছে যে, প্রায় বেশীরভাগ মহিলা সাংসদই ঢাকাতে বসবাস করেন। কিন্তু মনোনয়ন পত্রে স্থায়ী জেলার নাম উল্লেখিত থাকে। নির্বাচন কমিশণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়–

টেবিল ৭.১৮. অন্য জেলা থেকে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ

সংসদ	অন্য জেলা থেকে (স্বীয় পৈত্রিক জেলা/ স্থায়ী ব্যতীত) নির্বাচিত সাংসদ	সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের হার
১ম	২ জন	১৩%
২য়	১১	৩৭%
৩য়	৪	১৩%
৪র্থ		
৫ম	৫	১৭%
৬ষ্ঠ	৬	২০%
৭ম	৫	১৭%

উপরোক্ত টেবিল ৭.১৮ এ দেখা যায়, ২য় সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১১% জন, সংসদকে বাইরের জেলা থেকে অন্য নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচিত করা হয়েছে। এর পরেই রয়েছে ৪র্থ সংসদের অবস্থান।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১ম সংসদে বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত সংরক্ষিত মহিলা আসন-৬ এ নির্বাচিত করা হয় খুলনায় জন্ম গ্রহণকারী এরূপ একজনকে, তদ্রুপ ২য় সংসদে টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত মহিলা আসন নং-২ এ মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বরিশালের একজন মহিলাকে, অপরদিকে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর (মহিলা আসন-২৩) নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সাতক্ষীরার একজনকে। এরূপ অনেক অমিল সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মনোনয়নের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, যা তাদের নির্বাচনী এলাকার জন্য দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত করবে।

৭.১১.৩ জেলা ভিত্তিক সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাকে ৩০টি মহিলা আসনে বিভক্ত করা হয়েছে বিধায় একটি আসনে একাধিক জেলা পড়েছে। কিন্তু বিগত ৬টি সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়নের সময় দেখা গেছে যে, এ পর্যন্ত ৩০% (১৯টি) জেলা থেকে কোন সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হননি। টেবিল এ জেলা অনুযায়ী মহিলা সাংসদের হার দেখানো হলো।

টেবিল ৭.১৯. বিভিন্ন জেলা থেকে সংরক্ষিত সাংসদ নির্বাচনের হার

নির্বাচিত সাংসদ সংখ্যা	জেলা সংখ্যা	%	মন্তব্য
৮ এর উর্ধ্বে	১	২%	২২ জন সংরক্ষিত সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা জেলা থেকে
৭-৮ বার	২	৩%	৭টি রংপুর এবং ৮জন কুমিল্লার
৫-৬ বার	১১	১৭%	
৩-৪ বার	১১	১৭%	
২ বার	১১	১৭%	
১ বার	৯	১৪%	
শূন্য	১	৩০%	

উপরোক্ত টেবিল ৭.১৯ এ পরিদৃষ্ট হয় যে, দেশের ৩০% (১৯টি) জেলা থেকে এখন পর্যন্ত কোন সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়নি। অর্থাৎ ৩০% জেলা আজ অবধি কোন সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদ পায়নি। অপরদিকে ৮এর উর্ধ্বে (২২টি) মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা জেলা থেকে।

৭.১১.৪ সংরক্ষিত নারী সাংসদদের জনসম্পৃক্ততা

জনগণের মতামত জরীপে সাধারণ জনগণকে তার আসনের ৭ম সংসদে প্রতিনিধিকারী সদস্যদের নাম জানেন কিনা প্রশ্ন করা হয়। রেখ চিত্র ৭.৩ এ প্রশ্নে প্রাপ্ত উত্তর দেখানো হলো ।

রেখচিত্র ঃ ৭.৩ সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের সাথে পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৭.৩ অনুযায়ী শতকরা ৭৮ ভাগ জনগণ উল্লেখ করেছেন যে তারা তাদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা প্রার্থীর নাম জানেনা, অপরদিকে ১৩% বলেছেন তারা নাম জানেন কিন্তু দেখেননি।

এ থেকে বলা যায় যে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার সাথে তেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই। এর কারণ হিসেবে দলীয় আলোচনা থেকে প্রতিফলিত হয়েছে যে, যেহেতু সংরক্ষিত নারী সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হননি, তাই তাদের জনগণের কাছে কোন জবাবদিহিতা নেই। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল প্রার্থী মনোনয়নের সময় মহিলা প্রার্থীদের একটি তালিকা তৈরী করে বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন দিয়েছেন, কিন্তু বেশীরভাগই ঐ নির্বাচনী এলাকার সদস্য নন। আবার ৩০টি নারী আসন এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে। যাতে প্রতিটি আসনে ১০টি সরাসরি সংসদীয় আসনের সমান, এবং অনেক ক্ষেত্রে মহিলা আসনে মনোনীত প্রার্থী নিজ এলাকায় অবস্থান করেননা, তারা ঢাকাতেই বসবাস করেন।

সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ কর্তৃক সম্পাদিত নির্বাচনী এলাকায় অত্যন্ত কম মাত্রায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন এবং সুফল লাভ করেছেন। সমাজের একটি অংশ (৮৬%) জানিয়েছেন যে, তারা নির্বাচনী এলাকায় মহিলা (সংরক্ষিত) সাংসদ কর্তৃক সম্পাদিত কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড চোখে পড়েনি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম চিত্র পাওয়া গেছে নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ (মহিলা আসন ২১) নির্বাচনী এলাকার মহিলা সাংসদ বেগম সেগুফতা ইয়াসমিন। মুন্সীগঞ্জে মতামতদানকারী প্রায় সকল উত্তরদাতাই বলেছেন– তাকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে দেখা গেছে। তিনি বিশেষ কয়েকটি স্থান (মুন্সীগঞ্জের সাধারণ আসন-২) এ অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন । জনগণ এর পিছনে কারণ হিসেবে বলেছেন ৮ম সংসদে তিনি এ আসনে নির্বাচন করবেন বলে উন্নয়ন কর্মকান্ড করেছেন। সংরক্ষিত আসন থেকে বিগত সংসদে মন্ত্রিসভায় স্থান

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া মহিলা আসন নং ৬ এর মহিলা সাংসদ অধ্যাপিকা জিন্নাতুননেসা তালুকদার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করেছিলেন বলে রাজশাহীর উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

৭.১১.৫ সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদের কার্যালয়

অতীতে নির্বাচনী এলাকায় সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের কার্যালয়ের অস্তিত্ব প্রায় সকল উত্তরদাতাই লক্ষ্য করেননি। উত্তর দাতাদের মতে- একজন নারী সাংসদ একাধিক জেলায় গড়ে ১০টি সাধারণ আসনের পক্ষে ১০টি আসনের বৃহৎ সংখ্যার জনগণের জন্য কাজ করা খুবই কঠিন এবং বাস্তব সম্মত নয়। তাই দেখা গেছে যে, মহিলা সাংসদরা যে সীমিত সংখ্যক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তা কেবল তার স্বীয় জন্মস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে অন্য জেলার জনগণ ঐ মহিলা সাংসদ থেকে কোনরূপ সহায়তা পাননি বলে জানিয়েছেন।

৭.১১.৬ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের ৮টি সংসদের মধ্যে ১মাত্র ৭ম সংসদ তার সম্পূর্ণ মেয়াদাকাল পূর্ণ করেছে। তাই সংসদে সংরক্ষিত আসনের মনোনয়নের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য ৭ম সংসদকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সপ্তম সংসদে মনোনয়নের উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাতে চাই, এই প্রক্রিয়াটা কতখানি গণতান্ত্রিক এবং কতখানি নারী আন্দোলনের পক্ষে। ৭ম সংসদের সংরক্ষিত আসনের মনোনয়নের বিষয়টি পত্র পত্রিকাগুলো খুবই বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করেছে, যার ফলে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে পত্র-পত্রিকার সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

পয়লা জুলাই ১৯৯৬ তারিখে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভের জন্য আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। ৩০টি আসনের জন্য মোট ৫০৩ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং সংসদীয় বোর্ডের সদস্যরা। ৩ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করা হয় এবং ৭ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। অর্থাৎ সংসদের নির্বাচিত সাংসদের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হবার কথা। এতে নির্বাচনের আর কিছুই বাকি ছিল না, শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এটাই হয়। যে সকল সংসদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছেন এমন সাংসদদের ভোটে নির্বাচিত হবার কথা। সেই সময় পর্যন্ত ছিলেন ৩০০ জনের মধ্য ২৮৪ জন সাংসদ। এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ, বিরোধী দল বিএনপি এবং অন্যান্য দলের সদস্যরাই আছেন। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ, মনোনয়ন দিয়ে দেয়ার পর আসলে কোনো নির্বাচন হয় না, কারণ বিরোধী দল থেকে কোনো মনোনয়ন আসেও না, আর আসলেও তাদের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা মোটেও নেই। কারণ হচ্ছে

সংসদে এক একজন মহিলা প্রার্থীদের জন্যে ভোট নেয়া হবে না। পুরো ৩০ জনকেই সংখ্যাগরিষ্ট দলের সদস্যরা সমর্থন করলেই নির্বাচন হয়ে যাবে। তাই ৭ই জুলাই পর্যন্ত তাদের আর অপেক্ষা করতে হয়নি। ৪ঠা জুলাই মনোনয়ন চূড়ান্ত করার দিনেই নির্বাচন হয়ে যায়। ৫ই জুলাইয়ের পত্রিকার শিরোনাম ছিল, ৩০ মহিলা সাংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

সাধারণ নির্বাচনে ১৪৭টি আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ একাধিক আসনে বিজয়ী এমপিদের ৫টি আসন ছেড়ে দেয়ার পর আসন সংখ্যা ছিল ১৪২টি। বিরোধী দল বিএনপি'র সিট সংখ্যা হচ্ছে ১১০টি। সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন দান করেছে। ঐক্যমতের সরকার গঠনের জন্য জাতীয় পার্টিকে তিনটি আসন দেওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ২৭টি আসন এবং জাতীয় পার্টির মনোনয়নে ৩টি আসন নির্বাচিত হয়। বিএনপি কোনো মনোনয়ন দেয়নি, ফলে তারা সকলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। এই ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের যোগ করলে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৬৯, বিএনপি ১১০, জাতীয় পার্টি ৩০, জাসদ (রব) ১ এবং ইসলামী ঐক্যজোট ১। অর্থাৎ মহিলা আসনের সিট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জন্যে বোনাস সিট। এই একই ঘটনা ঘটেছিল পঞ্চম সংসদে এবং তার আগের সব সংসদে। নির্বাচনের বেলায় মহিলা সিটের বোনাস নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো মনে হয় খুশি আছেন। তাই এ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন দরকার। মহিলাদের সংসদে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ অর্থবহ করতে হলে, এ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করতে হবে।

৭.১১.৭ সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ

সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। এ আসনের জন্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী হলেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ। কিন্তু বাস্তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীগণই নির্বাচনে জয়ী হন, ফলে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন বাংলাদেশে কোন সময়ই হয় নি, যা হয়েছে বা হয় সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ, ১৯৮৬ তে' পার্টি, ১৯৯১ এ বিএনপি (২৮ জন বি এন পি, ২ জন জামাতে ইসলামী), এবং ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগের (২৭ জন আওয়ামী লীগ, ৩ জন জাতীয় পার্টি) মহিলাগণ এ সকল সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন।

নিচে সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৭.২০ সংরক্ষিত আসনে রাজনৈতিক দলে সাংসদদের সংখ্যা

নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
১৯৭৩	১৫	আওয়ামী লীগ
১৯৭৯	৩০	বি এন পি
১৯৮৬	৩০	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮		
১৯৯১	৩০	বি এন পি ২৮+ জামাত ২
১৯৯৬	৩০	আওয়ামী লীগ ২৭+ জাতীয় পার্টি ৩

উৎস ঃ নারীবার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬ (উইমেন ফর উইমেন); ভোরের কাগজ, ১৫ মে-১০জুন, ১৯৯৬।

৭.১১.৮ সংরক্ষিত আসন-সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির হাতিয়ার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ এবং সুযোগ বঞ্চিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান করা হয়। কিন্তু অনেকের মতে বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, যেমনঃ

- সংরক্ষিত আসনের একজন মহিলা সাধারণ আসনের চেয়ে দশগুণ বড় এলাকার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, ফলে এই বিশাল নির্বাচনের এলাকার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা থাকে কম। এ বিষয়টি একজন জনপ্রতিনিধি হিসোবে তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, সরাসরি নির্বাচিত না হয়ে দলের প্রতি আনুগত্যই বেশি কাজ করে।

- সংরক্ষিত নারী আসনগুলো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের অবস্থান সুসংহত করতে। অনেক সময় এই আসনগুলোই নির্ধারণ করে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে পারবে। এছাড়াও সরকারি দল কখনো কখনো সংসদে তাদের বিল পাস করানোর জন্য সংরক্ষিত এমপিদের ভোটকে ব্যবহার করে।

- সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় না বলে এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিশ্চিত হয় না। তাছাড়া এটি নারীর জন্য খুব মর্যাদাকর ব্যাপার নয় বলেও অনেকের অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

- জনপ্রতিনিধি হলেও সংরক্ষিত আসনের এমপিদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব বা দপ্তর নেই। তারা সাধারণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন, সভা সমিতিতে যোগদান ইত্যাদি আলংকারিক কাজগুলো করে থাকেন। সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠন করার পর নিজ দলের নারী সদস্যদের দিয়েই সংরক্ষিত আসনের কোটা পূর্ণ করে এবং নিজেদের কোনো বিল পাস করানোর সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য তাদের ভোট কাজে লাগায়। দেখা গেছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনের বিধানসম্বলিত সংসদের সবগুলো সংরক্ষিত আসনেই সরকারদলীয় বা তাদের শরীক দলগুলোর নারী সদস্যরাই নির্বাচিত হয়েছে।[৭]

৭.১২ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে বিভিন্ন নারী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি

স্বাধীনতা উত্তর সমাজে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের জন্য জাতীয় সংসদের নারীর সীমিত অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে Legal Frame Work Order of 1970 অনুসারে সংবিধানের ৬৫ ধারায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫টির বদলে ৩০টি করা হয় এবং সময় সীমা ১০ বছরের পরিবর্তে করা হয় ১৫ বছর। ১৯৮৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর ছিল ৩য় জাতীয় সংসদ। ১৯৮৭ সালে প্রথম ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৪র্থ সংসদে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালে সংবিধানের ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। ইতিমধ্যে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংসদ অতিবাহিত হয়েছে এবং শেষোক্ত সংসদই ছিল নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের শেষ টার্ম।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের টার্ম শেষ হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষে আবারো মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হবে কিনা, হলে তার স্বরূপ কি হবে এসব নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ইতিমধ্যে ভাবনা শুরু করেছে। কয়েকটি মহিলা সংগঠনের সুপারিশ নিম্নরূপ-

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা'র প্রস্তাবনা

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা কয়েকটি সভার আলোচনা থেকে নিচে লিখিত প্রস্তাবগুলো চিহ্নিত করা হয়-

- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলা হিসেবে ৬৪টি করতে হবে।

- সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, নির্বাচন হতে হবে সরাসরি।

- মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দেবেন। তারা দু'টি ভোট দেবে, একটি সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য। অথবা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সে ক্ষেত্রেও মহিলারা দু'টি ভোট দেবেন-একটি সাধারণ আসনে, অন্যটি সংরক্ষিত আসনে। আর পুরুষরা সাধারণ আসনের জন্য একটি ভোট দেবেন।

- সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে হবে।

- ভবিষ্যতে যাতে সংরক্ষিত আসন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সাধারণ আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি করতে হবে যেন তারা কমপক্ষে ১০ শতাংশ মনোনয়ন মহিলাদের দেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।

নারী পক্ষ এর প্রস্তাবনা

সংসদে মহিলা আসনের স্বরূপ কি হবে সে সম্পর্কে নারী পক্ষের প্রস্তাব হলোঃ

- বর্তমানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন তিরিশ এর স্থলে বাড়িয়ে চৌষট্টি করতে হবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যেক্ষ ভোটে হতে হবে।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকবে। এ জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবে।
- দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সময় একই জেলার সব কেন্দ্রেই মহিলাদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- সব ভোট কেন্দ্রে একই সঙ্গে দু'টি ব্যালট বাক্স থাকবে। ভোটাররা একই সঙ্গে দুটি ভোট প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

উইমেন ফর উইমেন এর প্রস্তাবনা

সংরক্ষিত তিরিশটি আসন সম্পর্কে উইমেন ফর উইমেন এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ-

- বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত তিরিশটি আসন বাড়িয়ে এর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে না হয়ে প্রত্যেক্ষ ভোটেই হতে হবে। এতে করে বিভিন্ন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে এবং যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।
- মহিলা ভোটারদের জন্য একই সঙ্গে দুইটি ব্যালট বাক্স থাকবে এবং মহিলা ভোটাররা একই সঙ্গে দুই ভোট প্রয়োগ করবেন। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের প্রত্যেক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে তার অবস্থান উন্নত করার প্রয়াসী হবে।
- দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন তাগিদ অনুভব করে না। মহিলাদের যোগ্যতার অভাব, জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি অজুহাতে ব্যাপক সংখ্যা মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয় না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর প্রস্তাবনা

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তিরিশটি আসন সম্পর্কে মহিলা পরিষদের সুপারিশমালাসমূহ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম পেশ করেন-

- সমাজের বর্তমান বাস্তবতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের যে পশ্চাৎপদতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য সংসদে আরও একটি টার্ম সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদিও মহিলা পরিষদ চায় মহিলারা কেবল সরাসরি ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আসুক।
- আসন সংখ্যা ৬৪টি করা প্রয়োজন । ভোট সরাসরি হলে ভাল হয়। দু'ভাবে ভোট হতে পারে, ভোটাররা একটি ভোট দেবেন সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি দেবেন সংরক্ষিত আসনের জন্য।
- এছাড়া অন্যভাবে হলো, কিছু কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া যেভাবে ভোট হতে পারে, ভোটাররা একটি ভোট দেবেন সাধারণ আসনের জন্য অন্যটি দেবেন সংরক্ষিত আসনের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

- এছাড়া অন্যভাবে হলো, কিছু কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কেবল মহিলা প্রার্থী দেবে। যেটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হচ্ছে। এর ফলে মহিলাদের সঙ্গে মহিলাদেরই প্রতিযোগিতা হবে। এতে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং রাজনৈতিক আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।

নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরী তাদের এক প্রবন্ধে ২০০১ সালের পরবর্তী সংসদে, নারীদের অবস্থান ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন-

- সংরক্ষিত আসনের বদলে সাধারণ আসনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় মহিলাদের মনোনয়ন দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনগতভাবে বাধ্য করা।
- সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বহাল রেখে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- সংরক্ষিত আসন বহাল রেখে আসন সংখ্যা ৬৪টিতে উন্নীত করা।

১৯৯৮ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি উপস্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের পরও সংসদে বর্ধিত হারে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং তা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে পূরণের প্রস্তাব করেন।

মহিলা সংগঠনগুলোর সুপারিশ সমূহকে পাশ কাটিয়ে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনে তিরিশটি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব অথবা ক্ষমতায়নে তিরিশটি সংরক্ষিত আসন যদিও নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি তবুও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

টেবিল ৭.২১ সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাবনা

সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	আসন সংখ্যা	নির্বাচনের ধরণ
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	১০০ সংরক্ষিত এবং ৩০০ সাধারণ আসন	সরাসরি নির্বাচন
বেইজিং প্রিপারেটরী কমিটি	৬৪ আসন	সরাসরি নির্বাচন
পায়রাবন্ধ ঘোষণা ১৯৯৫	৬৪ আসন	সরাসরি নির্বাচন
নারীপক্ষ	৬৪আসন	সরাসরি নির্বাচন
উইমেন ফর উইমেন	এক তৃতীয়াংশ আসন	সরাসরি নির্বাচন
জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যালায়েন্স	১০০ সংরক্ষিত আসন	সরাসরি নির্বাচন

সূত্র : জিডিআরবিসি স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিকা পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে-৭৮.৬% উত্তরদাতাই সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। জরিপে আরো দেখা যায় যে, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ উত্তরদাতার প্রায় সকলেই সংসদে নারী আসন বৃদ্ধির পক্ষে। ডেমক্রেসিওয়াচ তাদের একটি জরিপ প্রতিবেদনে দেখিয়েছে যে, উত্তরদাতাদের ৭৮% বিশেষ নির্বাচনী এলাকা তৈরী করে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

টেবিল-৭.২২ মহিলা সাংসদের (সংরক্ষিত আসন ১৯৭৩-৯১) শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ (%)

বছর	সদস্য সংখ্যা	পি.এইচ.ডি	ডাক্তার	এম.এ	বি.এ	আই.এ	এস.এস.সি	এস.এস.সির নীচে
১৯৭৩	১৫	৫.৬	--	৪৫.৬	৩৩.৩	৬.৬	৬.৬	--
১৯৭৯	৩০	৬.৩	--	৩৬.৬	২৩	২০	১৩	৩.৩
১৯৮৬	৩০	--	৩.৩	২৬.৬	৪৩	১০	৪.৬	--
১৯৯১	৩০	--	--	২৬.৬	৩৩	২০	১০	৩.৩

সূত্র ঃ ড দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান-১৯৯৩

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা সকলেই শিক্ষিত। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সনে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত নারীও সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমানে যারা আছেন তারা সকলেই শিক্ষিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাংলাদেশে রাষ্ট্রে যেখানে শিক্ষিত পুরুষ নেতার অভাব পরিলক্ষিত হয় সেখানে সংসদে আপাত দৃষ্টিতে অকার্যকর তিরিশটি সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিক্ষিত হয়েও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারছেন না। তাই এসব শিক্ষিত নারী সমাজকে উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিজস্ব শক্তির ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৭.১৩ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্টে নারী

আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার লাভ খুব বেশী দিনের নয়। নারীর সংসদ সদস্যপদ লাভও বিংশ শতাব্দীর ঘটনা।

যে কোন দেশের উন্নয়নে কোন নারী পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা প্রায় সমান। তাই নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবনয়। বিশ্বের তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পশ্চিমা উন্নত বিশ্বেও নারী পুরুষ বিস্তর বৈষম্য বিদ্যমান। অধিকাংশ দেশে নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ। আর নারী উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ আর তাই পৃথিবীর অনেক দেশে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সে দেশের পার্লামেন্টে নারীর জন্য বিশেষভাবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের ৮ম জাতীয় সংসদের এয়োদশ অধিবেশনে ১৩ সেপ্টেম্বর বিল ২০০৪ উপস্থাপন কালে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দীকীর আপত্তির জবাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ জাতীয় সংসদকে জানান, বিশ্বের ১৮৩ টি দেশের জাতীয় সংসদে মোট আসনের ১৫ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষণের বিধান আছে। আর মাত্র ১৩টি দেশে এ পরিমাণ ১৫ শতাংশের উপরে (জাতীয় সংসদের আলোচনা , ১৩/৯/০৪, দৈনিক প্রথম আলো ১৪/০৯/০৪) IPU (Inter Parliamentary Union) এর ২০০০ সালে প্রকাশিত Parliaments World Directory, 2000 পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উগান্ডার পার্লামেন্টে ২৮০ সদস্যদের মধ্যে ৬২ জন পরোক্ষভাবে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। যার মধ্যে কমপক্ষে ৩৯ জন হবেন মহিলা।

বাকিনো কিসোর দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে Chamber Des Reprisentants (House of representatives)এর ১৭৮ জন এর মধ্যে মনোনীত বা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৬০জন প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক এবং ১০ জন প্রতিনিধি প্রতিটি মহিলা এসোশিয়েশন থেকে নির্বাচিত হবেন।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র-নেপালের দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ রাষ্ট্রীয়সভার ৬০ সদস্যের মধ্যে ১০ জন রাজা কর্তৃক মনোনীত, এছাড়া ৩৫ জন প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবে-যার মধ্যে কমপক্ষে ৩ জন হবে মহিলা।

৭.১৪ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনীতি ও সংসদে নারীঃ

নিম্নের টেবিল ৭.২৩ এ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে-

সুইডেনের পার্লামেন্টের সদস্যদের শতকরা ৪০ ভাগ নারী। পার্লামেন্টে নারী সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে সুইডেনই সর্বোচ্চ। নীচে কয়েকটি দেশে নারী সদস্যের শতকরা হার উল্লেখ করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৭.২৩ দেশে দেশে নারী সদস্যের শতকরা হার

দেশের নাম	নারী সাংসদের সংখ্যা (মোট আসনের%)
সুইডেন	৪০
যুক্তরাষ্ট্র	১১
জাপান	৮
সিংগাপুর	৩
বাংলাদেশ	৯
ভারত	৭
নেপাল	৫
শ্রীলংকা	৫
পাকিস্তান	৩

সূত্র ঃ Human Development Report, 1997 (UNDP)

ইউএনডিপি এর ১৯৯৭ সালের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের গড়ে প্রতিটি দেশের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শতকরা ৭ জন নারী, উন্নত দেশেসমূহে এই হার গড়ে শতকরা ১২ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে গড়ে শতকরা ৬ জন । নীচে কয়েকটি দেশের নারী সদস্যদের শতকরা হার দেখানো হল

টেবিল ঃ ৭.২৪ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে নারী

দেশের নাম	মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শতকরা যত ভাগ নারী
বাংলাদেশ	০৫
পাকিস্তান	০৪
যুক্তরাষ্ট্র	২১
কানাডা	১৯
নরওয়ে	৪১
সুইডেন	৪৭
ফিনল্যান্ড	৩৫
জাপান	০৭
সিংগাপুর	০০

সূত্র ঃ Human Development Report, 1997 (UNDP)

ওপরে উল্লেখিত টেবিল দু'টিতে বিভিন্ন দেশের নারী সাংসদের সংখ্যা এবং মন্ত্রিপরিষদের নারীদের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। উক্ত টেবিল দুটি থেকে বলা যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবস্থানকে খুব বেশি পিছিয়ে থাকা বলতে পারি না, সিংগাপুর, জাপান এবং ভারতের মত রাষ্ট্রের সংগে তুলনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। বেশ কিছু সময় ধরে কয়েকটি দেশে সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন নারী। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হলেন নারী। শ্রীলংকায় মা ও মেয়ে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় নেত্রী একজন মহিলা। বার্মা ও বাংলাদেশেও। ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দু দফায় ১৭ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। টেবিলের দিকে তাকালে বর্তমান রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

টেবিল-৭.২৫ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে পার্লামেন্টে নারী (১৯৯৬)

দেশের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মহিলা (জন) সাংসদ	শতকরা হার
বাংলাদেশ	৩৩০	৩৭	১১.২
ভারত (নিম্নকক্ষ)	৫৪৩	৩৯	৭.০০
মালয়েশিয়া	১৯২	১৫	৭.৮
পাকিস্তান	২১৭	০৬	২.৮
সিংগাপুর	৮৭	০৩	৩.৪
শ্রীলংকা	২২৫	১১	৪.৮

সূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক ০২.১১.৯৮

উপরের চিত্রে দেখা যায় এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক। অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীরা বেশ অগ্রগামী । যদিও মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন শতকরা হিসাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু আশার কথা হলো আমাদের মধ্যে নারী সচেতনা বৃদ্ধির ফলেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে ধীর গতিতে হলেও নারী নেতৃত্বের যথার্থ বিকাশ সাধন হয়েছে, বাংলাদেশের মত একটি স্বল্প উন্নত দেশে। ইউরোপ, আমেরিকায় যে রূপ গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে নারী নেতৃত্ব সে তুলনায় বিস্তার লাভ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে এখনও সংগ্রাম করতে হচেছ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। নিচে কয়েক দশকের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীদের অবস্থান থেকে বাংলাদেশে নারী নেতৃত্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের সফলতার ইংগিত দান করে।

গত কয়েক দশকে যে কয়জন নারী সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা হলেন-

০১. শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে (শ্রীলংকা, প্রধানমন্ত্রী-১৯৬০)
০২. ইন্দিরা গান্ধী (ভারত, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬৬-৭৭, ১৯৮০-৮৪)
০৩. গোল্ডা মায়ার (ইসরাইল, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

০৪. ইসাবেলা পেরন (আর্জেন্টিনা , রাষ্ট্রপতি, ১৯৭০)
০৫. মার্গারেট থ্যাচার (যুক্তরাজ্য, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭৯-১৯৯০)
০৬. বেনজির ভূট্টো, (পাকিস্তান, প্রধানমন্ত্রী), ১৯৮৬, ১৯৯৩)
০৭. কোরাজন একুইনো (ফিলিপাইন, রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬)
০৮. এডিথ ক্রেসন (ফান্স, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯১)
০৯. খালেদা জিয়া (বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯১, ২০০১)
১০. মাদাম তানশু সিলার (তুরস্ক, প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৩)
১১. কিম ক্যাম্পাবেল (কানাডা, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৩)
১২. গ্রো হারলেম ব্রুন্টাড (নরওয়ে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)
১৩. ভায়োলেটা চমোরো (নিকারাগুয়া, সাবেক প্রেসিডেন্ট)
১৪. চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা (শ্রীলংকা, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৪)
১৫. শেখ হাসিনা (বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৬)
১৬. ভায়রা ভাটক ফ্রাইবার্গা (লাটভিয়া, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৯)
১৭. মারিয়া মসকোস (পানামা, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৯)
১৮. মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী (ইন্দোনেশিয়া, প্রেসিডেন্ট, ২০০১)
১৯. গ্লোরিয়া ম্রাকাপাগাল অ্যারোইয়া (ফিলিপাইন, ২০০১)

সূত্র ঃ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশ নানা সমস্যা কবলিত একটি দেশ হলেও নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে আশানুরূপ এগিয়েছে। যেখানে বিশ্বব্যাপী নারী অবহেলিত রয়ে গেছে, আজ উন্নত বিশ্ব ও নারী অধিকার নিয়ে সম্মেলন করে বিভিন্ন সনদ স্বাক্ষর করছে। সেখানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রে দুজন নারীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্তি নারীর এগিয়ে আসার ইংগিত বহন করে।

৭.১৫ বিশ্বের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ও বাংলাদেশের সাথে তুলনা

পৃথিবীতে উন্নত বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানা সময় আন্দোলন হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে নারীর সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশগুলো উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধুমাত্র উন্নত বিশ্বেই নয় বর্তমানে জাতীয় উন্নয়নের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহও উপলব্ধি করছে যে দেশে জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী সমাজের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই দেখা যায় বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আফ্রিকা। এক সময় আফ্রিকাকে বলা হতো অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ, কেননা এ মহাদেশে অনেক সমস্যার সাথে অন্যতম সমস্যা ছিল নারী সমাজের পশ্চাদপদতা, তাই এই অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য বর্তমানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হচ্ছে।

মানবাধিকার এবং নারী অধিকারে সবচেয়ে পিছিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ' কিন্তু তার পরেও আগের চেয়ে আফ্রিকায় অধিকার বাড়িয়েছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট মতে, আফ্রিকায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার দিন দিন বাড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়, কেনিয়ায় ৩৬২ জন রাজনৈতিক প্রতিনিধি আছেন, ৩৫ জন সোমালিয়ায় ১ম ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের পর নতুন সরকারের নারী প্রতিনিধিত্ব ২৫ শতাংশ বেড়েছে। সিয়েরা লিওন, জিম্বাবুয়ে প্রভৃতি দেশেও নারীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। তারা আইন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ।

৭.১৬ বিভিন্ন দেশের সংবিধানে নারী প্রতিনিধিত্ব

৭.১৬.১ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পার্লামেন্ট ও নারী

রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার লাভ খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। নারীর সংসদ সদস্য পদ লাভও বিশ শতকের ব্যাপার। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফিনল্যান্ডে ১৯ জন নারী প্রথম সে দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হন। ব্রিটিশ কমন্সসভায় প্রথম কোনো নারী সদস্য হন ১৯১৮ সালে। নির্বাচিত এই সদস্যের নাম কাউন্টেস মারকিউজ। ইংল্যান্ডে ১৯১৮ সালে পার্লামেন্ট (কোয়ালিফিকেশন অব উইমেন) অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ডাবলিন নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রথম কোনো নারী সদস্য হন ১৯২২ সালে তার নাম রেবেকা ল্যাটিমার ফেল্টন। কোনো নারী প্রথম পার্লামেন্টের স্পিকার হন ১৯৫০ সালে। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার পার্লামেন্ট মিসে ন্যানসি হডেজকে স্পিকার নির্বাচিত করে এই ইতিহাস সৃস্টি করে। শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে প্রথম নারী, যিনি প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে তিনি এই উভয় পদ লাভ করেন। কোনো দেশের সংসদে একই সঙ্গে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা এই দুই পদে দুইজন নারীর নির্বাচিত হওয়ার বিরল ঘটনার সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদে সংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনা একই সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ র সপ্তম সংসদে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী এবং বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট জয়লাভ করায় আবারও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

নেতা হন। ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যবধি কোনো দেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা মহিলা হওয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল ঘটনা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি পার্লামেন্ট। অথচ এই প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনার অনেক কম। বিশ্বব্যাপী পার্লামেন্ট-এ ১৯৮৫ সালে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১২.১ শতাংশ। ১৯৮৮ সালে সালে এই হার কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৮ শতাংশে। ১৯৯০ সালে আবার নেমে ১১.৭ এ পৌছে। বর্তমানে বিশ্বের জাতীয় পার্লামেন্টগুলোতে নারী সদস্যের গড় হার ১৩.৮ শতাংশ। আরেক তথ্য অনুযায়ী গত ৫১ বছর ১৮৬ টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩৮ টিতে নারীরা পার্লামেন্টে সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯০৭ সাল থেকে নারীরা পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করলে সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা উজ্জ্বল নয়। গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক দেশের আইন সভাগুলোতে নারীর অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ে। নারীর পার্লামেন্টারি অবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে।

টেবিল ৭.২৬ ঃ বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্য

দেশ	মোট সদস্য	নারী সদস্য	শতকরা হার
সুইডেন (নির্বাচন ২০০২)	৩৪৯	১৫৮	৪৫.২৭%
নরওয়ে (নির্বাচন ১৯৯৭)	১৬৫	৫৯	৩৫.৭৫%
ফিনল্যান্ড (নির্বাচন ১৯৯৯)	২০০	৭৪	৩৭%
গ্রেট ব্রিটেন (নির্বাচন ২০০১)	৬৫১	১১৬	১৭.৮%
যুক্তরাষ্ট্র (সিনেট)	১০০	১৪	১৪%
ভারত (নির্বাচন ১৯৯৮)	৫৪৫	৪৩	৭.৮%
বাংলাদেশ (নির্বাচন ২০০১)	৩০০	৭	২.৩৩%

আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব উন্নত বিশ্ব থেকে অনেক কম। এমন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকেও এদেশে নারী প্রতিনিধিত্ব কম।

সংসদে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের সাথে তুলনা করলে এদেশে নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলে অনুভূত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৬.২ নারীর ক্ষমতায়নের একটি উদাহরণ ঃ নারী শাসিত দেশ নিউজিল্যান্ড

আজকের বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন বা নারী শাসিত দেশের উদাহরণ নিউজিল্যান্ড সে দেশের ক্ষমতার শীর্ষ থেকে নিজ পর্যায় পর্যন্ত নারীর একচ্ছত্র আধিপত্য। গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের শীর্ষ প্রায় সব পদই নারীর দখলে। প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক । বিরোধী দলীয় নেত্রী জেনি শিপলি। হেলেন ক্লার্কের আগে জেনি শিপলিই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গভর্ণর জেনারেল ডেম সিলভিয়া কার্টরাইট। প্রধান বিচারপতি সিয়ান এলিয়াস। অ্যাটর্নি জেনারেল মার্গারেট উইলসন। গ্রিণ পার্টির নেত্রী জিনেট কিটস সিনস । এলায়েন্স পার্টির উপনেত্রী হলেন সান্ডারা লি এরা সবাই নারী । রাষ্ট্রের প্রায় শীর্ষ পদে নারী বিশ্বের আর কোনো দেশে খুজেঁ পাওয়া যাবে না। এজন্য দেশটিকে নারীদের স্বপ্নরাজ্য বলা হয়।

নিউজিল্যান্ডের সাথে তুলনায় এ পর্যন্ত এ দেশে এ পর্যন্ত মহিলা প্রধান বিচার পতি, এটর্নি জেনারেল, রাষ্ট্রপতি পদে মহিলারা আসীন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

---

[১] নারী রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন, শওকত আরা হোসেন , ক্ষমতায়ন , ১৯৯৮, সংখ্যা-২

[২] নারীবার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন: নারী ও উন্নয়ন-পূর্বোক্ত,

[৩] নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পুর্বোক্ত

[৪] ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬

[৫] দিলারা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জমান, উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স, স্কোপ নেচার এন্ড লিটিটেশন। ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির জন্য প্রস্তুত ফাইনাল রিপোর্ট, অক্টোবর ১৯৯৩ এবং অন্যান্য সূত্র

[৬] ফরিদা আখতার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন সরাসরি নির্বাচন, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রর্বতন, ফেব্রুঃ১৯৯৯ পৃ-(২৯-৩০)

[৭] নারীবার্তা, প্রথম বর্ষ সংখ্যা ২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন)

[৮] বিশ্বনারী সংবাদ, দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা ৬ আগষ্ট ২০০৩, ১২-১৬)

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মহিলা নেতৃত্ব

ভূমিকা

আলোচ্য গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত দু'টি প্রত্যয় হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতিক ও নারী নেতৃত্ব যা মূলতঃ সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব - প্রপঞ্চ থেকে উৎসারিত হয়েছে। এছাড়া আরেকটি বস্তুগত প্রত্যয় রয়েছে জাতীয় সংসদ। যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে গবেষণার মূল শিরোনাম অর্থাৎ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ সমস্যা ও সম্ভাবনা। তবে আরেকটি লুকায়িত প্রত্যয় " রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" আলোচ্য গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ফলে মূল প্রত্যয় দু'টি পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ সমস্যা ও সম্ভাবনা" রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন দিকে অবস্থান করছে তার উপর ভিত্তি করে উক্ত অধ্যায়টি রচিত হয়েছে।

তাই বর্তমান অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারায় মহিলা নেতৃত্বের ক্রমবিকাশ ও সংসদে নেতৃত্বদানকারী মহিলা নেত্রীবৃন্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কেননা বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে হলে বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এরপর নেতৃত্ব ও নেতা প্রপঞ্চ সম্পর্কে বোধগম্যতা থাকতে হবে। সর্বোপরি এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নেতৃত্ব ও নেতা প্রপঞ্চের আলোকে এ দেশের মহিলা নেতৃত্বের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তাই উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে এদেশর রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান, মহিলা ছাত্ররাজনীতি, সমাজ নীতি ও জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে নেতৃত্ব প্রদানকারী মহিলা নেত্রীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

৮.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

যেহেতু ফলপ্রসূ সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকরী অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার জন্য তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট গবেষককে প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে, সেহেতু আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিষ্কার ধারণা গঠন করা প্রয়োজন, আর পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে হলে যে কোন বিষয়ের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বুঝতে হলে প্রথমেই সংস্কৃতির ধারণা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সংস্কৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Culture বাংলাতে সংস্কৃতি শব্দটিকে কৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ষণ বা চাষ। ইংরেজী সাহিত্যে কালচার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন, ষোলশতকের শেষার্ধে[১]। ১৯৫২ সালে ক্রোবার এবং ক্লাকন সংস্কৃতির ১৬৪ টি সংজ্ঞা সংগ্রহ করেন। এ সব সংজ্ঞা ও নানা ধারণা বিশ্লেষণ করে গ্রালারীর অভিমত হচ্ছে, সংস্কৃতি একটি বিতর্কিত (Contestable) প্রত্যয়।[২] ধারণা করা হয়ে থাকে ইংরেজী Culture শব্দটির উৎপত্তি অতীত কাল সূচক ল্যাটিন ক্রিয়াপদ Colere থেকে যার অর্থ চাষ করা।

প্রকৃপক্ষে কালচারের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ই.বি. টেলরের সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি এখনো সর্বজনস্বীকৃত হয়ে আছে। টেলরের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম ধ্যান, ধারণা বিকাশ, শিল্প, আইন আদালত, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার অভ্যাস ও মূল্যবোধ প্রভৃতি যা সমাজবাসী বংশানুক্রমে অর্জন করে। টেলরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একথা আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি হচ্ছে, সমাজবাসীর পূর্ণ জীবন প্রণালী, এ জীবন প্রণালীতে কোন মূল্যবোধের সীমা নেই। সমাজবাসী তার সংস্কৃতি অর্জন করে এবং পারে তা তার উন্নতি সাধন করে।

আমরা বলতে পারি রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সংস্কৃতির একটি ধারা, রাজনীতি শব্দটি দ্বারা শাব্দিক অর্থে বুঝায় রাজনীতি অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার জন্য রাজা রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য যে নীতি অবলম্বন করতেন তাই ছিল রাজনীতি। কিন্তু বর্তমান যুগে রাজনীতি একটি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। বৃহৎ অর্থে মানবজীবনের প্রতিটি কর্মই রাজনীতির অন্তর্গত। এরিষ্টোটলের মতে, By bocn human is a political being তাই মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ শুরু প্রায় সৃষ্টির আদি থেকেই। ক্ষুদ্র অর্থে বা সংকীর্ণ অর্থে রাজনীতি হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট দল বা আদর্শের অধীনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা, নির্বাচন করা ইত্যাদি। আলোচ্য গবেষণায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে তাকে বুঝাচ্ছে। এদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আবর্তিত হচ্ছে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে, এই সংস্কৃতিকে কিছু সংখ্যক সুবিধাধী ব্যক্তিবর্গ ঢুকে কলুষিত করেছে, হত্যা সন্ত্রাস ও কালো টাকার মাধ্যমে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে, কিংবা পুরুষদের আধিপত্য বজায় রয়েছে ইত্যাদি।

বস্তুত পক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি, সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌথ ক্রিয়াকান্ডের ফলেই এর উদ্ভব। এ কারণে সমাজ সংগঠনের বিশিষ্ট রূপ দ্বারা সমাজের সংস্কৃতির রূপ প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট হয়। ঠিক তেমনি বাংলাদেশে রাজনীতিদদের অবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তিত পরিমার্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে।

তাছাড়া আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের সমাজের ইতিহাস, শ্রেণীভেদের অবকাশহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং তারপরে শ্রেণী ভেদ সম্পন্ন দাস সমাজ, সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ এবং পুঁজিবাদী সমাজ হিসেবে এ পর্যন্ত বিভক্ত হয়েছে। কাল মার্কসের মতে, উৎপাদন উপায় বা অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির উপর নির্ভর করে কোন সমাজের উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে অর্থাৎ অর্থনীতিকে ভিত্তির ওপর গঠিত বিশেষ কাঠামোই হচ্ছে সংস্কৃতি। বাস্তবিক অর্থে- রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে কোন দেশের রাজনৈতিক ভিত্তি ঐ দেশের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টির আদিকাল থেকে অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমরা সংস্কৃতিকে যদি কেবল মাত্র মানুষের ভাবগত সৃষ্টি কর্ম বলে বিবেচনা করি তাহলে তার বিশ্লেষণ অসম্পূণ থেকে যাবে। কারণ, মানুষের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অর্থে আর্থিক ও কারিগরী, সৃজন কর্ম এবং তার ফসল অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্র কল কারখানা এবং উৎপাদিত বৈষয়িক সম্পদ সৌধকে ও একটি মানব সমাজের সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করে যেতে পারে। সে জন্য সংস্কৃতির আরো গভীরে ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতির ২টি প্রকারভেদ খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলো হলো- (১) বস্তুগত এবং (২) অবস্তুগত। বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান হচ্ছে উৎপাদিত বৈষয়িক যন্ত্রপাতি, সৌধ ইত্যাদি, অ-বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান হচেছ ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি। আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ভাবগত সৃষ্টিকে আত্মিক সংস্কৃতি বা অ-বস্তুগত সংস্কৃতি এবং বস্তুগত সংস্কৃতিকে বৈষয়িক সংস্কৃতি বা বস্তুগত সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা চলে।

আলোচ্য গবেষণায় রাজনীতিক সংস্কৃতি হচ্ছে আত্মিক সংস্কৃতির অন্তর্গত, যার সাথে মানুষের আত্মার সম্পর্ক রয়েছে, দীর্ঘদিনের। একটি দেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আদর্শ বা সাংস্কৃতিক নমুনা হচ্ছে সে দেশের বা সমাজের মানুষের মধ্যে কি ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে এবং সংস্কৃতির আচর-আচরণ, বিশ্বাস, ধর্মচারণ, লোকবাহিনী, লোকবল, সংগীত, পোশাক-পরিচ্ছদ ভোজন ইত্যাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্ভর করে গোষ্ঠীসমাজ ব্যবস্থার উপর যার অর্থ চাষ করা। শব্দটির বর্তমান ব্যবহার মধ্যযুগের ফরাসী এবং মধ্য ইংরেজী (১১০০-১৪৫০) থেকে। মধ্য ইংরেজীতে Culture শব্দটির অর্থ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

"কর্ষিত" ভূমিখন্ড। রেমন্ড উইলিয়ামসের মতে, আধুনিক অর্থে কালচার শব্দটির বিকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্যে (Raymond, 1972 : 180)।

নৃ-তাত্ত্বিক অর্থে সংস্কৃতি প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৪৩ সালে জার্মানীতে গুস্টাভ খেলম-এর লেখায় । তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞার মধ্যে প্রথা, বৃত্তি, দক্ষতা, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩] তবে নৃ-তাত্ত্বিক ই.বি টেইলর ১৮৭১ সালে সংস্কৃতির সবচেয়ে অর্থপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেন যা নিম্নরূপ ঃ-

> " Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and other capabilities acquired by man as a member of society"[4]

এ সংজ্ঞাটির মূল বক্তব্য হচ্ছে এ রকম, " সমাজবাসী হিসেবে মানুষ যে সব দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করে তাই সংস্কৃতি।" লেসলি হোয়াইট (Leslie White) এর মতে, সমস্ত ধরনের বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মিথষ্ক্রিয়ার নিয়ম ও রূপ, আবেগ, মনোভাব, প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার প্রভৃতিকে বলা হয় সংস্কৃতি।[৫]

বস্তুত পক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি।[৬] সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌথ ক্রিয়াকান্ডের ফলই এর উদ্ভব।[৬] এ কারণে সমাজ সংগঠনের বিশিষ্টরূপ দ্বারা সমাজের সংস্কৃতির রূপ প্রধানত নির্দিষ্ট হয়। ঠিক তেমনি বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের অবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আবর্তিত হয়েছে, ক্ষমতাসীনদের আদেশ, ফরমান দ্বারা এই সংস্কৃতি পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী Alan R. Ball বলেন,

> Political Culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate to the political system and to political issues.[7]

অপরদিকে Almond and Varba বলেন –

> The political culture of a nation is the particular distribution of patterns of orientations toward political objects among the members of the nation[8].

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এদেশের সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পুরুষরাই কর্তৃত্বকারী বা Dominant অপরদিকে নারীরা এ

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী ও পুরুষের তুলনা সংস্কৃতির বিখ্যাত ' সাংস্কৃতিক অসম অগ্রগতি তত্ত্ব' এর মধ্যে পরে।

৮.২ নেতৃত্ব

৮.২.১ সংজ্ঞা

নেতৃত্বের একক সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, তবে সাধারণ ভাবে নেতৃত্ব বলতে বুঝায় নেতার গুণাবলী । অর্থাৎ

- নেতৃত্ব কোন ব্যক্তি নয়, তা ব্যক্তির একটি গুণ বা একটি চলমান প্রক্রিয়া মাত্র।
- কোন দলবদ্ধ কর্ম প্রক্রিয়ায় সুপরিকল্পিত ও সুসংহত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করে।
- নেতৃত্ব হলো এমন এক মর্যাদা, অধিকার এবং সক্রিয়ভাবে এমন কোন ভূমিকা পালন, যার মাধ্যমে কোন সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।[৯]

নেতৃত্বের মূল উপাদান হচ্ছে তিনটি, যা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

নেতৃত্ব গঠিত হয় তিনটি মূল উপাদান নিয়ে। এ উপাদান তিনটি হচ্ছে নেতা, অনুসারী (যারা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চলেন এবং নেতাকে অনুসরণ করেন) এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতি। অর্থাৎ

নেতৃত্ব = নেতা + অনুসারী + পরিস্থিতি[১০]

রেখচিত্র ৮.১ ঃ নেতৃত্বের উপাদান

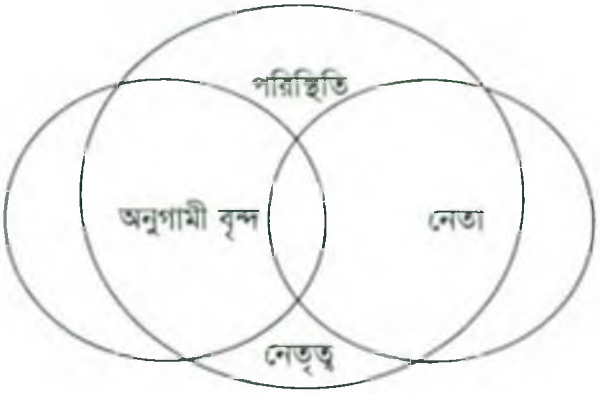

অর্থাৎ এক কথায় নেতৃত্ব হচ্ছে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নেতা ও অনুগামীদের সম্পর্কের ফলশ্রুতি এবং এই নেতৃত্বের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকেন নেতা ।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.২ নেতৃত্বের মাত্রা

হেমফিল ১৯৫০ সালে নেতৃত্বের মোট নয়টি মাত্রা নির্দেশ করেন।[১২] এগুলো হলো ঃ

১. উদ্যোগ (Initiation) নেতা কতখানি নতুন ধারণা প্রদান করতে পারেন।
২. সদস্য বৈশিষ্ট্য (Membership) নেতা কত ঘন ঘন দলের সাথে আন্তঃক্রিয়া (Interaction) করেন।
৩. প্রতিনিধিত্ব (Representation) নেতা কতখানি দলের উদ্দেশ্য সাধন ও স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী হন এবং বাইরের আক্রমণ থেকে দলকে রক্ষা করেন।
৪. সংহতি (Integration) দলের আনন্দদায়ক সম্পর্ক উৎসাহিত করা এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করা।
৫. সংগঠন (Organization) সংস্থাদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিজের ও দলের কাজ এবং কাঠামো (Structure) তৈরী করা।
৬. প্রাধান্য (Domination) দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত ও মতামতের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করা।
৭. যোগাযোগ (Communication) সদস্যদের সাথে সঠিক মাত্রায় তথ্য বিনিময় করা।
৮. স্বীকৃতি (Recognition) সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য নেতার বিভিন্নমুখী আচরণ।
৯. উৎপাদন (Production) কৃতিত্ব অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

তাহলে বলা যায়, নেতৃত্ব হচ্ছে একটি দলবদ্ধ ও চলমান প্রক্রিয়া, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আধার এবং অন্যের স্বীকৃতি আদায় কৌশল।

৮.২.৩ নেতৃত্বের শ্রেণী বিভাগ

নেতৃত্বকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একাধিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়, যথা ঃ

সাধারণ শ্রেণীবিভাগঃ

ক) Charismatic জনপ্রিয় নেতা (যেমন-মহানবী)
খ) আনুষ্ঠানিক ও পরিবেশগত নেতা (যেমন-রাজা-বাদশা)
গ) কার্যকর নেতা (যেমন - প্রশাসনিক কর্মকর্তা)

নিম্নে রেখচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব[১৩] তুলে ধরা হলো ঃ

রেখচিত্র ৮.২ ঃ বিভিন্ন প্রকার নেতৃত্ব

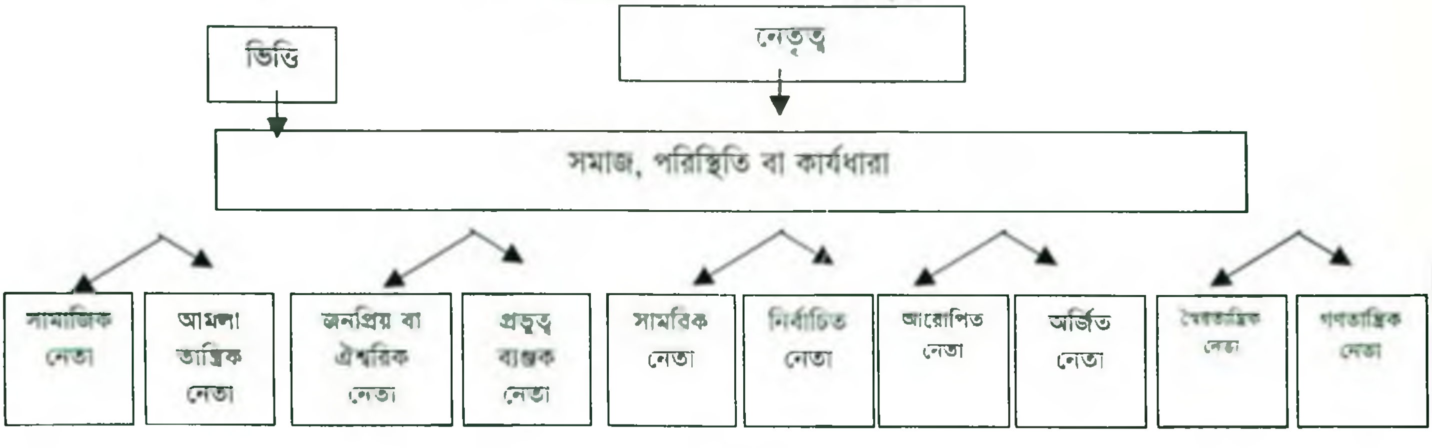

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৪ নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

নেতৃত্বের সামান্য ভুল দলের বা সমাজের বা রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই নেতৃত্ব প্রদান সর্বদাই একটি চ্যালাঞ্জিং কাজ। নিম্নে এই চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে -

ক. অনুসারীদের মনোভাব নির্ণয়

খ. দ্বন্দ্ব নিরসন বা ভুল বুঝাবুঝির অবসান,

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রদান

ঘ. দলীয় ঐক্য অব্যাহত রাখা

ঙ. সঠিক পরিকল্পনা করা

চ. সঠিক যোগাযোগ

৮.২.৫ নেতৃত্বের গুণাবলী

নেতৃত্বের যে রকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে, ঠিক তদ্রূপ নেতৃত্বের কিছু গুণাবলীও থাকতে হয়, যার মাধ্যমে নেতা ঐ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করতে পারে। বিভিন্ন লেখক নেতৃত্বের বিভিন্ন গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নেতৃত্বের গুণাবলীর তালিকা তৈরি করলে তাতে আবশ্যকীয় হিসেবে ব্যক্তিগত নিম্নের গুণাবলী সমূহ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন -

০১. প্রাণবন্ত ও সহিষ্ণুতা

০২. দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অনুপ্রেরণা দানের সামর্থ্য এবং

০৩. দায়িত্বশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সক্ষমতা

একইভাবে George R. Terry[14] নেতৃত্বের গুণাবলী সমূহকে তালিকাভুক্ত করেছেন এভাবে -

০১. কর্মশক্তি ও কর্মক্ষমতা

০২. মানসিক স্থিতিশীলতা

০৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

০৪. মানব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান

০৫. ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা

০৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা

Dhaka University Institutional Repository

০৭. নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা

০৮. কর্মদক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও যোগ্যতা

০৯. কারিগরী দক্ষতা ও যোগ্যতা

নেতার গুণের তালিকায় নেতার ক্ষমতা ও শক্তির মূলে তার ব্যক্তিত্বকে ধারণা করা হয়।[১৫] অনেক সময় ব্যক্তিত্বের দৈহিক গুণাবলী পরিমাপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে তা সুগঠিত হতে হবে। কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত নয়। কেননা সামাজিকভাবে নেতাদের মধ্যে এই দৈহিক গুণাবলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও, রাজনৈতিক বা ধর্ম সম্পর্কীয় নেতাদের মধ্যে সহানুভূতি এবং সংগ্রামী মনোভাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যা কোন এক সমাজে প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করে, অন্য সমাজে তা প্রশংসা ও শক্তি পায় না। সব রকম অবস্থায় এবং সব রকম লোকের ওপর কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের অধিকারী হবেন এর কোন সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব নেই।

৮.২.৬ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

বিভিন্ন মনীষী গণতান্ত্রিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। Raalph M. Stogdill গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[১৬]

- অনুগামীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত
- দলীয় সদস্যদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা
- সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে দলীয়-সদস্যদের সাথে সব সময়ই আলোচনা ও সহযোগিতা করা

৮.২.৭ নারী নেতৃত্ব

নারী নেতৃত্ব হচ্ছে নারী সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার গুণাবলী। সাধারণভাবে এদেশের প্রেক্ষাপটে নারী নেতৃত্বের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন নারী আন্দোলনের নেত্রী, রাজনৈতিক নেত্রী, ইত্যাদি। নারী নেতৃত্বের লক্ষ্য হচ্ছে নারী উন্নয়নে ও নারীদের অধিকার সংরক্ষণে একদল অনুসারী তৈরী করা, যারা সমাজের মানুষকে নারীর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণায় নারী নেতৃত্ব বলতে রাজনীতি সাথে সম্পৃক্ত মহিলা রাজনীতিবিদদের গুণাবলী বা কর্মকান্ডকে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৮ নারী নেতৃত্বের গুনাবলী

যেহেতু গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে নারী নেতৃত্বের বিকাশ সেহেতু নেতৃত্ব সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন রয়েছে। নেতৃত্ব তত্ত্ব এবং নারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নেতৃত্বের ধরন, নেতৃত্বের কাজ, নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনায় এসেছে। আলোচনার প্রয়োজনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১ জন নারী নেত্রীর যে সকল গুণাবলী থাকতে হবে তা নিয়ে আলোচিত হলোঃ

নারী নেতৃত্বের প্রথম দিক হচ্ছে নেতৃত্ব। সাধারণভাবে নেতৃত্বের যে সব বিশেষ গুণাবলী সকল মানুষের থাকা উচিত, তা প্রত্যেক নারী নেত্রীর মধ্যেই থাকতে হবে। সে সকল নেতৃত্বের গুণাবলী হলো[১৭]

- জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা
- দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছা/উদ্যোগ ও কর্তব্য পরায়ণতা
- অন্যকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা
- উত্তম চরিত্র, সততা, ধৈর্য, আত্ম-সংযম
- একাধিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা
- কর্মকেন্দ্রীক মননশীলতা ও দক্ষতা
- উত্তম শ্রোতা ও বক্তা
- পুরুষ সহকর্মীদের ওপর বিশ্বাস ও সুসম্পর্ক
- যোগ্য ব্যক্তির সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠনের উৎকর্ষ সাধন
- আজ্ঞা প্রদানকারী না হয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করা
- সহকর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- স্বীয় দল ও নারীদের উন্নতির ব্যাপারে সবার পরামর্শ নেয়ার নিরলস প্রচেষ্টা করা
- অধীনস্থ রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা
- স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস
- বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া
- জনগণের মতামত বিনিময় করা
- সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া
- জনগণকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা
- দূরদর্শিতা এবং
- সহিষ্ণুতা

অতএব একজন যোগ্য নেতা হিসেবে নারীর মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলীর প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী[১৮] –

- সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা,
- লোকবল ও সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা,
- সংগঠনের ভিতরে ও বাইরে যোগাযোগ রক্ষা করা,
- উদ্বুদ্ধ করা, উত্তম কাজের প্রশংসা করা, স্বীকৃতি দেয়া, ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো, উত্তম কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান,
- সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা
- পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতামত নেয়া, নিজের ধারণা অপরকে দেয়া এবং অপরের ধারণা নেয়া, অপরকে কথা বলার উৎসাহ দেয়া এবং তার কথা শোনা,
- কর্তব্য পালনে ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া
- সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা
- ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা,

Dhaka University Institutional Repository

- সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস নির্ভরতা রাখা
- কথায় ও কাজে 'আমি' ব্যবহার না করে ' আমরা' ব্যবহার করা
- সিদ্ধান্ত ও কাজের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা বা ফলোআপ করা

৮.২.৯ নারী নেতৃত্বের লক্ষ্য বা কাজ

একজন নারী নেত্রীর অন্যান্য সকল কাজের সহিত নিম্নোক্ত লক্ষ্য থাকা জরুরী, যথাঃ

- জনগণের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- স্থানীয় কমিউনিটিতে নারীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো
- নারীর অধিকার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরা ও ঐক্যবদ্ধ করা
- স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার রক্ষায় কর্মপন্থা বা কৌশল নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন করা। গৃহীত কর্মকান্ডের প্রভাব যাচাই ও মূল্যায়ন করা।
- নারীর অধিকার সংরক্ষণে স্থানীয় পর্যায়ে দল বা সংগঠন তৈরী।
- নারী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ এর স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে প্রকৃত বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ

৮.২.১০ নারী নেতৃত্বের ইস্যু সমূহ

নারী নেতার মূল ইস্যু নারী উন্নয়ন। কিন্তু বর্তমানে নারী নেত্রীবৃন্দ নারী উন্নয়নের জন্য কাজ না করে স্বীয় রাজনৈতিক দলের জন্য বেশী কাজ করে থাকেন। আর মূলত এই কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী সমাজে বিরাজমান নেতিবাচক অবস্থার কোন উন্নতি নেই। তাই নারী নেতৃত্বের প্রধান ইস্যু হওয়া উচিত সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার বিষয়ে জনমত গঠন। আর এই জনমত গঠনে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। জেন্ডার বিষয়ে জনমত গঠনের এই ধাপ সমূহ হলো-

ধাপ - ১ জেন্ডার সমস্যার গুরুত্ব ও উৎস অনুধাবনে জনগণকে সহায়তাকরণ
ধাপ -২ জেন্ডার সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রাথমিক সমাধান নির্ণয়
ধাপ -৩ জেন্ডার সমস্যা সমাধানে বিকল্প প্রস্তাব বা সমাধানে পৌছানো।
ধাপ - ৪ নারীর সমস্যা সমধানে সমাজে সকলের সাথে ঐক্যে উপনীত হওয়া

এই জনমত গঠন ছাড়াও নারী নেতৃত্বের আরো কতগুলো ইস্যু রয়েছে। তার বিবেচ্য এই ইস্যু সমূহ হচ্ছে ঃ

- নারীর উন্নয়ন
- নারী নির্যাতন রোধ
- স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ
- পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে সামনে নিয়ে আসা
- পারিবারিক জীবনে নারীও পুরুষে সমধিকার প্রতিষ্ঠা
- নারীর কর্তব্য সম্পর্কে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ
- নারীর শিক্ষার বিস্তার সাধনে কর্মকান্ড গ্রহণ
- নারীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন
- জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অধিকার আদায়ে লবিং, প্রয়োজনে আন্দোলনে গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নেতার কার্যবলী ঃ নারী নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা হচ্ছেঃ

রেখচিত্র ৮.৪ ঃ নারী নেতার কার্যাবলীর শ্রেণী বিন্যাস

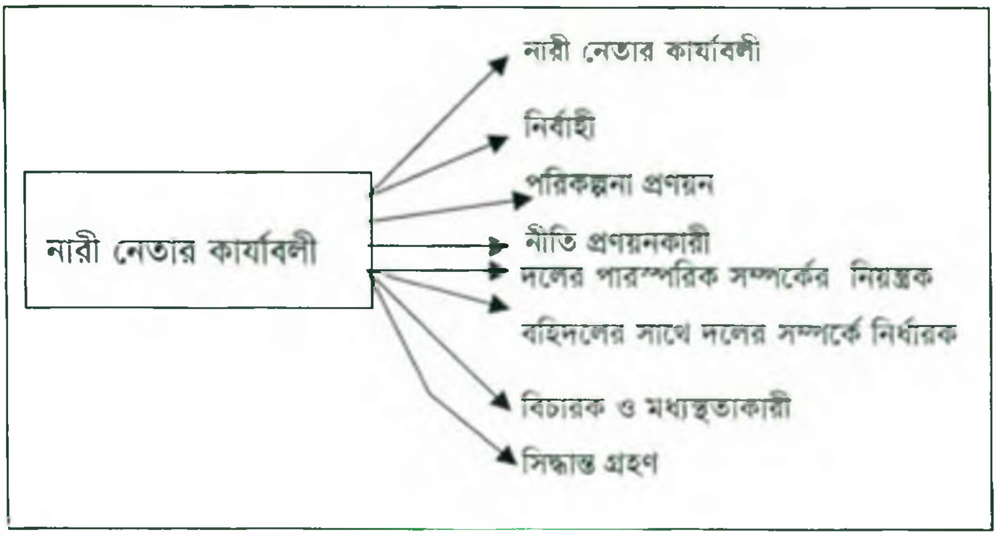

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের স্বরূপ ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো বিষয় চক্রাকারে আবর্তিত হয় (রেখা চিত্র ৮.৫), যেমনঃ নারী নেতৃত্বের বিকাশে পারিবারিক প্রভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকার, নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং কোটা ব্যবস্থা ।

রেখচিত্র ৮.৫ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.১১ নারী নেতৃত্ব ও রাজনীতি

নিম্নের রেখচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ । আর এর জন্য প্রেষণা থাকতে হবে, লক্ষ্য থাকতে হবে, পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচনে জয়লাভ করে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ।

রেখচিত্র ৮.৬ ঃ নারী নেতৃত্ব ও রাজনীতি

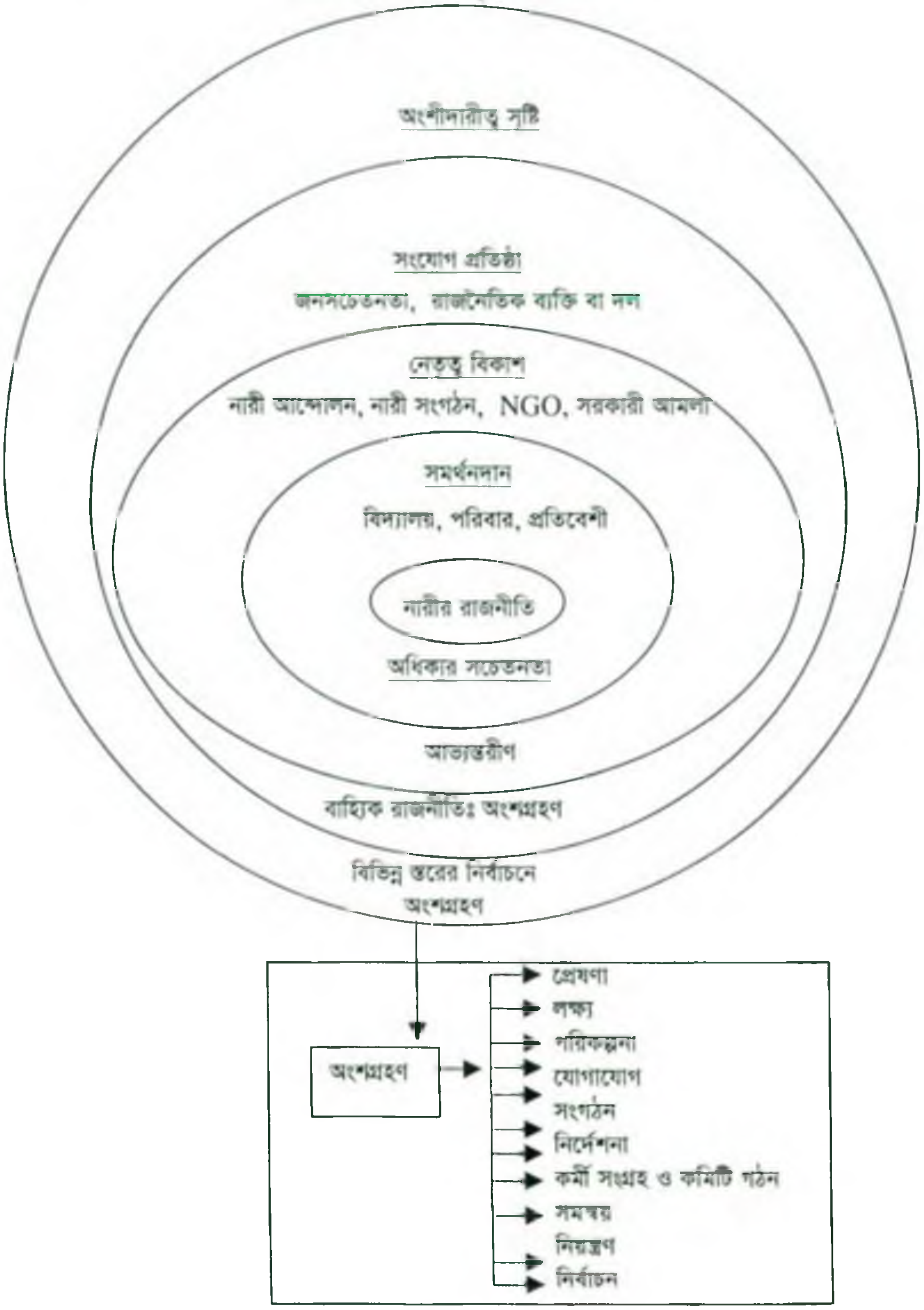

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধারা

৮.৩.১ ছাত্র রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

দেশের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থানে ছাত্র রাজনীতির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে অনেকেই সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা অত্যন্ত কম পরিলক্ষিত হয়, যা সার্বিকভাবে তাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত করে তোলে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। ছাত্রী নেতৃত্বেও রেকর্ড যা আছে তা স্বাধীনতা পূর্বকালের । ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সাল হতে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত মোট ৩৫ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন সহ-সভাপতির মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন ছাত্রী। আর এর পর্যন্ত নির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ১ জন ছাত্রী নেতৃত্ব পেয়েছেন।[১৯]

টেবিল ৮.১ ঃ ডাকসুতে নারী নেতৃত্ব

সহ সভাপতি	সাল	সাধারণ সম্পাদক
জাহানারা আখতার	১৯৬০-৬১	----
	১৯৬৩-৬৪	মতিয়া চৌধুরী
মাহফুজা খানম	১৯৬৭-৬৮	------

সূত্র ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব স্মরণিকা

স্বাধীনতার পর সাত বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্রীরা সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়াতো দূরের কথা প্রার্থী হওয়ার কথাও শোনা যায়নি। ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদের ছাত্রী প্রতিনিধি ও ছাত্রী হল সংসদ। সহশিক্ষা সম্পন্ন কলেজগুলোতেও ছাত্রীদের জন্য একই প্রতিনিধি ও ছাত্রী হল সংসদ। সহশিক্ষা সম্পন্ন কলেজগুলোতেও ছাত্রীদের জন্য একই রকম সুযোগ রয়েছে। তবে মহিলা কলেজের সংসদ নির্বাচনে তাদের রয়েছে পূর্ণ কর্তৃত্ব ।[২০]

ডাকসুতে নেতৃত্ব লাভকারীদের মধ্যে ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতিতে তুখোর নেত্রী 'অগ্নিকন্যা" মতিয়া চৌধুরী ১৯৬৩-৬৪ সালে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হন। ১৯৬৭ সাল হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কারাগারে অন্তরীণ থাকেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে আসেন বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি ন্যাপের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাপ ভেঙ্গে গেলে মতিয়া চৌধুরী একাংশের নেতৃত্ব দেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বছরেই তিনি যোগ দেন আওয়ামীলীগে।[২১] মতিয়া চৌধুরী একজন ভিন্ন মাত্রার রাজনীতিক হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত। তাকে মানুষ সব সময় দেখেছে রাজপথে। গত ২১ বছর সরকারে অপরিসীম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। আটক হয়ে কারাগারে কাটিয়েছে অসংখ্যবার। ১৯৯১ সালে শেরপুর আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রথম বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালেও একই আসন থেকে তিনি আবার নির্বাচিত হন। এবং তিনি বাংলাদেশের সরকারের কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন।[২২] মতিয়া চৌধুরী একজন সফল রাজনীতিবিদের প্রতিকৃতি।

বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাস নির্ভর হওয়ায় দলীয় রাজনীতিতেও ছাত্রীদের অবস্থান ভাল নয়। বর্তমান দেশে সচল ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক পদে কোনো ছাত্রীর অবস্থান নেই । এ প্রসংগে কারণ হিসেবে বলা যায় ছাত্রীদের দিয়ে লেঠেমি করানো যায় না। যেটা তাদের মুরুব্বী রাজনৈতিক নেতারা করান ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। অবশ্য এ উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের যোগ্য করার জন্য প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে থেকেই।[২৩] ১৯৯৭ সালে ইডেন কলেজে দু'দল ছাত্রীর যুদ্ধ মহড়া বেশ চমকপ্রদ ছিল। যদিও 'যুদ্ধাস্ত্র' হিসেবে হাতে লাঠি-ছুরি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মুরুব্বীরা যদি যুদ্ধ মহড়ায় স্ব-স্ব বাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দেখে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। আর সে কাজটি সম্ভব হলে ছাত্রীরাও দলীয় রাজনীতির গ্রুপিং-এ জয়লাভ করে সভাপতি, সম্পাদক কিংবা ছাত্র সংসদের ভি.পি, জি.এস হতে পারবে।[২৪] ছাত্র রাজনীতির এরকম পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের মনোভাব রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরে যাবার পথ তৈরি করে। ক্ষমতায়নে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনৈতিক কর্মে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর নিশ্চয়তা বিধান করে সঠিক মাত্রায় ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বে আন্তরিকতা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তাহলে প্রশাসন অনেকাংশে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দূর্নীতিমুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন জাতীয় রাজনীতির কর্ণধারদের একান্ত সদিচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৮.২ ঃ প্রশাসনিক নেতা

পদ	পুরুষ	নারী	মোট	%
সচিব	৫৩	১	৫৪	১.৯%
অতিরিক্ত সচিব	৫৯	১	৬০	১.৭%
যুগ্ম সচিব	২৫৭	৫	২৬২	১.৯%
উপ সচিব	৬৫৮	৮	৬৬৬	১.২%

উৎসঃ লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সরকার থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত, ৯ই জুলাই ১৯৯৮।

- প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক স্তরে নারীর অনুপাত ঃ ৫.১%
- বর্তমান রাষ্ট্রদূত পদে ১ জন নারী সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- হাইকোর্টের বিচারপতি পদে, ১ জন রয়েছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের উচ্চ পদে কোন নারী নেই ।
- বর্তমান চেয়ারম্যান মহিলা।
- বাংলাদেশে সরকারি আধাকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪ এর মহিলাদের সংখ্যা ৮৩,১৩৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ।[২৫]

অর্থাৎ এদেশে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে । প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগন্য। তাই মহিলারা অবহেলার শিকার হন।

৮.৪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব

১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২১ বছর পরেও (বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও) স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলো প্রধানত পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোট প্রদান শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তিতে অধিকার এবং করদাতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহিলাদের এসব না থাকার কারণে তারা ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।[২৬] ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিল না । ১৯৫৬ সালে প্রথম সর্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোটদান করতে সমর্থ হন। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৯ এ স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ দু'টি সংস্থার চেয়ারম্যান নির্বাচনে কোন মহিলা নির্বাচিত হয়নি।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত বছরে বেশ কয়েকবার স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম বাংলার আর্থ সামজিক উন্নয়নে ও স্থানীয় প্রশাসনে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২জন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান করা হয়। তার পূর্বে সাধারণ সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যতিক্রম ঘটনা। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত নারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ জন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১জন সাধারণ সদস্য এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসন বহাল থাকে কিন্তু মনোনয়নের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডে ৯জন সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯টি ওয়ার্ডে ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগে ১টি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আশা করা যায় এর মাধ্যমে ক্ষমতায়নে নারীরা অনেকটা এগিয়ে যাবে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সারাদেশে ৪২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হয়েছে। এ মেয়াদে প্রথম বারের মত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে। ৪৪১৩৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এর মধ্যে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৪২৭৬ টি চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১০২ জন তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন ২০জন । সাধারণ সদস্য পদে ৩৮৪৮৪ জন নির্বাচিত হয়েছেন। নারী প্রার্থী ছিলেন ৪৫৬ জন। জয়ী হয়েছেন ১১০ জন। দেশের পৌরসভাগুলোতে সরাসরি নির্বাচিত কোন নারী নেই। তবে পৌরসভায় ৩ জন করে নারী প্রতিনিধি মনোনীত রয়েছে। দেশের কোন পৌরসভার প্রধান এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে এ পর্যন্ত কোন নারী দায়িত্ব প্রাপ্ত বা নির্বাচিত হননি। মনোনীত সদস্যগণ জনগণ বা নারীদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়, তবে তারা নারী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছেন না। তাই নারী সমাজের আজ দাবি ইউনিয়ন পরিষদের মত পৌরসভাগুলোতেও নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এবার টেবিলর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি দেখানো হচ্ছে-

টেবিল ৮.৩ ঃ অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ

স্থানীয় সরকার পরিষদ	মনোনীত সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদ	৪৪৫০ X ৩=১৩৩৫০
জেলা পরিষদ	৬৪ X ৩=১৯২
পৌরসভা	১০৮ X ৩=৩২৪
সিটি কর্পোরেশন (৪টি)	১৪+৭+৫+৫৩=৭৯

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ১৯৯৭।

বাস্তবিক অর্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো একশ বছরের বেশি সময় ধরে চালু রয়েছে। সব সময়ই লক্ষ্য করা যায় যে, স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলোতে প্রধানতঃ পুরুষদেরই আধিপত্য। এবারে দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিগত নির্বাচনগুলোতে মহিলা প্রার্থীদের অবস্থান কোথায় ছিল।

টেবিল ৮.৪ ঃ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ (২% প্রায়)
১৯৯৭	৪৪৮৮	১০২	২০

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ইউএনডিপি রিপোর্ট (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ, এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮

উপরের ছকে দেখা যায় ১৯৭৩ সালে মাত্র ১ জন্য এবং পরে ৪ জন এবং ১৯৯২ সালে ১৯ জন মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানে একই অবস্থা বিদ্যমান ।

পৌরসভা নির্বাচনগুলোতে ১৯৭৭ ' ৮৪ এবং '৯৩ এর নির্বাচনে দেখা যায় একজন করে নারীপ্রার্থী পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, ১৯৯৪ এর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কোন নারী মেয়র হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ১৭ জন নারী কমিশনার হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১৯৯৫ এ ঢাকার ৬৬ নং ওয়ার্ডে সর্বপ্রথম এ-বছরেই একজন নারী বিজয়ী হন।[২৮]

সাম্প্রতিক কালে '৯৭ ডিসেম্বর থেকে, '৯২-এর পর এই প্রথম গণতান্ত্রিক পরিবেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমাজের প্রতিটি স্তরে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন এই প্রথম। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। আগে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি করে ওয়ার্ড ছিল। এখন ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে গেল। এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন মেম্বার এবং এই ৯টা ওয়ার্ডের জন্য ৩ জন মহিলা মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। ১২৮২২ জন মহিলা মেম্বার এবার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন জনগণের সরাসরি ভোটে। তবে এর মধ্যে ৫২৯ জন কোন প্রতিযোগিতা ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন।[২৯]

এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ ৬৪১১ জন মহিলা মেম্বারও যদি কার্যকর ভূমিকা পালনে দক্ষ হন বা তাদেরকে কোন-না-কোন , "প্রসেস-এর মাধ্যমে সচেতনতা বা এ্যাডভোকেসী প্রোগ্রামের মধ্যে আনা যায় পর্যায়ক্রমে, তাহলে কি আগামী পাঁচ বছরে তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশ নারীশক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায় না?"[৩০]

নতুন আইনে মনোনীত মেম্বারদের পরিবর্তে নারীরা যোগ্যতা বলে এবং অনেককে হারিয়ে মেম্বার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। ফলে পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অবদানও অংশগ্রহণ হবে পুরুষ-প্রার্থীদের মতোই সমানে সমান। তাই আশা করা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় যথার্থ অর্থে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠী মহিলা নির্বাচিত হন। রাজনীতি ও গণতন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হবে এবং এ প্রক্রিয়াকে সকল স্তরে যথার্থভাবে প্রয়োগ করে নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সিদ্ধান্তগ্রহণও নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে ক্ষমতায়িত হবে।

১৯৯৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঃ প্রথমবারের মতো মহিলারা প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মহিলারাও চেয়ারম্যান পদ এবং সাধারণ আসনে প্রার্থী ছিলেন। এ নির্বাচন নারী সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ২০ জন, সাধারণ সদস্য ১১০ জন, সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন । ১৯৯৭ সালের নির্বাচন হয়েছে - এ কারণে গ্রামে গ্রামে মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা বেশি ছিল এবং এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৫ মহিলা ভোটার ও ভোট প্রদান ঃ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

এ পর্যন্ত ৮টি সংসদে মহিলাদের ভোটধিকার নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কেননা বাংলাদেশের জন সংখ্যার অর্ধেক নারী।

টেবিল ৮.৫ ঃ মহিলা ভোটার

সংসদ	মহিলা ভোটার সংখ্যা	%	ভোটারের ক্রম-বৃদ্ধির হার
১ম	১৪১৮৫৪৮১	৪৮.১২%	
২য়	১৮৭৫৪৫২২	৪৮.৩৫%	২৪.৩৬%
৩য়	২২৩৮৯৮৯৩	৪৬.৭৭%	১৬.২৪%
৪র্থ	২৩৪৮৩৮৮৫	৪৭.১০%	৪.৬৬%
৫ম	২৯০৪১০৩৬	৪৬.৭৮%	১৯.১৪%
৬ষ্ঠ	২৬৭৬৬৩১৫	৪৭.৬৭%	-৮.৫০%
৭ম	২৭৯৫৬৯৪১	৪৯.৩০%	৪.২৬%
৮ম	৩৬২৯৩৪৪১	৪৮.৪৩%	২২.৯৭%

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ২০০১

দেখা যায় যে নারী ভোটারের সংখ্যা দিনদিন বেড়েছে। এ বৃদ্ধির হার প্রতি সংসদে গড়ে ১০.৩৯% হারে মহিলা ভোটার বেড়েছে। ১ম সংসদের তুলনায় দ্বিতীয় সংসদে মহিলা ভোটার বেড়েছিল ২৪.৩৬%, কিন্তু সে হারে সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়েনি। কিন্তু এর বিপরীতে মহিলাদের ভোট প্রদানের হার বেড়েছে। ৮ম সংসদে মহিলাদের ভোট প্রদানের হার আশানুরূপ নয়। এর জন্যে অনেকাংশে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিই দায়ী। এর প্রমাণ মেলে আমাদের কয়েকটি গ্রামে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পর্যালোচনা করার মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির চিত্র ফুটে ওঠে। আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে সৃষ্ট অনেক অপসংস্কৃতির শিকার হন আমাদের গ্রামীণ মহিলারা। দেখা যায় আমাদের দেশে অনেক গ্রামে বিরাজমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির যাতাকলে পৃষ্ঠ হয়ে এ পর্যন্ত অনেক এলাকায় মহিলারা ভোট প্রদানের ন্যায় নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন যুগের পর যুগ। ভোট প্রদানই যেখানে মহিলা ভোটারদের কাছে স্বপ্নের ন্যায় যেখানে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ! সেটাকে এক অলীক চিন্তা মনে করেন ঐ এলাকা সমূহের মহিলারা। নিম্নে আমাদের দেশের কয়েকটি এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অপসংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৬ রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত মহিলাদের কথা ঃ কয়েকটি উদাহরণ ঃ

৮.৬.১ বিরুদ্ধ স্রোতের অদম্য সাঁতারু

মহিলারা ভোটাধিকার পেয়েও ভোট দান থেকে বিরত রয়েছে অনেক স্থানে শুধুমাত্র আমাদের অপসংস্কৃতি বিশেষত ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সামাজিক রক্ষণশীলতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে, ভোট প্রদান ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্ম নেয়ার অপরাধে তারা এই সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই এদের বলা হয় বিরুদ্ধ স্রোতের অদম্য সাঁতারু। এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গোড়ার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, নারীর ভোটাধিকার অর্জন ও নির্বাচনে প্রতিযোগিতার অধিকার নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সূচনাকালেই। ১৯৩৫ সালে নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভের প্রাক্কালে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিশেষ করে একশ্রেণীর মৌলবাদী চক্র, এরা মূলত ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও হিন্দু গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্ম যাদের কাছে ব্যবসার ন্যায়। ১৯৩২ সালে ১০ জুলাই কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে নারী ভোটারদের 'চরিত্রহীনা' বলে অভিযোগ করেছিলেন সেকালের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এএইচ গজনভী।[৩১] পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে নারীর সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের বিপক্ষে মৌলবাদীরা সোচ্চার ছিলেন। এখনও সে ধারা অব্যাহত আছে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত। আইনী স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে বিস্তর বাধা-বিপত্তি। এখানে সাম্প্রতিককালের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো[৩২]।

দৃষ্টান্ত ১. মাদারীপুরের কালকিনি মালকাপুর গ্রামের মহিলা ভোটাররা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভোট দেয় না। জনৈক মহিলা জাল ভোট দিতে গিয়ে একবার লাঞ্ছিত হলে এলাকার প্রভাবশালী লোকজন নারীর ভোট প্রদান ও রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

দৃষ্টান্ত ২. পটুয়াখালী সদর উপজেলায় পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের মহিলা ভোটাররা ভোট দেয়নি বিগত ৭০ বছর। জনৈক হাতেম আলী পীর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

দৃষ্টান্ত ৩. ঝালকাঠির মগর ইউনিয়নের নারী ভোটাররা ব্রিটিশ আমল থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। জানা যায় ৮১ বছর আগে জনৈক মহিলা অচেনা ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে পরিচয় দিয়ে ভোট দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে এই ইউনিয়নের বিশেষ অঞ্চলের মহিলাদের ভোট দিতে দেয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত ৪. গোপালগঞ্জের সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নের মহিলারা গত ৩০ বছর ভোট দেয়নি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ ইউনিয়নের ৩ হাজার ২০ মহিলা ভোট দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এলাকায় নিষেধাজ্ঞার কারণে বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও তারা ভোট দেয়নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পাকিস্তান আমলে এক নির্বাচনে জনৈকি অন্তঃসত্ত্বা মহিলা চন্দ্রদিঘলিয়া মদ্রাসা কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়। এরপর থেকে মহিলা ভোটারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

দৃষ্টান্ত ৫. তেতাল্লিশ বছর ধরে ভোট দেয় না ঝিনাইদহের সুরাট ইউনিয়নের মহিলা ভোটাররা। ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষে একবার জনৈক মহিলা ও একজন শিশু নিখোঁজ হলে স্থানীয় গণ্যমান্যরা মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ করে।

দৃষ্টান্ত ৬. নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের ছয়আনি ও দুর্গাপুরের মহিলা ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে না ৩৫ বছর ধরে।

দৃষ্টান্ত ৭. ফতোয়া জারির কারণে ৩২ বছর ধরে ভোট দেয় না কুড়িগ্রামের নাগেশ্বর ইউনিয়নের মহিলা ভোটাররা।

দৃষ্টান্ত ৮. একই কারণে ৩৫ বছর ধরে ভোটদানে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে ফেনীর ছাগলনাইয়া মহানায়া ইউনিয়নের মহিলারা।

দৃষ্টান্ত ৯. নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় ৭১ বছর যাবত ভোট দিতে পারেনি লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের বামনি ইউনিয়নের নারী ভোটারদের একাংশ।

দৃষ্টান্ত ১০. ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন'- এর নেতা চরমোনাই পীর নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের ঠেকানোর জন্য এবং তাদের ভোট না দেয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে বলেন যে, 'ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম। নারীরা এভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে তারা আর পুরুষের অধীনে চলবে না।'

দৃষ্টান্ত ১১. বিগত ৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার শীর্ষ শিরোনামে কাদের সিদ্দিকী বীরত্তোম বলেন, 'শূকর খাওয়া যেমন হারাম, নারী নেতৃত্বও তেমনি হারাম।' সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ.এম.এরশাদও নারী নেতৃত্বের প্রতি বিনোদগার উচ্চারণ করছেন।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ও বিভিন্ন সামাজিক অশুভ শক্তির বিপরীতে নারীসমাজের লড়াই আজও অব্যাহত। এই বৈরী পরিবেশে তাঁরা লড়ছেন, জয়ী হয়েছেন বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং প্রতিযোগিতা করার পথ রয়েছে কন্টকাকীর্ণ। দৃশ্যত বাংলাদেশে এ পর্যন্ত দু'টি রাজনৈতিক দলপ্রধান মহিলা (আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি), এবং দু'জন মহিলা রাষ্ট্রের নির্বাহী পদে (প্রধানমন্ত্রী) থাকা সত্ত্বেও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের পথ তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত হয়নি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক আবহে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা নানা কারণে। আসন্ন নির্বাচনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী প্রার্থীর সংখ্যা মোটেই আশানুরূপ নয়। বিভিন্ন মহল থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু তা হয়নি। নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রীরা বরাবর বলে আসছেন, নারীর অধিকার সম্পর্কে যাঁরা ইতিবাচক অঙ্গীকার করবেন নারীরা তাঁদেরই ভোট দেবেন। এ আশাবাদও শেষ পর্যন্ত রূপায়িত এমন বলা যায় না। কারণ? কারণ পারিবারিক পারিপার্শ্বিক চাপ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস অস্ত্রবাজি, মস্তানি, ভোট জালিয়াতি, ভোট কেন্দ্রে গোলযোগ ইত্যাদি অশুভ পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা প্রতিকূল পরিবেশের আবহ তৈরি করে রেখেছে। তার পরেও মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল মানুষের প্রত্যাশা, এবার নির্বাচনে যে সব এলাকার মহিলা ভোটাররা এতকাল ফতোয়াবাজির কারণে ভোট দিতে পারেননি, তাঁরা ভোট দেবেন। এবার তুলনামূলকভাবে বেশি ভোট পাবেন মহিলা প্রার্থীরা, আগামী জাতীয় সংসদ পাবে আরও বেশি মহিলা সদস্য। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সূচিত হবে নারীর রাজনৈতিক-সামজি-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন বলয়।

৮.৭ জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব প্রদানকারী মহিলাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

৮.৭.১ মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা নেতৃত্বের বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভকারী এবং সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সকল মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দায়িত্ব পালনকারী মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আশানুরূপ। টেবিল ৮.৬ অনুযায়ী মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল স্নাতক (৩৪.৯১%), এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে মাষ্টার্স (২৭.০১%), আই এ (১৩.৪৪%) এবং ম্যাট্রিক (১১.৭১%)। অপরদিকে মাত্র ৩.৩১% মহিলা সাংসদ ম্যাট্রিক পাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা তাদের যোগ্যতা ছিল নন-ম্যাট্রিক। অপরদিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পিএইচডি অর্জন করেছিলেন ৩.৩১% মহিলা। দায়িত্ব পালনকারী মহিলাদের মধ্যে মাদ্রাসা উত্তীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

(হাফেজিয়া), ব্যারিষ্টারী সম্পন্নকারী, এমবিবিএস পাশকারী মহিলাও জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহিলাদের মধ্যে ৩.৫৬% আইন বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছিলেন এবং ১.৬১% অন্যান্য (ডিপ্লোমা, পিটিআই, সিএ, বিএড ইত্যাদি) বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত আশার কথা যে, বেশীরভাগ মহিলা নেত্রীই ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা। তবে মহিলা সাংসদদের মধ্যে প্রকৌশল ডিগ্রিধারী কাউকে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ অধিকাংশ মহিলাই ছিলেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক অনেক কম।

টেবিল ৮.৬ ঃ মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মহিলা সাংসদ
নন ম্যাট্রিক	৩.৩১%
ম্যাট্রিক	১১.৭১%
আইএ	১৩.৪৪%
মদ্রাসা	০.০৭%
স্নাতক	৩৪.৯১%
মাস্টার্স	২৭.০১%
এলএলবি/আইন	৩.৫৬%
ইঞ্জিনিয়ার	নাই
ব্যারিষ্টার	০.৭১%
এমবিবিএস	০.৩৭%
পিএইচডি	৩.৩১%
অন্যান্য	১.৬১%

৮.৭.২ পুরুষ সাংসদদের সাথে মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনা ঃ একটি পর্যালোচনা (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

রেখচিত্র ঃ মহিলা ও পুরুষ সাংসদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদের বেলায় দেখা যায়, সংসদে ননম্যাট্রিক থেকে পিএইচডি ডিগ্রীধারী পর্যন্ত পুরুষ সাংসদ ছিল। অপরদিকে মহিলা সাংসদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ননম্যাট্রিক এবং সর্বোচ্চ ছিল পিএইচডি ডিগ্রিধারী মহিলা সাংসদ। পুরুষ সাংসদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখা যায়, যার মধ্যে ব্যারিষ্টার এমবিবিএস, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহিলাদের মধ্যে অনুরূপ ডিগ্রিধারীদের দেখা যায় কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কোন প্রকৌশল ডিগ্রিধারী ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

না কিন্তু পুরুষদের মধ্যে এ হার ছিল ২.৪০%. স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাংসদের সংখ্যা ছিল মহিলাদের মাঝে বেশী, কেননা পুরুষদের মধ্যে এ হার ছিল যথাক্রমে ৩১.২০% এবং ১৮.৫২%। কিন্তু ননম্যাট্রিক সাংসদদের সংখ্যা মহিলা সাংসদদের মাঝে ছিল বেশী। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি লাভের ক্ষেত্রেও মহিলারা ছিল এগিয়ে, মোট পুরুষ সাংসদদের মধ্যে যেখানে মাত্র ১.৬২% ছিলেন পিএইচডি ডিগ্রিধারী, সেখানে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী মহিলাদের মধ্যে এ হার ছিল প্রায় দ্বিগুণ ৩.৩১%। কিন্তু সার্বিকভাবে উচ্চ শিক্ষা‍র ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদরা ছিলেন এগিয়ে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সামষ্টিক ভাবে এ হার ছিল ৭১.৪৮% কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৮০.৯৭%। অপরদিকে টেকনিক্যাল বা কারিগরী এবং প্রফেশনাল শিক্ষার (পিএইচডি, এমবিবিএস, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাদ্রাসা শিক্ষা, এলএলবি/আইন বিষয়ক ডিগ্রি, সিএ, বিএড, এমএড, এমবিএ ও অন্যান্য) ক্ষেত্রেও পুরুষ সাংসদরা ছিলেন এগিয়ে।

রেখচিত্র ৮.৭ ঃ মহিলা ও পুরুষ সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

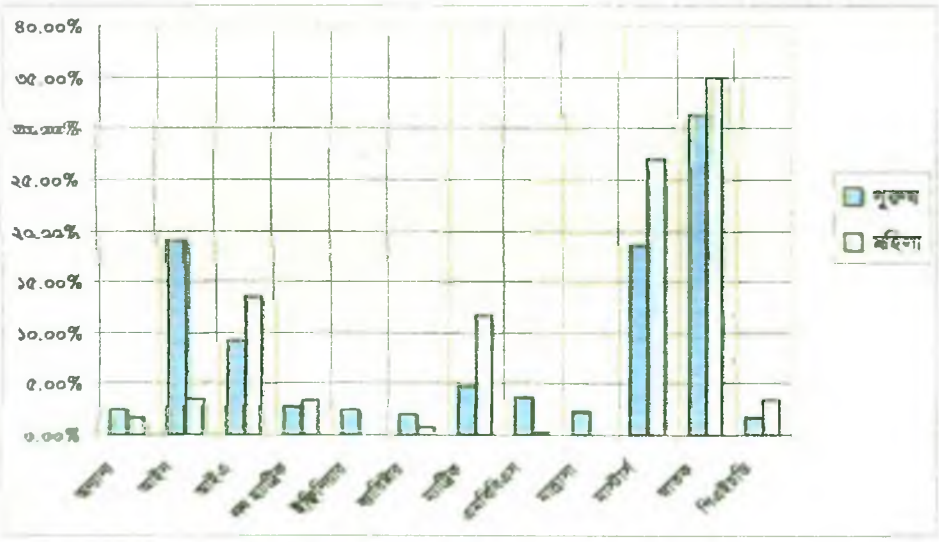

এ ক্ষেত্রে মহিলাদের হার ছিল ৬.৩২% অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৩১.৯৪%। কিন্তু সার্বিকভাবে সাধারণ শিক্ষায় (পিএইচডি, মাস্টার্স, স্নাতক, আইএ, ম্যাট্রিক, নন ম্যাট্রিক) শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে মহিলাদের হার পুরুষদের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। এ হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯৩.৬৯% কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৮.০৬%। সার্বিকভাবে বলা যায় অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক দিকে মহিলা সাংসদরা এগিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৭.৩ মহিলা সাংসদদের সামাজিক ও পেশাগত পরিচিতি (১ম থেকে ৮ম সংসদ)ঃ

সামাজিক ও পেশাগত পরিচিতি নেতৃত্বের বিচারের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যায় আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভকারী এবং সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সকল মহিলা সাংসদদের সামাজিক ও পেশাগত পরিচিতি তথা যোগ্যতার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দায়িত্ব পালনকারী মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যায় বহুমুখী সামাজিক পরিচিতি ও পেশাগত অবস্থান ছিল। টেবিল ঃ অনুযায়ী মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি ও পেশাগত অবস্থানের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা সাংসদের সামাজিক পরিচিতি ছিল রাজনীতিবিদ হিসেবে। অর্থাৎ ৩৭.১৩% মহিলা সাংসদ তাদের পেশাগত অবস্থান হিসেবে রাজনীতিকে বেছে নিয়েছেন। এর পরেই রয়েছে শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিতি। অর্থাৎ ২৫.৪৫% মহিলা সাংসদের পেশা ছিল শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট, শিক্ষকতা অথবা অধ্যাপনা। এর ক্রমাধয়ে দেখা যায় ১৬.০৮% ছিলেন সমাজসেবী, ১২.০৯% ছিলেন গৃহিণী। অর্থাৎ এই ১২.০৯% মহিলা সাংসদ এমপি হিসেবে নির্বাচিত হবার পূর্বে কিংবা রাজনীতিতে আগমনের পূর্বে ছিলেন সাধারণ গৃহবধু। এছাড়া সংসদে দায়িত্ব পালনকারী মহিলাদের মধ্যে অন্যান্য যে যে পেশায় মহিলাদের পাওয়া যায় তা হচ্ছে ব্যবসায়ী (৫.৯৪%), আইনজীবি (২.১৯%), সামরিক কর্মকর্তা (০.৩৮%), চিকিৎসক (০.৩৭%) এবং অন্যান্য (০.৩৮%)। তবে মহিলা সাংসদের মধ্যে প্রকৌশলী, কৃষিজীবি কিংবা সাংবাদিকতার ন্যায় পেশায় দায়িত্ব পালনকারী কাউকে পাওয়া যায়নি।

টেবিল ৮.৭ ঃ মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান ও পেশাগত পরিচিতি (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

সামাজিক ও পেশাগত পরিচিতি	মহিলা
আইনজীবী	২.১৯%
ব্যবসায়ী	৫.৯৪%
রাজনীতি	৩৭.১৩%
গৃহিনী	১২.০৯%
সমাজসেবা	১৬.০৮%
সামরিক কর্মকর্তা	০.৩৮%
শিক্ষাবিদ	২৫.৪৫%
চিকিৎসক	০.৩৭%
অন্যান্য	০.৩৮%

৮.৭.৪ পুরুষ সাংসদদের সাথে মহিলা সাংসদদের সামাজিক ও পেশাগত পরিচিতি তুলনা ঃ একটি পর্যালোচনা (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও পেশাগত পরিচিত বিদ্যমান থাকে। রেখচিত্র ৮.৮ এ ১ম থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী মহিলা ও পুরুষ সাংসদের মধ্যকার সামাজিক পরিচিতি ও পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক পরিচিতি ও পেশাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদের বেলায় দেখা যায় যে তারা মহিলা সাংসদদের তুলনায় আরো অধিক বহুমুখী পেশাগত ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ ছিলেন ব্যবসায়ী, পুরুষ সাংসদদের মধ্যে শতকরা ৩০.৩৮% ছিলেন ব্যবসায়ী কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মাত্র ৫.৯৪% ছিল মহিলা। পুরুষ সাংসদদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক ছিলেন আইনজীবি (১৮.৪৪%), কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল অত্যন্ত কম। যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসেদের সামাজিক পরিচিতি ছিল রাজনীতিবিদ হিসেবে, সেখানে মাত্র ১১.৮৬% পুরুষ সাংসদ তাদের পেশাগত অবস্থান হিসেবে রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে পুরুষ সাংসদদের হার মহিলাদের তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়। ৮.৬৯% পুরুষ সাংসদ ছিলেন কৃষিজীবি যেখানে কোন মহিলা সাংসদকে এই পেশাগত পরিচয়ে পাওয়া যায়নি। সরকারী আমলা ও সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যাও পুরুষদের মধ্যে মহিলাদের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, টেকনিক্যাল পেশা সমূহে যেখানে মহিলাদের প্রায় অংশগ্রহণ নাই সেখানে পুরুষ সাংসদদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার (০.৯২%), সাংবাদিক (১.৬২%, যেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকও রয়েছেন), শিল্পপতি (৫.২৯%), চিকিৎসক (৩.৫০%) এবং অন্যান্য পেশায় (এর মধ্যে চাটার্ড একাউনটেন্ট, সাংস্কৃতিক কর্মী বা অভিনেতা, ব্যাংকার ইত্যাদি) ১.৬৯% নিয়োজিত। সার্বিকভাবে টেকনিক্যাল ও প্রফেশন্যাল পেশা (চিকিৎসক, শিল্পপতি, সাংবাদিক, সামরিক কর্মকর্তা, কৃষিজীবি, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও অন্যান্য) গত পরিচয় তথা সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশী অগ্রগামী। কেননা এ ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের হার ৪৬.২৬% সেখানে মহিলাদের হার মাত্র ৩.৩২%।

রেখচিত্র ৮.৮ মহিলা ও পুরুষ সাংসদদের সামাজিক পরিচিতির তুলনা (১ম থেকে ৮ম সংসদ)

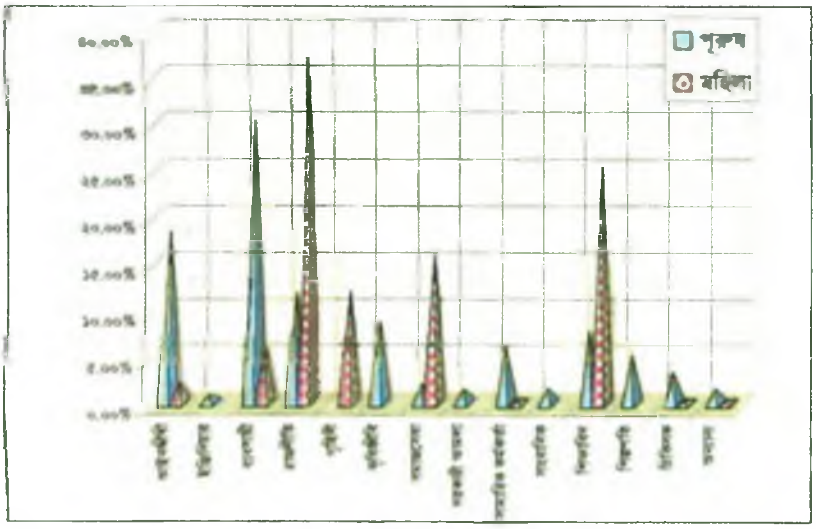

সার্বিকভাবে বলা যায় পেশাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে যদিও মহিলা সাংসদদের অবস্থা একেবারেই খারাপ নয় তথাপি পুরুষ সাংসদরা এ ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

---

১. Schwartz, Barton M. and Robert, H. Ewald, *Culture and society, An Introduction to Cultural Anthropology,* New york. P-123.

২ *International Encyclopaedia of Britinica* Vol.12. New York MC Millan Free press P. 638

৩. Elman, R., *A Century of Controversy:* Ethnological issues from 1860 to 1960, Florida

৪. Taylor, Edward B., *Primitive Culture,* Vol-1, London : John Murray, 1891- P.P.1-7

৫. white, Leslie A. *The Evolution of Culture,* Newyork:Mcgraw-hill, 1959, p-3

৬. Geerty, W.B; *Philosophy and Historical Understanding,* Newyork:Schocken,1964, p89

৭. Ball, Alan R. *Modern Politics and Government (2nd ed)* The Macmillan Press Ltd. London. 1977 P.52

৮. Almond and Verba, *The Civic Culture,* Newyork: Princeton N.J. 1963 P. 115.

৯. Williams, J.D; *Public Administration,* Boston: The peoples Business, Little, Brown & Company Ltd, 1980, p136

১০. নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট ও আইইউসিএন, পরিবেশ নেতৃত্ব ও সংগঠন বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল, (বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের সেম্প প্রোগ্রামের সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকলোপর অধীনে প্রনীত), ঢাকা, ২০০৩ পৃ-৩

১১. পূর্বোক্ত, পৃ-৩

১২. গুস্তাভ লা বঁ, The Crowd, অনুবাদ নূর মোহাম্মদ মিয়া, বই '*জনতা*', ঢাকা:বাংলা একাডেমী, পৃ-৭৫

১৩. নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট ও আইইউসিএন, পরিবেশ নেতৃত্ব ও সংগঠন বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল, (বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সেম্প প্রোগ্রামের সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকলোপর অধীনে প্রণীত), ঢাকা, ২০০৩ পৃ-৫

১৪. Terry George R., *Leadership and State,* Newyork, p.35

১৫. Robbins Stephen P., *The Administrative Process, 2nd Ed.* Newyork: Prentice Hall Inc. Englewood cliffs, 1980

১৬. Stogdill Raalph M., *Handbook of Leadership: A Study of Theory and Research;* Newyork:Free Press, 1974

১৭. ন্যাশনাল ইন্সিটিটিউট অব লোকাল গর্ভনমেন্ট, উইনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ঢাকা, ১৯৯২.

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা

২০. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ইং সংখ্যা

২১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৬

২২. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৬

২৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা

২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা

২৫. কাজী সুফিয়া আখতার,"নারীর ক্ষমতায়নই মানবাধিকারের ভিত্তি", মহিলা সমাচার, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও সুফিয়া কামাল কর্তৃক সম্পাদিত, এপ্রিল-জুন,১৯৯৭, পৃঃ৩৩

২৬. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪

২৭. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪

২৮. নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫, পং-১৩৪

২৯. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অফিস ১৯৯৭ইং

৩০. তাসমিমা হোসেন, তাৎক্ষণিক (কলাম), অনন্যা, পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ১০, সংখ্যা-৪, ১-১৫ ডিসেম্বর,১৯৯৭,ঢাকা,পৃ-১৭

৩১. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ৩১, ২২সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর ২০০১, পৃ-১৯.

৩২. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ৩১, ২২সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর ২০০১, পৃ-১৯

৩৩. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ৩১, ২২সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর ২০০১, পৃ-১৯.

৩৪. উচ্চ শিক্ষা বলতে উচ্চ মাধ্যমিক বা আইএ ডিগ্রির তদুর্ধ্ব স্তরকে বুঝানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯ম অধ্যায়

বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

ভূমিকা

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতান্ত্রিক কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার, সংসদীয় কমিটিতে মহিলা, সংসদ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি মন্ত্রীসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৯.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব

যে কোন দলের কাঠামোতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিই সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করে এবং ক্ষমতাসীন দল তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার পরিচালনা করে। তাই বর্তমান সেকশনটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে মহিলাদের সম্পর্কে কি কি নীতিমালা রয়েছে, দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মহিলাদের সংখ্যা কত ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত- অর্থাৎ যে অধিকারই আলোচনা করা হোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, পুরুষের সাথে তুলনামূলক বিচারে তাতে অনেক বৈষম্য রয়েছে।[১] অথচ বাংলাদেশ সংবিধান জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এবং রাজনৈতিক- অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের অন্যতম। এছাড়া সংবিধানের ২৬,২৭,২৮ (১), ২৮(২), ২৮, (৩) , ২৮, (৪) ২৯, (১) ২৯, (২) এবং ৬৫ (৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মাঝে কোন বৈষম্য রাখা হয়নি।[২] বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে নারী অবস্থানের বৈষম্য আছে, রাজনীতিতেও একই চিত্র। প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যান্ত নগণ্য।

রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রধান্য ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে কার্যকর। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, প্রাচীন সংরক্ষণশীল

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক দায়িত্বশীলতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে দু'জন নারী । একজন শেখ হাসিনা যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী । দ্বিতীয় জন বেগম খালেদা জিয়া, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিগত বছরগুলোতে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দু'জন মহিলারই রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশের ইতিহাস প্রায় এক ধরনের। দু'জনই জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন আশির দশকের মধ্যভাগে। দু'জনেই এসেছেন পরিবারের রাজনীতি সম্পৃক্ত প্রধান ব্যাক্তিত্বের নৃশংস হত্যার ফলে। দু'জনের মধ্যে অবশ্য একটি পার্থক্যও ছিল। শেখ হাসিনা যুক্ত পাকিস্তানের ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, বেগম খালেদা জিয়া এর পূর্বে কোনদিনই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একেবারেই একজন গৃহবধু।

দু'জন মহিলার রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগণ্য। অবশ্য কিছু সংখ্যক মহিলা ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে যুক্ত, যাদের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। অন্যদিকে এদের মাঝে এমনও কেউ- কেউ আছেন যাদের রাজনীতিতে আগমন ষাটের দশক থেকে। তারপরও আরো তিন দশক পেরিয়ে নব্বই দশকের মধ্যভাগেও দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি প্রায় মহিলাশূন্য।

রাজনীতিতে ও সংসদে মহিলাদের সম্পৃক্ত না হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে। এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম, এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে মহিলাদের স্বল্পতা, দলগুলোর মূলনীতিতে মহিলাদের সম্পর্কে সঠিক নীতিমালার অভাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলাদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

৯.১.১ রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব

টেবিল ৯.১ ঃ দলীয় কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব (২০০৪)

রাজনৈতিক দল	কমিটির নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য	নারী ঃ পুরুষ
বিএনপি	জাতীয় স্ট্যান্ডিং/স্থায়ী কমিটি	১২	১	১ঃ১১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৬০	১২	১ঃ১২
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৫	৪	১ঃ৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৩	৮	১ঃ৮

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২	১:১৫
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২০১	১৫	১:১২
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কেন্দ্রীয় কমিটি	৩৩	৩	১:১০
	প্রেসিডিয়াম/পলিটব্যুরো	৭	০	০:৭
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই-শুরা	২৩৭	৩৫	১:৮
	মজলিসই আমলা (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি)	২৪	০	০:২৪

সূত্র : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দপ্তর

উপরোক্ত টেবিলে ৯.১ এ দেখা যায় বাংলাদেশের দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম। বিএনপি-র স্থায়ী কমিটিতে ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ১২ জন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ৪ জন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৭৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন নারীকে রাখা হয়েছে এবং জাতীয় কর্যনির্বাহী কমিটির ২০১ জন সদেস্যর মধ্যে নারী রয়েছে মাত্র ১৫ জন । জামায়াতের মজলিশই শুরার ২৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩৫ জন নারী কিন্তু এবেং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মজলিশ-ই-আমলাতে কোন নারীর স্থান নেই। শুধু এই প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোতেই নয় অন্যান্য বামপন্থী, ডান পন্থী দলগুলোতে আরো শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন

৯.১.২ দলীয় সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম এ মহিলা

দেশের মূল দলগুলোর দলীয় সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। প্রধান দলগুলো যেমন বি এন পি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি, এবং জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম এর নাম হচ্ছে যথাক্রমে জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি, প্রেসিডিয়াম, স্থায়ী কমিটি, প্রেসিডিয়াম এবং মজলিসে আমলা।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ঃ ৯.১ দলীয় সর্বোচ্চ ফোরামে নারী

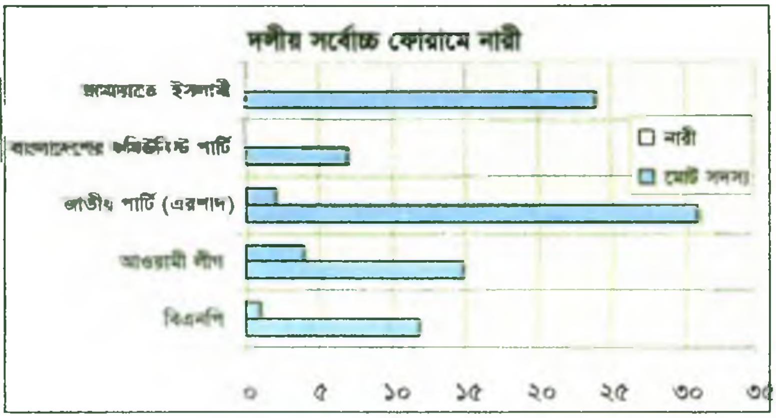

রেখচিত্র ৯.১ অনুযায়ী দেখা যায়, কমিনিস্ট পার্টি প্রেসিডিয়ামের ৭ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারী সদস্য নেই, জামায়াতের মজলিসে আমলার ২৪ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারী সদস্য নেই। অপর দিকে বি এ পি জাতীয় স্টান্ডিং কমিটির মধ্যে নারী অর্থ্যাৎ ১২ সদস্যে ১ জন মহিলা, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগ মাত্র মহিলা, অর্থাৎ প্রতিটি দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে নারী প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম ।

৯.২ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দল সমূহে নারী নেতৃত্ব

বর্তমানের সাথে পূর্বের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী নেতৃত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অত্যন্ত কম মাত্রায় হলেও নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বি এন পির স্থায়ী কমিটি ও নির্বাহী কমিটিতে মোট নারী ছিল ১২ জন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে জামায়াতে ইসলামীতে অর্থাৎ মজলিসে আমলায় কোন মহিলা না থাকলে ও বর্তমানে মজলিশ-ই শুরা এর ক্রমবিকাশ রয়েছে ৩৫ জন নারী। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

আশির দশকের সময়ে দু'টি মধ্য স্রোতধারার রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ ও বি এন পি-র এর নেতৃত্বের সারিগুলোতে কয়েকজন নারীর অবস্থান ঘটে । স্বল্প পরিসরে হলেও দলীয় রাজনীতিতে নারীদের অগ্রগতি দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের টেবিলে বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হলো-

টেবিল ৯.২ ঃ রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব পর্যায়ে ১৯৯৭

রাজনৈতিক দল	সর্বোচ্চ পরিষদ	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য
বি এন পি	ন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং কমিটি ও নির্বাহী কমিটি	১৫+২৬১	১+১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম ওয়ার্কিং সেক্রেটারিয়েট	১৩+৬৫	৩+৬
অবিভক্ত জাতীয় পার্টি	ন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং কমিটি ও নির্বাহী কমিটি	৩০+১৫১	১+৪
জামায়াত-ই-ইসলামী	মজলিশ-ই-শুরা, মজলিশ-এ আমেলা	১৪১+২৪	০+০
কমিউনিস্ট পার্টি	প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটি	১২+৪২	১০২

সুত্র : উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষষ্ঠ সংখ্যা ৯৭, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

টেবিল ৯.৩ ঃ রাজনীতিতে নারী দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় (১৯৮১)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্ব পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (শেখ হাসিনা)	সভাপতি ও সম্পাদকমন্ডলী কার্যকারী কমিটি সদস্য	২৩ ২৭	০৪ ০০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (সবুর)	কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি	১১৫	০৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কমিটি জাতীয় কার্যকরী কমিটি	১১ ১১৪	০১ ১৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	কেন্দ্রীয় কমিটি	৫৯	০১
ইউ. পি. পি.	নির্বাহী কমিটি	২৪	০০

টেবিল ৯.৪ ঃ রাজনৈতিক দল সমূহে নারী ১৯৮৫

দলের নাম	দলীয় পদ	মোট পদাধিকারীর সংখ্যা	নারী পদাধিকারীর সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	সভাপতি মন্ডলী এবং সচিবালয়	২৩	৪
আওয়ামী লীগ	কার্যনির্বাহী কমিটি	২৭	
মুসলিম লীগ (সবুর)	কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি	১১	৩
বিএনপি	জাতীয় স্টান্ডিং কমিটি	১১	১
বিএনপি	জাতীয় কার্যনির্বাহী	১১৪	১৪
সিপিবি	কেন্দ্রীয় কমিটি	৩৪	
ডেমোক্রেটিক লীগ	কেন্দ্রীয় কমিটি	৬১	৫
জাসদ	কেন্দ্রীয় কমিটি	৫৯	১
ইউ পি পি	কার্যকরী কমিটি	২৪	-

উৎস ঃ নাজমা চৌধুরী, বাংলাদেশ রাজনীতিতে নারী, বাংলাদেশে নারীর অবস্থা, সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫, (ইং)

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯.৫ ঃ রাজনীতিতে নারী দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় (১৯৮৭)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
জাতীয় পার্টি	সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলী	৫২	০৩
আওয়ামী লীগ	সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলী	৩১	০৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি	৩০	০১
জাসদ (ইনু)	সভাপতি ও সম্পাদক মণ্ডলী	১৯	০১
মুসলিম লীগ	নির্বাহী কমিটি	১৮	০১

সূত্র ঃ ফেরদৌস হোসেন বাংলাদেশ নারীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান' বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বি.আই.ডি.এস. ৫ম খণ্ড, পৃ.৬১

রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি স্বল্প পরিসরে থাকা সত্ত্বেও এক দশকের উপরে বাংলাদেশের শাসকের ভূমিকায় থেকে দু'জন নারী তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কর্মে সফলতা তুলে ধরেছেন যা কোন অংশেই পুরুষ নেতাদের তুলনায় নিম্নমানের অথবা ব্যর্থ বলা যাবে না। তবুও রাজনৈতিক দলসমূহে দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। যেহেতু নারী অংশগ্রহণে বঞ্চিত সেহেতু তারা নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হচ্ছে না। ক্ষমতায়নের শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও দু'জন রাজনৈতিক গোলকধাঁধার কারণে নারীদের জন্য দলে কিংবা নির্বাচনে তেমন কোন সুযোগ তৈরি করেন না। তারা নারী ক্ষমতায়ন অপেক্ষা নির্বাচনে বিজয়ী হবার নিশ্চয়তা খোঁজে। ফলে নারী নেতৃত্ব লাভে ব্যর্থ হয়।

৯.২.১ বিভিন্ন দলের মূল নীতিতে নারীর অবস্থান

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের মূলনীতি পর্যালোচনা করলে নারী সম্পর্কে সেই দলের বক্তব্য অনুধাবন করা যায়। কেননা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে নারী সম্পর্কিত নীতিসমূহ তুলে ধরা হলো–

- **আওয়ামী লীগ**

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করতে পারবে। দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে গঠনতন্ত্রের ২৩ (ঘ) ধারা মতে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ প্রধান পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। তিনি সংগঠনের একটি মহিলা ফ্রন্ট গঠন করে সারা দেশে মহিলাদেরকে সদস্যভুক্ত করবেন। মহিলা সম্পাদিকা নারী জাতির

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য প্রচার করবেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১। সমাজের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানোর জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম- অধিকার নিশ্চিতকরণ ও নারী নির্যাতনের পথ বন্ধকরণ। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন, চাকুরি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান বেতন প্রদান এবং মেধানুসারে ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকুরিতে তাদের সম অধিকার দান।[৩]

➢ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

এই দলের মূলনীতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা। দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নারী সমাজ ও যুব সম্প্রদায়সহ সকল জনসম্পদের সুষ্ঠ ও বাস্তব ভিত্তিক সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। দলে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা এবং জাতীয় কাউন্সিলে প্রতি জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত হবে দু'জন মহিলা সদস্য। জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে শতকরা ১০% মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মহিলা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টার কথা।[৪]

➢ জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এ দলের ১০ টি মূলনীতির মধ্যে নারী বিষয়ে কোন মূলনীতি নেই। তবে কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পেশাজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

➢ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আল্লাহ্ এবং নবীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে বিশ্বাসী এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে আল্লাহ ও রসুল প্রদত্ত জীবন বিধান তথা ইসলামী জীবন বিধান কয়েম করা । জামায়াতে ইসলামীর নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতই নির্ধারিত কর্তব্য পালনের পরও বাড়তি কর্তব্য হিসাবে আরও পালন করতে হবে-

১) নিজের স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আকীদা ও উদ্দেশ্য পেশ করে তা কবুল করার জন্য আহ্বান জানাবে।

২) নিজের সন্তান-সন্ততিকে ইসলামের অনুসারী বানাতে চেষ্টা করবে।

৩) তার স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন যদি জামায়াতে শামিল হয়ে থাকে তাহলে সে
আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে আশাবাদী ও সাহসী করে তুলবে।

৪) তার স্বামী বা মুরুব্বী যদি জাহেলিয়াত-এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, হারাম পথে রোজগার করে কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, তবে ধৈর্য সহকারে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ ও রসুলের না-ফরমানী হয় এমন কোন কাজের আদেশ দিলে তা মানতে অস্বীকার করবে।

৫) গঠনতন্ত্রের ধারা ৪৮ মতে জামায়াতের মহিলা সদস্যদের সংগঠন পুরুষদের সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র হবে।[৬]

➢ কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) মূলত মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী । এই দলের ঘোষণাপত্রে দেখা যায় নারী সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হচেছ–

১. নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা, বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা ।মহিলা সমাজে জনস্বাস্থ্যের প্রাথামিক নিয়মাবলী ও সন্তান পালনের প্রাথমিক বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলী প্রচারের জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা।

২. মজুরীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ মান মজুরী নিশ্চিতকরণ ।

৩. কর্মজীবি মহিলাদের কর্মস্থলে যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করা।

৪. নারী-পুরুষ সমানাধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা।[৭]

➢ পাঁচ দল

৫টি ছোট বামপন্থী দল ৮৬ তে একত্রে জোট বাঁধে এবং তারা পাঁচ দল হিসাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। পাঁচ দলের মধ্যে জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি, কম্যুনিস্ট লীগ, সাম্যবাদী দল উল্লেখযোগ্য । পাঁচ দল নির্বাচনী কর্মসূচীতে যে এগারো দফার কথা বলেছেন তাতে নারীদের বিষয়ে বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে খুবই অল্প কথা। তদের বক্তব্য- নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর সমঅধিকারের সনদ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ। নারী সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান,যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, নারী নির্যাতনে কঠোর দন্ডের ব্যবস্থা এবং শিশু শ্রম বন্ধের কথা ঘোষণা করা হয়।[৮]

উপরের আলোচনাতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে, ঘোষণাপত্র, মূলনীতি তথা আদর্শ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নারী বিষয়ে কোন দলেরই কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা, কোন ইস্যু নেই। একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু সুনির্দিষ্টতা নেই তাই তা কোন অর্থ জ্ঞাপন করে না; কোন বিশেষ আদর্শকে ধারণ করে না, নারীদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে না।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচীতে জেন্ডার, সমতার প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন, আওয়ামীলীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে, বামপন্থীদলসমূহ স্বীকার করে যে জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোনভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না । এ সম্পর্কে কোন এজেন্ডা নেই; নেই কোন কর্মপরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। জামাত-ই-ইসলামী জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করে না; উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী।[৯]

৯.২.২ রাজনৈতিক দল নারী ও অস্পষ্টতা

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত দলসমূহ ডানপন্থা, মধ্যপন্থী বামপন্থী এবং মৌলবাদীতে বিভক্ত করা যায় । সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপরের বিভিন্ন দলের কর্মসূচিতে মৌলিক পার্থক্য কম। আওয়ামী লীগ, জতীয়তাবাদী দল , জাতীয় পার্টির নারী বিষয়ে মতাদর্শ ও কর্মসূচীতে খুব মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

আওয়ামীলীগের মূলনীতিতে প্রতিটি নাগরিকের নূন্যতম প্রয়োজন মিটানোর কথা বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নূন্যতম প্রয়োজন এর ব্যবধান রয়েছে । সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে । এর জন্য প্রয়োজন মুসলিম পারিবারিক আইনের বদল। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী মেনিফেস্টো

Dhaka University Institutional Repository

যদি হয় তাদের মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ সেখানে এ বিষয়ে অর্থাৎ আইনের বিষয়ে ব্যাপক ভাবে কিছু বলা হয়নি । চাকুরি ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রসার সাধন সমান বেতন প্রদান করাই কি সমঅধিকার দান? সমাজে, পরিবারে অভ্যন্তরে যে অসমতা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য নেই ।

যেমন মেনিফেষ্টোতে উল্লেখ্য 'বৈষম্যমূলক নীতিমালা' বলতে কি ধরনের বৈষম্য তার বর্ণনা নেই , প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলতে কি বুঝায়, 'উপযুক্ত অংশীদার' উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলতে আমরা কি বুঝব । কারণ এসব শব্দ গুলো বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে ।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং সরকারি বিভিন্ন সেক্টরে নারীকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে । নির্বাচনী ইতিহাসের নারী সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিত করণের এবং জাতিসংঘের সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্বিক মুক্তি বলতে জাতীয়তাবাদী দল কি বোঝে তা স্পষ্ট নয়। আর জাতিসংঘের সনদের মধ্যে বিভিন্ন দিক আছে। পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে বি.এন.পি কোন দিককে প্রাধান্য দিবে তার উল্লেখ নেই। এছাড়াও নির্বাচনী কর্মসূচিতে বাংলাদেশের নারী সমস্যার বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন কথা বলা হয়নি। অথচ আমাদের দেশের সাধারণ, নিরক্ষর এবং গ্রামীণ নারী কি জানে জাতিসংঘ সনদে কি লেখা আছে? নির্বাচন যদি হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি পর্যায়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য কি কোন দিক নির্দেশনা দান করে ? বরং তা অস্পষ্ট একটা ইমেজ তৈরী করে দল সম্পর্কে ।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং পাঁচ দল যে বক্তব্য রেখেছে নারীসমাজ সম্পর্কে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তা সমগ্র সমস্যার তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। বামপন্থি দলগুলো দক্ষিণপন্থিদের তুলনায় আরও র‍্যাডিক্যাল হবে, সমাজ, সমাজের সমস্যা সম্পর্কে যদিও তারা সচেতন- কিন্তু নির্বাচী ইশতেহারে তা অনুপস্থিত। সমাজে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধীকার, যৌতুক প্রথা নারী ধর্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধস্তনতা কেন সৃষ্টি হয় , ধর্ম এক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে, লিঙ্গীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার কোন প্রচেষ্টা নেই । নারী নির্যাতন এই বহুল প্রচলিত শব্দটিকে পাঁচদল এবং সি পি বি ব্যবহার করেছে কিন্তু নির্যাতনের ব্যাখ্যা নেই। ফলে সব ব্যাপারগুলো অস্পষ্টতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

জাতীয় পার্টির বক্তব্য শিক্ষা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ জাতীয় পার্টির স্বৈরাচারী

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলের অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথাটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার হরণের যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিস্মৃত হবার কোন উপায় নেই। জাতীয় পার্টির শাসনামলে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে অর্ন্তভুক্ত করা নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড হতে দূরে সারিয়ে দেবারই নামান্তর । জাতীয় পার্টি পেশাজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছে । কিন্তু জাতীয় পার্টির শাসন আমলে কর্মজীবি মহিলাদের হোস্টেল এ ধরনের উচ্ছেদমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তাতে কর্মজীবি নারীদের প্রতি প্রশাসনের বিরূপতা প্রকাশ পায়।

ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামী গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে নারী সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য আছে । গঠনতন্ত্রে জামায়াতের সদস্য হিসাবে নারীদের জন্য কিছু বাড়তি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে । যেগুলো এক তরফা । বাংলাদেশের সমাজ পুরুষ শাসিত সমাজ, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেখানে নারীকে তার নিকটতম পুরুষের অনৈসলামিক আচরণকে সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কিভাবে তার কোন বর্ণনা কর্মসূচিতে নেই। নির্বাচনী ইশতেহারে নারী পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা করার কথা বলা হয়েছে । যা বর্তমান যুগে শুধু অযৌক্তিকই নয় তা নারীর জন্য অবমাননাকর বটে। এর পিছনে যে ইসলামী যুক্তি কাজ করে তা হচ্ছে নারীদের স্বভাব হচ্ছে প্রলুব্ধকারী পাপাচারী, ও শয়তানতূল্য । প্রথিতযশা জ্ঞানী মুসলিম গবেষক ফাতিমা মার্নিসি এই তত্ত্ব হাজির করেছেন যে, ইসলামে নারীরা যৌন ক্ষেত্রে পুরুষ পক্ষের মত সক্রিয় ভাবে বিবেচিত ফ্রয়েড প্রভাবিত পাশ্চাত্যের মতন নিষ্ক্রিয় নয়। তাই নারীদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। কারণ তা সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি হুমকী স্বরূপ।[১০]

জামায়াতে ইসলামী নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করেছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী সব কর্মসুচি এ ক্ষেত্রে এসে নারী বিরোধী হয়ে উঠে যখন দলীয় মতাদর্শকে বিশ্লেষণ করা যায় । দলীয় মতাদর্শে ইসলাম হচ্ছে প্রধান ভিত্তি ভূমি। সেক্ষেত্রে দেখা দরকার ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায় ? জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে কোরআন ও সুন্নাহ-র প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে মৌলিক শর্ত। কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন বিধানে এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে। পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১১]

এছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে নারী সম্পর্কে যে বক্তব্য দান করা হয়েছে তাতে নারীর ভূমিকা তার আচরণকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে । সেক্ষেত্রে বিয়ে মাতৃত্ব, যৌনতা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের মতাদর্শগত দিকটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট আর তা হচ্ছে নারীর অধস্তন অবস্থানকে

Dhaka University Institutional Repository

টিকিয়ে রাখা ও তার পুনরুৎপাদন করা । এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামী মতাদর্শ নারী বিরোধিতার ইঙ্গিতবহ।

৯.২.৩ নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৯৫ এ উইমেন ফর উইউমেন এ রিচার্স এ্যান্ড ষ্টাডি গ্রুপ আয়োজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় সভায় নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলাম যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো।

- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঃ**

(১) এ দলের মতে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণেই নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকরছে না। তারা আরো মনে করে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই এক শ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। (২) এ ছাড়া দলীয় কর্মীরা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য কাজ করতে বেশী পছন্দ করেন। (৩) নারীরা যাতে নেতৃত্ব পর্যায় পৌছতে না পারে সে কারণে পুরুষেরা প্রচার করে ইসলাম নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ**

এরা মনে করেন (১) পারিবারিক কাজে মহিলাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় এবং (২) স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ অভিভাবকদের সমর্থন না থাকার কারণে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। জামায়াতে ইসলাম মতে নারীদের আরো অধিক হারে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ। তবে পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনীতিতে নারীর আগমন জামায়াতে ইসলাম পছন্দ করে না। এরা মনে করেন যে নারীদের প্রথম দায়িত্ব সংসারের কাজ কর্ম এবং সন্তান প্রতিপালন। সন্তান যখন বড় হবে তখনই নারীরা ঘরের কাজ কর্মের সাথে সাথে বাইরের দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন।[১২] লক্ষ্য করা যায় নারীরা যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে না শুধু মাত্র তা নয়, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং জামায়াতে ইসলামীর কমিটিতে নারী সদস্য নেওয়াই হয় না। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী পুরুষ সমতা সমান অধিকার অর্জনের জন্য কোন বাস্তবমুখী কার্যাবলী গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগ সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদা এ শিরোনামে দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা নারীর পরিবারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ করণে যথাযথ ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা দলীয় ঘোষণা পত্রে উল্লেখিত হয়নি।

৯.৩ নির্বাচনী ইশতেহার ও নারী

৯.৩.১ ইশতেহার-১৯৯১ নির্বাচন

আদর্শ এবং মূলনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগ ৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তাদের দলীয় গঠনতান্ত্রিক নির্দেশনানুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারে নারী সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যে কোন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষাম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।

খ) নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ) নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি এন পি) নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দেখা যায় দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত জিয়ার ১৯ দফা ওয়ারী নির্বাচনী কর্মসূচির অর্থনৈতিক কলামে উল্লেখ আছে

ঘ) দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম সংস্থানমুখী প্রকল্প গড়ে তোলা।

ঙ) সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

চ) জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ ।

➢ কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার বর্ণনায় কর্মসূচির মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে এক জায়গায় সংবিধান মোতারেক নারী- পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, প্রভৃতি কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

➢ নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে জাতীয় পার্টি ১২ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় ঘোষনা করে ইশতেহার প্রদান করে । কর্মসুচির তিনটি স্থানে নারী প্রসংঙ্গ এসেছে।

ক) রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ঃ নারী পুরুষ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) শ্রম নীতিতে ঃ নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী সমাজের ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

গ) শিক্ষা নীতিতে ঃ সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসুচি সফল করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া ।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঃ

নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় নীতিতে নারী বিষয়ে কতগুলো নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মনীতিতে ছিল ঃ নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র এমনভাবে আলাদা করে দেয়া হবে যাতে বিবাহ ব্যতীত তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ না হয়।

আইনগত সংস্কারের ক্ষেত্রে

- এমন আইনকানুন তৈরি করা যাতে ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি, নারী পাচার এবং চরিত্র হানিকর ছায়াছবি, বই -পুস্তক, পর্ণোগ্রাফী ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যায়।
- বিবাহ, তালাক, খোলা, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মহিলাদের অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা ।
- প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ১৮-৩০ বছরের মহিলাদেরকে ইসলামী শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে আত্মরক্ষার প্রাথমিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা সংস্কারে মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা ।

Dhaka University Institutional Repository

নারী অধিকার সংরক্ষণের কথা জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে বলেছেন এবং নারীর ইসলাম প্রদত্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

ক) জাতীয় জীবনে যথার্থ ভূমিকা পালন করার উপযোগী করে গড়ে ওঠার পূর্ণ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা কাঠামো গঠন করা।

খ) শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জন এবং জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রণের পূর্ণ সুযোগ দেয়া।

গ) নারীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে পৃথক কার্যক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা।

ঘ) স্বামী যাতে স্ত্রীর উপর অত্যাচার নির্যাতন করতে না পারে, তার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা করা ।

ঙ) যৌতুক প্রথা বন্ধের উপযুক্ত ববস্থা গ্রহণ করা।

চ) নারীদের উপর অবিচার বন্ধ করার জন্য তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ইসলামী শরীয়তের নিয়ন্ত্রণাধীন করা।

ছ) মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পারিবারিক কোর্ট চালুকরা।

৫ দল জাসদ/ ওয়াকার্স পার্টির (সাম্যবাদী দল)

সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী ইশতেহার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন নেতা বলেন-দেশের সকল সক্ষম যুবক যুবতীকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেয়া হবে।[১৩]

৯.৩.২ ইশতেহার ১৯৯৬ নির্বাচন

টেবিল ৯.৬ ঃ ইশতেহার ১৯৯৬ নির্বাচন

৭ম সংসদ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রধান ৪টি দলের ম্যানিফেস্টো				
বিষয়	আওয়ামী লীগ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী
সরকার, সংবিধান ও সংসদ	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার।	সংবিধানের চার মৌলনীতির ভিত্তিতে প্রশাসনের সকল স্তরের গণতন্ত্রায়ন।	দায়িত্বশীল জবাবদিহিতামূলক সরকার, অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন কাঠামো প্রদান।	বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংবিধানে সংশোধন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিশু ও বেকারত্ব	নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা, জাতিসংঘের ঘোষণা আলোকে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ, বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ।	সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়নে ঋণ প্রদানসহ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে, সংসদে নারীদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, বেকারদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।	ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত করা হবে।[১৪]

নির্বাচনী ইশতেহার বিশ্লেষণ

৭ম নির্বাচনে নারীরা সচেতনভাবেই প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন । কাজেই কোন রাজনৈতিক দল নারীকে সংঘবদ্ধ করতে পারলে সে দলের পক্ষেই বেশিসংখ্যক সদস্যকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ভবিষ্যতে। অন্যদিকে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক-দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর প্রতি করণীয় বিষয় এবং এগুলোকে কি ভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যায় সে পদ্ধতিগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে থাকা উচিত। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ নারীসমাজকে উন্নয়নের স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করণের প্রক্রিয়া ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বি এন পি নির্বাচনী ইশতেহারে ১৬ টি ধারায় নারীউন্নয়নের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছে। এই ইশতেহারে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। সরকারি চাকরিতে মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মজীবী মহিলাদের আবাসিক সুযোগ সম্প্রসারণ, নির্যাতিত মহিলাদের জন্য আইনের অধিকার গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজতরকরণ নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এ-ছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়নের সক্রিয় পদক্ষেপ বিএনপি গ্রহণ করবে। জাতীয় পার্টি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নারী শিক্ষা প্রসারের কথা ব্যক্ত করেছে এবং সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যানুপাতিক হার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলেছে। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী ইশতেহারে ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও নারী-নির্যাতন রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নারীদের শরিয়ত সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জনের কথা এই ইশতেহারে ঘোষণা করে।

চারটি দলের জুন ১৯৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি দলই উন্নতির জন্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগের জন্য যে কর্মসূচি প্রয়োজন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

উদাসীন থেকেছে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে নারী যে সম্পৃক্ত হতে পারে তা- কিন্তু কোন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যক্ত করা হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের যথাযথ উন্নতির জন্য নারীকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীবিহীন রাজনীতি কোন রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলময় নয়। তবে রাজনীতিতে নারী অনু প্রবেশের যথারীতি পথটি সুগম করার জন্য রাজনৈতিক দল প্রধান ভূমিকা পালন করবে। রাজনৈতিক দলের সহায়তায় বাংলাদেশের নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহী হবে।

৯.৩.৩ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১ ঃ ৮ম সংসদ নির্বাচন

একনজরে প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার[১৩]

টেবিল ৯.৭ ঃ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১

বিষয়	আওয়ামী লীগ	বি এন পি	জাতীয় পার্টি (এ)	জামাত
নারী ও শিশু	সংসদে মহিলা আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ (৬০টি) করা হবে। প্রতি ৫টি সাধারণ আসন নিয়ে ১টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে। নারী নির্যাতন নারী ও শিশু পাচাররোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভিন্ন জেলা সদরে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মান করা হবে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদকে বাস্তবায়ন করা হবে।	সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধি করা হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে আরও অধিকভাবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং সহজ শর্তে ঋণদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মহিলাদের ওপর নির্যাতনরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা হবে। বি এন পি সবার আগে শিশু ও শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন এই অঙ্গিকারকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।	মহিলা আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ টিতে উন্নীত করা হবে। পরিবারিক আদালতের কার্যকারিতা শক্তিশালী করা হবে। শিশু মৃত্যু হার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জাতীয় সংসদে দেশের প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে ১ জন মহিলা প্রতিনিধির আসন সংরক্ষণ করা হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ইশতেহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিএন পি নেতৃত্বাধীন জোট দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় অবতীর্ন হয় । কিন্তু যথারীতি নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গড়িমসি করা শুরু করে, নারীদের বিষয়ে তাদের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন কিন্তু তারা সংসদে বিল পাস করেছে রাজনৈতিক দল গুলোর নির্বাচিত সাংসদের আনুপাতিক হারে মহিলা সাংসদ মনোনয়ন অর্থাৎ ৪৫এ উন্নীত করা হয়েছে।[১৬]

৯.৪ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ

৯.৪.১ সংসদীয় কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ (১ম-৮ম সংসদ)

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক বিশেষত সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদীয় কমিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব বহন করে। আইন সভা কর্তৃক নিযুক্ত উহার কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক আইন সভায় অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কমিটি ব্যবস্থা জনগনের আশা আকাঙ্খা এবং ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কার্যকর ভূমিকা রেখে থাকে। কেননা সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে –

১) শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়ায় আইনের পুঙ্খানুপূঙ্খ পরীক্ষণ সম্ভব হয়।[১৭]

২) জনপ্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং সরকারি নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা কালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন[১৮]

৩) প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসূহের রাজনৈতিক দর কষাকষি এবং সমঝোতা অর্জন সম্ভব হয়।[১৯]

৪) নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।[২০]

অর্থাৎ যে কোন বিচারে সংসদে কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সংসদীয় কমিটিসমূহ সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই এই কমিটিগুলোতেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যদের মধ্যে হইতে সদস্য লইয়া নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবেন।

(ক) সরকারি হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ৭৬ (২) ও (৩) নং অনুচ্ছেদে এই কমিটি সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ক্ষমতার সীমা উল্লেখিত রয়েছে।

এছাড়া সংসদীয় কমিটি সমূহের কাঠামো, গঠন পরিসর সম্পর্কে পরিস্কার ব্যাখ্যা রয়েছে জাতীয় সংসদে কার্য প্রণালী বিধির ২৭ নং অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ১৪৭-২৬৬ নং ধারায়।

তাই এই সংসদীয় কমিটিতে আনুপাতিক হারে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কেনন্য সংসদ কার্যকরী করার পিছনে কমিটির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা। সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতা প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকরী ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারায় নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি অনুসারে সরকারি হিসাব কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেছে।[২১]

এভাবে জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত কমিটিসমুহ গঠন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে খসড়া বিল বিবেচনা করা, সংসদীয় প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা, আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা এবং প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকান্ডের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো। উপরোক্ত কমিটিসমূহ তাদের ওপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ১৯৭৪ সালে যখন কার্যপ্রণালী বিধি রচিত ও প্রবর্তিত হয় তখন সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ টি এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সব কমিটি নিয়ে কমিটির সংখ্যা ২২ এ সীমাবদ্ধ ছিল।[২২] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সংসদীয় কমিটির সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ভাবে যেমন সংবিধান বা সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে নেই ঠিক তেমনি মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও উল্লেখ নেই। সংসদীয় কমিটির সংখ্যা যে স্থির নয় তা নিম্নে উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যেমন-

পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামোসহ যাত্রা শুরু করে। পঞ্চম সংসদে ৫১ টি স্থায়ী কমিটি কর্মরত ছিল। স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের দৈনন্দিন কাজ, সংসদ সদস্যদের সুবিধাদি প্রদান নির্বাহী বিভাগের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পরীক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত থাকে। এছাড়াও নির্দিষ্ট বিল এবং বিষয়ের পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য এডহক ভিত্তিতে সিলেক্ট কমিটি এবং বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

৯.৪.২ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি মহিলা ঃ ১ম গণপরিষদ

১। বাংলাদেশে ১ম সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় ১ম জাতীয় সংসদ গঠনের পূর্বে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বলে ১৯৭০ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ৪০৪ জন[২৫] সদস্য নিয়ে গঠিত গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন আইন ও সংসদীয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে গঠিত ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়[২৬]

বাংলাদেশের এই প্রথম কমিটিতে ৩৪ জনের মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ১ জন যদিও এ কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে প্রায় ৩০০ঘন্টা আলোচনা মাধ্যমে সংবিধানের খসড়া প্রনয়ন করেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির যাত্রার শুরুতেই ছিল ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে ১ জন নারী সদস্য ছিলেন মিসেস রাজিয়া বানু।

৯.৪.৩ সংসদীয় কমিটি

১ম সংসদ ঃ-

১৯৭৪ সালে প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিতে ১৪ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এছাড়া ১১টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্মরত ছিল।[২৭]

৯.৪.৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সংসদীয় কমিটি ও মহিলা

গণপরিষদের কার্য প্রণালী বিধির খসড়া প্রণয়নের জন্য ২১ সদস্যের সমন্বয়ে আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনর প্রস্তাবে অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুসকে সভাপতি করে ১টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। যা বিধি কমিটি নামে পরিচিত। এই ২১ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন নারী সদস্য ঃ মিসেস বদরুন্নেসা[২৮]

৯.৪.৫ জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

টেবিল ৯.৮ ঃ জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

সংসদ	গঠিত কমিটি সংখ্যা	নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল এরকম কমিটির সংখ্যা
১ম জাতীয় সংসদ	১৪	১৪
২য় জাতীয় সংসদ	৪২	৩০
৩য় জাতীয় সংসদ	০৪	০৩
৪র্থ জাতীয় সংসদ	৪২	০৫

Dhaka University Institutional Repository

৫ম জাতীয় সংসদ	৪৪	২৪
৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ	০২	০২
৭ম জাতীয় সংসদ	৪৬	৩১
৮ ম জাতীয় সংসদ	৫০	১১
মোট	২৫৫	১২০

সূত্র ঃ ১ম জাতীয় সংসদ থেকে ৮ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর

উপরোক্ত টেবিলে দেখা এ পর্যন্ত সারাংশ জাতীয় সংসদে সংসদ বিষয়ক এবং মন্ত্রণালয় বিষয়ক সহ মোট ২৫৫ টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। যার মধ্যে ১২০ টি কমিটিতে মহিলা সাংসদদের অংশগ্রহন ছিল, অর্থাৎ মাত্র ৪৭ ভাগ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধত্ব ছিল।

উপরোক্ত টেবিল থেকে একথা স্পষ্ট যে সংসদীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও মহিলারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমুহের মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত বিল বাছাই ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।আর সেখানে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে জাতীয় সংসদে মহিলারা দায়িত্ব পালনে ও জাতীয় নীতি নির্ধারণে পিছিয়ে পড়বে, এটা হচেছ রূঢ় বাস্তবতা।

৯.৪.৬ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রূপে নারী

টেবিল ৯.৯ ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রূপে নারী

সংসদ	স্থায়ী কমিটির সংখ্যা	সভাপতি হিসেবে নরী কমিটির সংখ্যা	%
১ম	১৪	০	০%
২য়	৪২	১ জন	২.৩৮
৩য়	০৪	০	০%
৪র্থ	৪২	০	০%
৫ম	৪৪	৫জন	১১.৩৬%
৬ষ্ঠ	০২	০	০
৭ম	৪৬	০	০
৮ম	৫০	০	০
সর্বমোট	২৫৫	৬ জন	২.৩৮

সূত্রঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ঢাকা

উপরোক্ত টেবিল ৯.১০ এ দেখা যায় এ পর্যন্ত গঠিত ২৫৫ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ৬টি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সাংসদরা দায়ীত্ব পালন করেছেন। ৫ম সংসদে সর্বাধিক ৫ জন সাংসদ সর্বাধিক ৫ জন নারী সাংসদ ৫টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পর্যন্ত গঠিত ৮টি জাতীয় সংসদের মধ্যে ৬টিতে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোন নারী সদস্য ছিলেন।

টেবিল ৯.১০ ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নারী সভাপতিদের নামের তালিকা

নং	সংসদ	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নাম	সভাপতির নাম
১	২য়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটি	মিসেস আমিনা রহমান
২	৫ম	সংস্থাপন সমন্ত্রণালয়ে সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	বেগম খালেদা জিয়া
৩	৫ম	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	মিসেস সরওয়ারী রহমান
৪	৫ম	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	অধ্যাপিকা জাহারা বেগম
৫	৫ম	প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	বেগম খালেদা জিয়া
৬	৫ম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	মিসেস সারওয়ারী রহমান

টেবিল ৯.১০ এ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের নামের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র ৪ জন মহিলা সাংসদ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন এর মধ্যে ২ জন মহিলা সাংসদ ২টি করে স্থায়ী কমিটির সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন ৫ম সংসদে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সংসদ সংক্রান্ত কিংবা সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোন নারী ছিলেন না শুধু মাত্র কয়েকটি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব মহিলারা পালন করেন।

৯.৪.৭ ১ম জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটি

রেখচিত্রে ১ম জাতীয় সংসদের সংসদ বিষয়ক গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহ, মোট সদস্য সংখ্যা ও নারী সদস্য সংখ্যা দেখানো হয়েছে। ১ম সংসদে মোট ১৪টি সংসদ বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গুলোর সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪১ জন, যার মধ্যে মহিলা হচ্ছে ১৪৫ জন রেখচিত্রে ৯.২ এ দেখা যায়-

রেখচিত্র ৯.২ ঃ ১ম জাতীয় সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব

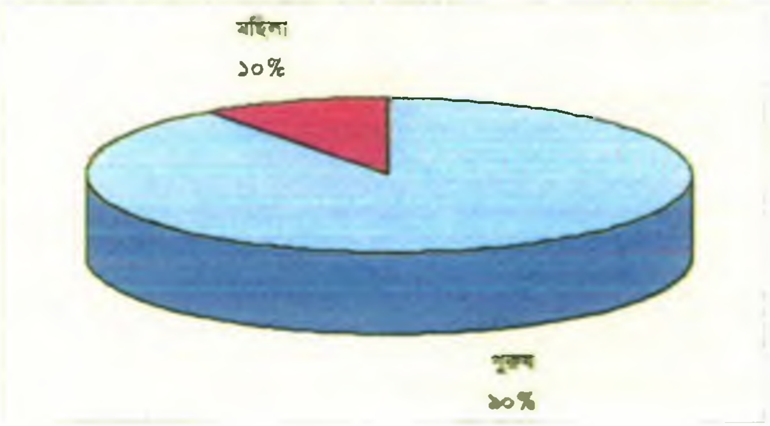

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯.১১ ঃ ১ম জাতীয় সংসদে সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ১০% সদস্য ছিল মহিলা, অপরদিকে ৯০% ছিল পুরুষ । জাতীয় সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

কমিটির নাম ও গঠন	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য সংখ্যা	নাম
১। সরকারি হিসেবে কমিটি (মোট প্রনালী বিধি (২২০) কর্তব্য পালনের জন্য	সদস্য সংসদ ১৩	১	সদস্য আর্জু মান্দ বানু কবি বেগম
২। বিশেষ-অধিকার কমিটি ২২৫ বিধি অনুসারে-২২৬ বিধিতে কর্তব্য পালনের জন্য	৯	১	ফরিদা রহমান আসন ৫
৩। সংসাদদের কার্য উপদেষ্টা কমিটি ২০৮ বিধি অনুসারে / ২০৯ বিধিতে দায়িত্ব পালন করে	১০	১	মিসেস সাজেদা চৌধুরী আসন-৯
৪। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২২০ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য	১১	২	অধ্য ঃ মমতাজ বেগম আসন-৩
৫। প্রতিরক্ষা কার্যপ্রণালী বিধি ২২৫ বিধি অনুসারে ঐ	৯	১	মিসেস ফরিদা রহমান আসন-৫
৬। কার্য উপদেষ্টা কমিটি ২১৯ বিধি অনুযায়ী	১০	১	সাজেদা চৌধুরী
৭। অনুমতি হিসেবে সম্পর্কিত কমিটি কর্য প্রণালী বিধি ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে	১০	১	শ্রীমতি কনিকা বিশ্বাস
৮। কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কার্য প্রণালী বিধি ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিমত	সদস্য ১২	১	অধ্যক্ষা বদরুন্নেছা আহমেদ আসন-৪
৯। বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	১	বেগম তাসলিমা আবেদীন
১০। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮		অধ্যাপিকা আজরা আলী সা (৬)
১১। সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০	১	মিসেস রাজিয়া বানু
১২ পিটিশান কমিটি	১০	১	মিসেস সুনীপ্তা দেওয়ান
১৩। লাইব্রেরী কমিটি	১০	১	বেগম ফরিদা রহমান
সংসদ কমিটি	১২	১	মিসেস সাজেদা চৌধুরী
মোট ১৪টি কমিটি	১৪১	১৫	

সূত্র ঃ- ১ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী থেকে সংগৃহীত।

৯.৪.৮ দ্বিতীয় সংসদে মহিলা (স্থায়ী কমিটি)

২য় সংসদে গঠিত ৪৪টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মধ্যে ১৩ কমিটিতে কোন মহিলা প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯.১২ ঃ ২য় জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি

স্থায়ী কমিটির নাম	গঠন	মোট সদস্য	নারী সংখ্যা	নাম
১। কার্য নির্বাহী কমিটি	সংসদের কার্য প্রণালীর বিধি ২১৯ অনুযায়ী	১০	০	
২। পিটিশন কমিটি	২৩১	১০	১	খালেদা রাব্বানী
৩। সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৪	১০	০	
৪। কার্যপ্রণালী বিধি	২৬৪	১২	১	ফরিদা রহমান
৫। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪০	১০	২	মিসেস তসলীমা আহমেদ কামরুন্নাহার
৬। লাইব্রেরী কমিটি	২০৩	১০	১	মিসেস রওশন আবেদীন
৭। কেবিনেট বিষয়াবলী সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	কার্যপ্রণালী বিধি ২৪৭ অনুসারে ২৪৬ ও২৪৮ বিধিতে দায়িত্ব পালনে	১০	০	
৮। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত		১০	০	
৯। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি		১০	০	
১০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		১০	১	মিসেস মাবুদ ফাতেমা কবীর
১১। আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী		১০	০	
১২। রেলওয়ে সড়ক জনপথ		১০	১	সৈয়দা সাবিনা ইসলাম
১৩। অর্থ		১০	১	মিসেস ফজিলাতুন্নেছা
১৪। শ্রম ও শিল্প		১০	০	
১৫। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন		১০	০	
১৬। পররাষ্ট্র		১০	১	বেগম ফরিদা রহমান
১৭। কৃষি ও বন		১০	১	শাহিনা খান
১৮। পাট		১০	১	বেগম রওশন এলাহী
১৯। খাদ্য		১০	১	খালেদা রাব্বানী
২০। সংস্থাপন		১০	১	সৈয়দা রফিকা খানম
২১। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও পল্লী উন্নয়ন		১০	১	মিসেস হোসেন আরা
২২। বিদ্যুৎ		১০	১	মিসেস সাজেদা খানম
২৩। স্বরাষ্ট্র		১০	১	বেগম তসলীমা আহমেদ
২৪। ত্রাণ ও পুনর্বাসন		১০	২	মিসেস আয়েশা আশরাফ মিসেস রওশানারুন্নেসা
২৫। বাণিজ্য		১০	১	বেগম গুলবদন
২৬। শিল্প		১০	০	
২৭। স্বাস্থ্য		১০	০	
২৮। শিক্ষা		১০	২	বেগম সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ মিসেস কামরুন্নাহার
২৯। সংস্কৃতি		১০	১	মিসেস সিদ্ধা হক
৩০। বন্দর জাহাজ চলাচল		১০	১	মিসেস রওশন আজাদ

৩১। পেট্রোল খনিজ		১০	০	
৩২। ডাক ও তার		১০	১	মিসেস দৌলতুন্নেছা খাতুন
৩৩। জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজ কাঠামো		১০	১	মিসেস রাবেয়া চৌধুরী
৩৪। মহিলা		১০	৬	সভাপতি - মিসেস আমিনা রহমান, ফরিদা রহমান আয়েশা সাজ্জাদ মাহমুদা খাতুন রাজিয়া ফয়েজ খাদিজা সুলতানা
৩৫। ভূমি ও প্রশাসন		১০	১	ফেরদৌসি বেগম
৩৬। মৎস্য ও পশু		১০	১	হাসিনা রহমান
৩৭। বস্ত্র		১০	১	ফাতেমা চৌধুরী
৩৮। তথ্য ও বেতার		১০	১	সুলতানা জামান চৌধুরী
৩৯। গণপূর্ত		১০	০	
৪০। যুব উন্নয়ন		১০	০	
৪১। ধর্ম		১০	১	বেগম শামসুন নাহার
৪২। জনসংখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা		১০	১	মিসেস কামরুন্নাহার
৪৩। সংসদ কমিটি		১২	১	মিসেস হাসিনা রহমান বেগম শাহীনা খানম
৪৪। বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি		১০	০	
সর্বমোট ৪৪টি কমিটি		৪৪৪	৩৮	

সূত্র ঃ- ২য় জাতীয় সংসদের কার্যবিবরনী থেকে সংগৃহীত।

টেবিল ৯.১২ এ দেখা যায় সংসদে ৪৪টি স্থায়ী কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪৪ জন, যার মধ্যে নারী সদস্যা ছিল ৩৮ জন,

রেখাচিত্র ৯.৩ ঃ ২য় সংসদে স্থায়ী কমিটিতে নারী ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র এ দেখা যায় সংসদীয় কমিটিতে ৯১% ছিল পুরুষ এবং বাকি মাত্র ৯% ছিল মহিলা, এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ১ম কোন মহিলা জাতীয় সংসদীয় কমিটির সভাপতির পদ লাভ করেনি। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১০ সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মহিলা।

৯.৪.৯ ৩য় জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা

৩য় জাতীয় সংসদে মাত্র ৪টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় যার মধ্যে ৩টি কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ছিল। টেবিলে দেখা যায় তৃতীয় জাতীয় সংসদের ৪টি স্থায়ী কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন, তার মধ্যে ৩ জন ছিলেন মহিলা।

রেখচিত্র ঃ ৯.৪ ৩য় সংসদে মহিলা ও পুরুষ সাংসদ

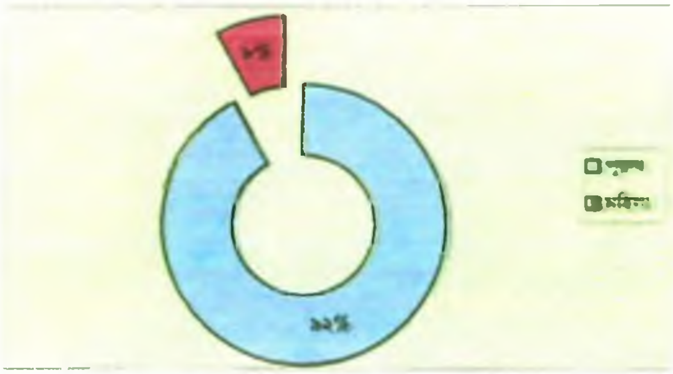

রেখাচিত্র ৯.৪ এ দেখা যায় ৩য় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যার ৯২% ছিল পুরুষ এবং ৮% ছিল মহিলা।

টেবিল ৯.১৩ ঃ ৩য় জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা

নং	স্থায়ী কমিটির নাম	গঠনের উদ্দেশ্য	মোট সদস্য	নারী সংখ্যা	নাম
১	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ২২০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	১	শেখ হাসিনা
২	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬৪ বিধি অনুসারে ২৬৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	১	বেগম হোসনে আরা আহসান
৩	সংসদ কমিটি	২৪৯ বিধি অনুসারে ২৫০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	৯	-	-
৪	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪০ বিধি অনুসারে ২৪১ বিধিতে দায়িত্ব পালন	৮	১	বেগম কামরুন নাহার জাফর
	মোট		৩৭	৩	

সূত্র ঃ ৩য় জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণীর ......

৯.৪.১০ ৪র্থ সংসদে স্থায়ী কমিটিতে মহিলা

টেবিল ৯.১৪ ঃ ৪র্থ সংসদের স্থায়ী কমিটি

নং	কমিটির নাম	গঠন	মোট সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য নাম
১	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী ঃ	২৪৫ বিধি	৮	০	
২	বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	২২২ বিধি	১০	০	
৩	সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৪ বিধি	১৫	১	বেগম কামরুন নাহার জাফর
৪	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	২৩৯ বিধি	১০	১	বেগম মমতা ওহাব
৫	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	২৩৬ বিধি	১০	০	
৬	সংসদ কমিটি	২৪৯ বিধি	১৫	০	
৭	পিটিশন কমিটি	২৩১ বিধি	১০	০	
৮	লাইব্রেরী কমিটি	২৫৭ বিধি	১০	০	
৯	বিশেষ অধিকার	২৪০ বিধি	১০	০	
১০	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬৪ বিধি	১২	০	
১১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	কার্যপ্রনালী বিধি ২৪৬ ও ২৪৭	১০	০	
১২	মৎস্য ও পশু সম্পদ	বিধিতে	১০	১	বেগম হাসনা মওদুদ
১৩	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	৯	০	
১৪	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	০	
১৫	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটি	,,	১০	০	
১৬	ধর্ম বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	,,	১০	০	
১৭	পরিকল্পনা	,,	১০	০	
১৮	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	,,	১০	০	
১৯	কৃষি ,, ,,	,,	১০	০	
২০	সংস্কৃতি ,, ,,	,,	১০	১	বেগম মনসুর মহিউদ্দিন
২১	যুব ও ক্রীড়া ,, ,,	,,	১০	০	
২২	যোগাযোগ ,, ,,	,,	১০	০	
২৩	নৌ পরিবহন ,, ,,	,,	১০	০	
২৪	বস্ত্র ,, ,,	,,	১০	০	
২৫	বাণিজ্য ,, ,,	,,	১০	০	
২৬	সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন ,, ,,	,,	১০	০	

Dhaka University Institutional Repository

২৭	কৃষি ,, ,,	,,	১০	০	
২৮	পাট ,, ,,	,,	১০	০	
২৯	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ,, ,,	,,	১০	০	
৩০	স্বরাষ্ট্র ,, ,,	,,	১০	০	
৩১	শিল্প ,, ,,	,,	১০	০	
৩২	খাদ্য ,, ,,	,,	১০	০	
৩৩	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন	,,	১০	০	
৩৪	তথ্য ,, ,,	,,	১০	০	
৩৫	শিক্ষা ,, ,,	,,	১০	০	
৩৬	ত্রাণ ও পূর্নবাসন ,, ,,	,,	১০	০	
৩৭	আইন ও বিচার ,, ,,	,,	১০	০	
৩৮	পূর্ত ,, ,,	,,	১০	০	
৩৯	এনার্জি ও খনিজ সম্পদ ,, ,,	,,	১০	০	
৪০	শ্রম ও জনশক্তি ,, ,,	,,	১০	০	
৪১	সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	২	বেগম মমতা ওহাব বেগম কামরুন নাহার জাফর
৪২	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ,, ,,	,,	১০	১	বেগম মমতা ওহাব
			৪২৮	৭	

সূত্র :- চতুর্থ জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণী থেকে সংগৃহীত।

৪র্থ জাতীয় সংসদে মাত্র ৪২টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়, যার মধ্যে মাত্র ৬টি কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল, টেবিল ৯.১৪ এ দেখা যায় ৪২ টি সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২৮ জন, যার মধ্যে নারী সদস্য ছিল ৭ জন।

লেখচিত্র ৯.৫ : ৪র্থ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি মহিলা/পুরুষ সাংসদ

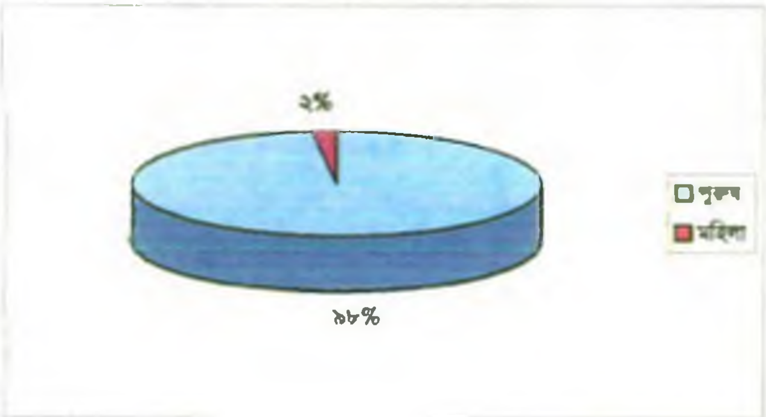

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৯.৫ ৪র্থ সংসদে স্থায়ী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব রেখাচিত্রে দেখা যায় সংসদীয় কমিটিতে ৯৮% সদস্য ছিল পুরুষ এবং ২% সদস্য ছিল মহিলা।

৯.৪.১১ ৫ম সংসদে স্থায়ী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব

টেবিল ৯.১৫ এ দেখা যায় ৫ম জাতীয় সংসদে গঠিত ৪৫টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ২০টি কমিটিতে কোন নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

কমিটিসমূহে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৭৬ জন, যার মধ্যে ৪২ জন ছিল নারী।

রেখচিত্র ৯.৬ ঃ ৫ম সংসদে সংসদীয় কমিটিতে নারী

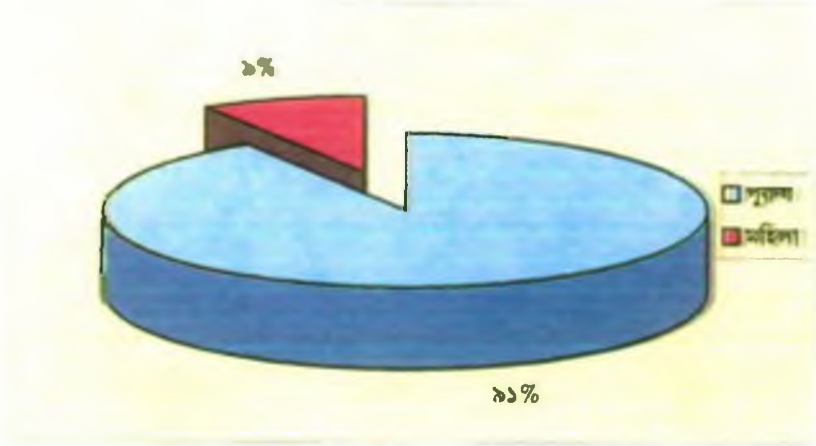

উপরোক্ত রেখচিত্র ৯.৬ এ দেখা যায় ৫ম সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার ৯১% পুরুষ এবং ৯% ছিল নারী।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, ৫টি কমিটির সভাপতি হিসেবে নারীর দায়িত্ব পালন, এছাড়া সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য ছিল নারী, অপর দিকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ও ৬জন ছিল মহিলা।

টেবিল ৯.১৫ ঃ ৫ম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি

নং	কমিটির নাম	গঠন বিধি	মোট সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য নাম
১	সরকারি প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৯ বিধি	১০		
২	সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৪ বিধি	১৫	১	বেগম জাহানারা
৩	আইন বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪৭ বিধি	১০		
৪	কার্যপ্রণালী বিধি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬৪ বিধি	১২		
৫	অনুমিত হিসেবে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৬ বিধি	১০		

৬	বিশেষ অধিকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪০ বিধি	১০	২	বেগম খালেদা জিয়া বেগম শেখ হাসিনা
৭	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	কর্মপ্রনালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধিতে	১৫	১	সৈয়দা মমতাজ চৌধুরী
৮	ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১৫		
৯	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	মিসেস খুরশীদ জাহান হক
১০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১১	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১২	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম শামসুল নাহার খাজা আহসান উল্লাহ
১৩	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম খালেদা রাব্বানী
১৪	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	জাহানারা বেগম সভাপতি বেগম শামসুর নাহার বেগম ফাতেমা চৌধুরী (পারু) বেগম রেবেকা মাহমুদ রাশিদা বাতুল সাহিন আরা হক
১৫	বানিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	২	সভাপতি বেগম খালেদা জিয়া বেগম সাজেদা চৌধুরী
১৬	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৭	ডাক ও টেলিযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৮	সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৯	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২০	মৎস্য ও পশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম ফরিদা রহমান
২১	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম সেলিনা রহমান
২২	রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রাবেয়া চৌধুরী
২৩	পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৪	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৫	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম কেজে হামিদা খানম
২৬	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৭	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	,,	১০	২	লুৎফুননেছা হোসেন

	সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি				বানী আশরাফ
২৮	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৯	সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১০	সভাপতি মিসেস সারওয়ারী রহমান প্রতিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বেগম রোজী কবির বেগম সেলিনা শাহীন
৩০	যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রওশান আরা
৩১	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	মিসেস বেগম আছিয়া রহমান
৩২	খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	
৩৩	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৪	বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রহিমা খন্দকার
৩৫	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৬	ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		বেগম আছিয়া রহমান
৩৭	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		সভাপতি মিসেস সারওয়ার রহমান মিসেস শাহেদা সরকার বেগম নূর জাহান ইয়াসমিন বেগম হালিমা খাতুন সৈয়াদা নার্গিস আলী বেগম হাফেজা আসমা খাতুন
৩৮	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		বেগম খালেদা জিয়া
৪০	সরকারি প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	৮		
৪১	কার্য উপদেষ্টা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১৪		খালেদা/ হাসিনা
৪২	কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত	,,	১২		
৪৩	বিশেষ অধিকার সমগ্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	খালেদা, হাসিনা
৪৪	পিটিশন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম ফরিদা হাসান
৪৫	লাইব্রেরী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম মতিয়া চৌধুরী

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৪.১২ ৬ষ্ঠ সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ইতিহাসে স্বল্পকালীন ২টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। এ সংসদে মোট ২টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। যাতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ জন। যার মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল মহিলা।

রেখচিত্র ৯.৭ ঃ ৬ষ্ঠ সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা

রেখচিত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

রেখচিত্র ৯.৭ অনুযায়ী ৬ষ্ঠ সংসদে স্থায়ী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১১% ছিল মহিলা এবং ৮৯% ছিল পুরুষ।

৯.৪.১৩ ৭ম সংসদের স্থায়ী কমিটিতে মহিলা ঃ

রেখচিত্র ৯.৮ এ দেখা যায় ৭ম জাতীয় সংসদে মোট ৪৬টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়, যার মধ্যে ১৫টি কমিটিতে কোন নারী সদস্য ছিল না।

রেখাচিত্র ৯.৮ ঃ মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিত্ব (সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৭ম সংসদ)

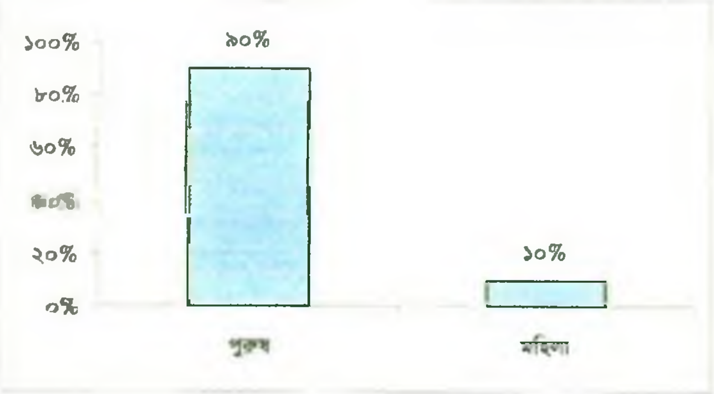

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৯.৮ অনুযায়ী ৭ম সংসদেও মোট সদস্য সংখ্যার ১০% ছিল নারী এবং ৯০% ছিল পুরুষ। এখানে একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিল পুরুষ। এবং এ কমিটির ১০ সদস্যসের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মহিলা। সংসদেও ৪৬টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৬৯ জন সদস্য ছিল, যার মধ্যে ৪৬ জন ছিল নারী।

টেবিল ৯.১৬ ৭ম সংসদের স্থায়ী কমিটি ও নারী

ক্রমিক নং	সংসদীয় কমিটির নাম	গঠনের উদ্দেশ্য	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্যসের নাম
১	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ২২০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১৫	৩২	শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া
২	কার্যপ্রনালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে ২৬৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১২	✓	
৩	সংসদ কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ২৫০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১২	০১	বেগম নুরুজান সুফিয়ান
৪	সরকারি হিসেব সম্পাকিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ২৩৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	✓	
৫	সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে ২৩৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	✓	
৬	অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ২৩৫ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০		
৭	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে ২৪১ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০২	শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া
৮	বেসরকারি সদস্যদের এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ২২৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০২	পান্না কায়ছার ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুইয়া
৯	পিটিশান কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ২৩২ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০১	ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুইয়া
১০	লাইব্রেরী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ২৫৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০১	অধ্যাপিকা খালেদা খানম
১১	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ২৪৪ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০		
১২	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০১	শেখ হাসিনা
১৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
১৪	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	বেগম মতিয়া চৌধুরী শ্রীমতি ভারতি নন্দি সরকার

১৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	বেগম ফরিদা রউফ আশা
১৬	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	চিত্রা ভট্টাচার্য
১৭	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
১৮	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌসি
১৯	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মাহমুদা সওগাত
২০	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
২১	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	সাগুফতা ইয়াসমিন
২২	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মিসেস রেহেনা আক্তার হিরা
২৩	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	হুসনে আরা ওয়াহিদ
২৪	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মিসেস শাহানাজ সরদার
২৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
২৬	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
২৭	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া
২৮	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	শেখ হাসিনা
২৯	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০৫	অধ্যাপিকা খালেদা খানম মেহের আফরোজ অধ্যাপিকা তখিন (রাখাইন) অধ্যাপিকা সাবিতা বেগম খুরশীদ জাহান হক
৩০	সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	অধ্যাপিকা পান্না কায়সার মিসেস তাসমিমা হোসেন
৩১	স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
৩২	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	মিসেস জাহানারা খান সৈয়দা জেবুন্নেছা হক
৩৩	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০৩	বেগম নার্গিস আরা হক, মিসেস তহুরা আলী, মমতাজ বেগম,
৩৪	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মিসেস জাহানারা খান
৩৫	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
৩৬	বানিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব	১০		

Dhaka University Institutional Repository

	সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	পালন			
৩৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
৩৮	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	বেগম শাহীন মনোয়ারা হক
৩৯	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০		
৪০	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	বেগম রাজিয়া মতিন রওশন এরশাদ
৪১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মিসেস জিনাত হোসেন
৪২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	বেগম আলেয়া আফরোজ
৪৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বেগম আনজুমান আরা জামিল
৪৪	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০১	মরিয়ম বেগম
৪৫	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	বেগম দিলারা হারুন কামরুন্নাহার পুতুল
৪৬	মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	১০	০২	
মোট	৪৬ কমিটি		৪৬৯	৪৬	

সূত্র ঃ ৭ম জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণীর সাংসদ

৯.৪.১৪ ৮ম জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ-

সদ্য গঠিত ৮ম জাতীয় সংসদে মোট ৫০ টি কমিটি গঠন হলেও এখনও অনেক কমিটিতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাদের সদস্য মনোনোয়ন করেন নাই।৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২৭ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সদস্য ছিল ১৬ জন।

রেখচিত্র ৯.৯ ঃ অষ্টম সংসদে পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিত্ব

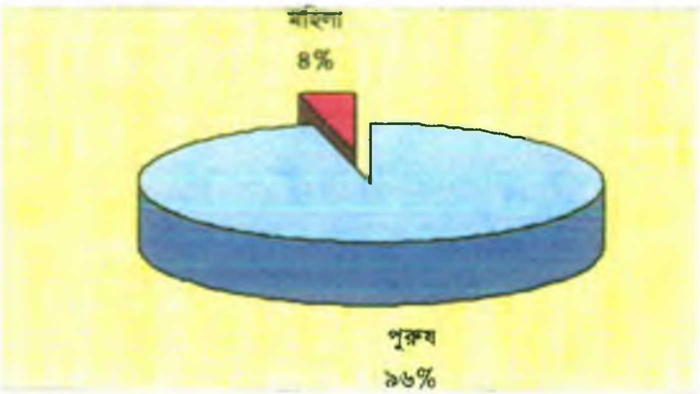

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত রেখচিত্র ৯.৯ এ অনুযায়ী মোট সদস্য সংখ্যার ৯৬% ছিল পুরুষ এবং ৪% ছিল মহিলা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে সভাপতি ছিল নারী এবং তিনজন সদস্য ছিল মহিলা।

৯.৫ জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালীতে নারীর অংশগ্রহণ

টেবিল ৯.১৭ ঃ৮ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব

ক্রমিক নং	সংসদীয় কমিটির নাম	গঠনের উদ্দেশ্য	মোট সদস্য সংখা	নারী সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্যদের নাম
১	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ২২০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১৫	০৩	শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া বেগম রওশন এরশাদ
২	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে ২৬৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১২	✓	
৩	সংসদ কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ২৫০ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১২		
৪	সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ২৩৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৮	✓	
৫	সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে ২৩৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৮	✓	
৬	অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ২৩৫ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০		
৭	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে ২৪১ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১০	০২	শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া
৮	বেসরকারি সদস্যদের এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ২২৩ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৮		
৯	পিটিশান কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ২৩২ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৮		
১০	লাইব্রেরী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ২৫৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৬		
১১	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ২৪৪ বিধিতে দায়িত্ব পালন	১২		
১২	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে দায়িত্ব পালন	০৮	০১	বেগম খালেদা জিয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৩	যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৪	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৫	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৬	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৭	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৮	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
১৯	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২০	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২১	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২২	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৪	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৫	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৬	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৭	প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	বেগম খালেদা জিয়া
২৮	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
২৯	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৩০	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৩১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	বেগম খালেদা জিয়া
৩২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০৩	বেগম খুরশীদ জাহান হক মোছাঃ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো মোছাঃ খাদিজা আমিন
৩৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৯	০১	বেগম খালেদা জিয়া

৩৪	সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৩৫	স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	বেগম রওশন এরশাদ
৩৬	সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	মোছাঃ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো
৩৭	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৩৮	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৩৯	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	মোছাঃ খাদিজা আমিন
৪০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪২	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৩	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৫	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
৪৯	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮	০১	বেগম খালেদা জিয়া
৫০	মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	০৮		
মোট	৪৬ কমিটি		৪৬৯	৪৬	

সূত্র ঃ ৮ম জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণী করা হল

৯.৫.১ ১ম থেকে ৮ম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ তুলনামুলক পর্যালোচনা

রেখচিত্র ৯.১০ ঃ ১ম থেকে ৮ম সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের তুলনা।

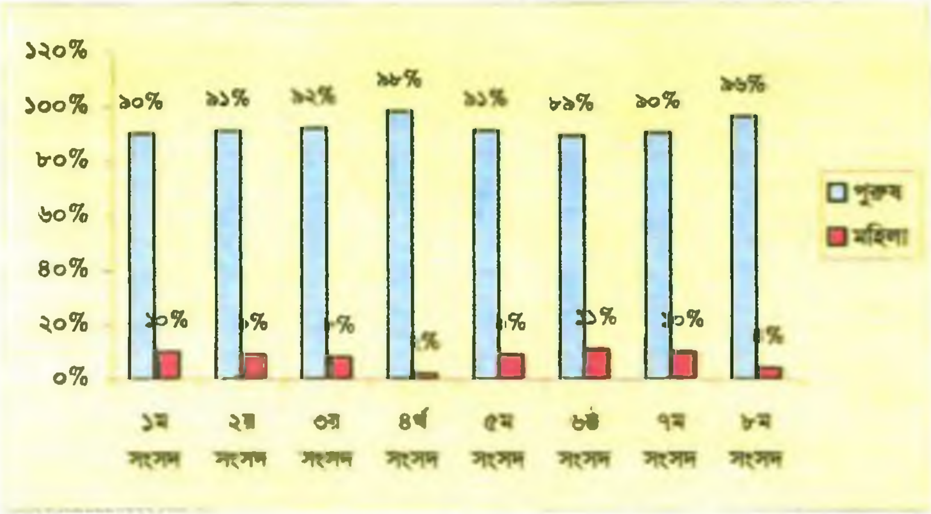

উপরোক্ত রেখচিত্র ৯.১০ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আনুপাতিক হারে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা স্থায়ী কমিটিতে ছিল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে(১১%), উল্লেখ্য যে এ সংখ্যাটি ছিল সম্পূর্ণ অকার্যকর। তবে কার্যকরী বিবেচনা করে সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল সর্বাধিক। এবং সর্বনিম্ন ছিল চতুর্থ সংসদে (২%) চতুর্থ সংসদে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধিত্ব না থাকা এর অন্যতম কারণ। গড়ে প্রতি সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে মোট সদস্য সংখ্যার ৯% ছিল নারী। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব পুরুষদের তুলনায় অত্যন্ত কম। মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কমিটিতে মহিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ছিলনা। তাই বলা যায়। জাতীয় সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্বেও নিম্নহার সার্বিক ভাবে মহিলাদের সংসদে অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহনকে সীমিত করে তোলে।

৯.৫.২ বিভিন্ন সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বঃ- (১ম - ৮ম সংসদ)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বা দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুন জাতীয় সংসদে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। নিম্নে ১ম থেকে ৮ম সংসদ পর্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

৯.৫.৩ ৩য় সংসদেও বিশেষ কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব

১। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা জনাব মিজানুর চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে বাসভাড়া বৃদ্ধি, ট্রাক দুর্ঘটনা ও জানজট ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সমাধানের লক্ষ্যে রিপোর্ট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা করা হয়। এই বিশেষ কমিটিতে মহিলা আসন ১৬ থেকে নির্বাচিত সাংসদ মমতা ওহাব একমাত্র মহিলা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী উপ প্রধানমন্ত্রী ড. এম এ মতিন এর প্রস্তাবক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা, সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নকল্পে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে এক মাত্র মহিলা সদস্য হিসাবে মহিলা আসন ১৬ থেকে নির্বাচিত সাংসদ বেগম মমতা ওহাব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২৯]

৯.৫.৪ ৪র্থ সংসদের বিশেষ কমিটি ও নারীর অংশগ্রহণ

১। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী উক্ত সংসদেও প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাব ক্রমে দেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ এ কমিটির সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ কমিটিতে কোন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এ কমিটির সভাপতি হিসাবে ১জন নারী সাংসদ আসন নং ২৭৩ নোয়াখালী ৫ থেকে নির্বাচিত বেগম হাসনা মওদুদ) দায়িত্ব পালন করেন। বাকি ১১ জন সদস্য ছিলেন পুরুষ।

৩। সংসদে দণ্ডবিধি (সংশোধন) বিল, ১৯৮৮ সম্পর্কিত একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিলেন ১০ জন, প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ কমিটিতে নারী সদস্যদের উপেক্ষা করা হয় অর্থাৎ কোন নারী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৫.৫ পঞ্চম সংসদের বিশেষ কমিটি ও নারীর অংশগ্রহণ

১। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী তৎকালীন সংসদ উপনেতা ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাব ক্রমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। তৎকালীন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বিরোধী দলের সাংসদ আসন নং ১৪৭ শেরপুর ২ থেকে নির্বাচিত সাংসদ বেগম মতিয়া চেধুরী।

২। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের প্রস্তাব ক্রমে সংসদে উথাপিত ৫টি বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। মীর্জা গোলাম হাফিজ এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ কমিটিতে মহিলা সদস্যদের উপেক্ষা করা হয় অর্থাৎ কোন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যে কয়টি বিলের উপর রিপোর্ট প্রদানে এ কমিটি গঠিত হয় তা হচ্ছে----

1. The presidents (remuneration and privileges) (Amendment) Bill, 199.
2. The prime minister's (Remuneration and privileges) (Amendment) Bill 197
3. The minister's, ministers of state and deputy ministers (remuneration and privileges) (Amendment) Bill-1991.
4. The speaker and deputy speaker (remuneration and privileges) (Amendment) Bill 1991.
5. The members of parliament (remuneration and privileges) (Amendment) Bill, 1991.

৩। বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম (বিরোধী দলের চিফ হুইপ) কর্তৃক আনীত"the indeminity ordinance, ১৯৭৫ (Ordinance No. of 1975)

বাতিল বিল, ১৯৯১" সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বিরোধী দলের সংসদ আসন নং ২২০ ফরিদপুর -২ থেকে নির্বচিত সংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

৪। বাছাই কমিটি ঃ সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি ২২৫ অনুসারেও আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে "সংবিধান একাদশ সংশধোন বিল" ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইনমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এবং তাহার প্রস্তাব ক্রমে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ বিরোধী দলের উপনেতা ও সদস্য জনাব আব্দুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তাহার উথাপিত

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সদস্য রাশেদ খান মেননের প্রস্তাবক্রমে তাহার উত্থাপিত চারটি সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ও উক্ত বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ বাছাই কমিটিতে মহিলা সাংসদরা উপেক্ষার শিকার হন।

৫। বাছাই কমিটি বিধি ২২৫ অনুসারে সদস্য জনাব সালাউদ্দিন ইউছুফের প্রস্তাবক্রমে তাহার উত্থাপিত 'সংবিধান সংশোধন বিল, ১৯৯১' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানে আইনমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতেও কোন নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল না।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটি বা বাছাই কমিটিসমূহে মহিলা সদস্যদের উপেক্ষা করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করলেও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা এ কমিটিসমূহে বিশেষ অবজ্ঞার শিকার হন।

৯.৬ সংসদ আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ

মনোযোগ আকর্ষণীয় নোটিশ, জনগুরুত্ব পূর্ন বিষয়ে আলোচনাঃ

১ ম থেকে ৮ ম সংসদের বিভিন্ন আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে সার্বিক ভাবে নারীর অত্যন্ত নিম্ন অংশগ্রহণ নির্দেশন করে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ-

১ম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনে প্রাপ্ত ও নিস্পত্তিকৃত বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বমোট ১৯ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এ আলোচনায় কোন নারী সদস্য অংশ নেননি[৩১] অপরদিকে এই একই অধিবেশনে প্রাপ্ত ও নিস্পত্তিকৃত জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশ (বিধি ৭১ সম্পর্কিত) এর আলোচনায় মোট ৮১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই ৮১ জন সাংসদের মধ্যে মাত্র ১ জন মহিলা সাংসদ আলোচনায় অংশ নেন, এবং মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশ প্রদান করেন। সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫ এর মহিলা সাংসদ ফরিদা রহমান দু'বার আলোচনায় অংশ নেন। তার আলোচনার মূল বিষয় ছিল বেসরকারি কলেজগুলোকে জাতীয়করণ করার দাবীতে শিক্ষক ধর্মঘট ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মঘট প্রসঙ্গে । এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয়করণ করার প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন। কিন্তু তার প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে বাতিল হয়ে যায়।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধিবেশনে সরকারি বিল নোটিশে ১৬টি বিল উত্থাপিত হয় যার মধ্যে ১৫ টি গৃহীত হয়। কিন্তু কোন প্রস্তাব নারী কর্তৃক উত্থাপিত হয়নি । সরকারি সদস্য হিসেবে ২৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ উত্থাপিত হয় যার ১৮ টি স্পীকার গ্রহণ করে। কিন্তু কোন নোটিশই নারী সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত হয়নি। বিশেষ অধিকার সম্পর্কে ৪ টি নোটিশ উত্থাপিত হলে শিকার বাতিল করে দেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারীর কোন নোটিশ ছিল না। বিধি ৬৮ টিতে ২টি জরুরী জনগুরুত্ব বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে ও কোন নারী সাংসদ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১ম জাতীয় সংসদে মহিলাদের আসা যাওয়া, হাজিরার মাধ্যমেই তাদের কর্মকান্ড সীমিত ছিল। বিশেষ কোন কার্যক্রমে আলোচনায়, প্রস্তাব উত্থাপনে তাদের কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি।[৩৩]
৫ম সংসদে অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, মহিলা সাংসদরা সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

৫ম সংসদের ২য় অধিবেশনে জনগুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ১০ থেকে নির্বাচিত সাংসদ ফরিদা রহমান বাংলাদেশ থেকে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা গৃহীত হয় কিন্তু অধিবেশন শেষে তামাদি হয়ে যায় । তাছাড়া ৫ম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের নোটিশ নং ৯৯/২২৭/৯১ ইং বিকাল ৩.৩০ মনিটে বেগম মতিয়া চৌধুরী বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব বিধি ১৬৪তে বলে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদেরকে একটি এলাকার ক্ষমতা অর্পন করা হয়। কিন্তু মহিলা সদস্যদেরকে সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছে বিধায় তাদেরকে দশটি এলাকার কাজকর্মের ক্ষমতা অর্পন করায় সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এ বিষয়টি বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আলোচনায়-২৩ জন সাংসদ অংশ নেয় এর মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা।

অপরদিকে ৫ম সংসদের ৩য় অধিবেশনে বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ উত্থাপিত হয় ২৯০টি । এর মাত্র ১জন মহিলা ১টি নোটিশ উত্থাপন করেন মহিলা আসন ২৩ এর সাংসদ হাফেজা আসমা খাতুন ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাট মেরামত করা প্রসঙ্গে এই নোটিশ উত্থাপন করেন। উত্থাপিত ২৯০ টি নোটিশের মধ্যে ১৩টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। যার মধ্যে মহিলা সাংসদের নোটিশটি ছিল। গৃহীত ৩ টি নোটিশের মধ্যে ৬টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন। এ ৬টির মধ্যে ঐ মহিলা সংসদের বিষয়টিও গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ২৯-১০-৯১ তারিখে জাতীয় সংসদে বিবৃতি দেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয় থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যদি মহিলা সাংসদদের সংসদে সঠিকভাবে সুযোগ প্রদান করা হয় তবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তারা ও আলোচনা ও যৌক্তিক প্রস্তাব উত্থাপনে সক্ষম।

৫ম সংসদে ৮৭টি জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ সংসদে উত্থাপিত হয়, স্পীকার কর্তৃক এর মধ্যে মাত্র ৯টি গ্রহণ করা হয় । জরুরী মনোযোগ আকর্ষণ করে মোট ৪৪ জন সাংসদ এই নোটিশ প্রদান করেন। এর মধ্যে ২ জন ছিলেন মহিলা। নোটিশ নং ৩২৫, ২৭/০১/৯২ এর উপর স্পীকার আলোচনার সুযোগ দিলে বেগম মতিয়া চৌধুরী সংসদে ঢাকা সহ সারা দেশে মশার উপদ্রপে জীবন অতিষ্ঠ হওয়া প্রসঙ্গে উত্থাপন করেন এবং এ বিষয়টি গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন। অপরদিকে নোটিশ নং ৪৩৯, ৪/০২/৯২ উত্থাপনকারী বেগম ফাতেমা চৌধুরী পারু (মহিলা আসন-২৪) সিলেট শহরের পৌর এলাকায় ৯০ ভাগ সোডিয়াম বাতি না জ্বলায় সৃষ্ট পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তার প্রস্তাবটি গৃহীত হলে ১৭/০২/৯২ ইং তারিখে সংসদে মন্ত্রী বিবৃতি দেন । অর্থাৎ দেখা যায় মহিলা সাংসদরা স্বীয় এলাকার সমস্যাও সুযোগ পেলে তুলে ধরেন।[৩৪]

৯.৬.১ সংসদ কার্যক্রমে নারীর অংশ গ্রহণ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক ভাবে অত্যন্ত সীমিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে ৫ম ও ৭ ম সংসদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে, এখন ৮ম সংসদের কার্যক্রম চলছে। তার ৬ষ্ঠ সংসদ ছিল স্বল্পকালীন সময়ের জন্য । তাই সংসদ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য ৫ম ও ৭ম সংসদ এর কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো । লক্ষ্য করা গেছে যে ৭ম জাতীয় সংসদের আগে বাংলাশে অতীতের কোনো সংসদই রাজনৈতিক আন্দোলন ও জটিলতার কারণে পুর্ণ মেয়াদে কাজ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে সংসদের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাবসহ পুরুষ সহকর্মীর মতো নারী সাংসদদেরও সংসদীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম চারটি সংসদে নারী সাংসদদের ভূমিকা ছিল গৌণ এবং নিম্ন অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত আগাগোড়াই বজায় থাকে। পঞ্চম সংসদে নারী সদস্যগণের ভূমিকা দৃশ্যমান হলেও তা আইন প্রণয়ন কর্মকান্ডে কোনো গুণগত পরিবর্তন আনেননি। তবে তারা সাধারণ ভাবে সংসদের কার্যক্রম অংশ নেয়ার প্রচেষ্টা চালিযে দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারে প্রচেষ্টা চালান।

৫ম সংসদে কিছু মহিলা সাংসদ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নেন তারা বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট বিতর্কেও অংশগ্রহণ করেন। তারা অর্থ বিল, পেনাল কোড (সংশোধনী) বিল, জেল

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি আলোচনা, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগ ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ কিছু মহিলা সদস্য জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন। নারী সাংসদের পক্ষ থেকে অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রম যেমন প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতুবি প্রস্তাব, অর্ধঘন্টা আলোচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ছিল প্রান্তিক। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশনের পর থেকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বিরোধী দলের অবিরাম সংসদ বয়কট এ সংসদের কর্মকান্ডকে ম্লানসহ সাংসদের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

৯.৬.২ ৭ম সংসদের কার্যক্রমে নারী

এটা মনে রাখা দরকার যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিজ্ঞ সাংসদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জাতীয় নেত্রী হিসাবে এই দুই নেত্রীর কার্যক্রম অন্যান্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের কাজকে প্রতিফলিত করে না।

সংসদ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তের মাসে ৭ম সংসদের ৫টি অধিবেশন বসে। বর্তমান আলোচনায় উক্ত পাঁচটি অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নারী সাংসদদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত অধিবেশনগুলোর কার্যবিবরণী নির্দেশ করে যে নারী সাংসদগণ সংসদীয় বিতর্কসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রধানত পুরুষ সদস্যদের করায়ত্ত থাকলেও নারী সাংসদগণ ৭১ ও ৭১ (ক) ধারা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা ৮০টি নোটিশ প্রদান করেন। ধারণা অনুযায়ী তারা নারী সমস্যার কাথা তুলে ধরেন এবং তাদের দেয়া ১৮টি নোটিশ ছিল সম্পূর্ণ ভাবে নারী বিষয়ক । এর মধ্যে রয়েছে অধ্যাপিকা পান্না কায়সার (আসন-২৩) প্রদত্ত পাঁচটি নোটিশ যথা ঃ ফতোয়া ও নারী নির্যাতন; পুলিশ হেফাজতে সীমা চৌধুরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, প্রতিটি ওয়ার্ড ইউনিয়ন ও থানায় নারী নির্যাতন রোধে কমিটি গঠন, স্থানীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন কারীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ আদালত গঠন। অধ্যাপিকা খালেদা খানমের ৪টি নোটিশ ছিল নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ; নারীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা; কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য ১৩% কোটা ও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল সংক্রান্ত। বেগম ফরিদা রউফের (আরসন-৯২) নোটিশ টি ছিল হাজার হাজার মা ও শিশুর অপুষ্টিজনিত রোগ বিষয়ক। সৈয়দা জেবুন্নেসা হকের (আসন ২৪) নোটিশ দুটি ছিল যাক্রমে সিলেট কিশোরী মোহন বালিকা বিদ্যালয়ের সরকারিকরণ এবং সুনামগঞ্জের হবিগঞ্জে ও মৌলভী বাজার জেলায় কয়টি করে সরকারী কলেজ স্থাপন। ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঞার (আসন ১৯) নোটিশ ছিল বাংলাদেশে মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত । বেগম শেগুফতা ইয়াসমিনের (আসন ২১) নোটিশ ছিল বিয়ের পর যৌথ সম্পত্তির ওপর স্ত্রীর অধিকার বিষয়ক। চিত্রা

Dhaka University Institutional Repository

ভট্টাচার্য (আসন ১৪) নোটিশ ছিল পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক পারিবারিক আদালত গঠন; আঞ্জুমান আরা জামিলের (আসন ৮) নোটিশ ছিল হিন্দু নারীদের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার বিষয়; এবং বেগম শাহিন মনোয়ারা হকের (আসন ৭) দুটি নোটিশ ছিল যৌতুক প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত।

নারী বিষয়ক নোটিশ ছাড়া ও মহিলা সাংসদগণ অন্য যে সকল বিষয়ে নোটিশ প্রদান করেন তার মধ্যে ছিলঃ দেশের উত্তরাঞ্চলে শিশু শ্রম; বন্যা সমস্যা; নদী ভাঙ্গন; দেশের বিভিন্ন অংশে ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ ; হাসপাতাল উন্নয়ন; মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোর পুনর্বাসন ; চট্টগ্রামকে পৃথক বাণিজ্যিক রাজধানীরূপে গড়ে তোলা। বিদ্যুৎ সমস্যা বায়ু দূষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহার ইত্যাদি।

৩য় অধিবেশন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২০ জন নারী সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। এদের বেশিরভাগ চার থেকে পাচঁ মিনিট বক্তব্য রাখেন। কিছু সংখ্যককে অধিক সময় বরাদ্দ করা হয় এবং খুরশীদ জাহান হক (দিনাজপুর ৩) ১০ মিনিট, বেগম রওশন এরশাদ (ময়মনসিংহ ৪) এবং মেহের আফরোজ (আসন ২০) ৬মিনিট করে বক্তব্য রাখার সুযোগ পান।

অন্যান্য সংসদীয় বিধি ব্যবহারে নারী সাংসদদের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য বেগম আলেয়া আফরোজ (আসন ১০) ১৬৩ ধারা অনুযায়ী বিশেষ অধিকার প্রশ্নে এমপি হোস্টেলে স্থান বরাদ্দের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বেগম মন্নুজান সুফিয়ান আসন ১১) ১৬৮ ধারায় সংসদ ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের পিস্তল আটকের ঘটনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপিকা পান্না কায়সার (আসন ২৩) ১৪৭ ধারায় সড়ক দূর্ঘটনা রোধে আলোচনার নোটিশ দেন।

১৯৯৭-৯৮ বাজেট অধিবেশনে ব্যাপক সংখ্যক নারী সাংসদ জাতীয় বাজেটের ওপর বির্তকে অংশ নেন। এভাবে আলোচনাকারীদের মধ্যে ছিলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী; রাজিয়া মতিন চৌধুরী অধ্যাপিকা খালেদা খানম; ভারতী নন্দী, চিত্রা ভট্টাচার্য, কামরুন্নাহার পুতুল; অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ। এদের জন্য ৬ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় বরাদ্দ করা হয়।[৩৫]

আইন সভার কার্যক্রমে কার্যকর ভাবে অংশ নিতে নারী সাংসদদের আরো অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। যেহেতু তারা নারী প্রতিনিধি তাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা হয় যে তারাই নারী বিষয়ক ইস্যু সংসদে পেশ করবেন। তবে এখন পর্যন্ত নারী সাংসদদের উত্থাপিত নারী বিষয়ক সমস্যার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর জবাব প্রদান বা আশ্বাস ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ঘটেনি। নারী সাংসদদের অন্যান্য সংসদীয় ধারা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে তাদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা পাবলিক ইস্যুতে জড়িত না হওয়া এবং পুরুষ প্রতিপক্ষের প্রাধান্যকে দায়ী করা চলে।

উল্লেখ্য যে সংসদীয় কার্যক্রম নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়টি সংসদের রীতিনীতি অনুসারে সুষ্ঠুভাবে সংসদ চলার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সপ্তম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে লক্ষ্য করা গেছে সরকারি ও বিরোধী দল পরস্পরের প্রতি দারুণভাবে অসহিষ্ণু ও একে অন্যের উপর অসৌজন্যমূলক আচরণে ব্যস্ত। গঠনমূলক রীতিনীতি অনুসরণে অনীহা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় আইনসভাকে উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেছে। ৭ম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১৩ মাস পরেও সরকারি ও বিরোধী দলের কোন্দলের কারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর যথাযথ কার্যক্রম শুরু হতে পারে নি। ফলশ্রুতিতে উক্ত সময়ে সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণের অন্যতম মাধ্যম কমিটি ব্যবস্থায় নারী সাংসদগণ সুষ্ঠুভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন নি।

সপ্তম জাতীয় সংসদে বেশ কয়েক জন অভিজ্ঞ মহিলা সাংসদ ও রাজনীতিক রয়েছেন যাদের সম্মিলিত উদ্যোগ সংসদীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট যোগাতে সক্ষম। তবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো নারী প্রতিনিধিদের আইন সভায় যথাযোগ্য কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আর তা হলো বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা ও মনোনয়ন পদ্ধতি; প্রতিনিধিত্বশীলতার অভাব; সংসদে অধস্তন অবস্থান; সংসদীয় অভিজ্ঞতার অভাব; প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের মাঝে সমন্বয়হীনতা; সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের সহযোগিতা ও সংসদীয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উদ্যোগের নারী সাংসদগণের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভবপর হচ্ছে না। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে নারী প্রতিনিধিত্বের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারীর প্রান্তিকীকরণ থেকে যাবে। সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত নারীদের গৌণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। সরাসরি নির্বাচন নিঃসন্দেহে নারীর নির্বাচনী মর্যাদায় গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

৯.৬.৩ সংসদে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপন

জাতীয় সংসদে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মহিলারা পিছিয়ে রয়েছে। সবগুলোর সংসদের উপাত্ত সহজলভ্য ছিল না, অধিকাংশ সাংসদদের প্রশ্নের সংখ্যা পাওয়া যায় কিন্তু মহিলা সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের সংখ্যা ও ধরন পাওয়া যায়নি। তাই এক্ষেত্রে ৭ম সংসদের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তাই তা গবেষণার জন্য বিবেচনা করে তুলে ধরা হলো। সপ্তম জাতীয় সংসদের ২৩টি

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ৭টি অধিবেশনে মহিলা সাংসদরা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নিম্নের টেবিলে তা দেখানো হলো ঃ

টেবিল ৯.১৮ ঃ মহিলা সাংসদদের তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপন

অধিবেশ নং	মোট প্রশ্ন উত্থাপন	মহিলা সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত	৭ম সংসদ
২য়	৪০৮	১২	৩%
৪র্থ	২১৪	০৮	৪%
৫ম	৮০৯	০৯	১%
৬ষ্ঠ	২৩১	১৪	৬%
১৫তম	১৪৭	০৪	২%
১৮তম	৪৪৯	৩৩	৭%
	২২৫৮	৮০	৪%

উৎস ঃ- ৭ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী।

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায়, ৭ম সংসদে ৬টি অধিবেশনে প্রাপ্ত মহিলা সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গড় প্রতি অধিবেশনে উত্থাপিত প্রশ্নের মাত্র ৪% প্রশ্ন মহিলা সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত। অর্থাৎ সংসদে গৃহীত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের ক্ষেত্রেও মহিলারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, মহিলারা সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়।

৯.৬.৪ জাতীয় সংসদ (১৯৭৩ - ২০০১) পর্যন্ত গঠিত সভাপতি মন্ডলীতে নারী অবস্থান

জাতীয় সংসদে যে কোন অধিবেশন পরিচালনার জন্য জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধি ২(১) অনুসারে জাতীয় সংসদ অধিবেশন পরিচালনার জন্য অধিবেশনের শুরুতেই স্পীকার ৫সদস্য বিশিষ্ট সভাপতিমন্ডলীর প্যানেল ঘোষণা করেন। যারা স্পীকারের এবং ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে স্পীকার কর্তৃক সাংসদদের মধ্য থেকে নামের অগ্রবর্তিকা অনুসারে সংসদের সভাপতি তথা স্পীকারের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ৮ম সংসদ বর্তমানে বিদ্যমান, মাত্র ৩ বছর সময় কাল অতিক্রান্ত করেছে। ৮ম সংসদের অধিবেশসমূহ ব্যতীত ১ম থেকে ৭ম সংসদ পর্যন্ত এ পর্যন্ত ৭৩টি অধিবেশন মন্ডলীর প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছিলো। এছাড়া বর্তমান মোট ১২টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯.১৯ ঃ একনজরে জাতীয় সংসদ (১৯৭৩ - ২০০১) পর্যন্ত গঠিত সভাপতি মন্ডলীতে নারী অবস্থান

	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	মোট
মোট অধিবেশন	৮	৮	৪	৭	২২	১	২৩	১০	৮৩
মহিলা সভাপতি মন্ডলীছিল	৬টিতে	৮টিতে	৪টি	৬	২১	১	২৩	০	৬৮টা
মোট ঘোষিত সভাপাতি	৪০	৪০	২০	৩৫	১১০	০৫	১১৫	৫০	৪১৫

উৎস ঃ- ১ম থেকে ৮ম জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণী।

জাতীয় সংসদে বিভিন্ন অধিবেশনের জন্য কার্যপ্রনালী বিধি ১২(১) অনুসারে জাতীয় সংসদ অধিবেশন পরিচালনার জন্য স্পীকার কর্তৃক সাংসদদের মধ্য থেকে অগ্রবর্ত্তিতা অনুসারে সভাপতি মনোনীত করেন।

টেবিল এ বিস্তারিতভাবে ১ম-৮ম জাতীয় সংসদে সভাপতি মন্ডলীতে মহিলা সদস্য সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৯.২০ ঃ ৮ম জাতীয় সংসদে সভাপতি মন্ডলীতে মহিলা সদস্য সংখ্যা

অধিবেশন	জাতীয় সংসদ মহিলা সভাপতি মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা								
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	মন্তব্য
১ম	১	১	১			১	১		
২য়	১	১	১	১	১		১		
৩য়	১	১	১	১	১		১		
৪র্থ	১	১	১	১	১		১		
৫ম	১	১		১	১		১		
৬ষ্ঠ		১		১	১		১		
৭ম		১			১		২		
৮ম	১	১			১		১		
৯ম					১		১		
১০ম					১		১		
১১তম					১		১		
১২তম					১		১		
১৩তম					১		১		

Dhaka University Institutional Repository

১৪তম					১		১		
১৫তম					১		১		
১৬তম					১		৩		
১৭তম					১		২		
১৮তম					১		১		
১৯তম					১		১		
২০তম					১		২		
২১তম					১		১		
২২তম					১		১		
২৩তম							২		

সূত্র : ১ম-৮ম জাতীয় সংসদের কার্য বিবরণীর সারাংশ

উপরোক্ত টেবিল ৯.২০ অনুযায়ী দেখা যায় একমাত্র ৭ম জাতীয় সংসদের ৫টি অধিবেশনে পাঁচ সংখ্যা বিশিষ্ট সভাপতি মন্ডলী প্যানেলে একাধিক নারী সাংসদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর মধ্যে ৭ম সংসদের ১৬তম অধিবেশনে সর্বাধিক ৩জন মহিলা ছিলেন, অপরদিকে ১৫টি অধিবেশনের সভাপতি মন্ডলীতে কোন মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

রেখচিত্র ঃ ৯.১১ ঃ জাতীয় সংসদের সভাপতি মন্ডলীতে নারী

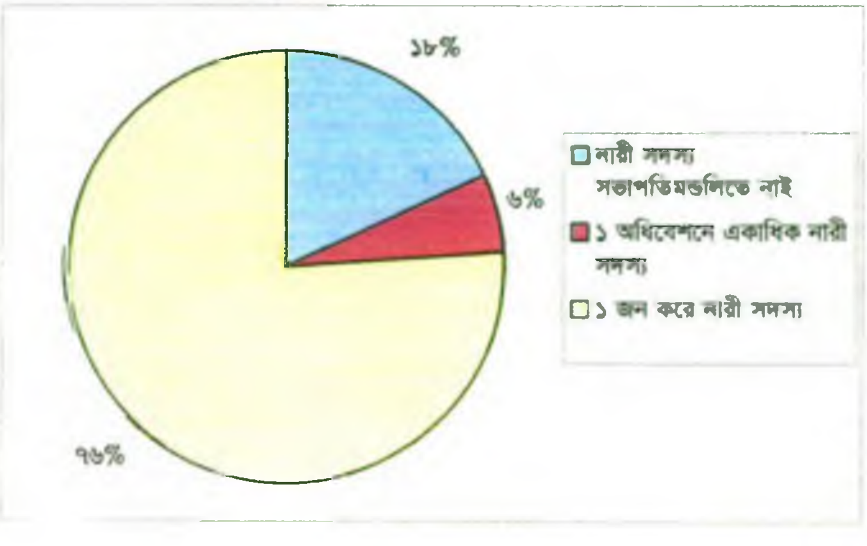

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ৭৬% অধিবেশনে সভাপতি মন্ডলীতে মাত্র ১ জন করে মহিলা ছিলেন মাত্র ৬% এ একাধিক মহিলা ছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে অনেক সভাপতি সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করলেও কোন মহিলা এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

৯.৭ মন্ত্রিপরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব

দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছে মন্ত্রিসভা সংসদীয় গনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা দেশ পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু দেশের মন্ত্রিসভায় নারী সংখ্যা আশানুরূপ নয়, নারীর সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে মন্ত্রিসভায় অনেক সিদ্ধান্ত নারীর অনুকূলে আসে না, বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নারীদের হার অত্যন্ত স্বল্প। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলে। মন্ত্রিসভায় তাদের অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে। ১৯৭২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীর শতকরা হার নিম্নরূপ ঃ

টেবিল ৯.২১ ঃ ১৯৭২-২০০১ সালের মন্ত্রিসভায় নারীর উপস্থিতি

সাল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর শতকরা হার
১৯৭২-৭৫ (আওয়ামী লীগ সরকার)	৫০	২	৪.০
১৯৭৬-৮২ (বিএনপি সরকার)	১০১	৬	৫.৯
১৯৮২-৯০ (জাতীয় পার্টি সরকার)	১৩৩	৪	৩.০
১৯৯১-৯৬ (বিএনপি সরকার)	৩৯	৩	৭.৭
১৯৯৬-২০১ (আওয়ামী লীগ সরকার)	৪২	৪	৯.৫
২০০১ থেকে আজ পর্যন্ত (৪দলীয় জোট সরকার)	৬০	৩	৫.০

সূত্র ঃ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ডেমোক্রেসিওয়াচের জনমত জরিপ প্রতিবেদন, জুলাই ২০০৩

টেবিল ৯.২১তে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৬-৮২ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা মন্ত্রি (৬জন) ছিলে, কিন্তু মন্ত্রিসভায় মহিলা মন্ত্রীদের শতকরা হারের হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা মন্ত্রি ছিল ৭ম সংসদ আওয়ামী লীগের শাসনামলে, শতকরা ৯.৫%।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র কয়েকজন মহিলা সরকার প্রধানের একজন এবং বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সরকার প্রধান ১৯৯১ এর নির্বাচনে কয়েকটি সম্ভাবনাকে সামনে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা বহাল থাকলে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে মহিলা সরকার প্রধান হবেন, এটা অবধারিত হয়ে পড়ে। কেননা, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দু'টো মধ্যপন্থী দল দু'জন মহিলার নেতৃত্বে পরিচালিত। নির্বাচনের ফলাফল একজন মহিলা নেত্রীকে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করবে, এটাও সুনিশ্চিত থাকে। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে প্রথম মহিলা (পূর্ণ) মন্ত্রী নিয়োগ করেন, যিনি সদ্য সৃষ্ট মহিলা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

মন্ত্রিসভায় নারীদের হার স্বল্প হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দু'জন নারী। এটা বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসেও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এক দশক কাল বাংলাদেশে দু'জন নারী সরকার প্রধান থাকার পরও অন্য নারীরা এখনও মন্ত্রিসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে চিরাচরিত ছকে বাঁধা।

তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ৭ম সংসদের সময়কালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সর্বাধিক সংখ্যক পূর্ণ মন্ত্রীর উপস্থিতি দেখা যায়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজন নারী পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। এ সময়েই ১ম মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় প্রদান করা হয়। সাজেদা চৌধুরীকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মতিয়া চৌধুরীকে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রদান করা হয়।

এরপর ৮ম সংসদে বিএনপি শাসনামলে আসে মহিলাদেরকে মন্ত্রিসভায় অবহেলার শিকার হতে হয়। এসময় মহিলারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ব্যতীত পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে খুরশীদ জাহান হক মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী, (সলিমা রহমান) কে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ মন্ত্রীদের বাইরে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রথমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, পরে ঐ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রত্যাহার করা হয়। সার্বিকভাবে মন্ত্রিসভায় মহিলাদের অবস্থান অত্যন্ত হতাশাজনক।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. দৈনিক ভোরের কাগজ আয়োজিত ক্ষমতায়ন বিষয়ক গোলটেবিলে ড. নাজমা চৌধুরী কর্তৃক গঠিত প্রবন্ধ "নারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' ৩ জানুয়ারী ১৯৯৭ ঢাকা।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাতন্ত্র, ১৯৮৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ সংশোধিত ও সংস্করণ ১৯৮০ ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫. জাতীয় পার্টি, নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬. জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র - ১৯৮০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭. কমিউনিস্ট পার্টি, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী- ১৯৭৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮. দৈনিক বাংলা, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৯. "রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী" বেইজিং এনজিও ফোরাম, ৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৫ পৃঃ ৪৬ ।

১০. রেহনুমা আহমেদ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন, উদ্বৃত বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান খান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা- ১৯৮৭, পৃঃ ১০৮।

১১. প্রাগুক্ত, রেহনুমা আহমেদ, ঢাকা, পৃঃ ১১৪।

১২. Women and politics :- Orientation of four political parties on women's Empowerment issues. Dhaka women for women a Research and study Group, 1995.

১৩. নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি, ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি, ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৫. নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি, ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬. মোঃ মামুনুর রশীদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারীর বাস্তবতা ও করণীয়, উন্নয়ন পদক্ষেপ ১০ম বর্ষ, একত্রিশ তম সংখ্যা- ২০০৪, পৃঃ ২৫।

১৭. Curtis, Michael, *Comparative Government and Politics*. Newyork : Harper and Row publishers, 1978 P- 212.

১৮. Hasanuzzaman, Al. Masud, "Parliamentary committee system in Bangladesh." Regional studies, volxIII No-1, Islamabad, winter 1994-95. P-3.

১৯. Cummings and wise. *Democracy under pressure. An Introduction to American political system.* New York : Harcourt Brach, Jovanovich, Inc. 1981 P-457.

২০. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৯৫ পৃঃ ১২২।

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুচ্ছেদ - ৭৬, ১৯৯৮, পৃঃ ৬১-৬৩, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২২. খোন্দকার আবদুল হক মিয়া, জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা, কনফারেন্স পেপার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা, ইউএনডিপি, ১৯৯৯ পৃঃ ৫।

২৩. রাকিবা ইয়াসমিন, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬) একটি পর্যালোচনা অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সেপ্টেম্বর- ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Ziring Lawrence, *Bangladesh from Mujib to Ershad : An Interpretive study,* Dhaka. U.P.L – 1994, P-759.

২৫. Chitkara, M.G. *Bangladesh, Mujib to Hasina. New Delhi :* APH publishing corporation, 1997- PP-269-270

২৬. Mukherji, IN, *"Constitutional Development in Bangladesh."* Foreign Affairs Reports Vol-24, No- 10 October 1975 PP-159-60.

২৭. প্রাগুক্ত খোন্দকার আবদুল হক মিয়া, ঢাকা, UN.D.P – পৃঃ - ৫।

২৮. বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক- ১৯৭২ সালের এপ্রিল অধিবেশনে ১০ ও ১১ এপ্রিল কার্যবিবরণীর সারাংশ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯. মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান, সংসদ সচিব কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০. ৫ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৩১. নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা- ১৯৯৪ পৃষ্ঠা- ২৭।

৩২. ১ম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৩৩. জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৩৪. ৫ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৩৫. ৭ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

ফলাফল, অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষণ, উপসংহার, সুপারিশ

ফলাফলসমূহ

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

- গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এ যাবতকাল শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যা নারী উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ দেশে সরকার প্রধান মহিলা হলেও জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। এ বিষয়ে নারী সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্য দিয়ে। বর্তমান জাতীয় সংসদে মাত্র ছয়টি আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যা সমগ্র সংসদের মাত্র ২%। অথচ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার ১৫.৪%।

- গবেষণায় প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নেতৃত্ব দিচেছন দু'জন মহিলা। কিন্ত এ দু'জন নারীর প্রকাশ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় জাতীয়/স্থানীয় সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী শূন্যতা। শুধু তাই নয়, রাজনীতির বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থানটিও সুদৃঢ় বা সংহত নয়।

- বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্প কয়েকটি নারী নেতৃত্বের দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে পরপর তিনবার নারী সরকার প্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতির কেন্দ্রে আসার সুযোগপ্রাপ্ত এই দু'জন নারীর নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সঠিক চিত্র প্রকাশ পায় না। নারীর প্রতি বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ এখনও নারীদের রাজনীতিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। শতকরা ৮৮ জনই মনে করেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু মাত্র ১২% মনে করেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অর্থহীন। তাদের মতে নারীর দায়িত্ব হবে গৃহকর্ম সম্পাদন করা, সন্তান লালন পালন করা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশের মতে নারীর অধিকার অর্জনের জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

- বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ কি কি? এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা বিভিন্ন রকম অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দৃষ্টিতে এ অন্তরায়সমূহ ভিন্ন রকম। আবার মহিলাদের নিকট এ অন্তরায়সমূহ অন্যরকম। রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পরিবারের সহযোগিতা। কিন্তু পরিবার ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এরপরেই দেখা যায় সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে। যার ফলে নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। দেখা গেছে অনেক উত্তরদাতাই বলেছেন, "এদেশে ভাল মেয়েরা রাজনীতি করেনা।" গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ প্রসারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় রয়েছে। অধিকাংশ মতামত এসেছে তৃণমুল পর্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। এ ছাড়া অংশগ্রহণ প্রসারে নির্বাচন, দলীয় কাঠামো, নিরাপত্তা ইত্যাদি দিকসমূহের যথাযথ বিবেচনা করা আব্যশক বলে উত্তরদাতারা মনে করেছেন। অর্থাৎ নির্বাচনে অধিক মহিলাকে মনোনয়ন দিতে হবে। সংসদে তাদের ভূমিকা কার্যকর করতে হবে। দলীয় কাঠামো সংস্কার করে নারীদের জন্য কমপক্ষে ১/৩ অংশ নেতৃত্বের পদ সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, নারীদের অধিক সচেতন করে তুলতে হবে ইত্যাদি।

- গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচিত সাংসদদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। নির্বাচিত নারী সাংসদদের রাজনীতি করার প্রশ্নে ৬৫% মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক, ২০% এর ক্ষেত্রে পারিবারিক মনোভাব নেতিবাচক, এবং ১৫% ক্ষেত্রে পারিবারিক মনোভাব নিরপেক্ষ। তাছাড়া, রাজনীতিতে আগমনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ লাভ করেছেন স্বামীর কাছ থেকে ৫০%। এরপর ২০% এর ক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের উৎস ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও, ১৫% এর ক্ষেত্রে স্বীয় ইচ্ছা উৎসাহের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। তবে, অধিকাংশ (৬০%) ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। অপর দিকে মাত্র ২৫% সরাসরি ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ১৫% পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

- সংসদে যোগদান প্রশ্নে 'অধিকাংশ সাংসদ সাক্ষাৎদানকারী জানিয়েছেন, তারা প্রায় নিয়মিত সংসদে যোগদান করেছিলেন। তবে মাত্র ৪০% উত্তরদাতা সাংসদ কোন বিল বা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। ৬০% বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংসদীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন সুখকর ছিলনা। পুরুষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের অবহেলা এ ক্ষেত্রে তাদের নিকট ছিল চোখে পড়ার মত । সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণেও তাদের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা বিপত্তি। এক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে শতকরা ৩৮ জন এই অন্তরায়কে ১ নম্বর অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

- গবেষণায় দেখা যায়, জাতীয় সংসদে তথা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে অর্থ সম্পদের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন -নারী রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন নারী উন্নয়নকর্মীবৃন্দ। কেননা বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে কালো টাকার ছড়াছড়ি। অনেক ত্যাগি মহিলা নেত্রী শুধুমাত্র অর্থসম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য যে কোন প্রকার নির্বাচনকে এড়িয়ে যায়। শতকরা ৩০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ, পেশি শক্তি, এবং ক্ষমতার মান দন্ডে পরিচালিত হয়, যা সাধারণত পুরুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব কম সংখ্যক নারী এসব সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী।

- গবেষণায় দেখা যায়, জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য কি করা প্রয়োজন? এ প্রসঙ্গ মতামত প্রদানকারীরা নানাবিধ মতামত প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬০% মনে করেন দলীয় মনোনয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদে বাড়ানো সম্ভব। এর পরেই তারা মনে করেন সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। যেহেতু সরাসরি নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুব কম পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে ৪০ ভাগ সাক্ষাৎদানকারী মনে করেন, নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলে কমপক্ষে ১/৩ অংশ প্রার্থী নারী হওয়া উচিত অপর দিকে মাত্র ৩% উত্তরদাতা বর্তমান চতুর্দশ সংশোধনীর পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

- গবেষণায় দেখা যায় সংসদে একজন পুরুষ সদস্যের তুলনায় একজন নারী নানাক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন বলে উত্তরদাতারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে সাক্ষাৎদানকারীদের মতে নারীরা সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কম সময় পান অথবা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোর লাভে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। অপর দিকে স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ সীমিত পরিলক্ষিত হয় । এমনকি সরকারি বরাদ্দ লাভেও নারী সদস্যদের অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়। তাছাড়া সাক্ষাতকারদানকারী শতকরা ৮০% উত্তরদাতাই বলেছেন যে তারা দায়িত্ব পালনকালীন কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন । অপর দিকে ২০% উল্লেখ করেছেন তারা কোন বাধার সম্মুখীন হননি। তবে, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরা দায়িত্ব পালনে যে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হলো সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব। সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকাতে নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আসন সমূহের সাংসদদের সাথে তাদের সম্পর্ক কিরূপ হবে কিংবা নির্বাচনী এলাকায় তারা কি পরিমাণ উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারবেন তার সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

- দায়িত্ব পালনে ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মহিলা সংসদ অভিযোগ করেছেন যে, তারা পুরুষ সাংসদদের তুলনায় অধিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষ সদস্যরা তাদের অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত হতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এবং সিংহ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যরা একাই সব কাজ করেছেন। তাছাড়া, প্রায় প্রতিটি সংরক্ষিত আসন গড়ে দশটি সাধারণ আসনের সমান। তাই এই বিশাল এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা এবং উন্নয়নের কর্মকান্ড পরিচালনা করা অনেকটা সমস্যা সৃষ্টি করে। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বলেছেন তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় বেশির ভাগ অংশে কখনো যায়নি; অপর দিকে ২০% বলেছেন তারা আংশিক অংশে গিয়েছে।

- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সরাসরি সাধারণ আসনে নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তারা নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। তারা বলেছেন প্রতিপক্ষ পুরুষ সদস্যরা তাদের কালো টাকা দিয়ে অনেক এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করেছেন। এমনকি ভোট পর্যন্ত ক্রয় করেছেন। গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, সরাসরি আসনে প্রতিনিধিত্বকারী নারী সাংসদরা নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে যে যে সমস্যার মোকাবেলা করেছেন তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে অধিক রাত্র প্রচারণা চালাতে পারেনি। প্রচারণায় অতিমাত্রায় দলীয় পুরুষ কর্মী ও নেতাদের কাছে তারা প্রায় জিম্মি ছিলেন।

- সাক্ষাৎদানকারী শতকরা ৮০ ভাগই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন, অপরদিকে ২০% ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে পড়া লেখা করার মাধ্যমে উপার্জনশীল হয়ে নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাই রাজনীতিতে বেশী সময় না দিয়ে স্বীয় আত্মনির্ভরতার জন্য অধিক সময় ব্যয় করা উচিত ।

- গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% ছিলেন সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত; ৭০% জানিয়েছেন তারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। অপরদিকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের পরিবারের রাজনীতি সম্পৃক্ত প্রশ্নের উত্তরে ৫০% জানিয়েছেন তাদের পরিবারের কেউ সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয়। ২০% সম্পৃক্ত এবং ৩০% আংশিক সম্পৃক্ত।

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নানাবিধ অসুবিধার কথা সাক্ষাৎদাতারা তুলে ধরেছেন। সাক্ষাৎকারদানকারী নারী নেতৃবৃন্দ যেহেতু সমাজে উঁচু স্তরের প্রতিনিধি সেহেতু তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে অনুমিত হয়। গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫৫%) বলেছেন সামাজিক অসমতা দূরীকরণে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীদের রাজনৈতিক সামাজিক সমতা ও নারীর রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ অসমতা।

- প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামতে দেখা যায়, সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে শতকরা ৯২% ই সমর্থন করেন। অপর দিকে মাত্র ৮% এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না। যারা সমর্থন করেন তাদের মধ্যে সিংহভাগই উল্লেখ করেছেন, এর ফলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া তারা আরো উল্লেখ করেছেন, আসন সংরক্ষণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়।

- সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে নারী আসন ৪৫ করা হয়েছে । উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৫০% এটা সমর্থন করেন, ৩০ % সমর্থন করেন না এবং ২০% উত্তরদানে বিরত ছিলেন। কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ৪৫টি আসনে সকলেই অপর্যাপ্ত মনে করেছেন, এবং যারা এটা সমর্থন করেন না তাদের বেশীর ভাগের মতামত ছিল যে নারীদের জন্য প্রতিটি জেলায় ১ টি আসন সংরক্ষণ করা উচিত।

- সাক্ষাৎকারদানকারী প্রতিষ্ঠিত নারী, উন্নয়নকর্মীদের মতামত অনুযায়ী সামাজিক বাধা হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধা । শতকরা ৩২ ভাগ উত্তরদাতা এ মতামত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করেছেন, সমাজে বিরাজমান নেতিবাচক বাধা, যদিও আসনের ক্ষেত্রে পরিবার অনেক সহযোগিতা করেছে কিন্তু ৩০ ভাগের ক্ষেত্রে পরিবারের অসহযোগিতা ও রক্ষণশীল মনোভাব নারীর রাজনীতিকে অংকুরেই বিনষ্ট করে ফেলে, এ ছাড়া অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাও একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা যায়।

- গবেষণায় দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগঠনে মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে কোনো উন্নতি নেই। এ কারণে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থিতা প্রান্তিক থেকে গেছে। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ফলে মূলধারার রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩ (০.৯%), ১৫ (১.৩%), ৭(০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

- গবেষণায় দেখা যায়, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে সর্বমোট ৫৫ টি আসনে নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন (একই সংসদে একাধিক আসনে জয়লাভ এবং উপনির্বাচনে জয়লাভ সহ)। সর্বাধিক ২৬ আসনে মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে বিএনপি থেকে, যা মোট মহিলাদের নির্বাচিত আসনের ৪৭.২৭%, কিন্তু এ ২৬ আসনের মধ্যে একা খালেদা জিয়াই ৪ টি সংসদে ২০ টি আসনে জয়লাভ করেছেন। যা মোট সংখ্যার প্রায় ১/৩ অংশ। এর পরেই রয়েছে শেখ হাসিনার অবস্থান, যিনি ৪টি সংসদে ১১টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন।স্বতন্ত্র হিসেবে এ পর্যন্ত মাত্র ১ বার মহিলা নির্বাচিত হয়েছে। অন্যদিকে ৫৫ আসনে মহিলারা জয়লাভ করলেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র ২০ টি আসনে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ থেকে ৬ জন করে মহিলা সংসদে সাধারণ আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যা সামগ্রিক নারী প্রতিনিধিত্বের সাপেক্ষে ৩০% করে। অপরদিকে বিএনপি থেকে মাত্র ৫ জন মহিলা নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ সংখ্যা জাতির জন্যে সত্যিই হতাশাজনক। কেননা স্বাধীনতার পরে আমরা মাত্র ২০ জন মহিলা সাংসদ তৈরী করতে পেরেছি। জাতীয় উন্নয়নে এ সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

- গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, আসনওয়ারী সাধারণ আসনে মহিলা সাংসদদের বিভাজন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে মাত্র ৩৬টি আসনে সর্বমোট ৫৫ বার নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে ২৬৪ টি আসনে কখনো কোন মহিলা নির্বাচিত হননি। নির্বাচিত আসন সমূহের মধ্যে ১০টি আসনে একাধিকবার নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

- গবেষণায় দেখা যায়, এ পর্যন্ত ১০২ টি আসনের উপনির্বাচনের মধ্যে মাত্র ৬টি আসনে (৫.৮%) মহিলারা মনোনয়ন পেয়েছেন এবং জয়লাভ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ মনোনয়ন সমূহ হচ্ছে স্বামীর ছেড়ে দেয়া আসনে অথবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে আসন শূন্য হলে। কিন্তু ৬ টি উপনির্বাচনে মহিলা জয়লাভ করলেও, একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন নারী সদস্যই কোন নারী সাংসদের ছেড়ে দেয়া আসনে নির্বাচিত বা দলীয় মনোনয়ন পাননি। কিন্তু এপর্যন্ত এদেশে ৮ টি সংসদের মধ্যে ৪টি সংসদে নারী সদস্য কর্তৃক একাধিক আসনে জয়ী হবার কারণে মোট ১৮ টি আসন (মোট উপনির্বাচন হওয়ার ১৭.৬%) নারী সাংসদরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ আসন সমূহে পুরুষদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। যদি এ আসন সমূহে মহিলাদের মনোনয়ন দেয়া হতো তবে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তো, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

- গবেষণায় দেখা যায়, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সংসদে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে কয়টি আসন দখল করা যাবে, সেটাই থাকে মূল চিন্তা। অন্তত প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে এটা রীতিমতো একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাছাড়া এ পর্যন্ত ৮টি সংসদে মহিলাদের ভোটাধিকার নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কেননা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী।

- দেখা যায় যে, নারী ভোটারের সংখ্যা দিনদিন বেড়েছে। এ বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি সংসদে ১০.৩৯% হারে মহিলা ভোটার বেড়েছে। প্রথম সংসদের তুলনায় দ্বিতীয় সংসদে মহিলা ভোটার বেড়েছিল ২৪.৩৬%, কিন্তু সে হারে সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়েনি। কিন্তু এর বিপরীতে মহিলাদের ভোট প্রদানের হার বেড়েছে।

- গবেষণায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি স্বল্প পরিসরে থাকা সত্ত্বেও এক দশকের উপরে বাংলাদেশের শাসকের ভূমিকায় থেকে দু'জন নারী তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কর্মে সফলতা তুলে ধরেছেন যা কোন অংশেই পুরুষ নেতাদের তুলনায় নিম্নমানের অথবা ব্যর্থ বলা যাবে না। তবুও রাজনৈতিক দল সমূহে দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

হতাশাব্যঞ্জক। যেহেতু নারী অংশগ্রহণে বঞ্চিত সেহেতু তারা নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হচ্ছে না। ক্ষমতায়নের শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও দু'জন রাজনৈতিক গোলকধাঁধার কারণে নারীদের জন্য দলে কিংবা নির্বাচনে তেমন কোন সুযোগ তৈরি করেন না। তারা নারী ক্ষমতায়ন অপেক্ষা নির্বাচনে বিজয়ী হবার নিশ্চয়তা খোঁজে। ফলে নারী নেতৃত্ব লাভে ব্যর্থ হয়।

- বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচিতে জেন্ডার সমতার প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন, আওয়ামীলীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে, বামপন্থীদলসমূহ স্বীকার করে যে জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোনভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না । এ সম্পর্কে কোন এজেন্ডা নেই; নেই কোন কর্মপরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। জামাত-ই-ইসলামী জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করে না; উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষণ

গবেষণা শুরু হয়েছে গবেষকদের একটি ধারণা থেকে। ধারণাটি ছিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদের অংশগ্রহণের ধারা সম্পর্কিত, এছাড়া সংসদে দায়িত্ব পালনে কি কি ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন তা সনাক্ত করা এবং মহিলারা কি কি বাধার সম্মুখীন হন। গবেষক তার এই ধারণার বিস্তৃতির জন্যে গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা করে গবেষণা উদ্দেশ্য ঠিক করেছেন। গবেষক তার এই উদ্দেশ্যের যথার্থতা যাচাই এর জন্য কয়েকটি অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং অনুমিত সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্তের যর্থার্থতা নিরূপন করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পুরুষ এবং মহিলা সাংসদদের সংসদে দায়িত্ব পালনে পার্থক্য রয়েছে। সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ যথার্থ নয়। এ অংশগ্রহণ আরো বাড়ানো দরকার, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা পিছিয়ে আছে।

এই গবেষণায় প্রথম অনুমিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণে কোন তাৎপর্যগত পার্থক্য নেই। কিন্তু ৫ম অধ্যায়ে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে গড় ও শতকরা মান নির্ণয়ের মাধ্যমে এর যথার্থতা প্রামানিত হয়নি। উপরন্তু ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৯ম অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখা গেছে, সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের অংশগ্রহণে মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে দায়িত্ব পালন পর্যন্ত মহিলারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। দ্বিতীয় অনুমিত সিদ্ধান্ত ছিল নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশে জাতীয় সংসদের কোন প্রভাব নেই। কিন্তু ৫ম অধ্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ এবং ৮ম অধ্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা দেখা গেছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশে জাতীয় সংসদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। জাতীয় সংসদ হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী ফোরাম, তাই সংসদে অংশগ্রহণ নারী নেতৃত্ব বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। অতএব গবেষকের দ্বিতীয় অনুমিত সিদ্ধান্তের সত্যতাও প্রমাণিত হয়নি।

গবেষণাটিতে তৃতীয় অনুমিত সিদ্ধান্তটি ছিল যোগ্যতার দিক থেকে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে কোন তাৎপর্যগত পার্থক্য নেই। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তথ্যের তুলনামূলক বিচারে প্রমাণিত হয়েছে, যোগ্যতা বিশেষত রাজনৈতিক যোগ্যতার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ মহিলারা পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

অতএব এই অনুমিত সিদ্ধান্তের আংশিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

গবেষণাটির চতুর্থ অনুমিত সিদ্ধান্তটি ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সংসদের সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের নেতৃত্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পার্থক্য নেই।
এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংসদের সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের প্রতি জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সরকার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। বিশেষ করে সংরক্ষিত আসনের নারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হন। অতএব, উপরোক্ত অনুমিত সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হয়নি।

গবেষনণার সর্বশেষ অনুমিত সিদ্ধান্তটি ছিল সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংসদে অংশগ্রহণে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ৫ম অধ্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ, ৭ম অধ্যায়ে সাধারণ ও এবং ৯ম অধ্যায়ে সংসদীয় কমিটি ও মন্ত্রিসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রকৃত পক্ষে সংসদের ভিতর সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও সংসদের বাহিরে রয়েছে। সংরক্ষিত আসনের মহিলারা এলাকার জনগণ থেকে জন বিচ্ছিন্ন।

অতএব বলা যায় অনুমিত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্যে দরকার সমঅধিকার ও ন্যায় বিচার তথা আইনের শাসন। আর সমঅধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হলে নারীর অন্য যে কোন মৌলিক চাহিদাও পূরণ হবে। তাই নারীর উন্নয়নে পারিবারিক স্তর হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়, রাজনীতি, সংসদ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এ সমঅধিকারের মধ্যে জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ। যেখানে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। কিন্তু রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে দু'জন নারীর অবস্থান থাকলেও রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের বিষয়টি এ যাবতকাল শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যা নারী উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে এদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের পর সরকার প্রধান মহিলা হলেও জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যার বিচারে নিতান্তই অপ্রতুল। এ বিষয়ে নারী সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে সর্বশেষ ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্য দিয়ে। বর্তমান জাতীয় সংসদে মাত্র ছয়টি আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যা সমগ্র সংসদের মাত্র ২%। অথচ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার ১৫.৪%।

নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। তাই বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারীদেশ হিসাবে সিডোও (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ) কিংবা বেইজিং এ চতুর্থ নারী বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাপত্র PFA (Platform for Action) এর অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। তাছাড়া জেন্ডার উন্নয়ন এদেশের সার্বিক উন্নয়নেরও পূর্বশর্ত। মূলতঃ প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের মূল দলিল যা বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে PFA এর ১৩ নং অনুচ্ছেদ, যাতে বলা হয়েছে, "নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ সহকারে কার্যকর, দক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

এবং পারস্পরিক শক্তি বৃদ্ধিমূলক জেন্ডার সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য।" এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত নগণ্য।

বিশ্বের স্বল্প কয়েকটি নারী নেতৃত্বের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে পরপর তিনবার নারী সরকার প্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতির কেন্দ্রে আসার সুযোগপ্রাপ্ত এই দু'জন নারীর নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সঠিক চিত্র প্রকাশ পায় না। নারীর প্রতি বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ এখনও নারীদের রাজনীতিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে। যা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ব্যতিক্রম যে কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে জড়িত রয়েছেন তাদেরও সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করা হয় না। যদিও সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীদের সীমিত হারে অংশগ্রহণের ধারার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৭ সালে প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য নির্বাচনের বিষয়টিকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের এক যুগান্তকারী পরিক্রমা বলা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে একদিকে স্থানীয় সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হচেছ, অপরদিকে ৮ম সংসদ চলছে সংরক্ষিত নারী সাংসদ বিহীন।

জাতীয় সংসদ হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের চাহিদা পূরণে নারী প্রতিনিধিত্ববিহীন হলেও এ সংসদে পাশ হয়েছে চতুর্দশ সংশোধনী যাতে নারীর জন্য ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য একটি ইতিবাচক ঘটনা হলেও নারী সমাজের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। নারী সমাজের সংরক্ষিত আসনে স্থানীয় পর্যায়ের ন্যায় সরাসরি নির্বাচনের স্বপ্নই থেকে গেল, কিন্তু তারপরও এদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে ১ম থেকে ৮ম পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবহেলিত নারী সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক ঘটনা। কিন্তু নারী সমাজের এই উত্তরণলগ্নে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ও মনোনীত নারী প্রতিনিধিগণ সত্যিকার অর্থে কতটুকু তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিল এ প্রশ্নটি প্রথমেই সামনে এসে দাঁড়ায়। পুরুষ আধিপত্য মূলক সমাজ তথা সংসদ ব্যবস্থাপনায় (যদিও প্রধানমন্ত্রী নারী) নির্বাচিত ও মনোনীত নারীদের অবস্থান কতটুকু অর্থবহ ও সুদৃঢ় ছিল তাও সচেতন মহলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরা সংসদের শোভাবর্ধন করেছেন, কিন্তু দৃশ্যতঃ তারা এমপি হলেও

কার্যক্ষেত্রে তারা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কেননা অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছিল সরাসরি নির্বাচনের। আর আলোচ্য গবেষণাটি পুরুষ সাংসদের সাথে তুলনায় নারী সদস্যদের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিভিন্ন বাধা সমূহ, তৎসময়ে বিরাজমান পরিস্থিতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তার সাথে নারী প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা এতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষা পাবে বা বাস্তবায়িত হবে। তাই সিডো সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে জাতীয় সংসদে নারী সদস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। তবে গবেষণায় দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে সংসদে নারী সাংসদ থাকা আর না থাকা সমান, অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংসদে মহিলা সদস্যরা জোরাল কোন ভূমিকা রাখতে সফল হননা। পুরুষ সহকর্মিরা তাদের মতামতের তেমন কোন গুরুত্বই দেননা। গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ মহিলাদের অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ইতিহাস নেই, অনেকে স্বামীর সূত্রে (স্বামী মারা যাবার পর ঐ আসনে নমিনেসন লাভ ও পাশ) কেউবা পৈত্রিক সূত্রে বা পারিবারিক সূত্রে রাজনীতিতে ও সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। তাই রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকাতে তারা সংসদে গিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে জাতীয় সংসদ। এখানে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী প্রতিনিধিরা সকল বিষয়ে নারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকবে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের গোটা নারী সমাজের অগ্রগতি ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ তরান্বিত হবে। এটি সম্ভব জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে।

যেহেতু বর্তমান গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের উন্মুক্ত ও সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংসদে তাদের কর্মকান্ডের স্বরূপ, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ অর্থাৎ নারীর প্রতিনিধিত্ব একান্ত প্রয়োজন। তাই বাস্তবিক অর্থে গবেষণাটি তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক অর্থে ফলাফল সমূহের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর অংশ গ্রহণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা এর আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশসমূহ

নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্তি বাড়ানোর জন্যে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের রাজনীতিতে আরো বেশী সম্পৃক্ত করতে হবে। সমাজে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূরীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তার জন্যে সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ স্তরসমূহ হলো ১) সামাজিক স্তর ২) পারিবারিক স্তর ৩) শিক্ষা স্তর ৪) রাষ্ট্রীয় স্তর ৫) নৈতিক স্তর ইত্যাদি। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর সংস্কার, এ কাঠামো পরিবর্তনে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব দূরীভূত করতে হবে, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করতে হবে এবং ধর্মীয় ফতোয়াবাজীর বেড়াজাল থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে। অপরদিকে পারিবারিক স্তরে প্রয়োজন পরিবারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি। এ জন্য নারীর রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারকে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সাংসারিক সহ সকল প্রকার সমর্থন করতে হবে। বাস্তবিক অর্থে আমাদের সমাজ কাঠামোর সংস্কার ও পরিবারের সহযোগিতা মূলক মনোভাব তৈরি সম্ভব হলে নারীর প্রতি সমাজের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। এবং নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার বাড়বে। শুধুমাত্র সমাজের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করলেই চলবেনা, সাথে সাথে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার/কাঠামোর পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের তার যোগ্যতানুযায়ী প্রাধান্য দিতে হবে। সর্বোপরি সমাজের বিরাজমান অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, দুরিভূত করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সিডোও সনদ (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ) বাস্তবায়ন করে নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান এবং অধিকার দিতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদে নারী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হন । এ প্রতিবন্ধকতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সদস্যদের থেকে সৃষ্ট। অপরদিকে রাজনৈতিক দলসমূহের কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকার কারণে সংসদে নারীরা কম মনোনয়ন লাভ করেন। মন্ত্রিপরিষদেও নারীর প্রতিনিধিত্ব আশাব্যঞ্জক নয়। বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। তার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা উইং শক্তিশালী করতে হবে। এ ছাড়া অংশগ্রহণ প্রসারে নির্বাচন, দলীয়কাঠামো, নিরাপত্তা ইত্যাদি দিকসমূহের যথাযথভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ নির্বাচনে অধিক মহিলাকে মনোনয়ন দিতে হবে। সংসদে তাদের ভূমিকা কার্যকর করতে হবে। দলীয় কাঠামো সংস্কার করে নারীদের জন্য কমপক্ষে ২/৩ অংশ নেতৃত্বের পদ সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং নারীদের অধিক সচেতন করে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে জড়িত জনগণের সার্বিক কল্যাণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের কল্যাণ। তাই নারীর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত আবশ্যক। কেননা ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি। রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন যেহেতু পরস্পর সম্পৃক্ত তাই রাজনীতিতে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তৃণমূল পর্যায় থেকেই তা করতে হবে। নতুবা যতই কাগজে কলমে নারী বিষয়ক করণীয় উদ্ভাবন হোক না কেন; তা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতেই লিপিবদ্ধ থাকবে। আমরা লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের পদক্ষেপে বাংলাদেশ যে সামান্য পথ অতিক্রম করেছে ইতোমধ্যে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার একটি সুফল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে এসেছে অনেক নতুন কাজে। নারীরা সেনা বাহিনীতেও যোগ দিচ্ছে । এগুলো সবই সম্ভাবনার সূচক । নারীর ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণই এই প্রবণতাকে অব্যাহত রাখতে পারে। নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব মোটেও ব্যর্থ নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পুরুষ নেতৃবৃন্দের অপেক্ষা নারী নেত্রী অনেক অগ্রসরমান। নারী শাসনামলেই গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রা ঘটেছে যা বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রধান কাম্য।

এ সকল বিষয় অবলোকনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

- রাজনৈতিক দলগুলো যদি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০% মহিলা মনোনয়ন দান করেন তাহলে নারী শূন্যতা অনেকটা হ্রাস পাবে। নারী রাজনীতিবিদগণ নিজ দলের মধ্যে নারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ কোটা পদ্ধতি চালু করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন এবং এ বিষয়ে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য সহায়ক হবে। ক্ষুদ্র পরিসরে এই সাফল্যই পরবর্তী সংসদের বৃহত্তর পরিধিতে তাদের অধিকার আদায়ের পথকে আরো প্রশস্ত করবে।
- সংরক্ষিত আসন এবং সরাসরি নির্বাচন প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনাকল্পে এবং দলীয় প্রভাব/সংকীর্ণতা এড়াতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতা-কর্মী, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ একটি প্ল্যাটফরম গঠন করা এবং এর মাধ্যমে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত নানামুখী আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- সুশীল সমাজ এবং নারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রভাবশালী নারী নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখের অংশগ্রহণে আরো বেশি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা দরকার যাতে এ বিষয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।
- রাজনীতি এবং সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমসমূহের আরো বেশি প্রচারণা চালানো উচিত।
- নারীর রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আরো অধিক সংখ্যক জনমত জরিপ এবং অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজন।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সেমিনার, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যেতে পারে।
- নারীর মানবাধিকার, বিশেষত: নারীর সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নারী নেত্রী, নারী সংগঠন এবং লবি গ্রুপগুলোকে আরো বেশি এ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ পুনর্বিন্যস্ত করে এতে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে সচেতন হতে পারে।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে যাতে নারীরা নির্ভয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তাদের জনসভায় বক্তব্য প্রদান, জনসন্মুখে নিঃসংকোচ পদচারণা বা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যোগ দানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
- নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিতকারী প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে গণমাধ্যমে প্রচারণা চালালে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ হতে পারে।
- সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যুতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কি কি উদ্যোগ নিচ্ছে এবং তাদের নির্বাচন প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করছে, তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।
- সর্বোপরি, বেসরকারি, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন তথা সুশীল সমাজেরও এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তারা নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কর্মসূচি যেমন- জনগণের মনোভঙ্গি এবং ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা, ইস্যুভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সমূহের অনুবাদ ও প্রচার, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রণয়ন বা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম হতে হবে।
- নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্যোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- রাজনীতিতে নারীর মূলনীতি, কর্মসূচি ও ইশতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবী সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।
- রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে অর্থ ও অস্ত্রের রাজনীতির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন।
- যেহেতু নারীর আর্থিক শক্তি ও রিসোর্স সীমিত, তাই রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী কাজে সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রার্থীতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনগুলো নারী স্বার্থ সংরক্ষণের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।
- নারীর রাজনৈতিক সফলতা অর্জনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুরুষের সহযোগিতা। কেননা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া কঠিন। কারণ রাজনীতি পুরুষের পেশা হিসেবেই স্বীকৃত।
- মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, তাদের ভোট আচরণ এবং তাদের সচেতনতা বিষয়ে গবেষণা খুবই প্রয়োজন। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মহিলাদের বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।
- মহিলাদের গোষ্ঠীগতভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে হলে তাদেরকে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।
- মহিলারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা দূর করতে হবে।
- নীতি নির্ধারণে মেয়েদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সমূহে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

- জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়ন কোটা নির্ধারণ করতে হবে।
- পারিবারিক উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- রক্ষণশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশ দূর হচ্ছে। রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই নারীকে সনাতন চিন্তা চেতনা ঝেড়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচিতে অধিক হারে যুক্ত হতে হবে।
- কর্মের সুযোগ এবং সম্পদের অংশীদারিত্বের সুযোগ দিলে মহিলারা তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
- নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে এক সহযোগিতামূলক পরিবেশে সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেরাই নিজেদের সুসংগঠিত করতে পারে।
- মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্যোগ গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণসংযোগ মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- নারীকে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে নিয়োগদান করে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যাতে অন্যরা উৎসাহিত হয়।
- মন্ত্রিপরিষদে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- নারীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার জন্য দু'জন নেত্রীকে নারী সমাজের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।
- সকল নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করতে হবে। যেমন দলীয় মর্যাদা তৈরি করা, দলের অভ্যন্তরে নেটওয়ার্ক, পারিবারিক সমর্থন, তথ্যে প্রবেশাধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

দলিলাদি (Document)

কমিউনিষ্ট পার্টি, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী- ১৯৭৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা ঃ আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিধিবদ্ধ সংবিধান ১৯৭২ এর ৪ নভেম্বর- গণপরিষদের পেশকৃত এবং ১৯৭২ এর ১৪ ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত মে ১৭-২০০৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অনুচ্ছেদ - ৭৬, ১৯৯৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নারী উন্নয়ন বার্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আগষ্ট-২০০১।

নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নির্বাচনী ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র, ১৯৮৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ সংশোধিত ও সংস্করণ ১৯৮০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালের এপ্রিল অধিবেশনে ১০ ও ১১ এপ্রিল কার্যবিবরণীর সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান, সংসদ সচিব কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন, ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

জাতীয় পার্টি, নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।

জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র - ১৯৮০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

২য় জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৩য় জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৪র্থ জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৫ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৭ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

৮ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ।

President Yahya Khan's Address to the Nation on November 28, 1969, Published in the Newspaper Dawn, Karachi, November 29, 1969.

Salient Extracts from the L.F.O, 1970 President's order No. 2 of 1970 gazette of Pakistan, Extraordinary, 30th march 1970.

Craig Baxter Pakistan Votes-1970, *Asian Survey,* Vol XI, No. 3, March 1971.

UNDP, UN Human Development Report (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন); 1995-1996

Dhaka University Institutional Repository

Books

Agarwal R.C., *Political Theory, Principles of political Science,* New Delhi, S. Chandand Company Ltd. 1993.

Ahmed, Moudud, *Democracy and the Challenge of Development,* Dhaka: U.P.L. 1995.

Almond and Verba, *The Civic Culture,* Newyork: Princeton N.J. 1963

Almond G.A. and Verba Sidney; *The civic culture,* Princeton: University Press, 1963.

Almond. G. A. and J. S Coleman. Eds *The politics of the developing areas, Princeton:* Princeton University Press. 1960

Angus Comphel, Philip Converse, Warron Miller and Donald Stocks; *The American Voter,* New York; John woley, 1960

Bailey Kenneth D., *Methods of Social Research;* Newyork: The Free Press, 1982

Baker Banjamin, *Urban Government;* Newyork: D. van Nostrand Co. Inc., 1975.

Ball, Alan R. *Modern Politics and Government (2nd ed)* The Macmillan Press Ltd. London. 1977

Bangladesh voting behavior: A psychological study of 1973. Dacca: Dacca University 1968.

Bouchier David., *The feminist challenge,* England, 1998.

Chester. P.H and N. Bowring. *Questions in parliament. Oxford:* Clarendon Press. 1962

Chitkara M.G. *Bangladesh, Mujib to Hasina,* New Delhi: AP Publishing Corporation 1997

_______ *Bangladesh, Mujib to Hasina. New Delhi :* APH publishing corporation, 1997

Choiedhury. Noma. *The legislative process in Bangladesh:* Politics and functioning of the east bengal legislature 1947-58

Dhaka University Institutional Repository

Choudhury Dilara, *The Constitutional Development in Bangladesh,* Dhaka : UPL, 1994.

Cohen Louis & Manian Lawrence, *Research Methods in Education;* London: Countryside Commission, 1995,

Corry. J.A. ef. al. *Elements of democratic Government.* New York. Oxford University Press 1964

_________ *Democratic Government and Politics. Toronto:* University Toranto 1963

Cummings and Wise. *Democracy under Pressure. An Introduction to American Political System,* New York : Harcourt Brach, Jovanovich, Inc. 1981.

Curtis, Michael, *Comparative Government and Politics.* New York : Harper and Row publishers, 1978

Dahl. Robert A ed. *Political Opposition in Modern Democracies.* University Press-1968

Elman, R., *A Century of Controversy:* Ethnological issues from 1860 to 1960, Florida

Encyclopaedia of Social Science/ Reference 1972, Vol-5, New York.

Finer. Herman, *The Theory and Practice of Modern Government* London: Mathen and Co. Ltd. 1954

Farichild (1973), *Dictionary of Sociology.*

Garner. J.W. Political: *Science and Government. Calcutta:* World Press 1951

Geerty, W.B; *Philosophy and Historical Understanding,* New York:Schocken,1964,

Gilchrist. R. N. *The Principles of Political Science. Calcutta:* Binani printers private L.T.A. 1962.

Dhaka University Institutional Repository

Guhathakurata Megna., *Contemporary Debates in Feminist Theory and Practice,* Dhaka. 1997

Guild Nelson P., *Introduction of Politics;* Newyork: Jhon Wills and Inc., 1968, p-1

Hakim Muhammad A., *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum,* Dhaka : UPL, 1993

Harun. Shamsal Huda. Parliamentary Behavior in a Malti-national State (1947-58)

International Encyclopedia of Britinica Vol.12. New York MC Millan Free Press

Islam, M. Nazrul, *Consolidating ASIAN Democracy,* Dhaka, October, 2003.

________, Bangladesh in Johari J.C. et. al, *Government and Politics of South Asia,* New Dellhi: Sterling Publishers Ltd. 1991

J.A carry & J.E Hodgetts, *Democratic Government and Politics,* Third edition, Tornto; University of Toronto Press, 1968.

Jahan Rounaq, *Bangladesh Politics : Problem and Issues,* Dhaka : UPL, 1980

Jahan Rounaq, *Bangladesh Politics Problems and Issues* Dhaka: U.P.L. 1980.

Jahan Rounaq, *Pakistan Failure in National Integration,* Dhaka: UPL, 1994.

Judge Cooley, *Constitution Limitations NCW Jersey:* Prentice Hall, Inc., 1903

Lewin L., *Data Collection and Analysis in Malyasia and Srilanka*; London : the falmer Press, 1990

Lipset S.M., *Political Man: The Social Boses of Politics,* New York: Anclor Books, 1963.

Maddick Henry and Ray Panchayati, *A Study of Rural Local Government in India;* London: Longmas, 1970.

Maniruzzaman Talukder, The Bangladesh Revolution and its Aftermanth, Dhaka: Bangladesh Books International, 1980, P. 65.

Maniruzzaman Talukder, *The Bangladesh Revolution and its Aftermanth,* Dhaka : UPL, 1988.

Mukherji, IN, "*Constitutional Development in Bangladesh.*" Foreign Affairs Reports Vol-24, No- 10 October 1975

Dhaka University Institutional Repository

Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English, Encyclopedia Edition.

Polansky Norman A. (ed.), *Social Work Research;* Illinois: The University of Chicago Press, 1960.

Robbins Stephen P., *The Administrative Process, 2nd Ed.* Newyork: Prentice Hall Inc. Englewood cliffs, 1980.

Ross Robert, *Research: Introduction,* Barriers and Nobles; New York,1974, Chapter 6.

S.I Khan, Aminul Islam & M. Imdadul Haque, *Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh;* Dhaka : Academic Publishes, 1996.

Schwartz, Barton M. and Robert, H. Ewald, *Culture and Society, An Introduction to Cultural Anthropology,* New York.

Slesiger D. and Stephenson, *The Encyclopedia of Social Science;* 1930.

Stogdill Raalph M., *Handbook of Leadership: A Study of Theory and Research;* New York:Free Press, 1974.

Singh Naresh, Tiji Vanglie, *Empowerment: Towards Sustainable Development,* London: Zed Books Ltd. 1995.

Scott (1998), *Dictionary of Sociology.*

Talukder Maniruzzaman, *Bangladesh Revolution and its Aftermath* Dhaka: UP.L, 1998.

Taylor, Edward B., *Primitive Culture,* Vol-1, London : John Murray, 1891-

Terry George R., *Leadership and State,* New York.

Where K.C. *Modern Constitutions London:* Oxford University press 1967

White, Leslie A. *The Evolution of Culture,* New York:Mcgraw-hill, 1959,

Williams, J.D; *Public Administration,* Boston: The peoples Business, Little, Brown & Company Ltd, 1980.

Wilsman H. Victor, Politics: *The Master Science;* London: Routledge and Kegan Paul, 1996.

Yash Tendon, (1995); *Poverty, processes of impoverishment and empowerment: a review of current thinking and action, in empowerment: towards sustainable development.* London: Zed Books Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

Young Pauline V., *Scientific Social Surveys and Research;* New Delhi: Prentice hall of India, 1984.

Ziring Lawrence, *Bangladesh - from Mujib to Ersad : An Interpretive Study,* Dhaka - UPL, 1994.

Ziring Lawrence, *Bangladesh from Mujib to Ershad : An Interpretive Study,* Dhaka. U.P.L – 1994.

Articles

Ahmed, Nizam. "Committees in Bangladesh Parliament." *Legislative Studies.* Vol. I, Number 13, 1998.

Chen M., Conceptual Model for Women's Empowerment, seminer paper, organized by the save the children USA

Gender Planning and Development Theory, *Practice and Training*- Caroline O.N. Moser Routledge London, 1994.

Haque Khandoker Abdul, "Parliamentary Committee System in Bangladesh", *Regional Studies,* Vol - XIII, No. 1, Islamabad, winter, 1994-95.

Hasanuzzaman Al Masud, "Bangladesh : An Overview", Asian Studies, *The Journal of the Department of Government and Politics,* J.U. No. 18, June 1999.

__________ "Parliamentary Committee System in Bangladesh." Regional studies, volxIII No-1, Islamabad, winter 1994-95.

Huq Jahanara et.al, Beijing process and follow up. Bangladesh Perspective, Women for Women,1997,

Huntington, Samuel, P. "Democracy for the Long Half". *Journal of Democracy.* Vol. 7. April, 1996

Islam M. Nazrul, "Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment."

Ahmed Syed Giasuddin Ed. *Perspective in Social Science,* Vol 5. Dhaka : University, Centre for Advanced Research in Social Science, October 1998.

Dhaka University Institutional Repository

Khanum SM.,Gateway to hell: *The Impact of Migration RMP on the Women's Territory, Position and Power in England, Empowerment,* vol6:87-90.

Khanum SM., Knocking at the Doors: The Impact of RMP on the Women folk in the project areas, *Journal of Institute of Bangladesh studies,* vol23.

Khanum. S.M., (1999) *Gateway to Hell: The Impact fo Migration on Bangladeshi Women's Territory, Position and Power in England,* Empowerment, Vol.6-

Lautrpacht, Human Rights and the Charter of the United Nations Report, Human Rights Committee, Brussel's Conference, International Law Association, 1948, pass in.

LSSP - legislative support service project.

Merma M.M., *Human Resources Development strategic approaches and experiences,* Japan: Arrant Publishers, 1989.

Mondal. S.R., (1999) *Status of Himalayan Women,* Vol.6.

________ Status of Himalayan Women, *Empowerment, Vol 6:40-56*

Mss - Manabik Shahajja Sangstha.

Mukherji IN. *Constitutional Development in Bangladesh.* Foreign Affairs Reports Vol. 24 No. 10. october 1975

Rahman Muhammed Mahbubur, *Effectiveness of Assistive Devices for Ltearing-Impaired children in their Personal, Social and Academic Development*: Dhaka:Dept of Special Education, IER, DU, December 2001, An unpublished thesis for Masters Degree.

The Journal of Development Areas, 1990, Oxford/ Focus of Women, UN Department of Public Information.

The Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women, UN-1985

Women and Politics: Orientation of Four Political Parties on Women's Empowerment issues. Dhaka Women for Women a Research and Study Group, 1995.

গ্রন্থাবলী

আতাউর রহমান, "*বাংলাদেশ এখন এসে দাঁড়িয়েছে একটি পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে*" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন, রাজশাহী ঃ রাজশাহী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪।

আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর ঃ টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮।

আহমেদ উল্লাহ (সম্পাদিত), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ, ঢাকা ঃ সুচনা প্রকাশনী, ১৯৯২।

আল মাসুদ হাসান উজ্জামান ও নাসিম আখতার হোসাইন, "আইন সভায় নারী", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৯৫।

এ.এস. এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২।

এমাজউদ্দিন আহমদ, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

খন্দকার মনজুর -এ মাওলা, বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ '৯১ এলবাম, ঢাকা ঃ তথ্যসেবা, ১৯৯১।

তালুকদার মনিরুজ্জামান,"বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি ঃ একটি বিশ্লেষণ" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

তালুদার মনিরুজ্জামান, "বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি ঃ একটি বিশ্লেষণ" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত ') ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

তারেক শামসুর রেহমান ও মিজানুর রহমান খান, " জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩-১৯৯৬" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, " বাংলাদেশ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

(তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি আতাউর রহমান, বাংলাদেশে এখন এসে দাঁড়িয়েছে একটি পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে ঢাকা উত্তরণ ২০০০,পৃ-৫৮।

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

বদরুদ্দীন ওমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, ঢাকা ঃ সুর্বনা প্রকাশনী, ১৯৯৪।

বেগম রোকেয়া., স্ত্রী জাতির অবনতি, মতিচুর প্রথম খন্ড।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান," *পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ, দুখী বাংলাদেশ*" ; ঢাকা ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪।

মোঃ মাকসুদুর রহমান, " *বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা*" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি); ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০।

মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, "*জরীপ গবেষণা পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা প্রণয়নের গুরুত্ব এবং পদ্ধতিগত আলোচনা ও বিশ্লেষণ*" (আবুল কালাম সম্পাদিত, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া); ঢাকা:ইউপিএল, ১৯৯২।

মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, " বাংলাদেশে গণতন্ত্র ঃ মুজিব থেকে হাসিনা" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, ' বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০২।

মাহমুদা ইসলাম., নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স।

মোঃ শাহ আলম, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজ পাঠ- চট্টগ্রাম ঃ আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬।

মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ সাংবিধানিক বিবর্তন তারিক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর- ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স-১৯৯৮।

রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার., নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুরভি বন্দেপাধ্যায়, গবেষণা ঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলিকাতাঃ দেশ পাবলিশিং, ১৯৯৫।

সৈয়দ আলী কবীর, সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ সুস্মিতা সুলতানা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫।

শেখ আবদুর রশিদ, যুগ পরিক্রমায় বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৮ ।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র, ঢাকা। বাংলা একাডেমী, ২০০০।

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, " গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল" (তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত ও " বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত), ঢাকা ঃ উত্তরণ, ২০০০, ০২-১৭-২০।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৩য় খন্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়-১৯৮২।

হাবিবুর রহমান, সামাজিক অসমতা তত্ত্ব ও গবেষণা, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস,১৯৯৫।

প্রবন্ধ

অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি: কলকাতা ঃ আনন্দ প্রকাশনা।

আবেদা সুলতানা, *"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ"*; ক্ষমতায়ন, সংখ্যা- দুই, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮।

আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, প্রান্তজন (মানবিধিকার বিষয়ক জার্নাল) নভেম্বর' ২০০১ (সূচনা সংখ্যা)।

আবেদা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা একটি বিশ্লেষণ; লোক প্রশাসন সাময়িকী।

আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২-১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন।

এন এইচ আবু বকর, "বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি", ৩১ আগষ্ট ২০০২, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পঠিত Keynote paper।

কাজী সুফিয়া আখতার,"নারীর ক্ষমতায়নই মানবাধিকারের ভিত্তি", মহিলা সমাচার, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও সুফিয়া কামাল কর্তৃক সম্পাদিত, এপ্রিল-জুন,১৯৯৭।

খাদিজা খাতুন, " শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন" হামিদা আখতার সম্পাদিত "ক্ষমতায়ন" (সংখ্যা২, নভেম্বর ১৯৯৮), ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮।

খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫।

খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫।

খোন্দকার আবদুল হক মিয়া, জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা, কনফারেন্স পেপার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা, ইউএনডিপি, ১৯৯৯।

ফারুক চৌধুরী, *ভারতের ২০০৪ সালের নির্বাচন উত্তর দিল্লীর একটি রেখাচিত্র;* ঢাকা ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৫ আগষ্ট ২০০৪,

Anam Nirafat & et al., Feminine Dimension of Disability, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, *প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো,* ঢাকা; সিএসআইডি, ২০০২।

মোঃ মামুনুর রশীদ, *জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারী ঃ বাস্তবতা ও করণীয়;* ঢাকা ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, একত্রিশতম সংখ্যা।

ব্রিটিশ কাউন্সিল, "*Political Empowerment of Women: Present Perspective and Ways of Forward* " শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন; ঢাকা ঃ ব্রিটিশ কাউন্সিল, ২০-২১ জুলাই,২০০৩।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান," *পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ, দুখী বাংলাদেশ*" ; ঢাকা ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০০।

নীলা ইয়াসমীন, 'চলার পথে হয়রানি'; ঢাকা ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুলাই ২০০৪।

২০০৩ সালের ১১-১৩ আগষ্ট এশিয়ান উইমেন্স হিউমেন রাইটস কাউন্সিল, ইউএনডিপি ও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত 'নারী ও শিশু পাচার এবং এইচআইভি/ এইডস' বিষয়ক প্রতীকি আদালতে উইনি ম্যান্ডেলা।

UNDP, UN Human Development Report (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন); 1995-1996।

গোলাম হোসেন, বাংলাদেশে বিকাশমান গণতন্ত্র: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চট্রগ্রাম ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি, ১৯৯৩।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি", ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৩৮, নভেম্বর ১৯৯০।

LSSP ও MSS কর্তৃক আয়োজিত Challenges of Democracy & working of the parliamentary system in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার।

শাহীন রহমান, " ইউপি নির্বাচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংকট " রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত উন্নয়ন পদক্ষেপ, আট বিংশ সংখ্যা, ঢাকা ঃ স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারী - মার্চ, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সীমা দাস, " পিএফএ - এর আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন" রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত উন্নয়ন পদক্ষেপ, আটবিংশ সংখ্যা, ঢাকা ঃ ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারী - মার্চ, ২০০৩।

রিপোর্ট, সেমিনার পেপার, ২০০২, ইউনিসেফ

নিপোর্ট, সেমিনার পেপার, ২০০২, ঢাকা; জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও পপুলেশন কাউন্সিল।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ২০০২ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক রিপোর্ট ।

শওকত আরা হোসেন, ৫ নারী ঃ রাজনৈতিক ও নির্বাচন" হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত ক্ষমতায়ন (সংখ্যা ২ নভেম্বর ১৯৯৮), ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮, ০২-১-১২।

মালেকা বেগম, "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ সংকলন - এ, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

চৌধুরী, রফিকুন হুদা, আহমেদ, নিলুফার রায়হান, ফিমেল ষ্টেটাস ইন বাংলাদেশ ঢাকা ঃ দি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৮০ ।

নাজমা চৌধুরী, " রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি শীর্ষক গ্রন্থ, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, " নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা", চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ' নারী ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থ, ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, সুসংহত গণতন্ত্রের পথে ঃ ২০০১ নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম, ঢাকা, জুলাই ২০০২।

সুরাইয়া বেগম, " রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট ঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী", সমাজ নিরীক্ষণ, সংকলন - দুই, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

নারীদিগন্ত, নারীদের উত্তরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কুলসুম আক্তার, দৈনিক আজকের কাগজ, ১৬ই জুলাই ২০০৩।

ফারহাদীবা চৌধুরী, বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাঃ বাংলাদেশে নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ২০০২ম ইউপিএল ।

শাহিন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮।

মালেকা বেগম, নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯০।

তাহমিনা আক্তার, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নাজমা চৌধুরী,"*রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা,উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

ফারজানা নাঈম, জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সরকারের ভূমিকা জেন্ডার এবং উন্নয়ন ঃ নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজাত্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, ১৯৯৮।

এম. নজরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও মার্কিন গণতন্ত্রঃএকটি পর্যালোচনা, ইমদাদুলহক ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ সমাজ ও সংস্কৃতি, সংখ্যা-৮,১৯৯৯।

সুসংহত গণতন্ত্রের পথেঃ ২০০১ নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম, ঢাকা, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, ২০০২,

ফেমা, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণঃ সুপারিশমালা, ঢাকা, মার্চ, ২০০০।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।

সালমা মোবারক, মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান., ক্ষমতায়তন, সংখ্যা-৪ উইমেন ফর উইমেন।

মাহমুদা ইসলাম., নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, ঢাকা।

নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন এর।

সুলতানা মোস্তাফা খানম., "বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ মীথ এবং বাস্তবতা" ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৪ উইমেন ফর উইমেন ,ঢাকা।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, *সমাজ নিরীক্ষণ* সংখ্যা ৬২, ১৯৯৬।

কে এম মহিউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ২০০২।

মোঃ মামুনুর রশিদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারীঃ বাস্তবতা ও করণীয়, উন্নয়ন প্রদক্ষেপ, ঢাকা ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, দশম বর্ষ ঃ একত্রিশ তম সংখ্যা।

নারী রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন, শওকত আরা হোসেন , ক্ষমতায়ন , ১৯৯৮, সংখ্যা-২।

নারীবার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন; নারী ও উন্নয়ন-পূর্বোক্ত।

দিলারা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জমান, উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স, স্কোপ, নেচার এন্ড লিমিটেশন। ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির জন্য প্রস্তুত ফাইনাল রিপোর্ট, অক্টোবর ১৯৯৩ এবং অন্যান্য সূত্র।

ফরিদা আখতার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন সরাসরি নির্বাচন, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রর্বতন, ফেব্রুঃ১৯৯৯।

নারীবার্তা, প্রথম বর্ষ সংখ্যা ২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন)।

Dhaka University Institutional Repository

নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট ও আইইউসিএন, পরিবেশ, নেতৃত্ব ও সংগঠন বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল, (বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সেম্প প্রোগ্রামের সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে প্রনীত), ঢাকা, ২০০৩।

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫।

তাসমিমা হোসেন, তাৎক্ষণিক (কলাম), অনন্যা, পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ১০, সংখ্যা-৪, ১-১৫ ডিসেম্বর,১৯৯৭,ঢাকা।

দৈনিক ভোরের কাগজ আয়োজিত ক্ষমতায়ন বিষয়ক গোলটেবিলে ড. নাজমা চৌধুরী কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ "নারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' ৩ জানুয়ারী ১৯৯৭ ঢাকা।

"রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী" বেইজিং এনজিও ফোরাম, ৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৫ পৃঃ ৪৬ ।

রেহনুমা আহমেদ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন, উদ্বৃত বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান খান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা- ১৯৮৭।

মোঃ মামুনুর রশীদ, জাতীয় সংসদ এবং রাজনীতিতে নারীর বাস্তবতা ও করণীয়, উন্নয়ন পদক্ষেপ ১০ম বর্ষ, একত্রিশ তম সংখ্যা- ২০০৪।

Unpublished Thesis (M. Phil. Ph.D)

রাকিবা ইয়াসমিন, *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬) ঃ পর্যালোচনা*, একটি অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, কুষ্টিয়া ঃ রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২।

সত্যজিত দত্ত, " নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন - ২০০২" অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

শাহনাজ পারভীন, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)" অপ্রকাশিত, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা

৩০ আগষ্ট ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত ইউএনডিপির রিপোর্ট ২০০২ দৈনিক জনকণ্ঠ।

১৫ অক্টোবর, ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ ।

৫ জানুয়ারী, ২০০২, দৈনিক প্রথম আলো।

দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদকীয়, ১৮ই আগষ্ট ২০০৪, ঢাকা।

জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ৩১তম সংখ্যা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

বিশ্বনারী সংবাদ, দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা ৬ আগষ্ট ২০০৩, ১২-১৬)।

দৈনিক ইত্তেফাক, ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৬।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৯৮ ইং সংখ্যা।

দৈনিক বাংলা, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, ঢাকা, বাংলাদেশ।

BBC World Service-21 March-2004।

The Dawn, Karachi, December 11, 1970 and the *Pakistan Observer*, Dhaka, January 20, 1970।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচ.ডি ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

জন সাধারণের মতামত জরীপের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

কোড ঃ | | | | তারিখ ঃ

উত্তরদাতার নাম-

তথ্য সংগ্রহের স্থান-

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর-

ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী-

১. বয়স [ ]   ২. লিঙ্গ | পু | ম |

৩. বৈবাহিক অবস্থা- অবিবাহিত/বিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা-

৫. পেশা-

৬. ঠিকানা

বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা

Dhaka University Institutional Repository

৭. পিতা/স্বামীর নাম-

৮. পিতা/স্বামীর পেশা-

৯. পরিবারের ধরন--একান্নবর্তী/একক

১০. পারিবারের মাসিক আয় [ ]

১১. পরিবারে সদস্য সংখ্যা- [ ]

খ) রাজনীতি

১২. আপনার পরিবারের কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি? সরাসরি সম্পৃক্ত/আংশিক জড়িত/ প্রযোজ্য নয়।

১৩. পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস (যদি কেউ বর্তমান বা অতীতে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে) সে ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিবরণ দিন

১৪. আপনি বর্তমানে সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন কি?- হ্যাঁ / না।

১৫. বাংলাদেশের নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে আপনি কিভাবে দেখেন। মন্তব্য করুন-

১৬. আপনার মতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/না।

উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?

১৭. আপনার মতে বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় সমূহ কি কি?

১৮. আপনার মতে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে কিভাবে নারীদের রাজনীতিতে আরো বেশী সম্পৃক্ত করা যায়?

১৯. বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা নারীদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসারে কি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

গ. জাতীয় সংসদ ও নারীপ্রতিনিধিত্ব

২০. আপনার মতে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?--

* না হলে কেন না?--

২১. গত জাতীয় সংসদে আপনার এলাকার সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্যের নাম আপনি জানেন কি? হ্যাঁ/ না।

* হ্যাঁ হলে তার নাম কি?

২২. গত জাতীয় সংসদে আপনার আসনের সংরক্ষিত মহিলা এমপি কর্তৃক সম্পাদিত কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড আপনার দৃষ্টিতে করছে কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যা হলে কি বিবরণ দিন।

২৩. বর্তমান জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত কোন আসন নেই- এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

২৪. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নারীদের কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে আপনি মনে করেন।

২৫. সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণকে আপনি সমর্থন করেন কি?- হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে যুক্তি দিন-

২৬. সংসদে নারী প্রতিনিধি বাড়ানোর জন্য কি করা প্রয়োজন?

২৭. বর্তমানে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে সংরক্ষিত নারী এমপি সংখ্যা ৪৫ করা হয়েছে- এটাকে আপনি সমর্থন করেন কি? হ্যাঁ/না

না হলে আপনার মতামত কি?

২৮. সংরক্ষিত নারী আসনে কি ভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন (√) চিহ্ন দিন-

ক) নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে

খ) নির্বাচনী এলাকার শুধু মাত্র নারীদের ভোটে

গ) সংসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে

ঘ) নির্বাচিত সাধারণ এমপিদের ভোটে

ঙ) অন্যান্য উল্লেখ করুন

২৯. আপনার দৃষ্টিতে সংসদ কার্যক্রমে নারীদের কি কি সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়?

৩০. আপনার মতে নারীদের এমপি হবার জন্য বিশেষ কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত?

৩১. আপনি জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন বিষয়টি বেশী গুরুত্ব দেন? (√) দিন।

ক. দলীয় পরিচিতি বা দলীয় প্রতীক

খ. প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইমেজ

গ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)...............

৩২. নারীর অধিকার আদায়ের জন্য এক জন নারী এমপি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

৩৩. অতীতে আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী এমপির কোন কার্যালয় ছিল কি?

৩৪. আপনার এলাকার কোন সমস্যা মোকাবেলায় তথা উন্নয়ন কাজকর্মে তাকে পাওয়া যেত কি?

৩৫. মতামত দিন (নিম্নের যে সমস্ত উক্তির সাথে আপনি একমত তাতে √ চিহ্ন দিন)

উক্তি নং	উক্তি (Statement)	একমত	একমত নয়
I)	সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ভাবে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই।		
II)	দলীয়ভাবে নারীদের মনোনয়ন আরো বাড়ানো প্রয়োজন।		
III)	সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন নির্বাচনী এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে হওয়া উচিত		

IV)	নির্বাচনী এলাকার শুধুমাত্র নারীদের ভোটে হওয়া উচিত।		
V)	সংসদের নির্বাচিত সাধারণ এমপিদের ভোটে হওয়া উচিত।		
VI)	সংসদের নারী এমপিদের ক্ষমতা সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ এমপিদের চেয়ে কম।		
VII)	সংরক্ষিত নারী এমপিরা সংসদের কার্যক্রমে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে।		
VIII)	সংসদে সংরক্ষিত নারী এমপিদের গুরুত্ব কম দেয়া হয়।		
IX)	মন্ত্রিসভায় আরো অধিক সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকা উচিত।		
X)	সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় সীমিত।		
XI)	প্রতি জেলার জন্য একজন করে নারী এমপি থাকা উচিত।		
XII)	যোগ্যতা সম্পন্ন নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কম করেন।		

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচ.ডি ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

জাতীয় সংসদের বর্তমান বা সাবেক নারী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

[বিঃদ্রঃ শুধু মাত্র 'ছ' নং প্রশ্নের প্রশ্নমালা সমূহ সাধারণ আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত (বর্তমান ও সাবেক) নারী সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]

কোড ঃ ☐☐☐ তারিখ ঃ

উত্তরদাতার নাম-

তথ্য সংগ্রহের স্থান-

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর-

ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী-

১. বয়স ☐

২. বৈবাহিক অবস্থা- অবিবাহিত/বিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা-

৪. পেশা-

Dhaka University Institutional Repository

৫. ঠিকানা

বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা

৬. পিতা/স্বামীর নাম-

৭. পিতা/স্বামীর পেশা-

৮. পরিবারের ধরন--একান্নবর্তী/একক

৯. পরিবারের মাসিক আয়

১০. পরিবারে সদস্য সংখ্যা-

১১. আপনি ছাড়া আপনার পরিবারের কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি? হ্যাঁ/না।

১২. আপনার পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস (যদি কেউ বর্তমান বা অতীতে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে তার বিবরণ)

খ. রাজনীতি

১৩. আপনার রাজনীতি সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে- ইতিবাচক / নেতিবাচক/ নিরপেক্ষ

১৪. আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করে?- পিতা/স্বামী/ভাই/অন্যান্য উল্লেখ করুন।

১৫. রাজনীতিতে আগমনের ক্ষেত্রে আপনি কার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছেন?

১৬. রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার ইতিহাস বর্ণনা করুন?

১৭. আপনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কি? হ্যাঁ/না।

Dhaka University Institutional Repository

* হ্যাঁ হলে আপনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিন--

১৮. রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি আপনাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে?...........

১৯. আপনি কোন দলের সমর্থন করেন?...

২০. কত বছরে ধরে আপনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছেন?....................বছর

২১. আপনার মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধা সমূহ কি কি?

২২. আপনার রাজনৈতিক কর্মকান্ড আপনার পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে, কি প্রকার সমস্যা--

২৩. পুরুষদের তুলনায় রাজনীতিতে নারী হিসেবে আপনাকে বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

২৪. রাজনীতিতে আপনি কখন সবচেয়ে অসহায় বোধ করেন?

গ. রাজনীতিতে অংশগ্রহণ-

২৫. নির্বাচন করার পরিকল্পনা কি আপনার পূর্বেই ছিল, না হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

২৬. নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত আপনি কিভাবে নিলেন?

২৭. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আপনাকে কে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন?

২৮. আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার নির্বাচনকে কিভাবে নিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়া কি রকম ছিল?

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ

২৯. বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্য না হলে আপনি কোন সংসদে এমপি নির্বাচিত হয়ে ছিলেন?

৩০. এটাই কি প্রথম নির্বাচন ছিল কি?

৩১. আপনার আসনটি ছিল সংরক্ষিত/সাধারণ আসন-

৩২. সংসদে আপনি কোন দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন-

৩৩. দলীয় মনোনয়ন লাভে আপনাকে বিশেষ কোন বাধাঁর সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি?

৩৪. আপনি যে দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন, সে দলের সাথে কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন?

৩৫. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

৩৬. আপনার মতে, দলীয় মনোয়ন লাভে কোন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল

ক) পরিবারের কোন সদস্যের রাজনীতি

খ) দলের প্রতি দীর্ঘ দিনের ত্যাগ স্বীকার

গ) নিজস্ব যোগ্যতা

ঘ) অন্যান্য উল্লেখ করুন..........................

৩৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত কি?-

ঘ) সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

৩৯. সংসদে আপনি কত কর্মদিবসে উপস্থিত ছিলেন?

৪০. সংসদে আপনি কোন বিল বা প্রস্তাব উথাপন করেছিলেন কি?

৪১. সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি কি কি বাধাঁর সম্মুখীন হয়েছিলেন?-

৪২. সংসদ কার্যক্রমে আপনি কোন সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন কি? হ্যাঁ/না

* হ্যাঁ হলে কমিটির নাম উল্লেখ করুন--

৪৩. সংসদীয় কমিটির সভায় নারী হিসেবে আপনাকে বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল কি? হ্যাঁ/না

৪৪. সংসদে আপনি উল্লেখযোগ্য কি কি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন-

৪৫. আপনার মতে, একজন নারী সদস্যের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে কিভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায়।

ঙ. এমপি হিসেবে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন

৪৬. এমপি হিসেবে আপনি কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড/প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন কি?- হ্যাঁ করেছি/ করিনি। করে থাকলে তার বিবরণ দিন।

৪৭. সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার দিক থেকে পুরুষ এমপিদের তুলনায় কোন বৈষম্যের শীকার হয়েছিলেন কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে বিবরণ দিন--

৪৮. আপনার নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নে আপনি কি কি কর্মকান্ড সম্পাদন করেছিলেন?

৪৯. আপনার নির্বাচনী এলাকায় আপনার কোন কার্যালয় ছিল কি?

চ. মতামত দিন

৫০. নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে যুক্তি দিন--

৫১. উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৫২. সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন কিভাবে হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন (√) দিন।

ক. নির্বাচনী এলাকার সব ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে।

খ. নির্বাচনী এলাকার নারী ভোটারদের ভোটে।

গ. সংসদে নির্বাচিত এমপিদের প্রত্যক্ষ ভোটে।

ঘ. অন্যান্য....................

৫৩. জাতীয় সংসদের এমপি হিসেবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্র সমূহ হতে একজন নারী সাংসদের প্রত্যাশা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ক. স্পীকারের কাছ থেকে-

খ. সরকারের কাছ থেকে-

গ. জনগণের কাছ থেকে-

৫৪. আপনার মতে, একজন পুরুষ এমপির তুলনায় একজন সংরক্ষিত নারী এমপির সংসদ কার্যক্রমে ও দায়িত্ব পালনে সচরাচর কি কি বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়-

ক. সংসদের কার্যক্রমে (বর্ণনা দিন)

খ. দায়িত্ব পালনে (বর্ণনা দিন)

৫৫. একজন নারীর সংসদ সদস্য হতে হলে কি কি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।

৫৬. সরাসরি/ সাধারণ আসনে নারী এমপি সংখ্যা কম হবার পিছনে প্রধান কারণসমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন।

৫৭. আপনার মতে নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. নারীর ক্ষমতায়নে একজন নারী এমপির ভূমিকা সংসদে ও বাইরে কি রকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

৫৯. আপনার মতে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

৬০. আপনি কি মনে করেন, প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীর মনোনয়ন প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিত? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন...

৬১. আপনার মতে একজন এমপি হিসেবে প্রাপ্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা সমূহ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য পরিপূরক কি?

৬২. সরকারি বরাদ্দ লাভের ক্ষেত্রে পুরুষ এমপিদের তুলনায় নারী এমপিরা কি কোন বৈষম্যের শিকার হন? আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

৬৩. আপনার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশের নারীর রাজনীতির ধারায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ / না।

* হ্যাঁ হলে পরিবর্তনের ধারাটি উল্লেখ করুন..

৬৪. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে (নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ৪৫) রাখার বিধান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

৬৫. উক্ত সংশোধনী জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণে গুণগত কোন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে কি? হ্যাঁ / না।

* হ্যাঁ হলে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৬৬. রাজনীতিতে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

ছ. সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ আসনে এমপিদের জন্য

৬৭. আপনি আপনার সংসদ নির্বাচনের সময় কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?

৬৮. নির্বাচনী প্রচার কিভাবে করেছিলেন?

৬৯. নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধায় আপনাকে পড়তে হয়েছিলো।

৭০. আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কয়জন ছিল?

৭১. মোট ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

৭২. আপনার নির্বাচনী খরচের উৎস কি ছিল

ক) দলীয় অনুদান

খ) পরিবারিক অনুদান

গ) ব্যক্তিগত অনুদান

ঘ) অন্যান্য......................................

৭৩. একজন পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় আপনার নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গুণগত বা পরিমাণগত পার্থক্য ছিল কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে বিবরণ দিন

৭৪. আপনি শতকরা কতভাগ ভোট পেয়েছিলেন?

৭৫. আপনার প্রাপ্ত ভোটে শতকরা কতভাগ নারী ভোট ছিল?

৭৬. নির্বাচনের পূর্বে মিছিল করেছিলেন কি?

৭৭. আপনার নির্বাচনী মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কি রকম ছিল?

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচ.ডি ডিগ্রীর আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

প্রতিষ্ঠিত নারী/ নারী উন্নয়ন কর্মী/ রাজনৈতিক নেত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

কোড ঃ [ ] [ ] [ ]　　　　তারিখ ঃ

উত্তরদাতার নাম-

তথ্য সংগ্রহের স্থান-

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর-

ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী-

১. বয়স [ ]

২. বৈবাহিক অবস্থা- অবিবাহিত/বিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা-

৫. পেশা-

৬. ঠিকানা

বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা

Dhaka University Institutional Repository

৭. পিতা/স্বামীর নাম-

৮. পিতা/স্বামীর পেশা-

৯. পরিবারের ধরন--একান্নবর্তী/একক

১০. পারিবারের মাসিক আয় [ ]

১১. পরিবারে সদস্য সংখ্যা- [ ]

১২. পরিবারের কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কি- হ্যাঁ/না।

১৩. পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস (যদি কেউ বর্তমান বা অতীতে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে তার বিবরণ দিন)

খ. রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

১৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে আপনি প্রয়োজনীয় মনে করেন কি? হ্যাঁ/না।

* হ্যাঁ হলে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন (কেন প্রয়োজন)

১৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় সমূহ কি বলে আপনি মনে করেন?

* এ বাধা সমূহ কিভাবে দূরীভূত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

১৬. বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে নারীদের খাপ খাওয়ানোর জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত।

১৭. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহে নারীদের বিদ্যমান অবস্থার বর্তমান উন্নয়নকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

Dhaka University Institutional Repository

১৮. আপনার মতে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পারিবারিক জীবনে কোন বাধার সৃষ্টি করে কি? হ্যাঁ/না।

১৯. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণে বাধা সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন।

* কিভাবে এ বাধাসমূহ দূর করা যায়।

২০. বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন

ক. তৃণমূল পর্যায়ে-

খ. জাতীয় পর্যায়ে-

গ. জাতীয় সংসদে-

২১. বর্তমান জাতীয় সংসদে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন না থাকা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

২২. জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন-

ক. আসন সংরক্ষণ-

খ. নারীদের সাধারণ আসনে দলীয় মনোনয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি

গ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২৩. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী নারীর আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

২৪. সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

* উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. সংসদে নারীর জন্য আসন বিন্যাস কিরূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন (√) দিন-

ক. প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল দলীয় ভাবে $^{1}/_{0}$ অংশ নারী মনোনয়ন দান-

খ. প্রতি জেলায় ১টি করে নারী আসন সংরক্ষণ।

গ. বর্তমান সংশোধনীতে প্রস্তাবিত আসনই ঠিক আছে।

ঘ. অন্যান্য- (উল্লেখ করুন)

২৬. সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত (√) দিন -

ক. নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে।

খ. নির্বাচনী এলাকার শুধুমাত্র মহিলা ভোটারের ভোটে।

গ. সার্বিকভাবে সংসদে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে আসন বন্টন।

ঘ. পরোক্ষভাবে এমপিদের ভোটে।

২৭. জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে নারীদের জন্য প্রধান সমস্যা সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

* এ সমস্যা সমূহ কিভাবে দূর করা যায়।

২৮. সংসদ সদস্য হিসেবে একজন নারী একজন পুরুষের তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের শীকার হয় বলে আপনি মনে করেন-(নিম্নোক্ত পয়েন্টসমূহের আলোকে আপনার মতামত দিন)

ক. সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে-

খ. ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে-

গ. স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে-

ঘ. সরকারি বরাদ্দ লাভের ক্ষেত্রে-

ঙ. সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে-

২৯. আপনার মতে বর্তমান সরকার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণকে কিভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায়?